মাসুদ রানা

গুপ্ত সংকেত

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

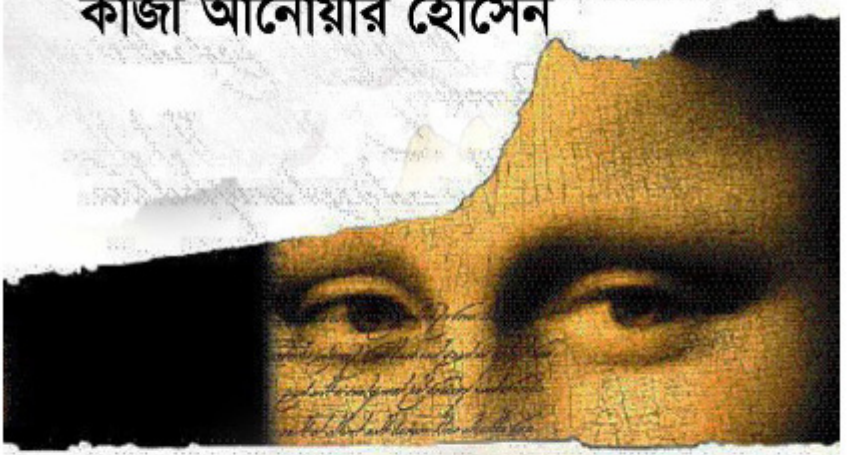

সেবা প্রকাশনী

এক

ফ্রান্সের রাজধানী, প্যারিস। প্রখ্যাত লুভার মিউজিয়াম।

রাত সাড়ে দশটা।

খিলান দিয়ে সাজানো গম্বুজ আকৃতির গ্র্যান্ড গ্যালারির নীরবতা ভেঙে জুতো পরা একজোড়া পায়ের ছন্দহীন আওয়াজ বদ্ধ মিউজিয়ামের ভিতর প্রতিধ্বনি তুলছে।

বিখ্যাত লুভার মিউজিয়ামের প্রখ্যাত কিউরেটার ল্যাক বেসন সাংঘাতিক ভয় পেয়েছেন। পঁচাত্তর বছর বয়স তাঁর, উদ্বেগ ও উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছেন, হোঁচট খেতে খেতে শে খিলানটা পার হয়ে গ্র্যান্ড গ্যালারির ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

দেয়ালে সাজানো কাছাকাছি পেইন্টিং-এর দিকে হাত বাড়ালেন বেসন। ইটালিয়ান পেইন্টার ক্যারোভ্যাজ্জিও-র মাস্টারপিস ওটা। সোনালি গিল্টি করা ফ্রেম ধরে নিজের দিকে টানছেন তিনি। এক সময় দেয়াল থেকে খুলে এল ছবি, ভারী বস্তার মত পিছনদিকে পড়ে গেলেন বেসন, তাঁর উপর পড়ল ক্যানভাসটা।

ঠিক যেমন আশা করছিলেন, কর্কশ ঘটাং আওয়াজ করে কাছাকাছি কোথাও নেমে এল ভারী লোহার গেট, গ্যালারিতে আর কারও ঢোকার পথ বন্ধ হয়ে গেল। কেঁপে উঠল জ্যামিতিক নকশা কাটা, পালিশ করা কাঠের মেঝে। সেই সঙ্গে বেজে উঠল অ্যালার্ম।

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে শুয়ে থাকলেন কিউরেটার, দম ফুরিয়ে যাওয়ায় এখনও হাঁপাচ্ছেন, চারদিকে তাকিয়ে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করলেন। এখনও আমি বেঁচে আছি!–ভাবলেন তিনি।

ক্যানভাসের তলা থেকে ক্রল করে বেরিয়ে এলেন বেসন, প্রকাণ্ড গুহার মত জায়গাটায় চোখ বুলিয়ে লুকানোর জায়গা খুঁজছেন। এই সময় শোনা গেল কথাটা, এত কাছ থেকে যে গা শিরশির করে উঠল তাঁর।

'একচুল নড়বেন না!'

হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে পাথর হয়ে গেলেন ল্যাক বেসন, ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাচ্ছেন।

পনের ফুট দূরে, গরাদে লাগানো বন্ধ গেটের বাইরে আততায়ীর বিশাল কাঠামো দেখা যাচ্ছে, ঠাণ্ডা ও নির্দয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তাঁর দিকে। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া লোকটা। আপাদমস্তক শ্বেতি, গায়ের চামড়া ফকফকে সাদা। মাথায় পাতলা হয়ে আসা সাদা চুল। চোখের মণি ম্লান লালচে, তাতে একই রঙের গাঢ় ফুটকি।

কোটের পকেট থেকে পিস্তল বের করে লোহার রডের ভিতর দিয়ে সরাসরি কিউরেটারের দিকে তাক করল লোকটা। 'এভাবে দৌড়ে চলে আসাটা উচিত হয়নি আপনার,' বলল সে, বাচনভঙ্গির টানটা সনাক্ত করা সহজ নয়। 'এবার বলুন ওটা কোথায়।'

'তো-তোমাকে তো ব-বললামই,' তোতলাচ্ছেন কিউরেটার, গ্যালারির মেঝেতে অসহায় ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে রয়েছেন। 'আমার মাথাতেই ঢু-ঢুকছে না কী চাও তুমি।'

'আবার মিথ্যেকথা!' অনড় দাঁড়িয়ে ল্যাক বেসনের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা, ভুতুড়ে চোখের চকচকে ভাবটুকু ছাড়া আর কিছুই তার নড়ছে না। 'আপনার আর আপনার ভাই-বেরাদারের কাছে এমন কিছু জিনিস আছে, যেটার মালিক অন্য কেউ।'

সারা শরীরে উথলে ওঠা অ্যাড্রেনালিন অনুভব করলেন কিউরেটার। ভাবলেন– আশ্চর্য, কী করে সম্ভব, এই লোক জানল কীভাবে?

'আজ জিনিসটা তার আসল মালিকের কাছে ফিরে যাবে। বলুন

কোথায় আছে ওটা, তা হলে বেঁচে যাবেন আপনি।' এবার লোকটা কিউরেটারের মাথা বরাবর পিস্তল তাক করল। 'ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাইলে মরতে হবে আপনাকে, তাই কি আপনি চান?'

ল্যাক বেসন শ্বাস নিতে পারছেন না।

মাথা সামান্য কাত করে ব্যারেল বরাবর চোখ কুঁচকে তাকাল লোকটা।

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত তুললেন বেসন। 'থামো,' ধীরে ধীরে বললেন, 'বলছি সব।' এরপর অত্যন্ত সাবধানে শুরু করলেন তিনি। মুখস্থ করা এই মিথ্যে কীভাবে বলতে হবে তা বহুবার মকশো করা আছে তাঁর, প্রতিবারই প্রার্থনা করেছেন এটা যেন কখনও ব্যবহার করতে না হয় তাঁকে।

কিউরেটার তাঁর কথা শেষ করলেন। সব শুনে আততায়ী লোকটা সন্তুষ্টচিত্তে বলল, 'হ্যাঁ। আর সবাইও আপনার মত ঠিক এই কথাই বলেছে।'

চমকে উঠলেন বেসন। আর সবাই?

'তাদেরকেও আমি খুঁজে বের করেছি,' প্রকাণ্ডদেহী খুনি বলল। 'তিনজনকেই। এই মাত্র আপনি যা বললেন, তারাও হুবহু ঠিক তাই বলেছে।'

উদভ্রান্ত, হতবিহ্বল লাগছে নিজেকে; ল্যাক বেসন ভাবলেন: এ স্রেফ হতেই পারে না! যে প্রাচীন তথ্য সংরক্ষণ করছেন কিউরেটার ও তাঁর বন্ধুরা, তাদের প্রকৃত পরিচয় তো প্রায় সেটার মতই গোপন বিষয়।

বেসন স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন, তাঁর তিন বন্ধু মৃত্যুর আগে কঠিন নিয়ম অনুসরণ করে এই একই মিথ্যেকথা বলে গেছেন। তাঁদের উপর আরোপিত প্রধান শর্ত ছিল এটাই।

আততায়ী আবার পিস্তল তাক করল। 'সত্য কী, তা এখন আমি জানি, আর জানেন আপনি। আপনি না থাকলে শুধু একা জানব আমি।'

সত্য! অকস্মাৎ পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আঁতকে উঠলেন কিউরেটার। ভাবলেন, আমি যদি মারা যাই, আমার সঙ্গে চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে সেই সত্য। হঠাৎ করে আড়াল পাওয়ার জন্য দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে ওখান থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি।

গর্জে উঠল পিস্তল।

পেটে উত্তপ্ত বুলেটের প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করলেন কিউরেটার। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন, অসহ্য ব্যথায় অন্ধকার দেখছেন চোখে। তারপর ধীরে ধীরে একটা গড়ান দিয়ে চিৎ হলেন, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন গরাদের ভিতর দিয়ে করিডরে, যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে খুনিটা।

আততায়ী এখন সরাসরি তাঁর মাথায় লক্ষ্যস্থির করছে।

চোখ বুজলেন কিউরেটার ল্যাক বেসন, চিন্তা-চেতনায় নিদারুণ প্রাণভয় ও হতাশার ঝড় বইছে।

পিস্তলের খালি চেম্বারে হ্যামারের আঘাত করিডরে প্রতিধ্বনি তুলল।

ঝট্ করে খুলে গেল কিউরেটারের চোখ।

খুনি লোকটা দৃষ্টি নামিয়ে হাতের অস্ত্রের দিকে তাকাল, প্রায় কৌতুকের ভাব ফুটে উঠল চেহারায়। স্পেয়ার ক্লিপ-এর দিকে হাত বাড়াল, তারপর কী ভেবে শান্তভাবে তাকিয়ে থাকল বেসনের পেটের দিকে, ঠোঁটের কোণে শ্লেষ-মেশানো নিঃশব্দ হাসি। 'এখানে আমার আর কোনও কাজ নেই,' বলল সে।

চোখ নামালেন কিউরেটার, নিজের সাদা লিনেন শার্টে বুলেটের তৈরি গর্তটা দেখছেন। ব্রেস্টবোন-এর কয়েক ইঞ্চি নীচে রক্তের ছোট্ট একটা বৃত্ত ঘিরে রেখেছে ওটাকে। হয়তো ইচ্ছে করেই এখানে তাক করেছিল লোকটা– একরকম নিষ্ঠুরতাই বলতে হবে, বুলেটটা একটুর জন্য হৃৎপিণ্ডকে ছোঁয়নি।

সাবেক যোদ্ধা তিনি, এ-ধরনের অনেক মৃত্যু চাক্ষুষ করেছেন

বেসন। নিজের ভিতর থেকেই স্লো পয়জনের শিকার হচ্ছেন তিনি এখন। পাকস্থলীর অ্যাসিড তাঁর বুকের গহ্বর ভরে তুলতে যে সময় নেবে, ওই সময়টুকু বাঁচবেন– মিনিট পনেরো।

'পীড়ন কাম্য, মসিয়ো; পীড়নে পাপক্ষয়,' বলেই ঘুরে চলে গেল লোকটা।

একা হওয়ার পর আবার ঘাড় ফিরিয়ে লোহার গেটটার দিকে তাকালেন বেসন। ফাঁদে আটকা পড়েছেন, আরও অন্তত বিশ মিনিট পার না হলে ওই গেট খোলা যাবে না। কেউ তাঁর কাছে পৌঁছাবার আগেই মারা যাবেন তিনি। তা সত্ত্বেও এই মুহূর্তে নিজের মৃত্যু নয়, তারচেয়ে আরও অনেক বড় ভয় গ্রাস করে ফেলছে তাঁকে।

কিউরেটার মরিয়া হয়ে ভাবলেন, গোপন কথাটা কাউকে আমার বলে যেতে হবে।

টলতে টলতে সিধে হলেন বেসন। নিহত তিন বন্ধুকে স্মরণ করলেন। তাদের আগের প্রজন্মের অসংখ্য মানুষের কথা ভাবলেন, যুগ-যুগ ধরে বিশ্বাস করে যাদেরকে এই একই মিশন দেওয়া হয়েছিল।

জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন একটা শিকল।

এখন হঠাৎ করে, এত সব সাবধানতা ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও, শিকলটার অবশিষ্ট একমাত্র গিঁট ল্যাক বেসন টিকে আছেন– দুনিয়ায় এ পর্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে-সব বিষয় গোপন রাখা হয়েছে তার অন্যতম একটির নিঃসঙ্গ রক্ষক। শীতে ও আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন কিউরেটার। যেভাবেই হোক কোনও উপায় বের করতে হবে তাঁকে... যেভাবেই হোক...

চিন্তা করছেন বেসন। গ্র্যান্ড গ্যালারির ভিতর আটকা পড়ে গেছেন তিনি– বর্তমান পরিস্থিতিতে, তাঁর বিবেচনায়, দুনিয়ার বুকে মাত্র একজন মানুষের অস্তিত্ব আছে, যাকে গোপন কথাটা বলে যাওয়া যায়।

চোখ তুলে গম্বুজ আকৃতির কয়েদখানার দেয়ালগুলো দেখলেন বেসন। দুনিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত পেইন্টিংগুলো পুরানো বন্ধুর মত তাঁর দিকে তাকিয়ে যেন মলিন হাসি হাসছে।

ব্যথায় চোখ-মুখ কুঁচকে আছেন, সমস্ত শক্তি ও সচেতনতা এক করলেন তিনি। সামনে অত্যন্ত শক্ত একটা কাজ, জানেন সেটা শেষ করতে চাইলে অবশিষ্ট জীবনের প্রতিটি সেকেন্ড দরকার হবে তাঁর।

ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙল মাসুদ রানার।

অন্ধকারে টেলিফোন বাজছে, কেমন যেন অস্পষ্ট, অচেনা সুর। হাতড়ে বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বালল। কোঁচকানো চোখ ঘুরিয়ে চারদিকে তাকিয়ে সম্রাট ষোড়শ লুই-আমলের ফার্নিচারসহ ভেলভেটে মোড়া রেনেসা বেডরুম দেখতে পেল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল কোথায় রয়েছে ও। হোটেল হিলটন ইন্টারন্যাশনাল, প্যারিস।

রিসিভার তুলল রানা। 'হ্যালো?'

'মসিয়ো রানা?' ভরাট পুরুষালি কণ্ঠস্বর। 'আশা করি আপনার ঘুম ভাঙাইনি?'

ঘুমের ঘোর কাটছে না, বেডসাইড টেবিলে রাখা ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। বারোটা বেজে সতের মিনিট। মাত্র এক ঘণ্টা ঘুমিয়েছে ও। এভাবে কাঁচা ঘুম ভা ঙে কারই বা ভাল লাগে! তারপরও শান্তভাবে অপেক্ষা করছে।

'আমি হোটেলের ফ্লোর ম্যানেজার, মসিয়ো,' বলল লোকটা। 'অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চাই, কিন্তু এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলছেন, ব্যাপারটা খুবই জরুরি।'

রানার ঘোর তবু কাটছে না। এতো রাতে কে হতে পারে? এজেন্সি বা অফিসের কেউ হলে মোবাইলে যোগাযোগ করত।

তারপর মনে পড়ল, দিন কয়েক আগে ইংরেজি দৈনিক ডেইলি

প্যারিস-এ সৌখিন আর্কিওলজিস্ট হিসেবে ওর একটা সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন গবেষক এবং লেখক ডাউমিয়ার অনোরি। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট করেই বলেছে রানা, বেশ ক'বছর ধরে হোলি গ্রেইল সম্পর্কে খোঁজ-খবর করছে ও।

হোলি গ্রেইল মধ্যযুগের একটা কিংবদন্তি– লাস্ট সাপার-এ বসে যিশু যে কাপ বা পানপাত্র ব্যবহার করেছিলেন, পরে যেটায় ক্রুসবিদ্ধ যিশুর রক্ত ধারণ করা হয়েছিল।

সাক্ষাৎকারটি ছাপা হওয়ার পর থেকে কিছু পাগলাটে লোক ও কিছু সিরিয়াস গবেষক সময় নেই অসময় নেই খুব জ্বালাতন করছে রানাকে। নিশ্চয় তাদেরই কেউ হবে, ভাবল ও। 'দুঃখিত,' বলল ফ্লোর ম্যানেজারকে। 'আমি খুব ক্লান্ত, আর তা ছাড়া...'

'মসিয়ো,' হোটেল কর্মকর্তা গলার আওয়াজ খাদে নামালেন, সুরটা যেন সতর্ক করার। 'আপনার অতিথি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।'

এরা সবাই তা-ই হয়, রানার জানা আছে। কেউ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে রিলিজিয়াস সিম্বলজি পড়ান, কেউ ত্রিশ বছর ধরে গ্রেইলের উপর সিরিয়াস গবেষণা করছেন। 'আপনি কি আমার এই উপকারটুকু করতে পারেন?' ভদ্রতা বজায় রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ও, 'ভদ্রলোকের নাম-ফোননম্বর চেয়ে নিন, তারপর তাঁকে জানান প্যারিস ছেড়ে চলে যাবার আগে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ।' ফ্লোর ম্যানেজারকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখল ও।

যাক, একটা উপদ্রব এড়ানো গেছে, পাশ ফিরে শোয়ার সময় খুশি মনে ভাবল রানা। আবার ঘুমাবার চেষ্টা করল ও। চোখে ছিলই ঘুম, পাতা বন্ধ করতেই...

আবার বেজে উঠল ফোন। অবিশ্বাসে দুর্বোধ্য ওয়াজ বেরিয়ে এল রানার গলা থেকে। রিসিভার তুলল। 'ইয়েস?'

যা ভেবেছে, ফ্লোর ম্যানেজারই। 'মিস্টার রানা, আবার ক্ষমা

চাই। গেস্ট ভদ্রলোক আপনার স্যুইটের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন। ভাবলাম আপনাকে সতর্ক করা দরকার।'

এবার পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠল রানা। 'আমার অনুমতি নেই, তারপরও এক লোককে আপনি আমার স্যুইটে পাঠাচ্ছেন?'

'আমাকে মাফ করবেন, মসিয়ো, কিন্তু তাঁর পজিশনের মানুষকে... মানে, তাঁকে বাধা দেওয়ার মত কর্তৃত্ব আমার নেই...'

'আসলে কে বলুন তো লোকটা?'

কিন্তু ফ্লোর ম্যানেজার লাইনে নেই। প্রায় ওই সময়েই রানার স্যুইটের দরজায় দমাদম কিল মারার আওয়াজ হলো।

বিছানা থেকে নরম কার্পেটে নামল রানা। ওর সঙ্গে এই মুহূর্তে কোনও অস্ত্র নেই। হোটেলের লম্বা তোয়ালেটা কোমরে জড়িয়ে ভদ্রোচিত হলো, তারপর সাবধানে এগোল দরজার দিকে। 'কে?'

'মিস্টার রানা? আপনার সঙ্গে আমার কথা হওয়া দরকার।' আগন্তুকের ইংরেজিতে আঞ্চলিকতার টান স্পষ্ট, গলার আওয়াজে বাঘের মত চাপা গর্জন। 'আমি লেফটেন্যান্ট ডুফি রাউল। ডাইরেকশন সেনট্রেইলি পুলিশ জুডিশিয়ারি।'

স্থির হয়ে গেল রানা। জুডিশিয়াল পুলিশ? ফ্রেঞ্চ ডিসিপিজে ও আমেরিকান এফবিআই একই জিনিস।

সিকিউরিটি চেইনটা জায়গামত রেখেই দরজার কবাট কয়েক ইঞ্চি খুলল রানা। সরু একটা মুখ দেখতে পেল, ধূসর রঙের একজোড়া চোখ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছে ওকে। নীল ইউনিফর্মে পরিপাটি লাগছে লোকটাকে।

'ভেতরে আসতে পারি?' জানতে চাইল এজেন্ট।

ইতস্তত করছে রানা। গর্তে ঢোকা লোকটার চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু আছে, আরও বেড়ে গেল ওর অস্বস্তি। 'যদি একটু বলেন ব্যাপারটা কী নিয়ে, প্লিজ?'

'ব্যক্তিগত কোনও ব্যাপারে আমার ক্যাপটেন আপনার সুনাম ও দক্ষতা কাজে লাগাতে চান,' রোবটের মত যান্ত্রিক, আনুষ্ঠানিক

ভাষায় বলল লেফটেন্যান্ট।

'এখন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'মাঝরাত পেরিয়ে গেছে।'

'দেখুন তো আমার ভুল হচ্ছে কি না– লুভার মিউজিয়ামের কিউরেটার, মসিয়ো ল্যাক বেসনের সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় আপনার দেখা করার কথা ছিল।'

হঠাৎ রানার অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল। আজ রাতে মসিয়ো বেসনের সঙ্গে এক জায়গায় বসে আলাপ করবার কথা ছিল বটে। কিন্তু কী কারণে যেন ভদ্রলোক আসেননি। 'হ্যাঁ, ছিল। আপনি তা জানলেন কীভাবে?'

'আমরা তাঁর নোটবুকে আপনার নাম পেয়েছি।'

'কোনও সমস্যা হয়নি তো?'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লেফটেন্যান্ট, তারপর দরজার সরু ফাঁক দিয়ে পোলারয়েড ক্যামেরায় তোলা একটা ফটো বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

ফটোটা দেখেই রানার শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল।

'এটা তোলা হয়েছে একঘণ্টাও হয়নি। লুভার মিউজিয়ামের ভেতরে।'

ছবিটার দিকে অদ্ভুতদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, বমির ভাব ও বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে উঠতে বেশি সময় নিল না রানা। অনুভব করল ওর সারা শরীর গরম হয়ে উঠছে প্রচণ্ড রাগে। 'এমন কাজ কে করবে?'

'আমরা আশা করছি আপনিই পারবেন এই প্রশ্নের জবাব দিতে। আমরা জানি আপনি কে– রানা এজেন্সির কৃতিত্ব ফ্রান্সেও কম নয়। এক্ষেত্রে অবশ্য তারচেয়েও বড় কথা, সিম্বলজি সম্পর্কে অনেক পড়াশোনা আছে আপনার। আজ রাতে তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ার কথা ছিল।'

ছবিটার উপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না রানা।

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল এজেন্ট। 'আমার ক্যাপটেন

আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, মসিয়ো।'

কথাটা কোনও রকমে শুনতে পেল রানা, এখনও ছবিটার উপর স্থির হয়ে আছে ওর চোখ। 'এই সিম্বল, আর শরীরের এই বিদঘুটে...'

'পজিশন?' শূন্যস্থান পূরণ করতে চাইল ডিসিপিজে এজেন্ট।

মাথা ঝাঁকাল রানা, মুখ তোলার সময় শিরশির করে উঠল গা। 'আমি চিন্তাই করতে পারছি না কেউ কারও এরকম অবস্থা করতে পারে।'

গম্ভীর দেখাল লেফটেন্যান্টকে। 'ব্যাপারটা আপনাকে পরিষ্কার করে বলা দরকার, মসিয়ো রানা। ফটোয় আপনি মসিয়ো ল্যাক বেসনকে যেভাবে দেখছেন...' দম নিল সে, '...মানে, এই আশ্চর্য পজিশনটা তাঁর নিজেরই তৈরি।'

দুই

এক মাইল দূরে। প্যারিসের অভিজাত আবাসিক এলাকা।

ফকফকে সাদা প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটছে রুয়ান লেবরান। বিলাসবহুল একটি বাড়িতে ঢুকল সে। উরুতে জড়ানো বেল্টের স্পাইক মাংসে গেঁথে যাচ্ছে, অথচ তার আত্মা স্রষ্টার কাজে লাগতে পারার আনন্দে গান গাইছে।

পীড়ন কাঙ্ক্ষিত, পীড়নে পাপক্ষয়।

বাড়িটার ভিতর ঢোকার সময় তার লাল চোখ লবির চারদিক ভাল করে দেখে নিল। কোথাও কেউ নেই। নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠছে সে, কারও ঘুম ভাঙাতে চাইছে না। তার

বেডরুমের দরজা খোলা রয়েছে, এখানে তালা লাগানো নিষেধ। ভিতরে ঢুকে কবাট বন্ধ করে দিল লেবরান।

শক্ত কাঠের মেঝে। ফার্নিচার বলতে একটা ড্রেসার। এক কোণে ক্যানভাসের ম্যাট, সেটাই বিছানা হিসাবে চালিয়ে নেওয়া হয়। চলতি হপ্তায় অতিথি হিসাবে এখানে তার আসা, তবে নিউ ইয়র্ক শহরে এ-ধরনের অভয়াশ্রয় বহু বছর ধরে পেয়ে আসছে সে।

ঈশ্বর আমাকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছেন, দিয়েছেন জীবনের লক্ষ্য। তাঁর কাছে আমি ঋণী।

রুয়ান লেবরান উপলব্ধি করল, অবশেষে আজ রাত থেকে ঋণ শোধ দিতে শুরু করেছে সে। ড্রেসারের সামনে থামল, সবচেয়ে নীচের দেরাজটার তলায় লুকানো সেল ফোনটা বের করে চাপ দিল কয়েকটা বোতামে।

'ইয়েস?' অপরপ্রান্ত থেকে গম্ভীর পুরুষকণ্ঠ ভেসে এ

'লালিক, আমি ফিরেছি।'

'রিপোর্ট করো,' ভরাট ক থেকে আদেশ এল, লেবরান ফিরেছে শুনে খুশি।

'চারজনই খতম। তিন সেনিচক্স ও গ্র্যান্ড মাস্টার স্বয়ং।'

অপরপ্রান্তে এক মুহূর্তের নীরবতা, যেন প্রার্থনার জন্য সময় লাগছে। 'তা হলে আমি ধরে নিচ্ছি তথ্যটা তুমি পেয়েছ?'

'চারজনই এক কথা বলেছে। আলাদা আলাদাভাবে।'

'তুমি তাদের কথা বিশ্বাস করেছ?'

'এত বেশি মিল যে কাকতালীয় হওয়া সম্ভব নয়।'

লালিকের নিঃশ্বাসে উত্তেজনা। 'চমৎকার। ব্রাদারহুড-এর গোপনীয়তা বজায় রাখার একটা ঐতিহ্য আছে, ভয় পাচ্ছিলাম সেই বাধাটা তুমি টপকাতে পারবে কি না।'

'মৃত্যুর আশঙ্কা, সেই সঙ্গে জীবনের আশ্বাস মানুষকে দিয়ে কী না করাতে পারে।'

'তো, প্রিয় বৎস আমার, আসল কথাটা বলো এবার।'

লেবরান জানে তার সংগ্রহ করা তথ্য একটা বিস্ময় হয়ে দেখা দেবে। 'লালিক, চারজনই কিংবদন্তির সেই কিস্টোন-এর কথা বলে গেছে, স্বীকার করে গেছে ওটার অস্তিত্ব আছে।'

লালিকের দম আটকানোর আওয়াজ পাওয়া গেল টেলিফোন থেকে। 'কিস্টোন! ঠিক আমরা যা সন্দেহ করেছি!'

এ নিয়ে একটা গুজব আছে, ব্রাদারহুড সংঘ পাথরের চাকতি বা কিস্টোনে খোদাইয়ের সাহায্যে একটা মানচিত্র তৈরি করেছে। সেই মানচিত্রে প্রকাশ পাবে তাদের সবচেয়ে বড় রহস্যটা.. এত গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য যে, সেটা গোপন রাখার উপর নির্ভর করে খোদ তাদের সংঘের অস্তিত্ব।

'কিস্টোনটা পেলে,' বললেন লালিক, 'আর কেবল এ দূরে থাকব আমরা।'

'আপনি যতটা ভাবছেন, তারচেয়ে কাছে পৌঁছে গেছি আমরা। কিস্টোনটা এখানেই আছে– প্যারিসে।'

'প্যারিসে? বলো কী! যেন বড় বেশি সহজে পেয়ে যাচ্ছি?'

আজ সন্ধ্যায় কীভাবে কী ঘটেছে তার বর্ণনা দিল লেবরান। তার চার ভিক্টিমই মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে গোপনতম তথ্য ফাঁস করে দিয়ে নিজেদের ঈশ্বরবিহীন অস্তিত্ব রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে। প্রত্যেকে তারা লেবরানকে একই কথা বলেছে– প্যারিসের অন্যতম একটা প্রাচীন চার্চ, এগলাইজ দ্য সেইন্ট-সালপিস-এর ভিতর, বিশেষ একটা গোপন জায়গায় লুকানো আছে কিস্টোনটা।

'ঈশ্বরের বাড়ির ভেতর?' লালিক ক্ষুব্ধ। 'আশ্চর্য স্পর্ধা বটে! কতভাবেই না আমাদেরকে ব্যঙ্গ করা হয়!'

'এটা ওরা শত শত বছর ধরেই তো চালিয়ে যাচ্ছে,' সায় দিয়ে বলল লেবরান।

নীরব হয়ে গেলেন লালিক, যেন এই মুহূর্তের বিজয় উপভোগ করার জন্য সময় নিচ্ছেন। তারপর এক সময় নীরবতা ভাঙলেন

তিনি। 'তোমাকে দিয়ে ঈশ্বর খুবই বড় একটা কাজ করিয়ে নিলেন। এটার জন্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা করেছি আমরা। এবার তুমি পাথরটা এনে দেবে আমাকে। দেরি করা চলবে না। আজ রাতেই। তুমি তো বোঝোই এর কী গুরুত্ব।'

লেবরান জানে এর গুরুত্ব অপরিসীম, কিন্তু তা সত্ত্বেও লালিকের নির্দেশ পালন করা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে তার। 'কিন্তু ওই চার্চ আসলে একটা দুর্গ,' বলল সে। 'এই রাতে আমি ওর ভেতর ঢুকব কীভাবে?'

অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন মানুষের মত দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী সুরে ব্যাখ্যা করলেন লালিক কীভাবে কী করতে হবে তাকে।

রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখবার সময় প্রত্যাশায় শিরশির করে উঠল লেবরানের গায়ের সাদা চামড়া। এক ঘণ্টা, ভাবল সে। ঈশ্বরের একটা বাড়িতে ঢোকার আগে লালিক তাকে আত্মপীড়নের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হওয়ার সময় দেওয়ায় কৃতজ্ঞ বোধ করছে সে।

আত্মা থেকে আজকের সব পাপ ধুয়ে ফেলতে হবে তাকে। আজ যে পাপ করা হয়েছে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিচারে তা ছিল পবিত্র কাজ। ঈশ্বরের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও রক্তপাত বহু হাজার বছর ধরে চলে আসছে। শান্তির জন্য এই রক্তপাত। তাঁর ক্ষমা পাওয়ার নিশ্চয়তা ষোলো আনা। তারপরেও, লেবরান জানে, মুক্তি পেতে হলে কিছু ত্যাগ স্বীকারের দরকার আছে, দরকার আছে আত্মপীড়নের।

দিগম্বর অবস্থায় কামরার মাঝখানে হাঁটু গাড়ল লেবরান। চোখ নামিয়ে উরুতে পরা কাঁটা লাগানো বেল্টটা দেখল। 'দ্য ওয়ে'-র একনিষ্ঠ অনুসারীরা সবাই এটা পরে– বেশ চওড়া লেদার স্ট্র্যাপ, তাতে বসানো ধাতব কাঁটা মাংসে গেঁথে যায়, ফলে যিশু যে কষ্ট পেয়েছিলেন সেটা স্মরণ ও আংশিক অনুভব করার সুযোগ মেলে।

বেল্টটা আরও খানিকটা আঁটসাঁট করে বাঁধল লেবরান,

কাঁটাগুলো মাংসের আরও ভিতরে সেঁধিয়ে যাওয়ার সময় ব্যথায় গাল কোঁচকাল সে। ধীরে ধীরে শ্বাস নিয়ে আত্মপীড়নের মাধ্যমে নিজের পরিশুদ্ধ হওয়াটা উপভোগ করছে।

'পীড়ন কাঙ্ক্ষিত, পীড়নে পাপক্ষয়,' বিড়বিড় করে জপছে লেবরান। শিক্ষদের শিক্ষক, অপাস ডেই-এর প্রতিষ্ঠাতা, স্প্যানিয়ার্ড হোসে মারিয়া ১৯৭৫ সালে মারা গেছেন, এটা তাঁরই পবিত্র মন্ত্র। এই মন্ত্র দুনিয়া জুড়ে তাঁর হাজার হাজার বিশ্বস্ত সেবক মেঝেতে হাঁটু গেড়ে এই একই ভঙ্গিতে জপছে প্রতিদিন অন্তত দু'-ঘণ্টা করে।

এরপর মেঝেতে তার পাশে পড়ে থাকা কুণ্ডলী পাকানো রশিটার দিকে তাকাল লেবরান। শুকনো রক্ত লেগে থাকায় রশির গিঁটগুলো শক্ত হয়ে গেছে। আত্মপীড়নের মাত্রা বাড়াবার আগ্রহে মন্ত্র আওড়ানো দ্রুত করল সে। তারপর রশির একটা প্রান্ত ধরে চোখ বুজল, কাঁধের উপর দিয়ে পিঠে নামিয়ে আনল অপরপ্রান্তটা। চাবুক মারার ভঙ্গিতে নিজেকে বার বার আঘাত করছে। অসহ্য ব্যথা শান্তমুখে সহ্য করছে। ভাবছে, আমার ভাল লাগছে, খুব ভাল লাগছে। পীড়ন কাঙ্ক্ষিত, পীড়নে পাপক্ষয়।

একসময় লেবরান অনুভব করল তার পিঠ বেয়ে রক্তের কয়েকটা ধারা গড়াচ্ছে কুলকুল করে।

অপেরা হাউসকে পাশ কাটিয়ে ছুটে চলেছে জুডিশিয়াল পুলিশের সিত্রোঁ জেডএক্স, খোলা জানালা দিয়ে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকছে এপ্রিলের বাতাস। পিছনের সিটে বসে চিন্তার সুষ্ঠু ধারাটা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে রানা।

দ্রুত শাওয়ার সেরে দাড়ি কামানোয় ভদ্রসমাজে বেরুবার মত হওয়া গেছে বটে, তবে তাতে ওর উদ্বেগের মাত্রা এতটুকু কমেনি। কিউরেটার ভদ্রলোকের ভীতিকর ছবিটা ওর মনের পরদায় যেন সেঁটে দেওয়া হয়েছে, চেষ্টা করলেও মোছা যাবে না।

ল্যাক বেসন মারা গেছেন। রানা অনুভব করছে, বিরাট একটা ক্ষতি হয়ে গেল। নিভৃতচারী হলেও, শিল্প-সাহিত্যের একজন উঁচুদরের বোদ্ধা হিসাবে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি ছিল তাঁর। নিকোলাস পুসাঁ আর ডেভিড টেনিয়ার্স-এর আঁকা ছবিতে লুকানো গোপন সংকেত আছে, এটাকে বিষয় করে লেখা তাঁর বইগুলো ফ্রান্সের আর্ট কলেজে পড়ানো হয়। রানার মত কিছু সাধারণ মানুষও, এ বিষয়ে যাদের কৌতূহল আছে, অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়ে সেগুলো।

আজ রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সময়টা আলাদা করে রেখেছিল রানা, তিনি না আসায় খুবই হতাশ বোধ করেছে ও। কিউরেটারের ছবিটা চোখের সামনে আবার ফিরে এল। বেসন নিজেই তাঁর এই অবস্থা করেছেন? মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও, চোখের সামনে থেকে ছবিটা মুছে ফেলার চেষ্টা করল।

ব্যস্ততার পাট চুকিয়ে এতক্ষণে ঘুমাতে যাচ্ছে প্যারিস নগরী। ফেরিওয়ালারা পণ্য বোঝাই কার্ট ঠেলে যে যার ঠিকানায় ফিরছে, ওয়েটাররা আবর্জনা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে নেমে আসছে ফুটপাথে। পার্কের ভিতর, নিচু পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে রাতজাগা একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে আছে, যেন নিষ্প্রাণ স্ট্যাচু।

'আপনি এখনও প্যারিসে আছেন শুনে ক্যাপটেন খুব খুশি হবেন,' হোটেল ছাড়ার পর এই প্রথম মুখ খুলল লেফটেন্যান্ট ডুফি রাউল। 'ব্যাপারটা কাকতালীয় হলেও, শুভই বলতে হবে।'

এর মধ্যে শুভ কি আছে বুঝতে পারছে না রানা। 'আপনারা বোধহয় রানা এজেন্সির প্যারিস শাখা থেকে আমার হোটেলের ঠিকানা পেয়েছেন?'

মাথা নাড়ল এজেন্ট রাউল। 'ইন্টারপোল।'

হুম, ভাবল রানা। যে-কোনও ইউরোপিয়ান হোটেলে ওঠার সময় পাসপোর্ট দেখানোর আইন আছে। যে-কোনও রাতে গোটা ইউরোপের কোন্ হোটেলে কে ঘুমাচ্ছে বলে দিতে পারবে

ইন্টারপোল। রানা হিলটনে আছে, এটা জানতে তাদের বোধহয় পাঁচ সেকেন্ডের বেশি লাগেনি।

ওদের গাড়ি আইফেল টাওয়ারকে ডানদিকে রেখে এগোচ্ছে।

'ওর ওপরে চড়েছেন?' জিজ্ঞেস করল এজেন্ট, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে।

চোখ ফেরাল রানা, নিশ্চিত যে ভুল বুঝেছে। 'মাফ করবেন?'

'ওই সুন্দরীর কথা বলছি,' ব্যাখ্যা করল লেফটেন্যান্ট, উইন্ডস্ক্রিনের ওপাশে আইফেল টাওয়ারটা দেখাল রানাকে। 'আপনি ওর ওপর চড়েছেন?'

কথা না বলে মৃদু হেসে রানা শুধু মাথা ঝাঁকাল।

ওদের গাড়ি প্যারিসের সেন্ট্রাল পার্কে ঢুকল, এতক্ষণে বোতাম টিপে সাইরেনটা বন্ধ করে দিল ড্রাইভার।

খানিক পর ডান জানালার বাইরে দেখা গেল সেইন নদীর তীরে পুরানো রেলস্টেশন কেই ভলতেয়ার। বামে তাকাতে চোখে পড়ল পম্পিডু সেন্টার, ওটার ভিতরেই রয়েছে মিউজিয়াম অভ মডার্ন আর্ট। আর সরাসরি সামনে, পুবে, প্রকাণ্ড তোরণের ভিতর দেখা যাচ্ছে মনোলিথিক রেনেসাঁ প্যালেস, যা কিনা গোটা দুনিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত আর্ট মিউজিয়াম হয়ে উঠেছে কালক্রমে।

লুভার মিউজিয়াম।

প্যারিসের আকাশে প্রকাণ্ড দুর্গের মত হেলান দিয়ে আছে দালানটা। ঘোড়ার খুর আকৃতির কাঠামো, ইউরোপের সবচেয়ে দীর্ঘ ভবন লুভার, তিনটে আইফেল টাওয়ারকে একটার পর একটা লম্বা করে শুইয়ে দিলেও দৈর্ঘ্যে ওটার সমান হবে না। দালানটার ভিতরে যে পঁয়ষট্টি হাজার তিনশো শিল্পকর্ম আছে, দেখতে হলে একজন দর্শকের কমপক্ষে পাঁচ হপ্তা সময় লাগবে।

ড্রাইভারের হাতে একটা ওয়াকি-টকি বেরিয়ে এল। 'মসিয়ো মাসুদ রানা পৌঁছেছেন,' রিপোর্ট করল সে।

জবাবে যা-ই বলা হোক, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনে ঠিক বোঝা গেল

না। ওয়াকি-টকি কোমরে গুঁজে রেখে রানার দিকে তাকাল রাউল। 'আমার ক্যাপটেন আপনার সঙ্গে মেইন গেটে দেখা করবেন।'

সাইন-এ লেখা রয়েছে প্লাযা-য় অটো ট্রাফিক চলাচল করা নিষেধ, সেটা গ্রাহ্য না করে সিত্রোঁ ছোটাল ড্রাইভার। খানিক পরেই মিউজিয়ামের প্রধান প্রবেশপথ দেখা গেল, এখনও বেশ দূরে, ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে– একটা পিরামিড। সাতটা ত্রিভুজ আকৃতির পুল ঘিরে রেখেছে ওটাকে, প্রতিটি পুলে একটা করে আলোকিত ফোয়ারা।

লুভারে ঢোকার নতুন প্রবেশপথটা মিউজিয়ামের মতই বিখ্যাত। চাইনিজ-আমেরিকান আর্কিটেক্ট আই. এম. পে এই পিরামিডের ডিজাইন করেছেন।

আর্কিওলজিকাল শখ মেটাবার জন্য কিছু বইপত্র পড়তে হয় রানাকে, পড়বার পর ব্যক্তিগত কিছু নোটও তৈরি করে, সেরকম একটা নোটে এরকম একটা সম্ভাবনার কথা লিখেছে ও– প্যারিসের এই বিখ্যাত পিরামিডের নীচে অনায়াসে গোপন একটা ভল্ট থাকতে পারে।

গাড়ি ছুটছে। 'আপনার ক্যাপটেনের নাম কী?' জানতে চাইল রানা।

'ভিগো অকটেভ,' বলল লেফটেন্যান্ট রাউল। 'আমরা তাঁকে তরো বলি।'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। 'নিজেদের ক্যাপটেনকে আপনারা ষাঁড় বলেন?'

খুশি হলো লেফটেন্যান্ট। 'আপনার ফ্রেঞ্চ খুব ভাল, মসিয়ো রানা।'

গাড়ি থামিয়ে একজোড়া ফোয়ারার মাঝখানে আঙুল তাক করল লেফটেন্যান্ট। 'ওই যে মেইন গেট। গুড লাক, মসিয়ো।'

'আপনি আসছেন না?'

'বলা হয়েছে এখানেই আপনাকে ছেড়ে যেতে হবে। আমার

অন্য কাজ আছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নীচে নামল রানা। একটা ইউ টার্ন নিয়ে চলে গেল লেফটেন্যান্ট।

দুই ফোয়ারা থেকে ছড়িয়ে পড়া সূক্ষ্ম জলকণার ভিতর দিয়ে এগোবার সময় অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হলো রানার, যেন কাল্পনিক একটা চৌকাঠ পেরিয়ে অন্য কোনও জগতে ঢুকছে ও। আজ রাতটা যেন একটা স্বপ্নের ভিতর কাটছে ওর। আধ ঘণ্টা আগে নিজের হোটেল-কামরায় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছিল। অথচ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে লুভার মিউজিয়ামের মেইন গেটে, ষাঁড় নামে এক পুলিশ ভদ্রলোকের অপেক্ষায়। আমি যেন সালভাদর ডালি-র একটা পেইন্টিং-এ আটকা পড়ে গেছি, ভাবল ও।

প্রকাণ্ড দরজাটা রিভলভিং। ওটার পিছনে ফয়েই-এ আবছা আলো দেখা যাচ্ছে। কেউ কোথাও নেই। নক করবে?

কাঁচে টোকা মারার জন্য হাত তুলছে রানা, এই সময় অন্ধকার মেঝে থেকে উদয় হতে দেখা গেল একটা মূর্তিকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন ভদ্রলোক। শক্ত-সমর্থ গড়ন, মুখের রঙ গাঢ়, গঠন প্রায় নিয়ানডারথাল। কাঁধ দুটো এত চওড়া যে গাঢ় রঙের ডাবল-ব্রেস্টেড সুট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

তাঁর হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে কর্তৃত্বের ছাপ স্পষ্ট। পা দুটো অত্যন্ত শক্তিশালী। সেল ফোনে কথা বলছিলেন, তবে দরজার কাছে পৌঁছবার আগেই আলাপটা শেষ করলেন। ইঙ্গিতে রানাকে ভিতরে ঢুকতে বললেন ভদ্রলোক।

'আমি ভিগো অকটেভ,' রিভলভিং দরজা ঠেলে ঢুকছে রানা, নিজের পরিচয় দিলেন অফিসার। 'সেন্ট্রাল ডিরেক্টরেট জুডিশিয়াল পুলিশের ক্যাপটেন।' পদের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বর মিলছে, গুরুগম্ভীর মেঘের ডাক।

নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা। 'মাসুদ রানা।'

নিজের থাবার ভিতর রানার হাতটা ভরলেন ভিগো অকটেভ,

ভেঙে দেওয়ার শক্তি আছে, তবে চাপ দিলেন না।

'ছবিটা দেখলাম,' বলল রানা। 'আপনার এজেন্ট বলছিলেন ল্যাক বেসন নিজেই নাকি...'

'মসিয়ো রানা।' চোখ দুটোর কয়লার মত কালো মণি তাক করে এমনভাবে তাকালেন ক্যাপটেন, যেন রানার চোখের ভিতরে ডুব দিচ্ছেন। 'কিউরেটার বেসন যা করে গেছেন, ওই ফটোয় আপনি তার মাত্র শুরুটা দেখেছেন।'

ক্যাপটেন ভিগো অকটেভের পিছু নিয়ে মার্বেলপাথরের তৈরি সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নীচে নামছে রানা। সিঁড়ির গোড়ায় বাগিয়ে ধরা মেশিন গান নিয়ে পাহারায় রয়েছে দুজন জুডিশিয়াল পুলিশ। মেসেজটা পরিষ্কার, আজ রাতে ক্যাপটেন অকটেভের অনুমতি ছাড়া কারও বাইরে বেরুনো বা ভিতরে ঢোকার উপায় নেই।

গ্রাউন্ড লেভেল পার হয়ে আরও নীচে নামছে ওরা, ছায়ার ভিতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে বিশাল ফাঁকা জায়গাটা। গ্রাউন্ড লেভেল থেকে সাতান্ন ফুট নীচে, লুভার-এর নতুন তৈরি সত্তর হাজার বর্গফুট লবি প্রকাণ্ড পাহাড়ি গুহার মত দেখতে। 'মিউজিয়ামের নিয়মিত গার্ডরা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'ওদেরকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে,' বললেন ক্যাপটেন অকটেভ। 'কারণটা পরিষ্কার, তাই না? ঢুকতে দেয়া উচিত নয় এমন কাউকে তারা ঢুকিয়েছিল। লুভার-এর সব কজন নাইট গার্ডকে এই মুহূর্তে জেরা করা হচ্ছে। খবর পাবার পর থেকে আমার এজেন্টরা মিউজিয়ামের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, ক্যাপটেনের পাশে থাকবার জন্য দ্রুত পা চালাল।

'মসিয়ো বেসনকে কতটা ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন আপনি, প্লিজ?' জানতে চাইলেন ক্যাপটেন।

'বলা উচিত চিনতামই না। আমাদের কখনও দেখা হয়নি।'

থমকে দাঁড়ালেন ক্যাপটেন অকটেভ, বিস্মিত দেখাচ্ছে তাঁকে। 'তার মানে কি, আজ রাতে আপনাদের প্রথম দেখা হতে যাচ্ছিল?'

'হ্যাঁ। তিন-চার বছর ধরে চিঠি-পত্র, ফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে আলাপ হয়েছে আমাদের। আমি তাঁকে আমার কিছু নোট পড়তে দিয়েছিলাম– সিম্বলজি, হোলি গ্রেইল ও তাঁর নিজের লেখা বই সম্পর্কে। আমার পেশা নয়, নেশা নিয়ে বরাবরই খুব আগ্রহ দেখাতেন তিনি। আর আমি ছিলাম তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের ভক্ত।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ন্যাশনাল লাইব্রেরির বার-এ আমাদের দেখা হতে পারে কি না। তিনি জানতেন প্যারিসে এসে যদি সময় পাই ওখানে বসে পড়াশোনা করি আমি।'

'পেশাটা জানা আছে,' বললেন ক্যাপটেন অকটেভ। 'নেশাটা, তা-ও বোধহয় একটু-আধটু জানি; তবে আপনার মুখ থেকে শুনতে পেলে খুশি হই, মসিয়ো রানা।'

'অ্যামেচার আর্কিওলজি।'

'ওহ্, ইয়েস।' মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপটেন অকটেভ। 'মনে পড়েছে, ডেইলি প্যারিস-এ সৌখিন আর্কিওলজিস্ট হিসেবে আপনার একটা সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। আমি ওটা পড়েছি, মসিয়ো। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন গবেষক তথা লেখক ডাউমিয়ার অনোরি। অ্যামেচার ট্রেজার ডিসকাভারার হিসাবে বেশ ক'বছর ধরে হোলি গ্রেইল সম্পর্কে খোঁজ-খবর করছেন আপনি।'

কথা না বলে ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ওই সাক্ষাৎকারে আপনি হোলি গ্রেইল সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, বলেছেন রিলিজিয়াস সিম্বলজি সম্পর্কেও। তার মানে আপনি কি...'

মাথা নাড়ল রানা, সবিনয়ে সত্যি কথাটাই বলল, 'আমাকে আপনি বড়জোর কৌতূহলী ছাত্র বলতে পারেন, কোনমতেই তার বেশি কিছু নই। খুবই কম জানি আমি।'

'ধরে নিচ্ছি, এটা আপনার প্রাচ্যের ঈর্ষণীয় বিনয়,' বলে গম্ভীরমুখে মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপটেন। 'তো প্ল্যান করলেন, কিউরেটার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবেন.'

'মসিয়ো বেসন যাননি ওখানে,' বলল রানা।

নোটবই বের করে কিছু লিখলেন অকটেভ। পথ দেখিয়ে ছোট একপ্রস্থ সিঁড়ির মাথায় তুলে আনলেন তিনি রানাকে। সামনে খিলান, ভিতরে টানেল। টানেলের মাথায় লেখা: ডেনন।

লুভার মিউজিয়াম তিনটে মেইন সেকশনে ভাগ করা, তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো ডেনন উইং।

'আজ রাতে তা হলে দেখা করার কথাটা কে প্রথমে তোলেন,' আচমকা জানতে চাইলেন ক্যাপটেন, 'আপনি, না মসিয়ো বেসন?'

প্রশ্নটা অদ্ভুত লাগল রানার, কারণ ব্যাপারটা এইমাত্র জানিয়েছে ও। 'মসিয়ো বেসন,' টানেলে ঢোকার সময় জবাব দিল ও। 'কয়েক হপ্তা আগে তাঁর সেক্রেটারি ই-মেইলে যোগাযোগ করেছিল আমার সঙ্গে। মেয়েটি বলল, কিউরেটার ভদ্রলোক শুনেছেন চলতি মাসে আমি প্যারিসে আসছি, আমার সঙ্গে বিশেষ একটি বিষয়ে আলাপ করতে চান তিনি।'

'কী বিষয়ে?'

'কী জানি, বলতে পারব না। নিশ্চয়ই আর্ট নিয়ে নয়।'

'কেন নয়?'

'শিল্পের আমি প্রায় কিছুই বুঝি না। ভাল লাগলে লাগে; কেন ভাল লাগছে জিজ্ঞেস করলে ব্যাখ্যা দিতে পারি না।'

'তা হলে কী বিষয়ে তিনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সিম্বলজি সম্পর্কে আগ্রহ আছে আমার, আগ্রহ আছে হোলি গ্রেইল বা এ-ধরনের আরও অনেক কিংবদন্তি সম্পর্কে, কিন্তু এ-সবই আমার শখ মাত্র, নিজেকে শিক্ষানবিস বললেও বেশি বলা হয়ে যায়, কাজেই এ-ও বলতে পারি না যে

তিনি আমার সঙ্গে এ-সব বিষয়ে কথা বলতে চেয়েছিলেন।'

ক্যাপটেন অকটেভ চোখে সন্দেহ নিয়ে রানার দিকে তাকালেন। 'আপনি জানেনই না কেন তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন?'

সামান্য ভুরু কোঁচকাল রানা, কিছু বলল না। সত্যিই ও জানে না। সেক্রেটারি মেয়েটিকে প্রশ্ন করে জানার আগ্রহও হয়নি ওর। ভদ্রলোক প্রচার পছন্দ করেন না, প্রায় কারও সঙ্গে দেখাও করেন না, কাজেই নিজে থেকে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করায় নিজেকে মস্ত ভাগ্যবান মনে করেছিল ও।

'যে রাতে তিনি খুন হলেন,' বাচনভঙ্গিতে নাটকীয়তা এনে বললেন ক্যাপটেন। 'আন্দাজ করুন, প্লিজ, সেই রাতে কী বিষয়ে আলাপ করতে চাইতে পারেন তিনি?'

প্রশ্নটার মধ্যে একটা খোঁচা আছে, রানার ভাল লাগল না। 'আন্দাজ করে কিছু বলা সম্ভব নয়,' সরাসরি জবাব দিল ও। 'আমার সঙ্গে যোগাযোগ করায় সম্মানিত বোধ করেছি। মসিয়ো বেসনের একজন ভক্ত আমি। তাঁর লেখা সব বই আমার পড়া আছে। লেখার সময় তিনি যে-সব বইয়ের সাহায্য নেন, তার তালিকা দেখে সময়-সুযোগ হলে আমিও সেগুলো পড়বার চেষ্টা করি।'

আবার নোট নিলেন অকটেভ।

ডেনন উইং-এর এন্ট্রি টানেল ধরে অনেকটা দূর চলে এসেছে ওরা। দূরে একজোড়া এসকেলেইটার দেখতে পাচ্ছে রানা, দুটোই স্থির হয়ে আছে।

'তার মানে, অনেক বিষয়েই তাঁর আর আপনার আগ্রহ মিলত?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। মসিয়ো বেসন যে-সব বিষয় নিয়ে গবেষণা করতেন, সে-সব বিষয়ে আমারও কৌতূহল আছে। যেখানে যা পড়ি বা জানতে পারি, নিজের মতামত সহ নোট রাখি। সে-সব নোট এক করলে হয়তো ছোটখাট একটা বই-ই হয়ে

যাবে। আমার কিছু নোট আমি তাঁকে পড়তে দিয়েছিলাম। খুব ইচ্ছে ছিল একটি বিষয়ে তাঁর ধারণা কী জানব...'

রানার দিকে আড়চোখে তাকালেন ক্যাপটেন। 'কী বিষয়ে, মসিয়ো রানা?'

ইতস্তত করছে রানা, বুঝতে পারছে না ঠিক কীভাবে বলবে কথাটা। 'পবিত্র নারীকে পুজো করার বিষয় সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল আছে আমার। জানার খুব ইচ্ছে ছিল এ-ধরনের উপাসনার সঙ্গে শিল্প ও সিম্বল-এর কী সম্পর্ক থাকতে পারে।'

নিজের চুলে মাংসল হাত চালালেন অকটেভ। 'ও, আচ্ছা, বুঝেছি।'

রানার সন্দেহ আছে অকটেভ আদৌ কিছু বুঝেছেন কি না। দুনিয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গডেস আইকনোগ্রাফার হিসাবে গণ্য করা হয়... হত ল্যাক বেসনকে। দেবীর অর্চনা, ডাইনীর বন্দনা, স্ত্রী পুজা, ঈশ্বরের সঙ্গিনী হিসাবে ঈশ্বরীর অস্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য।

দেবী অথবা ডাইনী হিসাবে পূজিত বাস্তব ও কাল্পনিক নারীর অসংখ্য চিত্র ও মূর্তি দুনিয়ার প্রতিটি কোণ থেকে সংগ্রহ করে লুভার মিউজিয়ামে আনা হয়েছে, গবেষণার কাজে সে-সব ব্যবহার করার সুযোগ ছিল কিউরেটারের।

'হয়তো নিজের ধ্যান-ধারণার আভাস দিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন মসিয়ো বেসন,' বললেন ক্যাপটেন।

কথা না বলে রানা শুধু মাথা নাড়ল।

'তা না হলে তিনি হয়তো আপনার বাকি নোটগুলো পড়ার জন্যে চাইতেন, যেগুলো ই-মেইলে আপনি তাঁকে পাঠাননি।'

রানা কিছু বলছে না।

ক্যাপটেন এসকেলেটারের দিকে গেলেন না, ওগুলো কয়েক গজ দূরে থাকতে সার্ভিস এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এলিভেটরের দরজা খুলে গেল, ভিতরে ঢুকল ওরা। যান্ত্রিক বাহন

উঠতে শুরু করল ওদেরকে নিয়ে।

ক্যাপটেন অকটেভ টাই পরেছেন, এলিভেটরের চকচকে দরজায় টাই ক্লিপ-এর প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছে ও– রুপোর উপর ক্রুসবিদ্ধ য়িশুর খুদে আদল। তেরোটা কালো অনেক্স পাথরে তৈরি যিশু আর তাঁর বারোজন শিষ্য।

একটু অবাকই হলো রানা। এই প্রতীকটি ক্রকস জেমাটা হিসাবে পরিচিত। একজন ফ্রেঞ্চ পুলিশ তাঁর নিজের ধর্মমত এভাবে এতটা জাহির করবেন, আশা করেনি রানা।

'এটা ক্রকস জেমাটা,' হঠাৎ বললেন অকটেভ।

চমকে উঠে তাঁর প্রতিফলনের দিকে তাকাল রানা, দেখল ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি। ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল এলিভেটর। দরজা খুলে যেতে হলওয়ে-তে বেরিয়ে এল ও। ওর সামনে প্রশস্ত লুভার গ্যালারি। তবে পরিবেশটা দেখে থমকে যেতে হলো।

আড়চোখে ওর দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। 'আমি ধরে নিচ্ছি, মসিয়ো রানা, ভিজিটিং আওয়ারের পর লুভারে আপনি আর কখনও আসেননি?'

মাথা নাড়ল রানা। মিউজিয়ামের ভিতর এত রকমের আলোর ব্যবস্থা করা আছে, কোথাও এতটুকু ছায়া থাকে না। কিন্তু আজ রাতে গ্যালারিগুলোয় লম্বা লম্বা ছায়া দেখা যাচ্ছে, গম্বুজ আকৃতির সিলিং অন্ধকারে ঢাকা।

'আমার সঙ্গে আসুন,' বলে ডান দিকে ঘুরে গেলেন অকটেভ, পরস্পরের সঙ্গে লাগোয়া একসারি গ্যালারির দিকে এগোলেন। তাঁর পিছু নিল রানা, ধীরে ধীরে অন্ধকার সয়ে আসছে চোখে। ওর চারদিকে আকৃতি পাচ্ছে অসংখ্য তৈলচিত্র, যেন প্রকাণ্ড কোনও ডার্করুমে ফটো ডেভলপ করা হচ্ছে... এক কামরা থেকে আরেক কামরায় যাওয়ার সময় ওগুলোর চোখ যেন অনুসরণ করছে ওদের।

দেয়ালের উপরদিকে ফিট করা সিকিউরিটি ক্যামেরা দেখতে

পাচ্ছে রানা, ওগুলো ভিজিটরদের পরিষ্কার জানিয়ে দেয়: সব দেখতে পাচ্ছি! খবরদার, কিছু ছোঁবে না!

'একটাও কি আসল?' জানতে চাইল রানা, ইঙ্গিতে ক্যামেরাগুলো দেখাল।

মাথা নাড়লেন অকটেভ। 'নাহ্!'

তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, ভাবল রানা। এত বড় আকারের মিউজিয়ামে ভিডিও সার্ভেইলান্স-এর ব্যবস্থা করতে হলে খরচ খুব বেশি পড়ে যায়। কয়েক একর জুড়ে তৈরি গ্যালারি, শুধু মনিটর-এর উপর নজর রাখার জন্য কয়েক শো টেকনিশিয়ান দরকার হবে।

বড় আকারের প্রায় সব মিউজিয়ামই আজকাল 'কনটেইনমেন্ট সিকিউরিটি' ব্যবহার করছে। চোরকে বাইরে রাখা নয়, তাকে ভিতরে আটকের ব্যবস্থা করাই এটার বৈশিষ্ট্য। কনটেইনমেন্ট অ্যাকটিভেট করা হয় ভিজিটিং আওয়ারের পর। আগন্তুকদের কেউ যদি কোনও শিল্পকর্ম সরায়, গ্যালারি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ সিল হয়ে যাবে, দেখা যাবে পুলিশ আসার আগেই গরাদের ওপাশে আটকা পড়েছে চোর।

সামনের মার্বেল করিডর হয়ে লোকজনের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। ওদের সামনে, ডানদিকে, বড়সড় একটা কামরা থেকে উজ্জ্বল আলো আসছে করিডরে। 'কিউরেটারের স্টাডি,' বললেন অকটেভ।

স্টাডিরুমকে পাশ কাটাবার সময় ভিতরে তাকাল রানা। সাজানো-গোছানো বড় একটা কামরা– প্রকাণ্ড অ্যান্টিকস ডেস্ক, তাতে দাঁড়িয়ে আছে দুই ফুট লম্বা পুরোদস্তুর বর্ম পরা, সশস্ত্র একজন নাইট-এর মডেল; দেয়ালে প্রাচীন গুরুদের পেইন্টিং।

কয়েকজন পুলিশ ব্যস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কামরাটার ভিতর, কেউ নোট নিচ্ছে, কেউ সেল ফোনে কথা বলছে। একজনকে দেখা গেল ল্যাপটপ-এ টাইপ করছে। বোঝা গেল কিউরেটারের

স্টাডিকে আপাতত জুডিশিয়াল পুলিশের হেডকোয়ার্টার বানানো হয়েছে।

'আমাদের যেন ডিসটার্ব করা না হয়,' নিজের লোকজনকে সাবধান করে দিলেন অকটেভ। সবিনয়ে মাথা ঝাঁকাল তারা।

অন্ধকার করিডর ধরে আবার এগোল ওরা। ত্রিশ গজ সামনে ঝুলছে লুভারের সবচেয়ে জনপ্রিয় সেকশনের তোরণ– গ্র্যান্ড গ্যালারি। চওড়া করিডরটা এত লম্বা, এর যেন শেষপ্রান্ত বলে কিছু নেই। এখানেই রাখা হয়েছে মিউজিয়ামের সবচেয়ে মূল্যবান ইটালিয়ান মাস্টারপিসগুলো।

রানা আগেই বুঝেছে, কিউরেটারের লাশ এখানেই কোথাও আছে বা ছিল, পোলারয়েড ক্যামেরায় তোলা ছবিটায় গ্র্যান্ড গ্যালারির জ্যামিতিক নকশা কাটা কাঠের মেঝে পরিষ্কারই চিনতে পেরেছে ও।

এগোবার সময় রানা দেখল, ভিতরে ঢোকার পথটা প্রকাণ্ড ইস্পাতের গেট দিয়ে বন্ধ করা। সেদিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করে অকটেভ বললেন, 'কনটেইনমেন্ট সিকিউরিটি।'

আবছা অন্ধকারেও রানার মনে হলো, এই গেট একটা ট্যাংককেও রুখে দেবে।

'আমি আপনার পেছনে আছি,' বললেন ক্যাপটেন।

ঘুরল রানা। ভাবল, ঢুকবটা কীভাবে?

হাত তুলে গেটের নীচের দিকটা দেখালেন ক্যাপটেন। সেদিকে তাকিয়ে রানা দেখল, ব্যারিকেডটা ফুট দুয়েক উঁচু করা হয়েছে।

'এদিকে এখনও লুভার সিকিউরিটিকে আসতে দেয়া হচ্ছে না,' বললেন অকটেভ। 'আমার টিমের সায়েন্টিফিক শাখা এইমাত্র তদন্ত শেষ করেছে।' ইঙ্গিতে আবার ফাঁকটা দেখালেন। 'প্লিজ। ওখান দিয়ে গলে ঢুকে পড়ি আসুন।'

অগত্যা মাথা নিচু করে গ্র্যান্ড গ্যালারিতে ঢুকতে হলো রানাকে।

তিন

অপাস ডেই-র নতুন কনফারেন্স সেন্টার ও হেডকোয়ার্টার-এর ঠিকানা হলো ২৪৩/এ, লেক্সিংটন অ্যাভিনিউ, নিউ ইয়র্ক সিটি। এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার বর্গফুট জমির উপর উঁচু টাওয়ারটা বানাতে খরচ পড়েছে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার।

দালানটায় একশো বেডরুম আছে, ছ'টা ডাইনিং হল। লাইব্রেরি, লিভিং রুম, মিটিং রুম ও অফিস কামরা আছে আরও গোটা পঞ্চাশেক।

দুই, আট ও ষোলো তলায় আছে প্রার্থনা করার জন্য চ্যাপ্‌ল। সতের তলাটা শুধু আবাসিক। পুরুষরা অ্যাভিনিউ থেকে মেইন গেট দিয়ে ভিতরে ঢোকে, মেয়েরা ঢোকে পাশের গলির দরজা দিয়ে। দালানের ভিতর যতক্ষণ তারা থাকে, পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হয়, এমনকী চোখের দেখাও নিষেধ।

আজ সন্ধ্যার দিকে পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা বিশপ মার্সেল বেলমন্ড ছোট একটা ট্রাভেল ব্যাগ গুছিয়ে নিলেন, পরলেন ধর্মীয় পরিধেয় ঢোলা ও কালো আলখেল্লা। সাধারণত এটার উপর কোমরে লাল রঙের বেল্ট পরেন, তবে আজ রাতে রাস্তায় বেরিয়ে নিজের পদমর্যাদার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান না।

শুধু যাদের চোখ খুব তীক্ষ্ণ তারা দেখতে পাবে চোদ্দো ক্যারেট ওজনের মূল্যবান রত্ন বসানো সোনার আঙটি পরেছেন তিনি।

ব্যাগটা কাঁধে ফেলে নিঃশব্দে কয়েক সেকেন্ড প্রার্থনা করলেন

বেলমন্ড, তারপর অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে নীচের লবিতে নেমে এলেন। ড্রাইভার অপেক্ষা করছে এখানে, এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে তাঁকে।

এই মুহূর্তে একটা কমার্শিয়াল এয়ারলাইনে করে রোমে চলেছেন বিশপ বেলমন্ড। জানালা দিয়ে নীচে তাকিয়ে আটলান্টিক দেখছেন তিনি। অনেক আগেই ডুবে গেছে সূর্য, তবে বেলমন্ড জানেন তাঁর নিজের নক্ষত্র উঠে আসছে। যুদ্ধটা আজ রাতে জেতা যাবে, জানেন তিনি। ভাবলেন, অথচ কী আশ্চর্য, মাত্র কয়েক মাস আগেও তাঁর সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকির মুখে অসহায় বোধ করছিলেন তিনি।

অপাস ডেই-এর প্রেসিডেন্ট-জেনারেল বিশপ মার্সেল বেলমন্ড প্রায় এক যুগ হলো ঈশ্বরের কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। স্প্যানিশ প্রিস্ট হোসেমারিয়া এসক্রিভা ১৯২৮ সালে অপাস ডেই প্রতিষ্ঠিত করেন। উদ্দেশ্য, রক্ষণশীল ক্যাথলিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ; সেই সঙ্গে সংগঠনের সদস্যদের উৎসাহিত করা, তারা যাতে ঈশ্বরের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য নিজেদের জীবনেও বড় মাত্রায় ত্যাগের চর্চা করে। অপাস ডেই-এর এই দর্শন ফ্রাঙ্কোর শাসন শুরু হওয়ার আগে স্পেনে শেকড় গাড়ে, তবে ১৯৩৪ সালে হোসেমারিয়া এসক্রিভার লেখা আধ্যাত্মিক বই 'দ্য ওয়ে' প্রকাশ হওয়ার পর তাঁর মেসেজটা সারা দুনিয়ায় ক্যাথলিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। দ্য ওয়ে-তে ঈশ্বরকে স্মরণ করবার জন্য মেডিটেশন করার কথা বলা হয়েছে। বিয়াল্লিশটি ভাষায় অনুবাদ করা চল্লিশ লক্ষ বই মানুষের হাতে পৌঁছেছে, ফলে বর্তমানে অপাস ডেইকে একটা নিবেদিত-প্রাণ গ্লোবাল ফোর্স বলা হচ্ছে।

সম্প্রতি একটা সাংবাদিক সম্মেলনে জার্নালিস্টদের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে বিশপ মার্সেল বেলমন্ডকে।

'অপাস ডেইকে অনেকে ব্রেইন ওয়াশ করার কারখানা বলে।

আবার কেউ বলে অতি-গোঁড়া গুপ্ত ক্রিশ্চান সোসাইটি, অ আপনারা ধর্মান্ধ মৌলবাদী। আসলে ব্যাপারটা কী?'

'দুটোর কোনওটাই নয়,' শান্তভাবে জবাব দিয়েছেন বিশপ। 'অপাস ডেই স্রেফ ক্যাথলিক চার্চ। দৈনন্দিন জীবনে ক্যাথলিক বিধি-বিধান নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলাটাই আমাদের উদ্দেশ্য।'

'কিন্তু এ কেমন কথা যে ঈশ্বরের কাজ করতে হলে কৌমার্য রক্ষা করতে হবে? আত্মপীড়নই বা কেন দরকার?'

'আপনারা অল্প কয়েকজন লোকের কথা বলছেন,' জবাব দিয়েছেন বেলমন্ড। 'আত্মনিবেদনের বা ধ্যানমগ্ন হওয়ার নানান স্তর আছে। হাজার হাজার অপাস ডেই সদস্য বিবাহিত, তাঁদের পরিবার আছে, এবং তারপরও নিজেদের সমাজে তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে ঈশ্বরের কাজ করে যাচ্ছেন। বাকিরা থাকেন আমাদের আবাসিক হলগুলোয়।'

কিন্তু যত ভাল ভাল কথাই বলা হোক, কিছুদিন পরপরই মিডিয়া একটা করে কেলেঙ্কারির কথা ফাঁস করে দিচ্ছে। বড় আকারের সংগঠন হলে যা হয়, বিপথগামী কয়েকজন সদস্যের আচরণ গোটা দলটাকে কলুষিত করছে।

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জন করার লোভ দেখিয়ে ভার্সিটির কয়েকজন ছাত্রকে ড্রাগ খাওয়ানোর ঘটনা ঘটেছে, পরে তাদেরকে যাতে শিষ্য বানানো সহজ হয়।

তারপর দেখা গেল আত্মপীড়নে বাড়াবাড়ি করে ফেলায় ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়ে মরতে বসেছে এক সদস্য।

এই তো কদিন আগে বোস্টনের এক তরুণ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার সংসারজীবনের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে তার সমুদয় সঞ্চয় অপাস ডেইকে লিখে দিয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল।

এদের জন্য বিশপ বেলমন্ডের মনটা কাঁদে। তাঁর দৃষ্টিতে প হারানো বেচারা মেষশাবক ওরা।

কিন্তু এতসব দুর্নামের কারণে নতুন একটা ওয়াচ গ্রুপ তৈরি

হয়েছে: অপাস ডেই অ্যাওয়্যারনেস নেটওঅর্ক। গ্রুপটার জনপ্রিয় ওয়েবসাইট থেকে সাবেক অপাস ডেই সদস্যরা ভীতিকর সব গল্প প্রচার করে। উদ্দেশ্য, কেউ যাতে ভুলেও ওই ধর্মান্ধ সংগঠনের ফাঁদে পা না দেয়।

মিডিয়া এখন অপাস ডেইকে 'গড'স মাফিয়া' বলছে, বলছে 'দ্য কাল্ট অভ ক্রাইস্ট'।

বিশপ বেলমন্ডের ধারণা, দুর্বোধ্য হলেই সেটাকে ভয় পায় মানুষ। সমালোচকরা তো খবর রাখে না অপাস ডেই কত মানুষের জীবনকে কী পরিমাণ সমৃদ্ধ করেছে। বড় কোনও অর্জন না থাকলে তাঁদের সংগঠন ভ্যাটিকান-এর পূর্ণ সমর্থন ও আশীর্বাদ আদায় করল কীভাবে?

তবে অপাস ডেই-এর জন্য মস্ত দুঃসংবাদ হলো, সম্প্রতি মিডিয়ার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী একটা প্রতিপক্ষের সন্ধান পাওয়া গেছে। অপ্রত্যাশিত এক শত্রু, যার কাছ থেকে বিশপ মার্সেল বেলমন্ড পালাতে পারবেন না। পাঁচ মাস আগে অপাস ডেই-এর ভিত নড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি তিনি।

জেট প্লেন স্পেনকে পিছনে ফেলে পর্তুগালের উপকূল পার হচ্ছে, এই সময় আলখেল্লার ভিতর সেল ফোনটা কেঁপে উঠল। ফ্লাইট চলার সময় সেল ফোন ব্যবহার করা নিষেধ হলেও, বিশপ বেলমন্ড জানেন এই কল তাঁর না ধরলেই নয়। দুনিয়ায় মাত্র একজনের জানা আছে এই নম্বর। যিনি ডাকযোগে এই ফোন সেটটা তাঁকে পাঠিয়েছেন।

উত্তেজিত হলেও, শান্তকণ্ঠে সাড়া দিলেন বিশপ। 'ইয়েস?'

'লেবরান জানতে পেরেছে কিস্টোনটা কোথায়,' অপরপ্রান্ত থেকে বলা হলো। 'প্যারিসেই আছে ওটা। সেইন্ট-সালপিস চার্চের ভেতর।'

বিশপ বেলমন্ডর ঠোঁটে স্মিত হাসি ফুটল। 'তা হলে প্রায়

পৌঁছে গেছি আমরা।'

'ওটা আমরা এখনই পেতে পারি। তবে আপনার কিছুটা প্রভাব বিস্তার করার দরকার হবে।'

'অবশ্যই। বলুন কী করতে হবে।'

খানিক পর ফোন বন্ধ করার সময় বিশপ বেলমন্ড অনুভব করলেন তাঁর বুকের ভিতরটা ধক্ ধক্ করছে।

সিকিউরিটি গেটের তলা দিয়ে গ্র্যান্ড গ্যালারির ভিতর ঢুকল রানা। ও যেন দীর্ঘ, গভীর একটা গিরিখাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গ্যালারির দু'দিকে ত্রিশ ফুট উঁচু দেয়াল, মাথার দিক হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। সার্ভিস লাইটিং-এর আভা উপরদিকে তাক করা– ফলে সিলিং কেইবল-এর শেষ মাথায় ঝুলে থাকা টিটিয়ান, দ্য ভিঞ্চি ও ক্যারোভ্যাজ্জিও-দের বিস্ময়কর সংগ্রহের উপর অস্বাভাবিক এক লালচে ধোঁয়াটে ভাব ছড়িয়ে পড়েছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রানা। ওর বাঁদিকে, মাত্র কয়েক ফুট দূরে, জ্যামিতিক নকশা কাটা কাঠের মেঝেতে কী যেন একটা পড়ে রয়েছে, পুলিশ টেপ দিয়ে ঘেরা। দ্রুত অকটেভের দিকে ঘুরল ও। 'ওটা কি ক্যারোভ্যাজ্জিও-র কোনও ছবি?'

ছবিটার দিকে না তাকিয়েই মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপটেন।

আরও কাছে সরে এসে ছবিটা ভাল করে দেখল রানা। কম করেও দুই মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাম ওটার, অথচ সস্তা পোস্টারের মত অযত্নের সঙ্গে ফেলে রাখা হয়েছে মেঝেতে। 'এটা এখানে কেন?'

অকটেভ নির্লিপ্ত। 'এটা ক্রাইম সিন, মসিয়ো রানা। আমরা কিছু স্পর্শ করিনি। কিউরেটার নিজে ওই ক্যানভাসটাকে দেয়াল থেকে টেনে নামিয়েছেন, সিকিউরিটি সিস্টেম অ্যাকটিভেট করার জন্যে।'

ঘাড় ফিরিয়ে গেটের দিকে তাকাল রানা, কল্পনার চোখে

দেখতে চাইছে কী ঘটেছিল।

'কিউরেটার আক্রান্ত হন তাঁর স্টাডিতে,' বললেন অকটেভ। 'ওখান থেকে পালিয়ে গ্র্যান্ড গ্যালারিতে চলে আসেন। ছবিটা টেনে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটি গেট ভেতরে ঢোকার পথ বন্ধ করে দেয়। গ্যালারিতে আসা-যাওয়া করার এই একটাই পথ।'

'তার মানে কি মসিয়ো বেসন খুনিকে গ্র্যান্ড গ্যালারির ভেতরে আটকে ফেলেছিলেন?'

মাথা নাড়লেন অকটেভ। 'গেটটা যখন নেমে আসে খুনি তখন গ্যালারির বাইরে ছিল। গরাদের ফাঁক দিয়ে কিউরেটারকে গুলি করে সে। লোহার বার-এ পোড়া বারুদের দাগ পাওয়া গেছে। মসিয়ে বেসন এখানে একা মারা গেছেন।'

চারদিকে চোখ বুলাল রানা। 'তা হলে লাশটা কোথায়?'

ক্রস আকৃতির টাই ক্লিপটা সিধে করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন অকটেভ। 'আপনি হয়তো জানেন যে গ্র্যান্ড গ্যালারিটা আকারে বিশাল।'

রানার যদি ভুল না হয়, গ্র্যান্ড গ্যালারি পনের শো ফুট লম্বা। হলওয়েটাও খুব চওড়া, একজোড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন অনায়াসে পাশাপাশি দাঁড়াতে পারবে। হলওয়ের ঠিক মাঝখানে, নির্দিষ্ট ব্যবধানে এক সারিতে রাখা হয়েছে স্ট্যাচু ও চিনামাটির পাত্র।

হাঁটছে তো হাঁটছেই রানা, এখনও লাশের কোনও চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। লালচে আলোর ভিতর সব খুব ঝাপসা লাগছে। 'মসিয়ো বেসন এতদূরে আসতে পেরেছেন?' একসময় জিজ্ঞেস করল ও।

'গুলিটা তাঁর পেটে লেগেছিল। ধীরে ধীরে মারা যান তিনি, পনের কি বিশ মিনিট সময় নেন। বয়স হলেও, যথেষ্ট শক্ত ছিলেন।'

ভ্রূ কোঁচকাল রানা। 'সিকিউরিটির পৌঁছাতে পনের মিনিট সময় লেগেছে?'

'না-না, লুভার সিকিউরিটি অ্যালার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দেয়, ছুটে এসে দেখে গ্র্যান্ড গ্যালারি সিল করা। তারা শুনতে পায়

করিডরের শেষ মাথায় বাঁক ঘুরছে কেউ একজন. তবে দেখতে পায়নি তাকে। চেঁচামেচি করেও কারও সাড়া পায়নি। ধরে নেয়া হয় নিশ্চয়ই ক্রিমিনাল হবে. কাজেই নিয়ম মোতাবেক জুডিশিয়াল পুলিশকে খবর দেয় তারা।

'পনের মিনিটের মধ্যে পজিশন নিই আমরা। এখানে পৌঁছে আমরাই ব্যারিকেডটা দুই ফুট উঁচু করি, ভেতরে পাঠাই বারোজন সশস্ত্র পুলিশকে। আগন্তুককে ধরার জন্যে পুরো গ্যালারিতে তল্লাশি চালায় তারা।'

'তারপর?'

'কিন্তু ভেতরে আর কাউকে পায়নি তারা,' বললেন অকটেভ, হাত তুলে করিডরের আরও সামনের দিকে আঙুল তুললেন। 'মাত্র একজনকে পেয়েছে... ওঁকে।'

তাঁর আঙুল বরাবর তাকাল রানা। প্রথমে ওর মনে হলো হলওয়ের মাঝখানে রাখা বড়সড় মার্বেল স্ট্যাচুটা দেখাচ্ছেন ক্যাপটেন। তবে হাঁটতে শুরু করে সেটার পিছনটা এখন দেখতে পাচ্ছে রানা। হল-এর আরও ত্রিশ গজ দূরে পোর্টেবল পোল-এর উপর নিঃসঙ্গ একটা স্পটলাইট অন করা হয়েছে, আলোটা মেঝের দিকে তাক করা। লালচে-আঁধার গ্যালারির মাঝখানে চোখ-ধাঁধানো সাদা আলোটাকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত লাগছে।

ওই আলোর মাঝখানে, মাইক্রোস্কোপ-এর নীচে একটা পোকার মত, নকশা কাটা মেঝেতে পড়ে রয়েছে বৃদ্ধ কিউরেটরের লাশ।

'আপনি ফটোটা দেখেছেন,' বললেন অকটেভ, 'কাজেই এটা আপনাকে অবাক করছে না।'

লাশটার দিকে এগোবার সময় ঠাণ্ডায় শিরশির করে উঠল রানার গা। জীবনে অনেক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছে ও, কিন্তু এরকম কখনও দেখেনি।

ল্যাক বেসনের লাশটা ফটোয় যেমন দেখেছে রানা, জ্যামিতিক

নকশা কাটা কাঠের মেঝেতে ঠিক সেভাবেই পড়ে আছে। কর্কশ আলোয় দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে আছে ও, নিজেকে মনে করিয়ে দিল কিউরেটার ভদ্রলোক জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো তাঁর শরীরটাকে বিদঘুটে একটা আকৃতি দেওয়ার কাজে ব্যয় করেছেন।

বয়স হলেও শরীরটা ফিট রেখেছিলেন তিনি, দেহে পেশির কোনও অভাব নেই। সবগুলো কাপড় খুলে পাশের মেঝেতে ভাঁজ করে রেখেছেন। চওড়া করিডরের মাঝখানে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন তিনি, হলওয়ের দু'পাশের দেয়ালের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায়।

তাঁর হাত ও পা যতটা সম্ভব বাইরের দিকে ছড়িয়ে দেওয়া, ডানা মেলা ঈগলের মত; কিংবা বলা যায় অদৃশ্য কোনও শক্তি হাত-পাগুলোকে টেনে চার ভাগে আলাদা করতে চেয়েছে।

কিউরেটারের ব্রেস্টবোনের ঠিক নীচে রক্তাক্ত একটা দাগ দেখা যাচ্ছে, যেখানে তাঁর চামড়া ফুটো করেছে বুলেটটা। ক্ষত থেকে খুব সামান্যই রক্ত বেরিয়েছে, জমাট বাঁধার পর কালচে দেখাচ্ছে।

বেসনের বাম হাতের তর্জনীতেও রক্ত লেগে রয়েছে, বোঝাই যাচ্ছে ক্ষতের ভিতর ওই আঙুল ডোবাতে হয়েছে তাঁকে।

রক্ত ছিল কালি, আঙুল ছিল কলম, নগ্ন পেট ছিল ক্যানভাস। সেই ক্যানভাসে সহজ একটা সিম্বল এঁকেছেন কিউরেটার– নাভি থেকে পাঁচদিকে প্রসারিত পাঁচটি সরলরেখা। এটা একটা ম্যাজিকাল সিম্বল। সাধারণত ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ানরা ব্যবহার করে।

নাভি থেকে তৈরি রক্তাক্ত নক্ষত্র লাশটার মধ্যে অশুভ একটা ভাব এনে দিয়েছে। রানার দেখা ফটোটা যথেষ্ট ভীতিকর ছিল, এই মুহূর্তে সরাসরি চাক্ষুষ করবার সময় গভীর একটা অস্বস্তি বোধ করছে ও।

তিনি নিজেই নিজের এই অবস্থা করেছেন।

'মসিয়ো রানা?' অকটেভের গাঢ় চোখ রানার উপর স্থির হলো।

'এটা পেনটাকল,' বলল রানা, বিশাল ফাঁকা জায়গার ভিতরে শোনাচ্ছে ওর কণ্ঠস্বর। 'দুনিয়ার সবচেয়ে পুরানো

সিম্বলগুলোর একটা। যিশু খ্রিস্টের জন্মের চার হাজার বছর আগে এই চিহ্নের ব্যবহার ছিল।'

'এর মানে কী?'

'আমি যতদূর জানি, সিম্বলের মানে নির্ভর করে সেটিং-এর ওপর। সেটিং আলাদা হলে সিম্বলের মানেও বদলে যাবে,' বলল রানা। 'সাধারণত পেনটাকলকে পেইগান রিলিজিয়াস সিম্বল বলে মনে করা হয়।'

অকটেভ বললেন, 'শয়তানের উপাসনা।'

'না,' প্রতিবাদ করল রানা, বুঝল কথাটা আরও পরিষ্কার করে বলা উচিত ছিল ওর।

ইদানীং ধরে নেওয়া হয় পেইগান শব্দটা শয়তান উপাসনার সমতুল্য হয়ে গেছে। খুব বড় একটা ভুল। শব্দটার মূল শিকড় খুঁজলে দেখা যাবে ওটা ল্যাটিন পেইগানাস থেকে এসেছে, মানে হলো গ্রামবাসী। গ্রাম্য যে-সব মানুষ পুরানো ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ না করে প্রকৃতির পুজো করত, তাদেরকে পেইগান বলা হত।

'পেনটাকল প্রি-ক্রিশ্চান সিম্বল,' যতটুকু জানে ব্যাখ্যা করছে রানা, 'প্রকৃতি পূজার সঙ্গে সম্পর্ক আছে। প্রাচীন কালের মানুষ দুনিয়াটাকে দু'ভাগে ভাগ করেছিল– পুরুষ ও স্ত্রী। তাদের দেব-দেবীরা শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে কাজ করতেন। নারী ও পুরুষের মধ্যে ভারসাম্য ঠিক থাকলে দুনিয়াতে সুখ-শান্তির অভাব হত না। আর ভারসাম্য নষ্ট হলে শুরু হত অশান্তি।'

মন দিয়ে শুনছেন অকটেভ।

হাত তুলে বেসনের পেটের সিম্বলটা দেখাল রানা। 'এই পেনটাকলটা যাবতীয় বস্তুর দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ স্ত্রী লিঙ্গ। এই ধারণাকে ধর্মীয় ইতিহাসবিদরা "পবিত্র নারীসত্তা" কিংবা "স্বর্গীয় দেবী" বলেন। আর কেউ না জানতে পারে, ল্যাক বেসন অবশ্যই তা জানতেন।'

'আপনি বলতে চাইছেন মসিয়ো বেসন তাঁর পেটে ঈশ্বরীর

প্রতীক এঁকে রেখে গেছেন?'

মনে মনে স্বীকার করতে হলো রানাকে, ব্যাপারটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে। 'আরও স্পষ্ট করে বললে, পেনটাকল ভিনাস-এর প্রতিনিধিত্ব করে– নারীর সকাম ভালবাসা ও সৌন্দর্যের দেবী।'

বিবস্ত্র লাশের দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় অকটেভ বললেন, 'হুম।'

অকটেভকে আগের চেয়েও বেশি উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, শয়তানের উপাসনাকে সমর্থন করে এমন ব্যাখ্যা পেলেই তিনি যেন খুশি হতেন।

পেনটাকল-এর সবচেয়ে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছুই বলল না রানা ক্যাপটেনকে। ভিনাসের আচরণের সঙ্গে ওটার গ্র্যাফিক মিলে যায় কেমন আশ্চর্য ভাবে। তাজ্জব বনে গিয়েছিল ও, যখন জানল আকাশের ক্রান্তিবৃত্তে শুক্রগ্রহ প্রতি আট বছর পর একটা করে নিখুঁত পেনটাকল তৈরি করে। এই ব্যাপারটা চাক্ষুষ করে প্রাচীনকালের মানুষ এতই বিমুগ্ধ হয়েছিল যে ভিনাস ও পেনটাকল তাদের কাছে উৎকর্ষতা, সৌন্দর্য ও সকাম প্রেমের সমার্থক হয়ে ওঠে।

'মসিয়ো রানা,' হঠাৎ করে বললেন অকটেভ। 'এ-ও সত্যি যে শয়তানের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে পেনটাকলের। বিশেষ করে আমেরিকান হরর মুভিগুলো সেটা পরিষ্কারই বুঝিয়ে দিয়েছে।'

'সিনেমাতে আপনি যা-ই দেখুন,' বলল রানা, 'ইতিহাসে আপনি পেনটাকলের সঙ্গে শয়তানের সম্পর্ক খুঁজে পাবেন না। আদি স্ত্রীসূচক অর্থটাই সঠিক, তবে কয়েক হাজার বছরের ব্যবধানে পেনটাকলের সিম্বলিজম বিকৃত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রক্তপাত ঘটিয়ে।'

'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝলাম না।'

পুলিশ অফিসারের ক্রুসটার দিকে একবার তাকাল রানা, ভাবছে ব্যাপারটা কীভাবে ব্যাখা করবে। 'আদি চেহারায় ফিরে

যাবার একটা প্রবণতা আছে সিম্বলের,' বলল ও। 'কিন্তু রোমান ক্যাথলিক চার্চ শুরু থেকেই পেনটাকলের অর্থ বদলে দেয়। পেইগান ধর্মীয় বিশ্বাসকে মুছে ফেলে সব মানুষকে খ্রিশ্চান বানাবার জন্য দেব-দেবীদের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করে চার্চ, তাদের পবিত্র সিম্বলকে অশুভ বলে প্রচার করে।'

'বলে যান, মসিয়ো।'

'সত্যিই কি আপনি এসব জানেন না?'

মাথা নাড়লেন ক্যাপটেন, জানেন না।

'পেইগান সিম্বল ও ক্রিশ্চান সিম্বলের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, তাতে পেইগান সিম্বল হেরে যায়,' বলল রানা। 'পজাইডন-এর ত্রিশূল হয়ে উঠল শয়তানের আঁকশি, ত্রিকালদর্শী বৃদ্ধার চোখা হ্যাট ডাইনীর একটা প্রতীক, এবং ভিনাসের পেনটাকল পরিণত হলো শয়তানের সমার্থক চিহ্নে।' দম নিল রানা। 'আধুনিক যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পেনটাকলকে বিকৃত করেছে, এটা এখন ওঁদের সবচেয়ে বড় যুদ্ধের প্রতীক। ওদের সবগুলো ফাইটার জেটে পেনটাকল আঁকা হয়, ব্যাজ হিসাবে শোভা পায় জেনারেলদের কাঁধে।' স্বর্গীয় দেবীর ভালবাসা ও সৌন্দর্যের এখানেই সমাপ্তি।

'সত্যি ইন্টারেস্টিং।' মাথা ঝাঁকালেন অকটেভ, তারপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা লাশটার দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'আর লাশের এই পজিশন, মসিয়ো রানা? এর কী ব্যাখ্যা দেবেন আপনি?'

এবার সরাসরি, কঠিন দৃষ্টিতে অফিসারের দিকে তাকাল রানা। 'আপনারা কোথাও ভুল করছেন না তো, ক্যাপটেন ভিগো অকটেভ? জানতে পারি, ঠিক কী ভেবে এত সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস্ করা হচ্ছে আমাকে?'

ম্লান একটু হাসলেন অকটেভ। 'মসিয়ো বেসনের নোটবুকে আপনার নাম পাওয়া গেছে... আপনাকে এখানে ডেকে আনার কারণটা লেফটেন্যান্ট রাউল নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করেছেন?' রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিলেন ভদ্রলোক। 'আমি

আসলে এই ব্যাপারটায় একজন স্বনামখ্যাত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর মসিয়ো মাসুদ রানার মতামত জানতে ইচ্ছুক, কাকতালীয়ভাবে যিনি রিলিজিয়াস সিম্বলিজম, হোলি গ্রেইল ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনা করেন ও মাথা ঘামান।'

খানিকটা অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, মসিয়ো অকটেভ, এ-সব বিষয়ে আমি কিন্তু খুব বেশি কিছু জানি না, বিশেষজ্ঞ হওয়া তো অনেক দূরের কথা।'

মাথা নুইয়ে রানাকে যেন সম্মান দেখালেন অকটেভ, তারপর বললেন, 'লাশের পজিশন, মসিয়ো।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমি যতটুকু বুঝি, এই পজিশনটাও পেনটাকল ও পবিত্র নারীসত্তার প্রতিনিধিত্ব করছে।'

ক্যাপটেনের চেহারায় মেঘ ঘনাল। 'মাফ করবেন?'

'কোনও সিম্বলের অর্থ জোরাল করতে চাইলে সেটাকে রিপিট করা হয়,' বলল রানা। 'কিউরেটার তাঁর শরীরটাকে পাঁচ বাহুওয়ালা তারার মত দেখাতে চেয়েছেন।' একটা পেনটাগন ভাল, আরেকটা আরও ভাল।

মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছেন অকটেভ, লাশের পাঁচটা পয়েন্ট চোখ দিয়ে অনুসরণ করছেন– দুই পা, দুই হাত ও মাথা। 'ইন্টারেস্টিং অ্যানালাইসিস,' বললেন তিনি। 'আর এই নগ্নতা?' তাড়াতাড়ি চোখ তুলে রানার দিকে তাকালেন। 'কী মনে করে সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে ফেললেন তিনি?'

ফটোটা দেখবার পর থেকেই প্রশ্নটা নিয়ে ভাবছে রানা। 'মসিয়ো অকটেভ, আমার আসলে জানা নেই কিউরেটার ভদ্রলোক কেন তাঁর শরীরে সিম্বলটা এঁকেছেন বা কী কারণে নিজেকে এই পজিশনে সাজিয়েছেন। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে মসিয়ো ল্যাক বেসনের মত একজন মানুষ পেনটাকলকে স্বর্গীয় নারীসত্তার একটা চিহ্ন হিসেবেই বিবেচনা করবেন।'

'বেশ। আর নিজের রক্তকে কালি হিসেবে ব্যবহার, এটা?'

'বোঝাই যাচ্ছে লেখার জন্যে আর কিছু পাননি তিনি।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন অকটেভ। 'কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এভাবে নিজের রক্ত ব্যবহার করতে চাওয়ার বিশেষ কোনও কারণ আছে। তিনি হয়তো চেয়েছেন, পুলিশ যেন নির্দিষ্ট কিছু ফরেনসিক পদ্ধতি ব্যবহার করুক।'

'মানে?'

'লাশের বাঁ হাতের দিকে তাকান।'

তাকাল রানা, কিন্তু বিশেষ কিছু দেখতে পেল না। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ঘুরে হাতটার কাছাকাছি চলে এল ও, হাঁটু মুড়ে বসল ওখানে। এতক্ষণে বিস্মিত হয়ে দেখল কিউরেটার তাঁর মুঠোর ভিতর একটা ফেল্ট-টিপ মার্কার ধরে আছেন।

'এভাবেই লাশটা পেয়েছি আমরা,' ক্যাপটেন বললেন, রানার কাছ থেকে খানিকটা সরে এসে একটা টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। নানা ধরনের ইনভেস্টিগেশন টুলস, কেইবল, ইলেকট্রনিক গিয়ার রয়েছে সেটায়। 'আপনাকে আগেই বলেছি, কিছুই আমরা ছুঁইনি।' টেবিলের জিনিস-পত্র নাড়াচাড়া করছেন। 'এ-ধরনের কলম সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে, মসিয়ো রানা?'

আরও একটু ঝুঁকে কলমের লেবেলটা পড়ল রানা। অবাক না হয়ে পারল না ও। এটা বিশেষ ধরনের মার্কার, জালিয়াতির বিরুদ্ধে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ বিভিন্ন আইটেমের গায়ে অদৃশ্য চিহ্ন দেওয়ার কাজে ব্যবহার করে।

রানা সিধে হচ্ছে, স্পটলাইটের কাছে হেঁটে এসে সেটা নিভিয়ে দিলেন ক্যাপটেন। অকস্মাৎ অন্ধকারে ডুবে গেল গ্যালারি।

মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে গেল রানা। কী ঘটতে যাচ্ছে কোনও ধারণা নেই। ক্যাপটেনের কাঠামো আবার স্পষ্ট হচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে বেগুনি রঙে। একটা পোর্টেবল লাইট নিয়ে আসছেন তিনি, সেটাই বেগুনি আলোর উৎস।

'আপনি তো জানেনই,' বললেন তিনি, 'ক্রাইম সিনে রক্ত ও অন্যান্য ফরেনসিক এভিডেন্স সার্চ করার জন্যে পুলিশ ব্ল্যাক-লাইট ব্যবহার করে। কাজেই এখানে এটার কী কাজ বুঝতেই পারছেন।' হঠাৎ বেগুনি আলোটা লাশের দিকে তাক করলেন তিনি।

নীচে তাকাল রানা। পরমুহূর্তে সাপ দেখার মত চমকে উঠল, পিছিয়ে এল লাফ দিয়ে।

বুকের ভিতরটা ধক্ ধক্ করছে ওর, তাকিয়ে আছে সামনের নকশা কাটা মেঝেতে, যেখানে জ্বলজ্বল করছে অদ্ভুত দৃশ্যটা।

যেখানে কিছুই ছিল না, সেখানে এখন আলোকিত হস্তাক্ষর দেখা যাচ্ছে। লাশের পাশে কিউরেটারের লেখা শেষ কথাগুলো এখন পড়া যাচ্ছে। আজ রাতে লেফটেন্যান্ট রাউলের সঙ্গে কথা বলার পর থেকে মনের ভিতর যে কুয়াশা জমছিল, লেখাটা পড়তে পড়তে রানার মনে হলো সেটা পাতলা হতে শুরু করেছে।

মেসেজটা আরেকবার পড়ল রানা, তারপর মুখ তুলে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল। 'এর মানে কী?'

অকটেভের চোখ দুটো সাদা দেখাচ্ছে। 'ঠিক এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যেই, মসিয়ো, এখানে আপনাকে নিয়ে আসা হয়েছে।'

এজেন্ট লেফটেন্যান্ট রাউল লুভারে ফিরে এসেছে। এই মুহূর্তে কিউরেটার ল্যাক বেসনের স্টাডিতে বসে ডেস্কে সেট করা অডিও কনসোল-এর দিকে ঝুঁকে রয়েছে সে।

মাথায় পরা হেডফোন অ্যাডজাস্ট করল রাউল, চেক করল হার্ডডিস্ক রেকর্ডিং সিস্টেমের ইনপুট লেভেল। প্রতিটি সিস্টেম ঠিকমত কাজ করছে।

এইবার সব জানা যাবে! ভাবল রাউল। হাসতে হাসতে চোখ বুজল, গ্র্যান্ড গ্যালারির টেপ হয়ে থাকা সমস্ত আলাপ এখন শুনবে সে।

চার

সেইন্ট-সালপিস চার্চের তিনতলায় কয়্যার ব্যালকনির বাম দিকটা আবাসিক। দুই কামরার একটা স্যুইট, খুব কম ফার্নিচার, দশ বছরেরও বেশি হলো এখানে বসবাস করছে সিস্টার ক্যাথেরিন। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলা হয় কাছাকাছি কনভেন্ট-ই তার আসল ঠিকানা, তবে চার্চের এই নির্জন নিরিবিলি পরিবেশ খুব ভাল লাগে সিস্টারের।

ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, চার্চের এমন সব কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিস্টার ক্যাথেরিনকে, এই যেমন– জেনারেল মেইন্টেন্যান্স, সাপোর্ট স্টাফ ও গাইড ভাড়া করা, চার্চ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দালানের দেখ্-ভাল, কমিউনিয়ন-এর সময় ওয়াইন ও বিস্কিট সাপ্লাই ইত্যাদি।

আজ রাতে অঘোরে ঘুমাচ্ছিল সে, টেলিফোন বেজে ওঠায় ভেঙে গেল ঘুম। আধবোজা চোখে হাত বাড়াল রিসিভারের দিকে। 'সিস্টার ক্যাথেরিন। সেইন্ট-সালপিস।'

'হ্যালো, সিস্টার,' ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল লোকটা।

চমকে গিয়ে বিছানায় উঠে বসল সিস্টার ক্যাথেরিন। ক'টা বাজে এখন? সে তার বস্-এর কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেও, গত দশ বছরে একবারও তার ঘুম ভাঙাননি তিনি। প্রিস্ট অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, বৃদ্ধ ব্যক্তি, ম্যাস-এর পর আর দেরি করেন না, শুয়ে পড়েন।

'তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্যে দুঃখিত, সিস্টার,' বললেন প্রিস্ট। তাঁর নিজের কণ্ঠস্বরও ঘুম জড়ানো, তবে বোঝা গেল

কোনও কারণে উদ্বেগের মধ্যে আছেন। 'একটা কাজে তোমার সাহায্য দরকার আমার। অত্যন্ত প্রভাবশালী এক আমেরিকান বিশপ এইমাত্র আমাকে ফোন করেছিলেন। তুমি বোধহয় তাঁকে চিনবে। মার্সেল বেলমন্ড?'

'অপাস ডেই-এর প্রধান?' জানতে চাইল সিস্টার। ভাবল, কেন চিনব না! চার্চের কে না তাঁকে চিনবে। অপাস ডেই ভ্যাটিকানেরই একটা অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান।

'বিশপ বেলমন্ড আমার কাছে একটা ব্যাপারে সাহায্য চেয়েছেন,' বললেন প্রিস্ট, তাঁর গলার আওয়াজ নার্ভাস শোনাচ্ছে। 'তাঁদের একজন সদস্য আজ রাতে প্যারিসে...'

অদ্ভুত অনুরোধটা শুনে বিভ্রান্ত বোধ করল সিস্টার। 'দুঃখিত, আপনি বলছেন অপাস ডেই-এর এই সদস্য সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবেন না?'

'কী করে, কাল খুব সকালে তাঁকে ফ্লাইট ধরতে হবে যে! অনেকদিনের স্বপ্ন তাঁর, সেইন্ট-সালপিস দেখবেন...'

'কিন্তু চার্চটাকে দিনের বেলা দেখতেই তো ভাল লাগবে..

'সিস্টার, তা আমি জানি। কিন্তু এখানে পরিস্থিতিটা একটু অন্যরকম। তুমি যদি আজ রাতে তাঁকে ঢুকতে দাও, এটাকে আমি ব্যক্তিগত উপকার বলে মনে করব। ওখানে তিনি পৌঁছে যাবেন... এই ধরো একটার দিকে? তার মানে আর বিশ মিনিটের মধ্যে।'

ভ্রূ কোঁচকাল সিস্টার ক্যাথেরিন। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। কাজটা আমি খুশি মনে করব।'

ষাট বছরের শরীরটা আগের মত সাড়া দেয় না, বিছানায় বসে জড়তা কাটাবার জন্য হাই তুলল সিস্টার। প্রিস্টের ফোন চিন্তায় ফেলে দিয়েছে তাকে। অপাস ডেই-এর কথা শুনলেই অস্বস্তি বোধ করে সে। মুখে যা-ই বলুক, মেয়েদের সম্পর্কে সেই মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা পোষণ করে তারা। আপেলে কামড় দিয়ে যে পাপ করেছিল ঈভ, সেই আদি পাপের কারণে মেয়েদেরকে তারা বিনা

মজুরিতে পুরুষদের ঘর ধুইয়ে নেয়, তাদেরকে শুতে দেওয়া হয় খালি মেঝেতে, যেন সেই পাপের শাস্তি অনন্তকাল পেতে হবে তাদেরকে।

খুবই দুঃখের বিষয় যে, ক্যাথলিক চার্চ যখন নারীর মর্যাদা মেনে নিয়ে তাদের প্রতি কিছুটা নমনীয় হতে যাচ্ছে, অপাস ডেই তখন স্রোতটাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে।

কিন্তু নির্দেশ নির্দেশই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিস্টার ক্যাথেরিনকে তা পালন করতে হবে।

ঝলমলে বেগুনি লেখাটার উপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না রানা। মেসেজটা এরকম:

13-3-2-21-1-1-

O, Draconi

Oh, lame saint!

রানার কোনও ধারণাই নেই এসবের কী মানে। ও ভাবছে, তবে কি পুলিশ অফিসার অকটেভের অনুমানই ঠিক, পেনটাকল-এর সঙ্গে শয়তান উপাসনার কোনও সম্পর্ক আছে?

O, Draconian devil!

কিউরেটার বেসন নিজের হাতে ডেভিল, অর্থাৎ শয়তানের কথা লিখে রেখে গেছেন। তারচেয়ে এতটুকু কম অদ্ভুত নয় এলোমেলো সংখ্যাগুলো। 'একটা অংশ দেখে মনে হচ্ছে নিউমেরিক সাইফার।'

'হ্যাঁ,' বললেন ক্যাপটেন। 'ওই গাণিতিক সংকেত কী বলছে জানার জন্যে আমাদের ক্রিপটগ্রাফাররা এরইমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, এই সংখ্যাগুলোয় সূত্র দেয়া আছে, যা থেকে জানা যাবে কে তাঁকে খুন করেছে। হয় কোনও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, কিংবা কোনও ধরনের সোসাল আইডেনটিফিকেশন।'

সংখ্যাগুলোর দিকে আবার তাকাল রানা। ওর যে অল্প জ্ঞান, এগুলো থেকে কোনও প্রতীকী অর্থ বের করতে কয়েক ঘণ্টা লেগে

যাবে। আদৌ যদি কিউরেটার বেসন সেরকম কিছু রেখে গিয়ে থাকেন। ওর দৃষ্টিতে সংখ্যাগুলো সম্পূর্ণ এলোমেলো লাগছে।

'আপনি দেবীর আরাধনা সম্বন্ধে কিছু বলছিলেন,' স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সুরে বললেন ক্যাপটেন। 'এই মেসেজটা কি আপনার ওই চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খায়?'

দেবীর আরাধনার সঙ্গে এই অদ্ভুত লেখাটার কোনও সম্পর্ক নেই, এটুকু পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা।

O, Draconian devil! Oh, lame saint!

অকটেভ বললেন, 'সুরটা যেন অভিযোগের মত মনে হচ্ছে, তাই না, মসিয়ো রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'খুনির বিরুদ্ধে অভিযোগ, স্বাভাবিক বলে মনে হয়।'

'আমার কাজ হলো সেই খুনির নামটা জানা। আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, মসিয়ো রানা। আপনার চোখে, সংখ্যাগুলো বাদে, এই মেসেজের কোন্ অংশটা বিস্ময়কর মনে হচ্ছে?'

'শব্দটা... Draconian,' প্রথমে যেটা মনে এল সেটাই বলল রানা। তবে একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ কী কারণে সপ্তম শতাব্দীর নিষ্ঠুর রাজনীতিক ড্রেকো-র কথা স্মরণ করবে, ওর কোনও ধারণা নেই। 'ড্রেকোনিয়ান ডেভিল... উদ্ভট শব্দচয়নই বলব আমি।'

'মসিয়ো বেসন একজন ফরাসী,' বললেন অকটেভ। 'বসবাস করেন প্যারিসে। অথচ মেসেজটা লেখার জন্যে বেছে নিলেন ইংরেজি। কোনও ধারণা আছে, কেন?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল রানা।

ইঙ্গিতে কিউরেটারের পেটে আঁকা পেনটাকলটা দেখালেন ক্যাপটেন। 'শয়তান উপাসনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই? এখনও আপনি নিশ্চিত?'

এখন আর কোনও বিষয়েই নিশ্চিত নয় রানা। 'যতটুকু বুঝতে পারছি, সিম্বলজি ও টেক্সট কোনওভাবেই মিলছে না। আমি কোনও

সাহায্যে আসতে পারছি না বলে সত্যি দুঃখিত।'

'এটা থেকে হয়তো সাহায্য পাবেন।' পিছিয়ে লাশের কাছ থেকে সরে গেলেন ক্যাপটেন, তারপর আবার ব্ল্যাক-লাইটটা উঁচু করলেন, রশ্মিটা যাতে আরও বড় জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। 'এবার দেখুন।'

বিস্মিত হয়ে রানা দেখল লাশটার চারধারে একটা বৃত্ত জ্বলজ্বল করছে। সন্দেহ নেই শোয়ার পর কলমটা মেঝেতে রেখে নিজেকে চারধারে ঘুরিয়েছেন বেসন, শরীরটাকে একটা বৃত্তের মধ্যে আটকাবার জন্য।

হঠাৎ এক পলকে অর্থটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

'ভিট্রুভিয়ান ম্যান,' হাঁপিয়ে উঠে বলল রানা। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি-র সবচেয়ে বিখ্যাত স্কেচ-এর একটা ডুপ্লিকেট তৈরি করেছেন ল্যাক বেসন।

অ্যানাটমি-র দিক থেকে সে সময়ের সবচেয়ে নিখুঁত ড্রয়িং হিসাবে বিবেচিত ভিট্রুভিয়ান ম্যান আধুনিক কালে সংস্কৃতির আইকন হয়ে উঠেছে; সারা দুনিয়ার পোস্টার, মাউস প্যাড ও টি-শার্টে দেখা যাচ্ছে। স্বনামধন্য শিল্পীর স্কেচে নিখুঁত একটা বৃত্তের ভিতর রয়েছে নগ্ন একজন পুরুষ... তার হাত ও পা বাইরের দিকে ছড়ানো।

রানা হতভম্ব। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার ঠিক আগে ল্যাক বেসন তাঁর সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে শরীরটাকে অমর শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ভিট্রুভিয়ান ম্যান-এর আদল দিয়েছেন।

বৃত্তটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এতক্ষণ সেটা ধরা পড়ছিল না। নারীসত্তা সংরক্ষণের প্রতীক, নগ্ন লোকটার চারপাশের বৃত্ত দ্য ভিঞ্চির দেওয়া মেসেজ সম্পূর্ণ করেছে– নারী-পুরুষের সম্প্রীতি। প্রশ্ন হলো, মারা যাওয়ার আগে কিউরেটার ভদ্রলোক কী কারণে বিখ্যাত একটা স্কেচ নকল করতে গেলেন?

'মসিয়ো রানা,' পুলিশ কর্মকর্তা ভিগো অকটেভ বললেন।

'আপনার মত মানুষের না জানার কথা নয় যে ব্ল্যাক আর্ট-এর দিকে বেশ ভালই ঝোঁক ছিল দ্য ভিঞ্চির?'

রানা ভাবছে। সবাই জানে ইতিহাসবিদদের কাছে দ্য ভিঞ্চি সাবজেক্ট হিসাবে খুবই বিব্রতকর, বিশেষ করে খ্রিস্টীয় দৃষ্টিতে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, অতুলনীয় প্রতিভা তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সমকামী ছিলেন, ছিলেন প্রকৃতির অলৌকিক ব্যবস্থাপনার পূজারি– চার্চের দৃষ্টিতে দুটোই পাপ। তা ছাড়াও, শিল্পী হিউম্যান অ্যানাটমি স্টাডি করবার জন্য কবর থেকে লাশ তুলে আনতেন, রোজনামচা লিখতেন উল্টো হস্তাক্ষরে, বিশ্বাস করতেন সীসাকে সোনায় রূপান্তর করবার অ্যালকেমিক ক্ষমতা আছে তাঁর, এবং এমনকী ভাবতেন যে বিশেষ একটা মহৌষধ তৈরি করে ঈশ্বরকে বোকা বানিয়ে মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারবেন। আর তাঁর অসংখ্য আবিষ্কারের মধ্যে যুদ্ধ ও নির্যাতন করবার এমন ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র আছে আগে যেগুলোর কথা কেউ কখনও কল্পনা করেনি।

এমনকী দ্য ভিঞ্চির শ্বাসরুদ্ধকর বিপুল ক্রিশ্চান আর্টও শিল্পীর আধ্যাত্মিক ভণ্ডামিকেই আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। ক্রিশ্চান থিম-এর উপর প্রচুর ছবি এঁকেছেন, সবই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যাতে নিজের বিলাসবহুল লাইফস্টাইল বজায় রাখা যায়। দুর্ভাগ্যজনক হলো যে দ্য ভিঞ্চি ছিলেন এমন একজন প্র্যাকটিকাল জোকার, যে-হাত তাঁকে খাওয়াত সেই হাতেই কামড় দিয়ে মজা পেতেন তিনি। তাঁর অনেক ক্রিশ্চান পেইন্টিং-এ লুকানো সিম্বলজিম আছে, যেগুলো কোনওভাবেই ক্রিশ্চান ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মেলে না– প্রকাশ করা হয়েছে তাঁর নিজের বিশ্বাস, সেই সঙ্গে চার্চে নিজের নাকও বেশ খানিকটা গলিয়েছেন।

'আপনার উদ্বেগের কারণ আমি বুঝতে পারছি,' ক্যাপটেনকে বলল রানা। 'তবে দ্য ভিঞ্চি আসলে কখনোই ব্ল্যাক আর্ট-এর চর্চা করেননি। আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধ একজন মানুষ ছিলেন, তা সত্ত্বেও চার্চের সঙ্গে তাঁর সব সময় বিরোধ লেগে থাকত।'

কথাগুলো বলবার সময় অদ্ভুত একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মেঝেতে লেখা মেসেজটার দিকে আবার তাকাল ও। Draconian devil! Oh, lame saint!

'ইয়েস, মসিয়ো?' তাগাদা দিলেন ক্যাপটেন।

রানা বলল, 'এমন হতে পারে, দ্য ভিঞ্চির বিখ্যাত একটা ড্রইং নকল করে আধুনিক ধর্ম থেকে দেবীকে বিদায় করে দেয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছেন বেসন।'

অকটেভের চোখ কঠিন দেখাল। 'আপনার ধারণা চার্চকে বেসন লেইম সেইন্ট ও ড্রেকোনিয়ান ডেভিল বলে গেছেন? চার্চ খোঁড়া? চার্চ শয়...'

ব্যাপারটা কষ্টকল্পনা, মানতে হলো রানাকে, অথচ পেনটাকলটা এই আইডিয়াকে একটা পর্যায় পর্যন্ত সমর্থন যোগাচ্ছে। 'আমি শুধু বলতে চাইছি, মসিয়ো বেসন দেবী ও ঈশ্বরীদের ইতিহাস স্টাডি করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, আর ওই ইতিহাস মুছে ফেলার কাজটা ক্যাথলিক চার্চই সবচেয়ে বেশি করেছে। ব্যাপারটা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে, নিজের হতাশা প্রকাশ করার জন্যে শেষ বিদায়ের মুহূর্তটি বেছে নিয়েছেন ভদ্রলোক।'

'হতাশা?' প্রশ্ন তুললেন অকটেভ, এবার তাঁকে খেপাটে দেখাচ্ছে। 'মেসেজটার সুর শুনে আপনার মনে হচ্ছে না হতাশার চেয়ে প্রচণ্ড রাগই বরং বেশি প্রকাশ পাচ্ছে?'

ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে রানা। 'ক্যাপটেন, আপনি জানতে চেয়েছেন কিউরেটারের মেসেজ সম্পর্কে আমার ইন্সটিঙ্কট কী বলে, সেটাই আপনাকে আমি জানাচ্ছি।'

'অর্থাৎ চার্চের বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ ওটা?' অকটেভের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, চেপে ধরা দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে কথা বলছেন। 'মসিয়ো রানা, পেশার কারণে আমরা দুজনেই অনেক লাশ দেখেছি। কেউ যখন কারও

হাতে খুন হয়, তখন আধ্যাত্মিক বিষয়ে অস্পষ্ট করে এমন কিছু লেখার কথা ভাববে না সে, যার অর্থ করা যাবে না। আমি মনে করি এখানে তিনি তাঁর খুনির নাম লিখে রেখে গেছেন।'

'কিন্তু তা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না।'

'পাচ্ছি না?'

'না,' বলল রানা, বিরক্তির সুর গোপন না করেই। 'আপনি আমাকে বলেছেন, সম্ভবত আমন্ত্রিত কারও দ্বারা নিজের অফিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন বেসন।'

'হ্যাঁ।'

'কাজেই ধরে নেয়া চলে কিউরেটার ওই লোককে চিনতেন।'

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপটেন। 'বলে যান।'

'বেসন যদি জানতেনই কে তাকে খুন করছে, এটা তা হলে কী ধরনের অভিযোগ?' মেঝের দিকে আঙুল তাক করল রানা। 'গাণিতিক সংকেত? পঙ্গু সেইন্ট? ড্রেকোনিয়ান ডেভিল? পেটে আঁকা পেনটাকল? সবই খুব ক্রিপটিক... রহস্য ও হেঁয়ালিতে ভরা।'

অকটেভ এমনভাবে ভ্রূ কোঁচকালেন, আইডিয়াটা যেন আগে তাঁর মাথায় আসেনি। 'আপনার কথায় যুক্তি আছে।'

'আমি বলব, মস্যিয়ো বেসন যদি বলে যেতে চাইতেন কে তাঁকে খুন করেছে, তা হলে গোটা গোটা হরফে একটা নাম লিখতেন তিনি।'

রানা যখন কথাগুলো বলছে, ক্যাপটেনের সারা মুখে তখন আশ্চর্য একটা আত্মতৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'ঠিক বলেছেন,' বললেন তিনি। 'একদম ঠিক বলেছেন।'

গ্র্যান্ড গ্যালারির কথাবার্তা শুনছে লেফটেন্যান্ট রাউল। ওস্তাদেরও ওস্তাদ, আমাদের এই ষাঁড়, ভাবল সে। ঘণ্টাখানেক আগে তাঁর এজেন্টদের ব্রিফ করেছেন অকটেভ, তাদের সবাইকে পরিপূর্ণ

আস্থার সঙ্গে জানিয়েছেন যে, ল্যাক বেসনকে কে খুন করেছে তা তিনি জানেন। তারপর বলেছেন, কী করতে হবে তোমরা জানো। আজ রাতে কোনও ভুল নয়।

সন্দেহভাজনের অপরাধ সম্পর্কে রাউলকে এখনও কোনও প্রমাণ দেখানো হয়নি বা কিছু ব্যাখ্যাও করা হয়নি, তবে ষণ্ড মহোদয়কে প্রশ্ন করার সাহস না দেখিয়ে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্সটিঙ্কট-এর উপর আস্থা রাখা অধিকতর নিরাপদ বলে মনে করে সে। রাউল স্বীকার করে, ঈশ্বর বলে আদৌ যদি কেউ থাকেন, ভিগো অকটেভের নাম থাকবে তাঁর এ-প্লাস তালিকায়।

কনফেশন ও ম্যাস-এ নিয়মিত যান তিনি। কয়েক বছর আগে পোপ যখন প্যারিস ভিজিট করতে এলেন, তাঁর দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে থাকার জন্য নিজের সব রকম প্রভাব ব্যবহার করেছেন অকটেভ। সেই থেকে পোপের সঙ্গে তোলা তাঁর ফটোটা অফিসের দেয়ালে ঝুলছে। পেইপল বুল, চুপিচুপি ওটার নাম দিয়েছে এজেন্টরা।

ক্যাথলিক চার্চের প্রিস্টদের বিরুদ্ধে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন চালাবার অভিযোগ ওঠার পর দেখা গেল ভিগো অকটেভ প্রচণ্ড রাগে ও ঘৃণায় দিশেহারা। তিনি বললেন, দায়ী প্রিস্টদের দু'বার করে ফাঁসিতে ঝোলানো দরকার। প্রথমবার শিশুদের বিরুদ্ধে ক্রাইমের জন্য, দ্বিতীয়বার ক্যাথলিক চার্চের সুনাম নষ্ট করার জন্য। রাউলের কেন যেন মনে হয়েছে দ্বিতীয় কারণটাই বেশি খেপিয়ে তুলেছিল তাদের প্রিয় ষাঁড়কে।

ল্যাপটপ কমপিউটারের দিকে চোখ ফিরিয়ে এনে তার দায়িত্বের বাকি অংশের প্রতি মন দিল রাউল– জি.পি.ও ট্র্যাকিং সিস্টেম। স্ক্রিনে ডেনন উইং-এর বিশদ ফ্লোর প্ল্যান দেখা যাচ্ছে। গ্যালারি ও হলওয়েতে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতেই তার চোখে ধরা পড়ে গেল খুদে লাল বিন্দুটা।

তাদের ধুরন্ধর ষাঁড় তাঁর শিকারের গলায় খুব আঁটসাঁট করেই

লাগাম পরিয়েছেন। পরাবেনই তো! এরই মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মক্কেল হিসাবে প্রমাণ করেছে মাসুদ রানা।

পাঁচ

রানার সঙ্গে আলাপটা নির্বিঘ্নে সারার জন্য সেল ফোনটা বন্ধ করে রেখেছেন অকটেভ।

তবে তাঁর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, সেলফোনের খুব দামী এই মডেলটায় টু-ওয়ে রেডিও সিস্টেমও আছে, কঠোর ভাবে নিষেধ করা সত্ত্বেও যেটা এই মুহূর্তে তাঁর একজন এজেন্ট ব্যবহার করছে।

'ক্যাপটেন?' ওয়াকি-টকির মত ককিয়ে উঠল ফোনটা।

অকটেভ অনুভব করলেন রাগে দাঁত পিষছেন তিনি। তাঁর কল্পনায় এল না কী এমন জরুরি ব্যাপার থাকতে পারে যে এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁকে বিরক্ত করছে লেফটেন্যান্ট রাউল।

রানার দিকে ক্ষমা-প্রার্থনার সবিনয় দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। 'এক মিনিট, প্লিজ, মসিয়ো।' বেল্ট থেকে ফোনটা টেনে নিয়ে রেডিও ট্র্যান্সমিশন বাটনে চাপ দিলেন। 'কী?'

'ক্যাপটেন, আমাদের ক্রিপটগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট থেকে একজন এজেন্ট এসেছেন।'

মুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে গেল ক্যাপটেনের মেজাজটা। একজন ক্রিপটগ্রাফার? সময়টা বিচ্ছিরি হলেও, এটা বোধহয় সুসংবাদ। মেঝেতে লেখা ধাঁধাগুলো দেখবার পর সেগুলোর ফটো তুলিয়ে ক্রিপটগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে তিনিই পাঠিয়েছিলেন, এই আশায় যে কেউ হয়তো এগুলোর অর্থ উদ্ধার করতে পারবে। দেখা যাচ্ছে

কেউ বোধহয় সত্যিই কিছু পেরেছে।

'এই মুহূর্তে আমি একটু ব্যস্ত আছি,' রেডিওতে বললেন তিনি। 'ক্রিপটগ্রাফার ভদ্রলোককে কমান্ড পোস্টে অপেক্ষা করতে বলো। এখানে আমার কাজ শেষ হলে তাঁর সঙ্গে কথা বলব।'

'ভদ্রমহিলা,' শুধরে দিয়ে বলল রাউল। 'এ আমাদের এজেন্ট সোফিয়া ক্লাউডেল।'

রেডিও কলটা প্রতি মুহূর্তে বিড়ম্বিত করছে ক্যাপটেনকে। সোফিয়া ক্লাউডেলকে চাকরি দেওয়া ডিসিপিজে-র সবচেয়ে বড় ভুল ছিল। বছর দুই আগে ক্রিপটগ্রাফির উপর ডিগ্রি নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে ফেরে সে। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে মেয়েদেরকে আরও বেশি করে ঢোকাতে হবে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এরকম একটা উদ্ভট সিদ্ধান্তের কারণে তাকে নিতে বাধ্য হন ভিগো অকটেভ– ইন্টারভিউ-এ প্রথম হয়েছিল সে। পুলিশ বিভাগে মেয়ে, এই ধারণার ঘোর বিরোধী তিনি। বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে, ঠিক না? পুলিশী ব্যাপারটাই তো মরদ লোকদের, সেখানে মেয়েরা বিষম বেমানান না? তা ছাড়া, মেয়ে মানেই তো চিত্তচাঞ্চল্য, পুরুষরা কাজে মন বসাতে পারবে না, ভুল করবে।

তাঁর ধারণা, ঘটেছেও ঠিক তাই। সোফিয়া মেয়েটার অমার্জনীয় অপরাধ হলো সে অপরূপ সুন্দরী, বিশেষ করে এ-কারণে ক্রিপটগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে কাজের চেয়ে অকাজ বেশি হয় বলে তাঁর বিশ্বাস।

রেডিও থেকে রাউলের গলা ভেসে এল আবার। 'এজেন্ট সোফিয়া বলছেন, ব্যাপারটা এতই জরুরি যে আপনার সঙ্গে এই মুহূর্তে কথা বলতে হবে তাঁর, ক্যাপটেন। আমি থামাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু তিনি আমার কথা না শুনে গ্যালারির দিকে রওনা হয়ে গেছেন।'

অবিশ্বাসে কেঁপে উঠলেন অকটেভ। 'এটা আমি সহ্য করব না!'

পরিষ্কার করে বলে দিয়েছি...

মুহূর্তের জন্য রানার মনে হলো ক্যাপটেনের সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক হতে চলেছে। রেডিওতে তাঁর ঝাল ঝাড়া শেষ হয়নি, হঠাৎ থেমে মুখ হাঁ করলেন তিনি, চোখ দুটোও বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তাঁর অগ্নিদৃষ্টি স্থির হয়ে আছে রানার কাঁধের পিছনে কোথাও। সেদিকে কী আছে দেখবার জন্য ঘাড় ফেরাবার আগেই জলতরঙ্গের মত মিষ্টি একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা।

'মাফ করবেন, মসিয়ো।'

ঘুরে তাকাতে সুন্দরী এক তরুণীকে করিডর ধরে হেঁটে আসতে দেখল রানা। মেয়েটির হাঁটার মধ্যে নারীসুলভ কোমল ছন্দ যেমন আছে, তেমনি শক্তি ও দৃঢ়তারও কোনও অভাব নেই। সাধারণ একজোড়া কালো লেগিং-এর উপর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ক্রিম রঙের আইরিশ সোয়েটার পরেছে। বয়স আন্দাজ আটাশ। পিঁয়াজ-খোসা রঙের রাশি রাশি চুল কোনও স্টাইল ছাড়াই কাঁধের উপর স্তূপ হয়ে আছে।

রানাকে বিস্মিত করে দিয়ে সোজা হেঁটে এসে ওর তিন-চার ফুট সামনে দাঁড়াল মেয়েটি, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। 'মিস্টার রানা, আমি সোফিয়া ক্লাউডেল, ডিসিপিজে-র ক্রিপটলজি ডিপার্টমেন্টের একজন এজেন্ট,' ইংরেজিতে বলল সে, বাচনভঙ্গিতে অ্যাংলো-স্যাক্সন সুর স্পষ্ট। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত খুশি হলাম।'

নরম হাতটা মুঠোয় নিয়ে তাকাল রানা, দেখল ওর দিকে আশ্চর্য গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন বোঝার চেষ্টা করছে মেয়েটি। চোখ দুটো জলপাই-সবুজ, অন্তর্ভেদী ও স্বচ্ছ।

'ক্যাপটেন,' বলল সে, ঘুরে তাকাল অফিসারের দিকে। 'বাধা দেয়ার জন্যে দুঃখিত, তবে...'

'এক মিনিট!' চাপা গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন অকটেভ।

'আমি আপনাকে ফোনে পাইনি,' যেন রানার প্রতি সম্মান

দেখিয়ে ইংরেজি ছাড়ছে না মেয়েটি। 'আপনার সেল ফোন খোলা ছিল না।'

'জরুরি কারণে ওটা বন্ধ রাখা হয়েছে,' হিসহিস করে বললেন ক্যাপটেন। 'মসিয়ো রানার সঙ্গে আমি কথা বলছি।'

'নিউমেরিক কোডটা আমি ডিসাইফার করেছি,' বলল মেয়েটি।

রানা উত্তেজিত হয়ে উঠল। এই মেয়ে ধাঁধাটার জবাব জানে!

অকটেভ ঠিক বুঝতে পারছেন না কীভাবে সাড়া দেবেন।

'ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার আগে,' সোফিয়া বলল, 'মিস্টার রানাকে আমি একটা জরুরি মেসেজ দিতে চাই।'

ক্যাপটেন অকটেভকে যতটা না হতভম্ব দেখাচ্ছে তারচেয়ে বেশি দেখাচ্ছে উৎকণ্ঠিত। 'মসিয়ো রানার জন্যে জরুরি মেসেজ?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি, ঘুরে গেল রানার দিকে। 'এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে আপনাকে, মিস্টার রানা। ওখানে ঢাকা থেকে পাঠানো একটা জরুরি মেসেজ অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে।'

কোড ভাঙার উত্তেজনার উপর হঠাৎ যেন উদ্বেগের একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল, দ্রুত চিন্তা করছে রানা। ঢাকা থেকে মেসেজ এসেছে? এই মেয়ে সেটা জানবে কীভাবে?

ক্যাপটেনের চওড়া চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। 'বাংলাদেশ দূতাবাস?' জেরা করবার সুরে বললেন তিনি, গলার আওয়াজে সন্দেহ চাপা থাকছে না। 'মসিয়ো রানাকে এখানে পাওয়া যাবে তা তারা জানল কীভাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোফিয়া। 'বোঝাই যাচ্ছে মিস্টার রানার হোটেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ওরা, ওদের ফ্লোর ম্যানেজার জানিয়েছে ডিসিপিজে এজেন্ট তুলে নিয়ে এসেছে ওঁকে।'

ক্যাপটেনকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। গর্জে উঠলেন, 'তারপর ডিসিপিজে ক্রিপটগ্রাফির সঙ্গে যোগাযোগ করে দূতাবাস?'

'না, সার,' বলল সোফিয়া, সুরটা দৃঢ়। 'আপনাকে পাবার

জন্যে সুইচবোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করি আমি, তারাই জানাল মিস্টার রানার একটা মেসেজ এসেছে তাদের কাছে, অনুরোধ করল আপনাকে পেলে মেসেজটা যেন পৌঁছে দিই।'

ক্যাপটেনকে বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে। কিছু বলবার জন্য মুখ খুললেন, কিন্তু তার আগেই রানার দিকে ঘুরে গেছে সোফিয়া।

'মিস্টার রানা,' বলে লেগিং-এর পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল মেয়েটি। 'এখানে বাংলাদেশ দূতাবাসের মেসেজিং সার্ভিস-এর নাম্বার লেখা আছে। বলা হয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফোন করতে হবে আপনাকে।' কাগজটা বাড়িয়ে দেওয়ার সময় তার চোখের দৃষ্টি আরও গভীর হলো। 'কোডটা আমি ব্যাখ্যা করছি ক্যাপটেনকে, সেই ফাঁকে জরুরি ফোন কলটা সেরে নিন আপনি।'

রানার সন্দেহ হচ্ছে গোটা ব্যাপারটা কোনও ধরনের ষড়যন্ত্র কি না। কোডটার অর্থ ওকে জানতে দিতে চায় না মেয়েটি, তাই ওকে সরিয়ে দিতে চাইছে? হাতের কাগজের উপর চোখ বুলাল ও। নম্বরটা প্যারিসের, সঙ্গে এক্সটেনশন আছে।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'কিন্তু এখানে আমি ফোন পাব কোথায়?'

সোয়েটারের পকেট থেকে নিজের সেল ফোনটা বের করতে যাচ্ছে সোফিয়া, হাত নেড়ে তাকে নিষেধ করলেন ক্যাপটেন। এখন তাঁকে ঠিক বিস্ফোরোন্মুখ ভিসুভিয়াসের মত দেখাচ্ছে। সোফিয়ার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে নিজের সেল ফোন বের করে বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। 'এই লাইনটা নিরাপদ, মসিয়ো রানা। আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন।'

মেয়েটির প্রতি ক্যাপটেনের রাগ দেখে ভারি অবাক হয়েছে রানা। অস্বস্তি বোধ করছে ও, তবে তাঁর ফোনটা নিল। সঙ্গে সঙ্গে সোফিয়াকে নিয়ে কয়েক পা দূরে সরে গেলেন ক্যাপটেন, চাপা কণ্ঠে শুরু করলেন জেরা।

তাঁর প্রতি বিরূপ ধারণা ক্রমশ বাড়ছে রানার। ওদের দিকে পিছন ফিরে সেল ফোনটা অন করল ও, তারপর সোফিয়ার দেওয়া কাগজটায় চোখ বুলিয়ে ডায়াল করল।

অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে। একবার ...দু'বার... তিনবার...

অবশেষে সংযোগ ঘটল।

রানা আশা করেছিল দূতাবাস অপারেটারের গলা শুনতে পাবে, কিন্তু বুঝতে পারল একটা আনসারিং মেশিন সাড়া দিচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, গলার আওয়াজটা ওর চেনা। অপরপ্রান্ত থেকে কথা বলছে সোফিয়া ক্লাউডেল!

'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে সোফিয়া ক্লাউডেল এই মুহূর্তে বাড়িতে নেই,' রেকর্ড করা মিষ্টি নারীকণ্ঠ থেকে বলা হলো। 'আপনি যদি দয়া করে কোনও মেসেজ রেখে যেতে চান...'

সোফিয়ার দিকে ফিরে রানা বলল, 'দুঃখিত, মিস সোফিয়া। আপনি বোধহয় আমাকে...'

'না, ওটাই ঠিক নম্বর,' রানাকে বাধা দিয়ে দ্রুত বলল সোফিয়া, যেন রানার বিভ্রান্ত বোধ করবার কারণটা বুঝতে পেরেছে সে। 'একটা অটোমেটেড মেসেজ সিস্টেম রয়েছে দূতাবাসের। আপনার মেসেজ পিক করতে হলে একটা অ্যাকসেস কোড ডায়াল করতে হবে আপনাকে।'

'কিন্তু...' রানা ভাবছে, এর ধ্য কী যেন একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে।

'আমার দেয়া কাগজটা দেখুন না,' তাগাদার সুরে বলল সোফিয়া। 'থ্রি-ডিজিট কোড আছে ওটায়।'

কিছু বলবার জন্য মুখ খুলতে যাবে রানা, সোফিয়া তার সবুজ চোখে আশ্চর্য এক ঝিলিক তৈরি করল, আরও গাঢ় সবুজ সেটা, দেখা গেল আধ সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্য। কী যেন একটা সংকেত দিল মেয়েটি ওকে। চুপ থাকতে বলছে? রানা ভাবল, নাকি আমার দৃষ্টিভ্রম?

চেহারায় কোনও ভাব ফুটতে না দিয়ে কাগজে লেখা থ্রি-ডিজিট নাম্বারটা ডায়াল করল রানা– ৫৪৫।

সঙ্গে সঙ্গে সোফিয়ার আউটগোয়িং মেসেজ বন্ধ হয়ে গেল, রানা শুনতে পেল একটা ইলেকট্রনিক ভয়েস ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলছে, 'আপনার জন্যে নতুন একটা মেসেজ আছে।' বোঝা যাচ্ছে ৫৪৫ সোফিয়ার রিমোট অ্যাকসেস কোড, বাড়ি থেকে দূরে থাকার সময় মেসেজ পিক করবার জন্য।

রানা ভাবল, আমি কি এখন তা হলে ওই মেয়েটির মেসেজ সংগ্রহ করব?

টেপটার রিওয়াইন্ড-এর শব্দ পাচ্ছে রানা। একসময় থামল শব্দটা, মেশিন এনগেজ হলো। তারপর মেসেজটা আসতে শুরু করল। এবারও একই গলার আওয়াজ– সোফিয়ার।

'মিস্টার রানা,' ভয়ে ভয়ে, চাপাস্বরে, কথা বলছে সোফিয়া। 'এই মেসেজ শুনে রিয়্যাক্ট করবেন না। শুধু শান্তভাবে শুনে যান। এই মুহূর্তে মারাত্মক বিপদের মধ্যে আছেন আপনি। আমি যা বলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলুন।'

কালো একটা মার্সিডিজের ড্রাইভিং সিটে বসে বিশাল সেইন্ট-সালপিস চার্চের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দুধসাদা রুয়ান লেবরান। নীচের দিকে বসানো এক সারি ফ্লাডলাইটের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চার্চের জোড়া বেল টাওয়ার।

অবিশ্বাসীরা কিস্টোনটা লুকিয়ে রাখার জন্য ঈশ্বরের একটা বাড়ি ব্যবহার করছে, ভাবল লেবরান। ছলনা ও চাতুরীতে ব্রাদারহুড যে যুগ যুগ ধরে দক্ষ, সেটা আবারও প্রমাণিত হলো।

ফাঁকা একটা জায়গায় গাড়ি পার্ক করে নীচে নামল লেবরান। চাবুক দিয়ে নিজেকে নির্যাতন করায় চওড়া পিঠে এখনও ব্যথা। অতীত মনে পড়ে যাচ্ছে তার।

অ্যান্ডোরা, ভাবল সে। সঙ্গে সঙ্গে টান পড়ল পেশিতে। আশ্চর্য

হলেও সত্যি, অভিশপ্ত ওই জায়গাতেই– ফ্রান্স ও স্পেন সীমান্তে– তার পুনর্জন্ম হয়েছিল।

ব্যাপারটা তখন বোঝেনি সে।

সাত বছর বয়সে বাড়ি ছেড়েছে। মদ্যপ বাবা ছিল মোটাসোটা ডকশ্রমিক, ছেলে শ্বেতি নিয়ে জন্মানোয় রাগ ও ঘৃণার পরিসীমা ছিল না। প্রকৃতির এই অদ্ভুত খেয়ালের কারণে মায়ের উপর নিয়মিত শারীরিক নির্যাতন চালাত। সে বাধা দিতে গেলে তাকেও বেদম পেটানো হত।

তারপর একদিন।

মার খেয়ে মেঝেতে পড়ে মরে গেল মা। মায়ের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে অপরাধ বোধে জর্জরিত হচ্ছে সে। ভাবছে, এর জন্য আমি দায়ী। তারপর, যেন শয়তান ভর করল তার উপর, কিচেনে ঢুকে বড় ছোরাটা নিয়ে এল। মদ খেয়ে নিজের ঘরে বিছানায় পড়ে ছিল বাবা। ছোরাটা তার পিঠে বারবার গাঁথল সে। তারপর বাড়ি ছেড়ে পালাল।

কিন্তু মার্সেই শহরটাও বাড়ির চেয়ে কম বৈরি নয়। অল্প বয়েসী আর যারা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তারা তার অদ্ভুত সাদা রঙ দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কাছে ঘেঁষতে দেয় না। বিধ্বস্ত একটা কারখানার বেযমেন্টে একা বাস করতে বাধ্য হচ্ছে সে, খাচ্ছে এখান-সেখান থেকে চুরি করা খাবার। তার সঙ্গী বলতে ডাস্টবিন থেকে তুলে আনা খবরের কাগজ, যতটুকু পারে বানান করে পড়ে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার শক্তি বাড়তে লাগল।

বারো বছর বয়সে তার মতই ঘর পালানো একটা মেয়ে, বয়সে দ্বিগুণ হবে, তার খাবার চুরি করল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মেয়েটি বুঝতে পারল, আজ তার জীবনের শেষ দিন। লোকজন ছুটে না এলে কেউ তার মৃত্যু ঠেকাতে পারত না।

পুলিশের ভয়ে টুলন-এ পালিয়ে এল ছেলেটা। তার বয়স যত বাড়ছে, তার প্রতি মানুষজনের তাকাবার ধরনও বদলে যাচ্ছে–

করুণার বদলে এখন সবাই ভয়ে ভয়ে তাকায়। একটা ভূত, ফিসফিস করে লোকেরা। শয়তানের চোখ নিয়ে সাদা ভূত।

কোথাও শান্তি পায় না সাদা ভূত। কেউ তাকে পছন্দ করে না, ভালবাসে না, কাছে ডাকে না, দুটো কথা বলে না। এক বন্দর থেকে আরেক বন্দর, চলার মধ্যেই আছে সে।

বয়স আঠারো, নাম-না-জানা কোনও বন্দর নগরীতে এক জাহাজ থেকে কিছুটা মাংস চুরি করতে গিয়ে দুজন ক্রুর হাতে ধরা পড়ে গেল ছেলেটা। তাকে পেটাচ্ছে ওরা, ওদের মুখ থেকে বেরুনো বিয়ারের গন্ধ পেল সে, অমনি তার মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। খালি হাতে প্রথম নাবিকটার ঘাড় মটকাল সে। দ্বিতীয় নাবিকেরও একই অবস্থা হত, বেঁচে গেল পুলিশ এসে পড়ায়।

দু'মাস পর হ্যান্ডকাফ পরিয়ে তাকে নিয়ে আসা হলো অ্যান্ডোরা-র জেলখানায়। 'আরে, একটা স্বচ্ছ ভূত!' তাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল কয়েদীরা। 'বোধহয় পাঁচিল ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারবে।'

এই জেলখানায় বারো বছর কাটল তার।

এক রাতে কয়েদীদের আতঙ্কিত আর্তনাদে স্বচ্ছ সাদা ভূতটার ঘুম ভেঙে গেল। সে বুঝতে পারছে না কোন্ অদৃশ্য শক্তি মেঝেটাকে অনবরত ঝাঁকাচ্ছে। পাথরের সেল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল, ছাদে তৈরি হলো বিরাট একটা ফাঁক। দশ বছরে যা দেখেনি, আজ দেখতে পেল সেটা– চাঁদ।

ভেঙে পড়া জেলখানা থেকে পালিয়ে পাহাড়ী এলাকায় চলে এল সে। বিরতি না নিয়ে সারারাত ছুটল, নীচের দিকে নামছে। তারপর একটা জঙ্গলে ঢুকল। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা রেললাইন দেখতে পেয়ে সেটা ধরে হাঁটা শুরু করল। ইতোমধ্যে বার বার আছাড় খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেছে সারা শরীর। কতক্ষণ হেঁটেছে বলতে পারবে না, একটা খালি ফ্রেইট কার দেখতে পেয়ে আশ্রয় নিল সেটায়।

তার যখন ঘুম ভাঙল ট্রেনটা তখন চলতে শুরু করেছে।

কোথায় যাচ্ছে সে, কত দূর এল, কোনও ধারণা নেই। পেটটা খুব ব্যথা করছে। ভাবল, আমি কি মারা যাচ্ছি?

আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে। ঘুম থেকে জাগল প্রচণ্ড খিদে নিয়ে। ট্রেন থেকে নেমে আবার হাঁটতে শুরু করল। পথে একটা ছোট গ্রাম পড়ল। কিন্তু কোথাও তার জন্য এক গ্রাস খাবার নেই। এক সময় আর হাঁটার শক্তি থাকল না শরীরে, রাস্তার ধারে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

আলোটা এল ধীরে ধীরে। ভূতটা ভাবছে কতক্ষণ হলো মারা গেছে সে। একদিন? তিনদিন? কিছু আসে যায় না। তার বিছানা মেঘের মত নরম, চারপাশের বাতাসে মোম ও মিষ্টির গন্ধ। যেহেতু স্বর্গ, যিশু তো থাকবেনই, ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। এই তো আমি এখানে, বললেন তিনি। কবরের পাথর একপাশে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, সেই সঙ্গে তোমার আবার জন্ম হয়েছে।

বার বার ঘুমাল সে। যতবার জাগে, সেই একই দৃশ্য। কোনওদিন বিশ্বাস করেনি স্বর্গ বলে কিছু আছে, অথচ চোখ মেললেই যিশুকে দেখতে পাচ্ছে, এখনও সেই প্রথমবারের মত তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন, তার সঙ্গে কথা বলছেন। *তোমাকে বাঁচানো হয়েছে, বাবা। যারা আমার পথ অনুসরণ করবে তাদের ওপরেই তো আশীর্বাদ বর্ষিত হবে।*

আবার ঘুমাল সে।

এরপর তার ঘুম ভাঙল কারও যন্ত্রণাকাতর চিৎকারে। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল সে, করিডর ধরে আওয়াজটার উৎস লক্ষ্য করে ছুটল। কিচেনে ঢুকে দেখল দীর্ঘদেহী এক লোক খর্বকায় আরেক লোকের উপর ঝুঁকে আছে। কেন, কী ব্যাপার, কিছুই না জেনে প্রকাণ্ড লোকটাকে ধরে দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে দিল সে। নিজেকে সামলে নিয়ে পালাল দৈত্যটা।

ছোটখাট লোকটার মাঝারি বয়েস, পরনে ক্যাথলিক প্রিস্টের আলখেল্লা। তার থেঁতলানো নাক থেকে রক্ত ঝরছে। মেঝে থেকে

তুলে কাউচে শুইয়ে দিল তাঁকে সে।

'ধন্যবাদ, বন্ধু,' আড়ষ্ট ফ্রেঞ্চ ভাষায় বললেন প্রিস্ট। 'ঈশ্বরের নামে সংগ্রহ করা টাকার ওপর চোরেদের খুব লোভ। তোমাকে ঘুমের মধ্যে ফ্রেঞ্চ বলতে শুনেছি, তুমি কি স্প্যানিশও বলতে পারো?'

মাথা নাড়ল ভূতটা। 'আমার কোনও নামও নেই।'

'সেটা কোনও সমস্যা নয়। আমি মার্সেল বেলমন্ড, একজন মিশনারি, মাদ্রিদ থেকে আসছি। আমাকে এখানে একটা চার্চ তৈরি করার জন্যে পাঠানো হয়েছে।'

'আমি কোথায়?'

'এই জায়গাটার নাম অভিয়েইডো, স্পেনের উত্তরে। কেউ তোমাকে আমার দরজার সামনে ফেলে রেখে গিয়েছিল। তুমি অসুস্থ ছিলে। আমি তোমার শুশ্রূষা করেছি। বেশ কদিন হয়ে গেল এখানে আছ তুমি।'

তরুণ কেয়ারটেকারের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। বহু বছর হয়ে গেল কেউ তার প্রতি কোনও রকম দরদ দেখায়নি। 'ধন্যবাদ, ফাদার।'

নিজের রক্তাক্ত ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়ালেন প্রিস্ট। 'ধন্যবাদ তো আমি দেব, বন্ধু।'

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর বিছানার উপর দেয়ালে আটকানো ক্রুসটার দিকে তাকাল সে। যদিও এখন আর তার সঙ্গে কথা বলে না, তবু ওটার উপস্থিতি তার দেহমনে আশ্চর্য একটা প্রশান্তি এনে দেয়।

বিছানার পাশে এক হপ্তা আগের একটা ফ্রেঞ্চ খবরের কাগজ দেখতে পেল সে। তাতে ছাপা একটা খবর পড়ে ভয় পেয়ে গেল। মারাত্মক এক ভূমিকম্পের কথা লেখা হয়েছে খবরটায়, আরও অনেক কিছুর সঙ্গে বড় একটা জেলখানাও বিধ্বস্ত হয়েছে, পালিয়ে যাওয়া বেশ কিছু বিপজ্জনক কয়েদির খোঁজে চারদিকে

তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

সে বুঝল, প্রিস্ট তার পরিচয় জানেন। আবার পালাতে হবে তাকে, কিন্তু কোথায় যাবে সে?

এই সময় হাতে একটা পুরানো ফ্রেঞ্চ বাইবেল নিয়ে কামরায় ঢুকলেন প্রিস্ট। 'চ্যাপ্টার মার্ক করা আছে। পড়ে দেখো,' বললেন তিনি।

Acts 16

ভার্সগুলোয় সাইলাস নামে একজন বন্দির কথা লেখা আছে, মারধর করে সেলের মেঝেতে বিবস্ত্র শুইয়ে রাখা হয়েছে তাকে, তা সত্ত্বেও ঈশ্বরের প্রশংসা করে গান গাইছে।

ভার্স ২৬-এ পৌঁছে বিস্ময়ের ধাক্কায় হাঁপিয়ে উঠল সে।

'...এবং হঠাৎ সেখানে প্রচণ্ড একটা ভূমিকম্প হলো, যার ফলে কারাগারের ভিত কেঁপে গেল, সেই সঙ্গে খুলে গেল সমস্ত দরজা।'

ঝট করে মুখ তুলে প্রিস্টের দিকে তাকাল সে।

প্রিস্ট উষ্ণ হাসি হেসে অভয় দিলেন তাকে। 'তোমার নাম আমি সাইলাস-ই রাখতাম, কিন্তু তা না রেখে রাখতে চাই লেবরান। এই নামে আমার এক আলবিনো ভাই ছিল, জন্মের কয়েকদিন পরেই মারা যায়।'

বোকার মত মাথা ঝাঁকাল ভূতটা। *লেবরান। তার নাম লেবরান।*

'নাস্তা খাওয়ার সময় হয়েছে,' বললেন প্রিস্ট। 'চার্চ বানাতে আমাকে সাহায্য করতে হলে গায়ের সমস্ত শক্তি ফিরে পেতে হবে তোমাকে।'

ভূমধ্যসাগরের সারফেস থেকে বিশ হাজার ফুট উপরে, একটা প্লেনে রয়েছেন বিশপ মার্সেল বেলমন্ড। অপাস ডেই-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন তিনি। প্যারিসে তাদের কাজ কীরকম এগোচ্ছে জানার জন্য অস্থির হয়ে আছেন তিনি, কিন্তু মন চাইলেও

লেবরানকে ফোন করতে পারছেন না। নিষেধ আছে লালিকের।

'এটা আপনারই স্বার্থে,' ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে লালিক, ইংরেজিতে কথা বললেও বাচন ভঙ্গিতে ফ্রেঞ্চ টান স্পষ্ট। 'ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন সহজেই ইন্টারসেপ্ট করা যায়, এক্ষেত্রে তা করা হলে আপনার জন্যে তার ফলাফল হবে মারাত্মক।'

বেলমন্ড জানেন, কথাটা মিথ্যে নয়। লালিক অস্বাভাবিক সাবধানী মানুষ। বেলমন্ডের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করেনি সে, তা সত্ত্বেও যথেষ্ট সমীহ আদায় করে নিয়েছে, প্রমাণ করেছে তার নির্দেশ মেনে চলাটা সবদিক থেকে মঙ্গলজনক। আর কিছু না হোক, কীভাবে যেন অত্যন্ত গোপন একটা তথ্য সংগ্রহ করেছে সে। *ব্রাদারহুড-এর চার প্রধান সদস্যের নাম!*

'বিশপ,' লালিক তাঁকে বলেছে, 'সব ব্যবস্থা আমার করা হয়ে গেছে। প্ল্যানটা সফল করার স্বার্থে শুধু দিন কয়েকের জন্যে লেবরানকে আপনি আমার হাতে তুলে দিন। সে শুধু আমার কাছে জবাবদিহি করবে। আপনারা দুজন কেউ কারও সঙ্গে কথা বলবেন না। বিভিন্ন চ্যানেল থেকে আমিই তার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'তার কোনও রকম অসম্মান হবে না তো?'

'বিশ্বাসী একজন মানুষকে আমরা শ্রদ্ধার সবচেয়ে বড় আসনে বসাই।'

'চমৎকার। ঠিক আছে। ব্যাপারটা না মেটা পর্যন্ত লেবরান আর আমি কথা বলব না।'

'আপনার পরিচয়, লেবরানের পরিচয় ও আমার ইনভেস্টমেন্ট গোপন রাখার স্বার্থে এটা আমাকে করতে হচ্ছে।'

'আপনার ইনভেস্টমেন্ট?'

'বিশপ, আপনার অতি আগ্রহ যদি আপনাকে জেলে নিয়ে ভরে, তা হলে আপনি তো আমার ফি দিতে পারবেন না।'

হেসেছে বিশপ। 'ভাল একটা পয়েন্ট। ধন্যবাদ।'

বিশ মিলিয়ন ইউরো, ভাবলেন বিশপ বেলমন্ড, এই মুহূর্তে

প্লেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। মার্কিন ডলার আর ইউরোর মান প্রায় একই।

ছয়

'গাণিতিক ধাঁধা?' ক্যাপটেন অকটেভ অবিশ্বাসে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছেন সোফিয়া ক্লাউডেলের দিকে। 'মসিয়ো বেসনের রেখে যাওয়া কোড নিয়ে মাথা ঘামানোর পর আপনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ওটা একটা গাণিতিক কৌতুক?'

'কোডটা,' ফ্রেঞ্চ ভাষায় দ্রুত ব্যাখ্যা করছে সোফিয়া, 'এত সহজ যে অসম্ভব বলে মনে হয়। ল্যাক বেসন নিশ্চয়ই জানতেন দেখামাত্র এটা ভাঙতে পারব আমরা।' সোয়েটারের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে ক্যাপটেনের হাতে গুঁজে দিল সে। 'এখানে ডিকোড-টা আছে।'

কাগজটার দিকে তাকালেন অকটেভ।

1-1-2-3-5-8-13-21

'ব্যস, হয়ে গেল?' ধমকে উঠলেন তিনি। 'আপনি তো শুধু ছোট থেকে বড়, সংখ্যাগুলোকে এভাবে সাজিয়েছেন।'

সত্যি নার্ভ আছে মেয়েটির, সন্তুষ্টির হাসি হাসল সে। 'ঠিক তাই।'

চাপাস্বরে গর্জে উঠলেন ক্যাপটেন। 'এজেন্ট সোফিয়া...' ভাষা হারিয়ে ফেলে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন তিনি। সেল ফোনটা কানে চেপে ধরে কাছাকাছিই রয়েছে রানা, বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে আসা জরুরি মেসেজ শুনছে এখনও। ওর চেহারা

দেখে তিনি বুঝতে পারলেন খবর ভাল নয়।

'ক্যাপটেন,' শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল সোফিয়া, 'সংখ্যার যে সিকোয়েন্সটা আপনার হাতে রয়েছে ওটা দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ফিবোনাচি-র সিকোয়েন্স, যার প্রতিটি টার্ম আগের দুটো টার্মের যোগফল। মসিয়ো বেসন না জেনে এটা লেখেননি।'

সংখ্যাগুলো দেখলেন ক্যাপটেন। কথাটা ঠিক, প্রতিটি সংখ্যা আগের দুটো সংখ্যার যোগফলই বটে। অথচ তারপরও তিনি কিউরেটারের মৃত্যুর সঙ্গে এটার কী সম্পর্ক বুঝতে পারছেন না। 'তা হলে বলুন, এর মানে কী। এই সিকোয়েন্সের সাহায্যে কী বোঝাতে চেয়েছেন বেসন?'

'কিছুই না। এটাই তো আসল পয়েন্ট। স্রেফ একটা জলবৎ তরলং ক্রিপটগ্রাফিক জোক।'

হুমকি দেওয়ার ভঙ্গিতে এক পা সামনে বাড়লেন ক্যাপটেন। 'আমি আপনার কাছ থেকে আরও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আশা করি।'

'ক্যাপটেন, আমি ভেবেছিলাম কিউরেটার ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে মজার একটা খেলা খেলছেন শুনে আপনি খুশি হবেন। দেখা যাচ্ছে আমার ধারণা ভুল। ক্রিপটগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টরকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের সার্ভিস আপনার আর দরকার নেই।' কথাগুলো বলে ঘুরল সোফিয়া, যেদিক দিয়ে এসেছিল হনহন করে চলে গেল সেদিকে।

রানার দিকে ফিরলেন ক্যাপটেন, দেখলেন এখনও ফোনে কথা বলছে ও। ভাবলেন, বাংলাদেশ দূতাবাস। জীবনে অনেক জিনিসই পছন্দ করেন না ভিগো অকটেভ, তার মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম, আর তার দূতাবাস দ্বিতীয়।

ওদের সঙ্গে তাঁর প্রধান বিরোধ প্যারিসের আইন-শৃংখলার অবনতি নিয়ে। সম্প্রতি প্রচুর বাংলাদেশী অবৈধভাবে ঢুকে পড়েছে ফ্রান্সে, তাদের বেশিরভাগই প্যারিসে এসে চাকরি পাওয়ার ধান্দায় দিকে ঘুরে বেড়ায়। পাকিস্তানী আর আলজিরিয়ান প্রতারকরা

দেখলেই চিনতে পারে সরল টাইপের এই ভেতো বাঙালীগুলোকে, আর চিনতে পারলেই চাকরি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেয়। এমনকী ছুরি মারার ঘটনাও ঘটছে। এ-ধরনের কেস সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাঁর লোকজনকে।

অকটেভ চান বাংলাদেশ দূতাবাস এমন কোনও ব্যবস্থা নিক, প্যারিসে যাতে তাদের ভিড় করে আসাটা বন্ধ হয়। বিষয়টা নিয়ে প্রায়ই তাঁকে দূতাবাস প্রধানের সঙ্গে বসতে হয়েছে।

কান থেকে ফোন নামাল রানা। রীতিমত অসুস্থ দেখাচ্ছে ওকে। 'সব ভাল?' জানতে চাইলেন অকটেভ।

দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল রানা।

নিশ্চয়ই দেশ থেকে কোনও দুঃসংবাদ, ভাবলেন ক্যাপটেন। সেল ফোনটা ফেরত নেওয়ার সময় খেয়াল করলেন সামান্য ঘামছে রানা।

'এ-কটা অ্যা-ক্সিডেন্ট,' বলল রানা, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ক্যাপটেনের দিকে। 'আমার এ-ক বন্ধু...' ইতস্তত করছে ও। 'সকালের প্রথম ফ্লাইটেই বাড়ি ফিরে যেতে হবে আমাকে।'

'শুনে সত্যি খুব দুঃখ পাচ্ছি,' বলল ক্যাপটেন, রানাকে কঠিন চোখে খুঁটিয়ে দেখছেন। না, ভাবলেন তিনি, অভিনয় বলে মনে হচ্ছে না। 'আপনার বসতে ইচ্ছে হচ্ছে?' হাত তুলে গ্যালারির একটা ভিউইং বেঞ্চ দেখালেন।

অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকাল রানা, কয়েক পা এগোল বেঞ্চটার দিকে, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'আমি আসলে রেস্ট রুমটা ব্যবহার করতে চাই।'

কাজে দেরি হয়ে যাবে বুঝতে পেরে মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন ক্যাপটেন। 'রেস্ট রুম? ও, আচ্ছা। ঠিক আছে, কয়েক মিনিটের বিরতি নেয়া যাক।' যেদিক থেকে তাঁরা এসেছেন সেদিকে হাত তুললেন। 'রেস্ট রুমগুলো ওদিকে, কিউরেটারের অফিসকে

ছাড়িয়ে যেতে হবে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা, তারপর হাত তুলে গ্র্যান্ড গ্যালারির উল্টোদিকের করিডরটা দেখাল। 'ওদিকে যে রেস্ট রুমটা আছে সেটাই বোধহয় কাছে হবে।'

ক্যাপটেন বুঝলেন, রানার কথাই ঠিক। ওদিকের করিডরের একেবারে শেষপ্রান্তে একজোড়া রেস্ট রুম দেখা যাচ্ছে। 'আমি কি আপনার সঙ্গে যাব?'

মাথা নাড়ল রানা, ধীর পায়ে গ্যালারির ভিতর দিকে এগোচ্ছে। 'ধন্যবাদ, তার দরকার নেই। আমি শুধু সামলে নেয়ার জন্যে একা কিছুক্ষণ থাকতে চাই।'

করিডরের ওদিকটা দিয়ে মিউজিয়াম থেকে বেরুনো যায় না, এটা জানা থাকায় ক্যাপটেন মোটেও উদ্বিগ্ন বোধ করছে না। বেরুনোর পথ একটাই, যে গেটের তলা দিয়ে তাঁরা ভিতরে ঢুকেছেন। ফ্রেঞ্চ ফায়ার রেগুলেশনের কারণে অন্যান্য যে-সব দরজা আছে, কিউরেটার অ্যালার্ম বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে। কোনও ভাবে কেউ যদি একটা খুলতেও পারে, তীক্ষ্ণ শব্দে অ্যালার্ম বেজে উঠবে আবার। মোটকথা, অকটেভ নিশ্চিত যে তাঁর অজ্ঞাতে রানা চলে যেতে পারবে না।

'আমাকে একবার কিউরেটারের স্টাডিতে যেতে হচ্ছে,' বললেন ক্যাপটেন। 'ফিরে এসে ওখানেই আমাকে পাবেন, মসিয়ো রানা। আরও অনেক বিষয়ে আলাপ হওয়া দরকার আমাদের।'

অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার আগে রানা একবার হাত নাড়ল।

ঘুরে উল্টোদিকে হাঁটা ধরলেন ক্যাপটেন, রাগে গা জ্বালা করছে। মাথা নুইয়ে গেটের তলা দিয়ে গ্যালারি থেকে বেরিয়ে এলেন। করিডর ধরে হনহন করে হাঁটছেন। কিউরেটারের অফিসে ঢুকে হুঙ্কার ছাড়লেন, 'আমি জানতে চাই সোফিয়াকে কে এই বিল্ডিঙে ঢোকার অনুমতি দিয়েছে?'

লেফটেন্যান্ট রাউলই প্রথমে জবাব দিল। 'বাইরের গার্ডদের

কী দোষ, তাদেরকে তিনি জানান যে কোডটা ভাঙতে পেরেছেন।'

চারদিকে চোখ বুলালেন ক্যাপটেন। 'সে কি চলে গেছে?'

পাল্টা প্রশ্ন হলো। 'তিনি আপনার সঙ্গে নেই?'

'না, এদিকেই এল, তার মানে কাউকে কিছু না বলেই কেটে পড়েছে।' অন্ধকার হলওয়ের দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। বোঝা যাচ্ছে সোফিয়ার মুড এতটাই খারাপ ছিল সে চলে যাওয়ার সময় বাকি অফিসারদের সঙ্গে সৌজন্যবশত কুশল বিনিময়ও করেনি।

মুহূর্তের জন্য ক্যাপটেন ভাবলেন, রেডিওতে গার্ডদের নির্দেশ দেন সোফিয়াকে যেন মেইন গেটে আটকানো হয়, বাধ্য করা হয় গ্র্যান্ড গ্যালারিতে আবার ফিরে আসতে। না, সেটা উচিত হবে না। আসল কাজ ফেলে গুরুত্বহীন কাজে সময় নষ্ট করা হবে। এজেন্ট সোফিয়াকে পরে শায়েস্তা করা যাবে। এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, তার চাকরিটা খাবেন তিনি।

মন থেকে সোফিয়াকে সরিয়ে দিয়ে কিউরেটারের ডেস্কে দাঁড় করানো খুদে নাইট-এর দিকে তাকালেন ক্যাপটেন অকটেভ। 'আমাদের সাবজেক্টের ওপর নজর রাখছ তো?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ল্যাপটপটা ক্যাপটেনের দিকে ঘুরিয়ে দিল রাউল। স্ক্রিনে ফুটে থাকা ফ্লোর প্ল্যান-এ লাল খুদে বিন্দুটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মিটমিট করছে 'পাবলিক টয়লেট' লেখা একটা কামরার গায়ে।

'চমৎকার,' বললেন ক্যাপটেন, হলওয়েতে বেরিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরালেন। 'আমাকে একটা ফোন করতে হবে। তুমি খেয়াল রেখো, রানা যেন শুধু রেস্ট রুমে যায়।'

গ্র্যান্ড গ্যালারির শেষপ্রান্তে চলে এল রানা, মাথার ভিতর এখনও বাজছে সোফিয়ার ফোন মেসেজটা। আলোকিত সাইন দেখে রেস্ট রুমের খোঁজ করছে ও। করিডরের মাঝখানে ডিভাইডার হিসাবে রাখা ইটালিয়ান ড্রইংগুলো একটা গোলকধাঁধা তৈরি করেছে, ফলে

কামরাটা খুঁজে পেতে কিছুটা সময় লাগল।

মেন'স রুমে ঢুকে আলো জ্বালল রানা। কেউ নেই, খালি। অ্যামোনিয়ার গন্ধ ভাসছে কামরার বাতাসে। হেঁটে এসে সিঙ্ক-এর সামনে দাঁড়িয়ে পানি ছিটাল চোখে-মুখে। হাতে তোয়ালেটা নিয়েছে মাত্র, ওর পিছনে মৃদু শব্দ করে রেস্ট রুমের দরজা খুলে গেল। বন করে ঘুরল ও।

ভিতরে ঢুকছে সোফিয়া ক্লাউডেল, চোখে-মুখে সন্ত্রস্ত ভাব। 'থ্যাঙ্ক গড যে আপনি এসেছেন। আমাদের হাতে একদমই সময় নেই।'

মেয়েটির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল রানা। তার পরামর্শ মত এখানে এসেছে ঠিকই, তবে তার মানে এই নয় যে তাকে বিশ্বাস করতে পারছে। 'ঠিক আছে, এবার ব্যাখ্যা করুন। কী ব্যাপার?'

'আমি আপনাকে সাবধান করার চেষ্টা করেছি, মিস্টার রানা... শুরু করল সোফিয়া, এখনও একটু হাঁপাচ্ছে, 'এই জন্যে যে ও. আপনার ওপর ইলেকট্রনিক্স-এর সাহায্যে নজর রাখছে।'

'কিন্তু কেন? আর সেটা আপনি কীভাবে জানলেন?' ফোন থেকে এরই মধ্যে আংশিক জবাব পেয়েছে রানা, তবে সোফিয়ার মুখ থেকে সরাসরি সবটুকু শুনতে চাইছে ও।

'কেন? কারণ, ক্যাপটেন অকটেভের সন্দেহ খুনটা আপনিই করেছেন।'

সোফিয়ার বক্তব্য হলো, আজ রাতে লুভার মিউজিয়ামে সৌখিন আর্কিওলজিস্ট কিংবা সিম্বলজির উপর আগ্রহ আছে বলে নয়, বরং সম্ভাব্য খুনি হিসাবে ডেকে আনা হয়েছে রানাকে। ডিসিপিজে-র নিজস্ব পদ্ধতিতে তদন্ত শুরু করেছেন ক্যাপটেন অকটেভ। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো সন্দেহ-ভাজনকে অকুস্থলে ডেকে এনে জেরা করা– এই আশায় যে নার্ভাস হয়ে বেফাঁস কিছু বলে ফেলবে সে, ফলে তার বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করানো সহজ হবে।

'আপনি আপনার জ্যাকেটের বাম পকেট দেখুন,' বলল

সোফিয়া। 'প্রমাণ পেয়ে যাবেন ওরা আপনার ওপর নজর রাখছে কি না।'

রাগ হচ্ছে রানার। ভাবল, পকেট দেখব? যেন সস্তা কোন ম্যাজিক দেখাতে চাইছে মেয়েটা। তবে টুইড জ্যাকেটের বাম পকেটে ঠিকই ঢুকল একটা হাত। চারদিকে হাতড়ে কিছুই পেল না। তারপর কী যেন ঘষা খেল আঙুলে, ছোট্ট ও শক্ত। দুই আঙুলে ধরে বের করে আনল। জিনিসটা ধাতুর তৈরি, দেখেই বুঝতে পারছে কী। 'ওহ্, গড!' আঁতকে উঠল ও। 'জিপিএস ট্র্যাকিং...'

'হ্যাঁ, জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল সোফিয়া। 'নিজের লোকেশন বিরতিহীন ট্র্যান্সমিট করছে, একটা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম স্যাটেলাইটের উদ্দেশে। আর স্যাটেলাইট থেকে পাঠানো ইমেজ আমরা, ডিসিপিজে, মনিটর করছি সারাক্ষণ।'

'এই প্রযুক্তির কথা আমার জানা আছে,' বলল রানা। 'ওরা আমাকে ইলেকট্রনিক লাগাম পরিয়ে রেখেছে। কিন্তু ভাবছি লাগামটা পরাল কখন?'

'আমাদের যে এজেন্ট হোটেল থেকে আপনাকে নিয়ে আসতে গিয়েছিল,' বলল সোফিয়া। 'আপনি স্যুইট ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে আপনার পকেটে ওটা ভরে দেয় সে।'

মুহূর্তের জন্য হোটেল স্যুইটে ফিরে গেল রানা। দ্রুত শাওয়ার সেরেছে... কাপড় পরেছে... স্যুইট থেকে বেরুবার সময় সবিনয় এজেন্ট লোকটা সৌজন্য দেখিয়ে জ্যাকেটট পরতে সাহায্য করেছে ওকে.. তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ও। সন্দেহ নেই, তখনই কাজটা করেছে লোকটা।

'ওটা আপনার পকেটে ঢুকিয়ে দেয়ার একটাই কারণ, ওরা ভাবছে আপনি পালিয়ে যেতে পারেন,' বলল সোফিয়া। 'আসলে ওরা চাইছেও আপনি পালান। কারণ তা হলে আপনার বিরুদ্ধে কেসটা মজবুত হয়।'

'ওরা গর্দভ নাকি? কেন আমি পালাব?' রেগে উঠছে রানা। 'উন্মাদ ছাড়া আর কে ভাববে আমি খুন করেছি কিউরেটারকে!'

'ঠিক বলেছেন, ক্যাপটেন অকটেভ সত্যি সত্যি উন্মাদই হয়ে গেছেন।'

'চলুন, তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলি,' বলল রানা, হাতের ট্র্যাকিং ডটটা ফেলার জন্য ঘুরে ট্র্যাশ কন্টেইনার-এর দিকে পা বাড়াল।

'না!' খপ করে ওর বাহু আঁকড়ে ধরল সোফিয়া। 'অন্তত আপাতত পকেটেই রাখুন ওটা। ফেলে দিলে সিগনালটা আর নড়বে না, ওরা বুঝে ফেলবে আপনি ওটা পেয়ে গেছেন...'

'আমি চাই বুঝুন,' বলল রানা। 'বললাম না, ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলব আমি?'

'সে সিদ্ধান্ত আরও পরে নেবেন আপনি,' বলল সোফিয়া। 'তার আগে শুনুন কেন আপনাকে তিনি সন্দেহ করছেন। ভাল কিছু যুক্তি আছে তাঁর। আপনার বিরুদ্ধে এখানে এমন একটা এভিডেন্স আছে যেটা আপনাকে দেখানো হয়নি। ক্যাপটেন সেটা সযত্নে আপনার কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছেন।'

স্থির হয়ে গেল রানা। 'মানে?'

'তিনটে লাইনের কথা মনে আছে তো, মসিয়ো বেসন যেগুলো মেঝেতে লিখে রেখে গেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। সংখ্যা ও শব্দগুলো ওর মগজে ে আছে। 'কিন্তু বুঝছি না ঠিক কী বলতে চাইছেন আপনি।'

সোফিয়ার কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামল। 'আপনাকে পুরো মেসেজটা দেখানো হয়নি। লাইন ছিল মোট চারটে। ওগুলোর ফটো তোলার পর, আপনি পৌঁছানোর আগে, একটা লাইন মুছে ফেলেছেন ক্যাপটেন।'

'কেন?'

'কারণ ক্যাপটেন আপনাকে মেসেজের শেষ লাইনটা দেখাতে

চাননি,' বলল সোফিয়া। 'অন্তত যতক্ষণ না আপনাকে তাঁর জেরা করা শেষ হয়।'

'ভদ্রলোককে আমার কিন্তু ইডিয়েট বলে মনে হয়নি,' বলল রানা। 'কিন্তু আপনি যা বলছেন...'

সোয়েটারের পকেট থেকে একটা কমপিউটার প্রিন্টআউট বের করে সেটার ভাঁজ খুলছে সোফিয়া। 'যত তাড়াতাড়ি পারা গেছে ক্রাইম সিন-এর ইমেজ ক্রিপটলজি ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ক্যাপটেন, এই আশায় যে আমরা হয়তো মাথা ঘামিয়ে বের করতে পারব ঠিক কী বলে গেছেন কিউরেটার ভদ্রলোক। এটা সেই পুরো মেসেজের ফটো।' কাগজটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

ইমেজটার দিকে তাকাল রানা। চোখ বুলাবার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঘুরে উঠল ওর। জ্যামিতিক নকশা কাটা কাঠের মেঝেতে লেখা জ্বলজ্বলে মেসেজটা ক্লোজআপ ফটোয় ভালই ফুটেছে। শেষ লাইনটা রানার পেটে যেন প্রচণ্ড ঘুসি মারল।

13-3-2-21-1-1-8-5
raconian devil!
, la e s t!

সাত

ফটোটায় চোখ রেখে দ্রুত চিন্তা করছে রানা। 'ফাইন্ড মাসুদ রানা' মানে মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করো। এরচেয়ে অদ্ভুত আর কী

হতে পারে! লুভার মিউজিয়ামের কিউরেটার তাঁর জীবনের শেষ বার্তায় ওর নাম লিখে রেখে গেছেন। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না কেন।

'এখন বুঝতে পারছেন তো, কেন আপনাকে এখানে ডেকে এনেছেন ক্যাপটেন, কেন আপনি তাঁর প্রধান সন্দেহভাজন?'

'কিন্তু কিউরেটার এটা কী জন্যে লিখবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমাদের কখনও দেখাই হয়নি; কেউ কারও শত্রু হবার কোনও সুযোগই ছিল না, কাজেই কেন আমি তাঁকে খুন করতে যাব?'

'ক্যাপটেন অকটেভ এখনও কোনও মোটিভ খুঁজে পাননি,' বলল সোফিয়া। 'তবে আপনাদের সব কথাই রেকর্ড করছেন তিনি, এই আশায় যে আপনার মুখ থেকে মোটিভ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।'

রানার ঠোঁটে বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটল। 'এরচেয়ে অসম্ভব আর কিছু হতে পারে? আমার অ্যালিবাই নেই? সন্ধের পর রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ছিলাম আমি, তারপর ওখানকার বার-এ বসে মসিয়ো বেসনের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। তিনি না আসায় বিখ্যাত একটা রেস্তোরাঁয় বসে ডিনার সেরে হোটেলে ফিরি, তারপর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি। হোটেলের স্টাফকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়।'

'ক্যাপটেন বসে নেই, এরইমধ্যে জিজ্ঞেস করা হয়ে গেছে। রিসেপশন থেকে আপনি চাবি নিয়েছেন সাড়ে দশটার দিকে—হয়তো অ্যালিবাই তৈরি করার জন্যেই। খুনটা করা হয়েছে এগারোটার খানিক আগে বা পরে। কারও চোখে ধরা না পড়ে যে-কেউ তার হোটেল থেকে খুব সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ক্যাপটেনের হাতে কোনও প্রমাণ নেই।'

সোফিয়ার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল, যেন বলতে চাইছে: প্রমাণ নেই? 'মিস্টার রানা, লাশের পাশে মেঝেতে আপনার নাম লেখা হয়েছে। কিউরেটার ভদ্রলোকের ডেট্ বুক বলছে খুন হবার

কাছাকাছি সময়ে তাঁর সঙ্গে আপনি ছিলেন।' দম নেওয়ার জন্য থামল সে। 'ক্যাপটেনের কাছে যে এভিডেন্স আছে, আপনাকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আটকে রেখে ইন্টারোগেট করার জন্যে তা যথেষ্ট।'

হঠাৎ করে রানা উপলব্ধি করল, একজন লইয়ারের সঙ্গে কথা বলা দরকার ওর। 'আমি এখনও ক্যাপটেনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তাঁকে বলি আমার একজন উকিল দরকার।'

'রানা এজেন্সির প্রধান হিসাবে আপনার অন্তত জানার কথা যে ফ্রান্সের আইন পুলিশকে রক্ষা করে, ক্রিমিন্যালকে নয়। আপনাকে আরও মনে রাখতে হবে, এই কেসে মিডিয়ার একটা বড় ভূমিকা থাকবে। মসিয়ো ল্যাক বেসন অত্যন্ত জনপ্রিয় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর হত্যাকাণ্ড কাল সকালে সমস্ত মিডিয়ার সবচেয়ে বড় খবর হবে।

'ক্যাপটেন অকটেভকে একটা বিবৃতি দেয়ার জন্যে চাপ দেয়া হবে, তিনি চাইবেন সবাইকে যেন বলতে পারেন এরইমধ্যে সম্ভাব্য খুনিকে তিনি আটক করতে পেরেছেন। আপনি গিল্টি হন বা না হন, আসলে কী হয়েছিল তা না জানা পর্যন্ত ডিসিপিজে আপনাকে আটকে রাখবে।'

খাঁচায় বন্দি একটা প র মত লাগছে নিজেকে রানার। 'এবার আপনার ভূমিকাটা দয়া করে পরিষ্কার করুন,' বলল ও। 'এ-সব কথা কেন বলছেন আপনি আমাকে?'

'কারণ আমি বিশ্বাস করি আপনি নির্দোষ।' মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সোফিয়া, তারপর আবার রানার চোখে তাকাল। 'আরও একটা কারণ হলো, আপনি যে বিপদে পড়েছেন তার জন্যে আমি কিছুটা দায়ী।'

'কী বলছেন! মসিয়ো বেসন আমাকে ফাঁসাবার চেষ্টা করেছেন, আর সেজন্যে আপনি দায়ী?'

'মসিয়ো বেসন আপনাকে ফাঁসাবার চেষ্টা করেননি। ব্যাপারটা আসলে একটা ভুল। বলা উচিত ভুল বোঝাবুঝি। মেসেজটা ওখানে

লেখা হয়েছে আমার উদ্দেশে।'

ব্যাপারটা হজম করতে একটু সময় লাগছে রানার। 'মানে?'

'মেসেজটা পুলিশের জন্যে নয়। ওটা আমার জন্যে লিখে রেখে গেছেন তিনি। আমার ধারণা, সব কিছু এত তাড়াতাড়ি করতে হয়েছে তাঁকে যে পুলিশের চোখে ব্যাপারটা কেমন দেখাবে তা তিনি বুঝতে পারেননি।' দম নিল সোফিয়া। 'সংখ্যাগুলো অর্থহীন, ওগুলো কোনও কোডই নয়। মসিয়ো বেসন ওগুলো লিখেছেন তদন্তে যাতে ক্রিপটগ্রাফারদেরকেও ডাকা হয়। মারা যাওয়ার আগে চেয়েছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি যেন বুঝতে পারি কী হয়েছিল তাঁর।'

অনেক কিছুই রানা বুঝছে না, তবে মেয়েটি যে ওকে সাহায্য করতে চাইছে তাতে এখন আর কোনও সন্দেহ নেই। ঠিক বা বেঠিক যা-ই হোক, মেয়েটি বিশ্বাস করে মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করবার দায়িত্বটা তাকেই দিয়ে গেছেন কিউরেটার ভদ্রলোক। 'কারণটা কী, কেন ভাবছেন মেসেজটা আপনার উদ্দেশে লিখে রেখে গেছেন মসিয়ো বেসন?'

'ভিট্রুভিয়ান ম্যান,' বলল সোফিয়া। 'দ্য ভিঞ্চির শিল্পকর্মের মধ্যে ওই বিশেষ স্কেচটি অত্যন্ত প্রিয় আমার। আজ রাতে ওটা তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে ব্যবহার করেছেন।'

'এক সেকেন্ড। আপনি বলতে চাইছেন কোন্‌টি আপনার প্রিয় শিল্পকর্ম কিউরেটার তা জানতেন?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। 'সত্যি দুঃখিত। সব আসলে এলোমেলোভাবে চলে আসছে। ল্যাক বেসন আর আমি...'

অকস্মাৎ থেমে গেল সোফিয়া। তার কণ্ঠস্বরে গভীর বিষাদের সুর শুনতে পেল রানা, যেন বেদনায় কাতর অতীত মনে পড়ে গেছে। সন্দেহ নেই, উপলব্ধি করল ও, ক্লাউডেল সোফিয়ার সঙ্গে ল্যাক বেসনের ঘনিষ্ঠ কোনও সম্পর্ক ছিল।

সামনে দাঁড়ানো গ্রিক দেবীর মত অপরূপ সুন্দরী তরুণীকে

খুঁটিয়ে দেখছে রানা, সচেতন যে ফ্রান্সে বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তিরা প্রায়ই তরুণী মিসট্রেস রাখেন। তবে কেন যেন সোফিয়াকে ঠিক কারও রক্ষিতা বলেও মনে হচ্ছে না।

'দশ বছর আগের একটা মনোমালিন্যের জের ধরে,' বলল সোফিয়া, কথা বলছে ফিসফিস করে, 'আমরা একরকম কথাই বলতাম না। আজ রাতে তাঁর খুনের খবর যখন আমাদের ডিপার্টমেন্টে পৌঁছাল আমি তখন ওখানেই ছিলাম। লাশের ইমেজ ও পাশের মেঝেতে লেখাটা দেখেই বুঝলাম মসিয়ো বেসন আমাকে একটা মেসেজ দিয়ে গেছেন।'

'ভিট্রুভিয়ান ম্যানের কারণে?'

'হ্যাঁ। এবং P.S হরফ দুটোর কারণে।'

'পোস্টস্ক্রিপ্ট?'

মাথা নাড়ল সোফিয়া ক্লাউডেল। 'পি.এস. আমার নামের ইনিশিয়ালস।'

'কিন্তু আপনার নাম তো সোফিয়া ক্লাউডেল।'

চোখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল মেয়েটি। 'পি.এস. আমার ছোটবেলার ডাকনাম। তিনি আমাকে এই নামেই ডাকতেন, তাঁর কাছে যখন থাকতাম আমি। পি.এস মানে প্রিন্সেস সোফিয়া।'

রানার তরফ থেকে কোনও সাড়া নেই।

'হাস্যকর, জানি,' বলল সোফিয়া। 'তবে সে বহু বছর আগের কথা। তখন আমি ছোট্ট ছিলাম।'

'সেই ছোটবেলা থেকে তাঁকে আপনি চিনতেন?'

'খুব ঘনিষ্ঠভাবে চিনতাম,' জানাল সোফিয়া, আবেগে এবার তার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। 'ল্যাক বেসন আমার আপন দাদু ছিলেন।'

আট

'মসিয়ো রানা কোথায়?' জানতে চাইলেন ক্যাপটেন অকটেভ, ধীর পায়ে এইমাত্র কমান্ড পোস্টে ফিরে এসেছেন, হাতের সিগারেটে কষে একটা শেষ টান দিলেন।

'এখনও রেস্ট রুমে, মসিয়ো,' লেফটেন্যান্ট রাউল জানাল।

দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ করে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করলেন ক্যাপটেন। 'দেখা যাচ্ছে অনেক বেশি সময় নিচ্ছেন।' রাউলের কাঁধের উপর দিয়ে জিপিএস ডট-এর উপর চোখ রাখলেন তিনি।

ঘাড়ে তাঁর গরম নিঃশ্বাসের আঁচ পেল রাউল।

রেস্ট রুমে গিয়ে রানাকে দেখে আসার ইচ্ছেটা এত প্রবল হয়ে উঠল, সেটাকে দমন করতে রীতিমত হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন ক্যাপটেন। নিজেকে বোঝাচ্ছেন, একটা দুঃসংবাদের ধাক্কা সামলাতে দশ মিনিট খুব বেশি সময় নয়। বিড়বিড় করে বললেন, 'এমন কি হতে পারে, মসিয়ো রানা ব্যাপারটা জেনে ফেলেছেন?'

মাথা নাড়ল রাউল। 'মেন'স রুমে এখনও এক-আধটু নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছি আমরা, তার মানে জিপিএস ডট তাঁর পকেটেই আছে। হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? ডটটা দেখতে পেলে ওটা ফেলে পালাবার চেষ্টা করতেন।'

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলালেন ক্যাপটেন। 'বেশ।'

'ক্যাপটেন?' অফিসের আরেক মাথা থেকে ডিসিপিজে-র একজন এজেন্ট তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'কলটা বোধহয় আপনারই ধরা উচিত।' চেহারায় উদ্বেগ, হাতে টেলিফোনের

রিসিভার ধরে আছে।

'কে ফোন করল?' জানতে চাইল ক্যাপটেন।

ভ্রূ কোঁচকাল এজেন্ট। 'আমাদের ক্রিপটলজি ডিপার্ট-মেন্টের ডিরেক্টর, মসিয়ো।'

'কী ব্যাপার?'

'ব্যাপারটা সোফিয়া ক্লাউডেলকে নিয়ে, মসিয়ো। কোথায় যেন কী একটা গোলমাল আছে।'

মার্সিডিজ থেকে নামবার সময় নিজের ভিতরে প্রবল শক্তি ও সাহস অনুভব করল লেবরান, তার পরনের ঢোলা আলখেল্লা রাতের ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় খসখস করছে। সে জানে হাতের কাজটায় শক্তির চেয়ে নৈপুণ্য বেশি দরকার হবে, তাই হ্যান্ডগানটা গাড়িতে রেখে যাচ্ছে। হেকলার অ্যান্ড কচ ইউএসপি ৪০, ত্রিশ রাউন্ডের আগ্নেয়াস্ত্রটা তাকে যোগাড় করে দিয়েছে লালিক।

মৃত্যু ডেকে আনে এমন অস্ত্রের জায়গা নেই ঈশ্বরের ঘরে।

চার্চের সামনের চাতালটা এত রাতে খালি পড়ে আছে। নিশাচর ট্যুরিস্টদের আশায় শুধু দুজন তরুণী হকার তাদের পসার নিয়ে এক কোণে বসে আছে। তাদের ভরাট স্বাস্থ্য লেবরানের তলপেটের নীচে পরিচিত একটা আলোড়ন তুলল। তার উরু প্রসারিত হতে কাঁটা লাগানো বেল্টটা আরও একটু ঢুকে গেল মাংসের ভিতর।

সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল কামনার আগুন। দশ বছর হতে চলল সব রকম যৌনসম্ভোগ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে লেবরান, এমনকী স্বমেহনেরও অনুমতি দেয়নি নিজেকে। এটা 'দ্য ওয়ে'-র একটা শর্ত। অপাস ডেইকে অনুসরণ করতে গিয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তাকে, তবে পরিবর্তে পেয়েছে অনেক-অনেক বেশি।

গ্রেফতার করে সেই কবে অ্যান্ডোরা কারাগারে নিয়ে যাও

হয়েছিল তাকে, তারপর এই প্রথম ফ্রান্সে ফিরেছে লেবরান। আজ রাতে ঈশ্বরের সেবা করবার স্বার্থে হত্যাকাণ্ডের মত পাপ করবার প্রয়োজন হয়েছিল। এটা তার ত্যাগ স্বীকার; সে জানে এই আত্মত্যাগের কথা অনন্তকাল মনের ভিতর নিঃশব্দে চেপে রাখতে হবে তাকে।

লালিক তাকে বলেছে, তোমার বিশ্বাসের গভীরতা মাপা হবে কতটা ব্যথা তুমি সহ্য করতে পারলে তার উপর ভিত্তি করে।

চার্চের প্রকাণ্ড দরজার দিকে এগোল লেবরান। এখান থেকে কিস্টোনটা নিয়ে যেতে এসেছে সে। ভাবল, ওটা আমাদেরকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

ভূতের মত সাদা হাত তুলে দরজার গায়ে তিনবার আঘাত করল সে। এক মুহূর্ত পর বোল্ট সরাবার আওয়াজ হলো।

সোফিয়া জানে ক্যাপটেন টের পেয়ে যাবেন মিউজিয়াম ছেড়ে বেরিয়ে যায়নি সে। কিন্তু কতক্ষণ পর?

তারপর দাদুর কথা ভাবল সে। একটা সময় ছিল দাদুই ছিলেন তার গোটা জগৎ। অথচ আজ তাঁর লাশ দেখে এতটুকু দুঃখ বোধ না করায় মোটেও বিস্মিত হয়নি সে। ল্যাক বেসন এখন তার কাছে অচেনা একজন মানুষ ছাড়া কিছু নন।

তার তখন বাইশ বছর বয়স, মার্চের এক রাত ছিল সেটা, সেই রাতের একটি মাত্র পলকে তাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। আজ থেকে দশ বছর আগে।

সেবার ইংল্যান্ডের গ্র্যাজুয়েট ইউনিভার্সিটি থেকে মাত্র কদিন হলো বাড়ি ফিরেছে সোফিয়া, ভুল করে সে তার দাদুকে এমন একটা কাজ করতে দেখে ফেলল যা তাকে দেখতে দিতে রাজি ছিলেন না তিনি। সেটা এমন একটা দৃশ্য, আজও শ্বাস করতে কষ্ট হয় তার।

দৃশ্যটা আমি যদি নিজের চোখে না দেখতাম...

স্তম্ভিত বিস্ময়ে, চরম লজ্জায় অসুস্থ বোধ করছিল সোফিয়া, কাতর ভঙ্গিতে দাদুর ব্যাখ্যা করতে চাওয়াটা সহ্য করতে পারেনি। নিজের জমানো টাকা-পয়সা নিয়ে সেই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসে সে, তারপর কয়েকজন রুমমেটের সঙ্গে ছোট একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল কী দেখেছে কাউকে কোনওদিন বলবে না।

মরিয়া হয়ে তার খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করেছেন দাদু, চিঠি ও কার্ড পাঠিয়েছেন, মিনতির সুরে অনুরোধ করেছেন সোফিয়া যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে, যাতে ব্যাপারটা তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেন।

কী ব্যাখ্যা? কীভাবে সেটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব? দাদুর অনুরোধে কখনোই সাড়া দেয়নি সোফিয়া, শুধু একবার বাদে– ফোন করতে বা লোকজনের সামনে তার সঙ্গে দেখা করতে মানা করার জন্য যোগাযোগ করতে বাধ্য হয়েছিল সে। তার ভয় ছিল দাদুর ব্যাখ্যাটা মূল ঘটনার চেয়েও মারাত্মক হবে।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো, দাদু কিন্তু কখনও হাল ছাড়েননি। গত দশ বছরের রাশি রাশি চিঠি-পত্র না খোলা অবস্থায় সোফিয়ার ড্রেসারের ড্রয়ারে স্তূপ হয়ে আছে। দাদুর প্রশংসা করতে হয়, সোফিয়ার অনুরোধ রক্ষা করেছেন তিনি, ভুলেও কখনও তাকে ফোন করেননি।

শুধু আজ বিকেলে বাদে।

'সোফিয়া?' তার আনসারিং মেশিনে হঠাৎ অত্যন্ত বুড়োটে শুনিয়েছে দাদুর কণ্ঠস্বর। 'এতদিন তোমার অনুরোধ রেখেছি আমি... আজও কষ্ট হচ্ছে তোমাকে ফোন করতে, কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা না বলে কোনও উপায় নেই। একটা মারাত্মক ব্যাপার ঘটে গেছে... সেটা বলবার আগে জরুরি একটা কথা বলে রাখি: মাসুদ রানা নামে এক ভদ্রলোক প্যারিসে এসেছেন, আস্থা রাখা যায় এমন একজন মানুষ, যে-কোনও বিপদে ওঁকে তুমি বিশ্বাস করতে পার, প্রয়োজনে ওঁর সাহায্য নেবে...'

নিজের প্যারিস ফ্ল্যাটের কিচেনে দাঁড়িয়ে, এত বছর পর আবার দাদুর গলার আওয়াজ পেয়ে সোফিয়ার শরীরটা শিরশির করে উঠেছিল। তাঁর নরম, মার্জিত কণ্ঠস্বর আনন্দময় শৈশবের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছিল।

'সোফিয়া, প্লিজ শোনো।' দাদু ইংরেজিতে কথা বলছেন, তার সেই ছোটবেলাতেও তা-ই বলতেন তিনি। *বাড়িতে ইংরেজি, স্কুলে ফ্রেঞ্চ প্র্যাকটিস করবে।* 'তুমি চিরকাল আমার ওপর খেপে থাকতে পার না। এত বছর ধরে আমার পাঠানো চিঠিগুলো তুমি পড়োনি? এখনও তুমি বোঝনি ব্যাপারটা?' একটু বিরতি নিলেন। 'এখনই আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে তোমাকে। প্লিজ, দাদুর এই একটা ইচ্ছে তুমি পূরণ করো। লুভারে ফোন করো আমাকে। এখনই। আমার বিশ্বাস, তুমি আর আমি মারাত্মক বিপদের মধ্যে আছি।'

অপলক চোখে আনসারিং মেশিনের দিকে তাকিয়ে থাকল সোফিয়া। বিপদ? তাঁর এ-সব কথার মানে কী?

'প্রিন্সেস...' কী এক আবেগে দাদুর কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। 'তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু গোপন করে রেখেছি আমি, সেজন্যে তোমার ভালবাসা হারাতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু সবই করা হয়েছে শুধু তোমার নিরাপত্তার স্বার্থে। এখন তোমাকে আসল সত্য জানতে হবে। প্লিজ, তোমার পরিচয় সম্পর্কে সত্যি কথাটা বলার সুযোগ দাও আমাকে...'

একটা ধাক্কা খেল সোফিয়া। তার পরিচয়? বাবা-মা মারা গেছেন তার যখন চার বছর বয়েস। তাঁদের গাড়ি ব্রিজ থেকে খরস্রোতা নদীতে নেমে গিয়েছিল। তার দিদা আর ছোট ভাইও ছিল গাড়িটায়। সোফিয়ার গোটা পরিবার মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঘটনাটি যে সত্যি তার প্রমাণ হিসেবে নিউজপেপার কাটিং-এ ভর্তি একটা বাক্স আছে তার কাছে।

তবে দাদুর কথাগুলো সোফিয়ার অন্তরে অপ্রত্যাশিত আবেগের বন্যা বইয়ে দিল। আমার পরিচয়! শৈশবের প্রায় প্রতি রাতে দেখা

স্বপ্নের দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে, যে-স্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙে যেত: *আমার পরিবারের সবাই বেঁচে আছে। তারা সবাই বাড়ি ফিরে আসছে।* কিন্তু স্বপ্নের মতই, ছবিগুলো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

তোমার আপনজনেরা মারা গেছে, সোফিয়া। তারা আর কোনওদিন বাড়ি ফিরবে না।

'সোফিয়া,' মেশিন থেকে দাদুর কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসছে। 'কথাগুলো তোমাকে বলার জন্যে বহু বছর ধরে অপেক্ষা করছি আমি। অপেক্ষা করছি ঠিক সময়টির জন্যে। কিন্তু এখন আর সময় নেই, আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। লুভারে ফোন করো আমাকে। এই কল শোনা মাত্র। আমি এখানে সারারাত অপেক্ষা করব। কত কথাই না তোমাকে জানানো দরকার!'

মেসেজটা এখানেই শেষ। নীরবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকল সোফিয়া, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় শরীরটা কাঁপছে। এক মিনিট পার হলো। তার মনে হলো, এটা একটা ফাঁদ। দাদু তাকে কাছে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

না, তাঁকে সোফিয়া ফোন করেনি। ফোন করবার কোনও ইচ্ছেই জাগেনি তার মধ্যে। এই মুহূর্তে, লুভার মিউজিয়ামের গ্র্যান্ড গ্যালারির শেষ মাথার একটা রেস্ট রুমে দাঁড়িয়ে সে ভাবছে, দাদুকে ফোন না করবার সিদ্ধান্তটা তার ভুল ছিল। নিজ মিউজিয়ামের ভিতরে খুন হয়ে পড়ে আছেন তার দাদু। মারা যাওয়ার আগে একটা কোড রেখে গেছেন তিনি।

কোডটা যে তারই উদ্দেশে লেখা, সে-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

সংকেত, শব্দফাঁদ, ধাঁধা ইত্যাদিতে অসম্ভব নেশা ছিল দাদুর, সেটা সোফিয়ার মধ্যেও সংক্রমিত হয়। কত রোববার সারাদিন খবরের কাগজের ক্রসওয়ার্ড নিয়ে কাটিয়েছে দুজনে!

বারো বছর বয়সে ল্যা মন্ড পত্রিকার ক্রসওয়ার্ড কারও সাহায্য

ছাড়াই সমাধান করতে পারত সোফিয়া। দাদু তাকে ইংরেজি ক্রসওয়ার্ড, গাণিতিক ও সাঙ্কেতিক ধাঁধা, সাইফার ইত্যাদি শিখিয়েছেন। দাদুর সেই শিক্ষা আর নিজের আগ্রহ শেষ পর্যন্ত তাকে এই পেশায় পৌঁছে দিয়েছে, আজ সে জুডিশিয়াল পুলিশের একজন কোড ব্রেকার।

আজ রাতে সোফিয়ার ক্রিপটগ্রাফার সত্তাটা দাদুর দক্ষতার প্রশংসা করতে বাধ্য হলো, কারণ তিনি অত্যন্ত সহজ একটা কোড ব্যবহার করে সম্পূর্ণ অচেনা দুজন মানুষকে এক করেছেন– সোফিয়া ক্লাউডেল আর মাসুদ রানা।

প্রশ্ন হলো, কেন?

মাসুদ রানার চোখই বলে দিচ্ছে, তারও কোনও ধারণা নেই কিউরেটার ভদ্রলোক কী কারণে তাদের দুজনকে পরস্পরের দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

আবার চেষ্টা করে দেখছে সোফিয়া, কিছু জানা যায় কি না। 'ঠিক হয়েছিল আপনি আর দাদু আজ রাতে দেখা করবেন। কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তাঁর সেক্রেটারি মিটিংটা সেট করে। বিশেষ কোনও কারণ দেখায়নি সে, আমিও জিজ্ঞেস করিনি। আমি একজন সৌখিন আর্কিওলজিস্ট, সিম্বলজি সম্পর্কে একটু-আধটু পড়াশোনা করি, তাঁর ভক্ত, তাঁর লেখা বই পড়েছি– এসব তিনি জানতেন, তাই ধরে নিই আমার সঙ্গে মুখোমুখি বসে আলাপ করতে চাইছেন।'

এই ব্যাখ্যা মানছে না সোফিয়া। তার দাদু নিভৃতচারী মানুষ ছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ কোনও কারণ ছাড়া অ্যামেচার একজন আর্কিওলজিস্ট বা সিম্বলজির একজন ছাত্রের সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন না। 'আজ বিকেলে ফোন করে দাদু আমাকে বললেন, তিনি আর আমি বিপদের মধ্যে আছি। এ থেকে আপনি কিছু বুঝতে পারছেন?'

মাথা নাড়ল রানা। তারপর বলল, 'আমি একজন গোয়েন্দাও।

এমনও হতে পারে, বিপদ টের পেয়ে হয়তো সাহায্যের আশায় আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন তিনি। বোঝাই যাচ্ছে, সত্যিই বিপদে আছেন আপনারা। যা ঘটে গেছে, তারপর...

'তা ঠিক, আমার সাবধান হওয়া উচিত।' বাথরুমের শেষ প্রান্তে হেঁটে এসে প্লেট গ্লাস লাগানো জানালার সামনে দাঁড়াল সোফিয়া। কাঁচের ভিতর অ্যালার্ম টেপ-এর জাল, তার ভিতর দিয়ে বাইরে তাকাল সে। অনেক উপরে রয়েছে তারা, চল্লিশ ফুটের কম নয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলো ঝলমলে প্যারিসের উপর চোখ বুলাল সোফিয়া। তার বাম দিকে, সেইন নদীর ওপারে, আলোকিত আইফেল টাওয়ার।

এদিকে, ডেনন উইং-এর সর্বপশ্চিম প্রান্তের বাইরে, চওড়া একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে। অনেক নীচে শহরের রাত্রিকালীন ডেলিভারি ট্রাকের বহর সিগনালে দাঁড়িয়ে আছে।

'কী ব্যাপার কিছুই বুঝছি না,' বলল রানা, সোফিয়ার দিকে হেঁটে আসছে। 'আপনার দাদু নিশ্চয়ই আমাদেরকে কিছু বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কোনও সাহায্যে আসতে পারছি না বলে সত্যি আমি দুঃখিত।'

জানালার দিকে পিছন ফিরল সোফিয়া। 'কী করবেন বলে ভাবছেন? হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই। ক্যাপটেন অকটেভ আপনাকে পেলেই আটকে ফেলবেন। ফরাসী জেলে কয়েক হপ্তা বন্দি থাকবেন আপনি, বাইরে আপনাদের দূতাবাস ও ডিসিপিজে সিদ্ধান্তে আসার জন্যে লড়বে কোন্ কোর্টে আপনার কেসটা তো হবে।'

কী করবে তা ইতিমধ্যেই ভেবে নিয়েছে রানা। রহস্যটা কী, জানতে হলে মুক্ত থাকতে হবে ওকে। সেক্ষেত্রে এখান থেকে পালাতে হবে ওকে।

'হাতে বেশি সময় নেই,' বলল সোফিয়া। 'আপনার এখান

থেকে এই মুহূর্তে পালানো উচিত।'

'ঠিক আছে, কিন্তু...'

'ভেরি গুড। আর কোনও কিন্তু নয়। এটাই আমি শুনতে চাইছিলাম। এখান থেকে পালিয়ে একবার যদি দূতাবাসে উঠতে পারেন, আপনাদের সরকার তখন আপনার সমস্ত অধিকার রক্ষা করবে, সেই ফাঁকে আমরা দুজন প্রমাণ করব এই খুনের সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। পালাবার ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব, তবে যা করার করতে হবে এই মুহূর্তেই।'

'সত্যিই কি সাহায্য করতে পারবেন?' সন্দিহান দেখাল রানাকে। 'বেরিয়ে যাবার প্রতিটি দরজায় আর্মড গার্ড রেখেছেন ক্যাপটেন। তা ছাড়া, পালানোর অর্থ ধরা হবে আমি গিল্টি। তারচেয়ে আপনি ক্যাপটেনকে জানাচ্ছেন না কেন যে কিউরেটার মেসেজটা আপনার জন্যে রেখে গেছেন, পুলিশের উদ্দেশে নয়। তাঁকে এ-ও বলুন যে আমার নামটা ওখানে অভিযোগ হিসাবে লেখা হয়নি।'

'সবই বলব,' দ্রুত কথা বলছে সোফিয়া। 'তবে আপনি নিরাপদে বাংলাদেশ দূতাবাসে আশ্রয় নেয়ার পর। মাত্র মাইলখানেক দূরে ওটা। মিউজিয়ামের ঠিক বাইরে আমার গাড়ি পার্ক করা আছে।'

রানা কিছু বলবার আগেই সোফিয়ার পকেটে বেজে উঠল সেল ফোনটা। সম্ভবত ক্যাপটেন অকটেভ। পকেটে হাত ভরে সেটটা বন্ধ করে দিল সে। 'মিস্টার রানা,' এবার কথা বলছে, রুদ্ধশ্বাসে, 'আপনাকে আমি শেষ একটা কথা জিজ্ঞেস করি। হয়তো আপনার গোটা ভবিষ্যৎ এর উপর নির্ভর করছে। এটা পরিষ্কার, যে মেঝের লেখাটা আপনার অপরাধের কোনও প্রমাণ নয়, অথচ ক্যাপটেন অকটেভ তাঁর টিমকে জানিয়েছেন যে আপনিই অপরাধী। আপনার বিরুদ্ধে কি তাঁর কাছে অন্য কোনও প্রমাণ আছে বলে মনে করেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। বলল, 'প্রশ্নই ওঠে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোফিয়া। 'তার মানে ক্যাপটেন অকটেভ মিথ্যে কথা বলছেন।'

কিন্তু কেন? –ভাবছে ও। তাঁর হাতে কোনও প্রমাণ নেই। কে খুনি সেটা এখন গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রসঙ্গ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো, যে-কোনও মূল্যে মাসুদ রানাকে চোদ্দশিকের ভিতর ভরতে হবে।

নিজের প্রয়োজনে মাসুদ রানাকে দরকার তার, তাই এই সঙ্কটের একটাই সমাধান দেখতে পাচ্ছে সোফিয়া। যেভাবে হোক ওকে বাংলাদেশ দূতাবাসে পৌঁছে দেয়া।

তাকে পাশ কাটিয়ে জানালার দিকে এগোল রানা। জানালার কাঁচ ভাঙাটা সমস্যা নয়, ভাবছে ও, সমস্যা হলো অ্যালার্ম।

নয়

'হোয়াট?' বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়লেন ক্যাপটেন অকটেভ। 'সোফিয়া সাড়া দিচ্ছে না?' অবিশ্বাসে বড় বড় হয়ে উঠেছে চোখ দুটো। 'তার সেল ফোনে ডায়াল করেছ, তাই না? আমি জানি তার কাছে...'

লেফটেন্যান্ট রাউল কয়েক মিনিট হলো সোফিয়ার সাড়া পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। 'হয়তো তাঁর ফোনের ব্যাটারি ডেড হয়ে গেছে। কিংবা সেটটা বন্ধ করে রেখেছেন।'

ক্রিপটলজি ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলবার পর মেজাজ এমনিতেই যথেষ্ট বিগড়ে আছে ক্যাপটেনের। এখন খোঁজ নিতে গিয়ে শুনছেন সোফিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। খাঁচায় বন্দি বাঘের মত পায়চারি শুরু করলেন তিনি।

'ক্রিপটলজি ডিপার্টমেন্ট কী বলল, মসিয়ো?' জানতে চাইল রাউল। 'কেন ফোন করেছিল?'

' ঘুরলেন ক্যাপটেন। 'এ-কথা বলার জন্যে যে ড্রকোনিয়ান ডেভিলস ও লেইম সেইন্ট সম্পর্কে কোনও রেফারেন্স পাওয়া যায়নি।'

'আর কিছু না?'

'হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার জানাল। নিউমেরিকগুলোকে ফিবনাচি সংখ্যা বলে সনাক্ত করতে পেরেছে ওরা, তবে সন্দেহ করছে সিরিজটা অর্থহীন।'

রাউলকে বিভ্রান্ত দেখাল। 'কিন্তু এ-কথা বলার জন্যে তো আগেই এজেন্ট সোফিয়াকে পাঠিয়েছে তারা!'

মাথা নাড়লেন অকটেভ। 'ওরা সোফিয়াকে পাঠায়নি।'

'মসিয়ো!' হাঁ হয়ে গেল রাউল।

'ডিরেক্টর বলছেন, আমার নির্দেশ মত তিনি তাঁর টিমের সবাইকে ডেকে আমাদের পাঠানো ইমেজটা দেখতে দেন। সোফিয়া এসে কিউরেটার মসিয়ো বেসনের ফটো ও কোডটার ওপর একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে কারও সঙ্গে একটি কথা না বলে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যান। ডিরেক্টর বলছেন, সোফিয়ার এই ব্যবহার সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন তোলেননি তিনি, কারণ বোঝাই যাচ্ছিল ফটোটা দেখে আপসেট হয়ে পড়েছেন তিনি।'

'আপসেট হবেন কেন? এর আগে কোনও ার ছবি দেখেননি?'

'একটা কথা আমার জানা ছিল না, দেখা যাচ্ছে ওদের ডিরেক্টরও জানতেন না– কিউরেটার ল্যাক বেসন সোফিয়ার গ্র্যান্ডফাদার ছিলেন। মেয়েটির এক সহকর্মী কথাটা বলার পর ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে।'

বোবা হয়ে গেল রাউল। মেয়েটির জন্য মায়া হচ্ছে তার। এ-ধরনের কাকতালীয় ব্যাপারগুলো সত্যিই দুঃখজনক নিহত কারও

লিখে রেখে যাওয়া কোড কোনও আত্মীয়কে ডিসাইফার করতে দেওয়াটা। তারপরও তার আচরণে যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। 'নিশ্চয়ই সোফিয়া সংখ্যাগুলোকে ফিবনাচি-র সংখ্যা বলে চিনতে পেরেছিলেন, কারণ সেটা বলতেই এখানে আসেন তিনি। আমার মাথায় যেটা ঢুকছে না, অফিসের কাউকে বললেন না কেন যে ব্যাপারটা তিনি ধরতে পেরেছেন?'

রাউলের মাথা দ্রুত কাজ করছে। কিউরেটার কি এরকম একটা আশা নিয়ে কোডটা লিখেছিলেন যে তদন্তের জন্য ক্রিপটগ্রাফারদেরও ডাকা হবে, তাদের মধ্যে তাঁর নাতনিও থাকবেন? মেসেজের বাকি অংশ কি তা হলে একা শুধু সোফিয়ার উদ্দেশে লেখা হয়েছে? অসম্ভব নয়। প্রশ্ন, সেই মেসেজে কী বলা হয়েছে?

এ-সবের মধ্যে বাংলাদেশী এক যুবক মাসুদ রানার কী ভূমিকা? একটা কথা ভুললে চলবে না যে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল রাউল, তিনি একটি নামকরা ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সির চিফ।

অকস্মাৎ রাউলের চিন্তায় বাধা পড়ল। ফাঁকা মিউজিয়ামের নীরবতা ভেঙে গেল, ঝনঝন শব্দে অ্যালার্ম বাজছে। শুনে মনে হলো গ্র্যান্ড গ্যালারির ভিতর থেকেই আসছে আওয়াজটা।

'অ্যালার্ম!' এজেন্টদের একজন চেঁচিয়ে উঠল, একটা মনিটরের স্ক্রিনে চোখ। 'গ্র্যান্ড গ্যালারির ভেতরে! টয়লেটে!'

বন করে ঘুরে রাউলের দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। 'মসিয়ো রানা কোথায়?'

'এখনও মেন'স রুমে!' ল্যাপটপের স্ক্রিনে ফুটে থাকা লাল ডট-এর দিকে আঙুল তাক করল রাউল। 'নিশ্চয়ই জানালা ভেঙে ফেলেছেন!' সে জানে জানালা ভাঙলেও পালিয়ে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়। মই ছাড়া জানালা থেকে চল্লিশ ফুট নীচে নামতেই তো বারোটা বেজে যাবে। ওদিকে কোনও ঝোপ বা এমনকী সামান্য ঘাসও নেই যে কশন হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। 'মাই গড!'

আঁতকে উঠল রাউল। 'মসিয়ো রানা জানালার গোবরাটে বেরিয়ে আসছেন!'

কিন্তু তার কথা শোনার জন্য ওখানে দাঁড়িয়ে নেই ক্যাপটেন অকটেভ। হাতে কুচকুচে কালো একটা পিস্তল বেরিয়ে এসেছে, স্টাডি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন করিডরে।

ল্যাপটপের স্ক্রিনে তাকিয়ে রয়েছে রাউল, তার চোখ দুটো অবিশ্বাসে বড় বড় হয়ে উঠল। উঁচু গোবরাট ধরে মিউজিয়াম বিল্ডিঙের বাইরে বেরিয়ে গেল ডটটা। তারপর স্থির হয়ে থাকল এক জায়গায়। তার মানে নিশ্চয়ই পকেট থেকে বের করে ফেলে ওয়া হয়েছে ওটাকে।

গ্র্যান্ড গ্যালারি ধরে ছুটছেন ক্যাপটেন। রেডিও থেকে বেরিয়ে আসা রাউলের চিৎকার অ্যালার্মের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল। 'ভদ্রলোক লাফ দিয়েছেন! বাথরুম উইন্ডো থেকে! রাস্তায় পড়ে আছে ওটা, একচুল নড়ছে না আর। আমার ধারণা, ধরা পড়ে গিয়ে মসিয়ো রানা আত্মহত্যা করেছেন।'

কথাগুলো বোধগম্য হচ্ছে না ক্যাপটেনের। তিনি প্রাণ ছুটছেন। অ্যালার্মের আওয়াজ বাড়ছে।

'দাঁড়ান!' আবার রেডিও থেকে রাউলের চিৎকার বেরিয়ে এ 'ওটা নড়ছে! মাই গড, মসিয়ো রানা বেঁচে আছেন! তিনি নড়ছেন! এবার উঠে দৌড় দিয়েছেন!'

করিডরটা অসম্ভব লম্বা বলে দাঁতে দাঁত চাপলেন অকটেভ। ছুটতে ছুটতে রাগের ঠেলায় রক্ত চড়ে গেল মাথায়।

'মসিয়ো রানা আরও জোরে দৌড়াচ্ছেন!' রেডিওতে এখনও সমানে চেঁচাচ্ছে রাউল। 'প্রাণপণে ছুটছেন তিনি... রাস্তা ধরে...'

অ্যালার্মের আওয়াজে কান পাতা দায় হয়ে উঠল, ক্যাপটেন রাউলের চিৎকার কোনও রকমে শুনতে পাচ্ছেন।

'মসিয়ো রানা নিশ্চয়ই কোনও গাড়িতে উঠেছেন, তা না হলে এত জোরে...'

হাতে বাগিয়ে ধরা পিস্তল, ঝড়ের বেগে রেস্ট রুমে ঢুকে পড়লেন ক্যাপটেন। থমকে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাচ্ছেন। স্টলগুলো খালি। বাথরুম ফাঁকা। কামরার ভাঙা জানালায় চোখ আটকে গেল। ছুটে গিয়ে কিনারা দিয়ে নীচে তাকালেন। রানাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তাঁর মাথায় ঢুকছে না একজন মানুষ কীভাবে এত বড় একটা ঝুঁকি নিতে পারল। এত উঁচু থেকে যে-ই লাফ দিক, মরে যদি না-ও যায়, হাত-পা তো অবশ্যই ভাঙবে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে মাসুদ রানার কিছুই হয়নি। হলে পালাচ্ছে কীভাবে?

অবশেষে বন্ধ হলো অ্যালার্ম, রেডিও থেকে বেরুনো রাউলের চিৎকার আবার শোনা যাচ্ছে। 'দক্ষিণে যাচ্ছেন... স্পিড খুব বেশি... ব্রিজে উঠে সেইন নদী পেরুচ্ছেন...

ঘাড় ফিরিয়ে বাম দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। চওড়া রাস্তার উপর একটা মাত্র গাড়ি দেখতে পেলেন– প্রকাণ্ড ট্রেইলার ডেলিভারি ট্রাক, লুভার মিউজিয়ামের দিক থেকে দক্ষিণে চলে যাচ্ছে। ট্রাকটার খোলা বেড তারপুলিন দিয়ে ঢাকা, উঁচু-নিচু হয়ে আছে। কী ঘটেছে বুঝতে পেরে রোমাঞ্চ অনুভব করলেন ক্যাপটেন।

সম্ভবত মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে রেস্ট রুম জানালার সরাসরি নীচে লাল সিগনালে দাঁড়িয়েছিল ট্রাকটা। ঝুঁকিটা মারাত্মক, ভাবলেন ক্যাপটেন। মসিয়ো রানার জানার কোনও উপায় ছিল না তারপুলিনের নীচে কী নিয়ে যাচ্ছে ট্রাকটা। কার্গো যদি ইস্পাত হত? কিংবা সিমেন্ট? কিংবা আবর্জনা? চল্লিশ ফুট ওপর থেকে লাফ? এ স্রেফ পাগলামি।

'উট ঘুরছে!' রাউল জানাল। 'ডান দিকে ঘুরে এগোচ্ছে পন্ট দো সেইন্টস-পেরেজ...'

ক্যাপটেন দেখলেনও তা-ই। বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ট্রাকটা। রাউল এরইমধ্যে মিউজিয়ামের বাইরে দাঁড়ানো এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে। কী ঘটছে বুঝতে পেরে ট্রাকটার পিছু নিতে যাচ্ছে ওরা।

খেল খতম, সন্তুষ্টির সঙ্গে ভাবলেন অকটেভ। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর লোকজন ট্রাকটাকে ঘিরে ফেলবে। মসিয়ো রানা কোথাও পালিয়ে পার পাবেন না।

পিস্তলটা জায়গামত রেখে দিয়ে রেস্ট রুম থেকে বেরিয়ে এসে রাউলকে রেডিও করলেন ক্যাপটেন। 'আমার গাড়িটা সামনে নিয়ে এসো। অ্যারেস্ট করার সময় ওখানে আমি হাজির থাকতে চাই।'

গ্র্যান্ড গ্যালারি ধরে হন হন করে এগোবার সময় তিনি ভাবলেন, লাফ দিয়ে পড়ার পর মসিয়ো রানা কি আদৌ বেঁচে আছেন? অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না।

মসিয়ো রানা পালাবার চেষ্টা করেছেন। যেমন সন্দেহ করা হয়েছিল। প্রমাণ হয়ে গেল, তিনিই অপরাধী।

রেস্ট রুম থেকে মাত্র পনেরো ফুট দূরে, অন্ধকার গ্র্যান্ড গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা ও সোফিয়া, ওদের পিঠ একটা পার্টিশন-এর গায়ে সাঁটা। এই পার্টিশনই গ্যালারি থেকে আড়াল করে রেখেছে রেস্ট রুমকে। হাতে উদ্যত পিস্তল নিয়ে যখন পাশ কাটালেন ক্যাপটেন অকটেভ, বলা যায় ভাগ্যগুণে ওদেরকে দেখতে পাননি তিনি। তাঁকে বাথরুমের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে হাঁফ ছাড়ল ওরা।

মাত্র ষাট সেকেন্ড আগে ওই বাথরুমেই ছিল ও.

কোনও অপরাধ করেনি, অথচ পালাতে হবে, এটা রানা সহজে মেনে নিতে পারছিল না। সোফিয়াকে পাশ কাটিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল ও, প্লেট গ্লাসের ভিতর বসানো অ্যালার্ম তারের

জাল পরীক্ষা করছে। তারপর ঝুঁকে রাস্তাটা দেখল, যেন মাপ নিচ্ছে কতটা নীচে।

'লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ না হলে সহজেই এখান থেকে পালানো যায়,' বলল ও।

লক্ষ্যভেদ? অস্বস্তি বোধ করল সোফিয়া, জানালাটা দিয়ে সে-ও বাইরে তাকাল। রাস্তার এক মাথা থেকে আঠারো চাকার একটা প্রকাণ্ড ট্রেইলার ট্রাক এগিয়ে আসছে এদিকে, থামবে জানালার সরাসরি নীচে লাল স্টপলাইটে। ট্রাকের কার্গো ঢিলেঢালাভাবে ঢাকা রয়েছে নীলচে-সবুজ তারপুলিনে।

'পালাতে হবে জানি,' বলল সোফিয়া। 'কিন্তু তাই বলে চল্লিশ ফুট ওপর থেকে লাফ দিতে পারব না...' পকেটে থেকে রানাকে ট্র্যাকিং ডটটা বের করতে দেখে চুপ করে গেল সে।

খুদে মেটালিক ডিস্কটা নিয়ে সিঙ্কের সামনে চলে গেল রানা। ব্যবহার করা একটা সাবান নিল হাতে, ডটটা তাতে বসিয়ে চাপ দিল, যতক্ষণ না সাবানের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা, তারপর সদ্য তৈরি গর্তটা বন্ধ করে দিল।

সাবানটা সোফিয়ার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সিঙ্কের তলা থেকে সিলিন্ডার আকৃতির ভারী একটা ট্র্যাশ ক্যান টেনে নিল রানা, তারপর দড়াম করে জানালার কাঁচে আঘাত করল সেটা দিয়ে। কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সেই সঙ্গে কানের পরদা ফাটাবার উপক্রম করল অ্যালার্মের বিকট আওয়াজ।

'সাবান দিন!' চেঁচাতে বাধ্য হলো রানা, তারপরও কোনও রকমে শুনতে পেল সোফিয়া। ওর হাতে সাবানটা গুঁজে দিল সে।

ভাঙা কাঁচের ভিতর হাত গলিয়ে অপেক্ষায় থাকল রানা। ট্রাকটা ঠিক জানালার নীচে এসে দাঁড়াল, দালানের গা থেকে দশ ফুট দূরে। সাবধানে সাবানটা ছুঁড়ল ও। ট্রাকের উপর, ঠিক মাঝখানে পড়ে গড়িয়ে চলে গেল কিনারায়, তারপর তারপুলিনের একটা ভাঁজের ভিতর মুখ লুকাল। পরমুহূর্তে ট্রাফিক লাইট বদলে

যেতে দেখল ও।

'চমৎকার একটা বুদ্ধি দেয়ার জন্য কংগ্রাচুলেশন্স,' বলল রানা, হাত ধরে সোফিয়াকে একরকম টেনে নিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে। 'এই মাত্র লুভার থেকে পালিয়েছি আমি।'

মেন'স রুম থেকে বেরিয়ে এসে ছুটে ছায়ার ভিতর ঢুকল ওরা, একটু পরেই ঝড়ের বেগে ওদেরকে পাশ কাটালেন ক্যাপটেন অকটেভ।

ফায়ার অ্যালার্ম বন্ধ হওয়ার পর রানা এখন ডিসিপিজে-র সাইরেন শুনতে পাচ্ছে, মিউজিয়ামের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে আওয়াজটা। পুলিশী অ্যাকশন শুরু হলো। তাদের পিছু নিতে ক্যাপটেনও দেরি করলেন না, গ্র্যান্ড গ্যালারিকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে যাচ্ছেন।

'গ্র্যান্ড গ্যালারি ধরে পঞ্চাশ মিটার পিছিয়ে গেলে একটা ইমার্জেন্সি সিঁড়ি পাওয়া যাবে,' বলল সোফিয়া। 'গার্ডরা যেহেতু পেরিমিটার ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এখান থেকে বেরুতে এখন আর কোনও সমস্যা নেই।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর বলল, 'আপনার সেল ফোনটা একবার দিন আমাকে। আমার এজেন্সির প্যারিস শাখার চিফকে পাই কি না দেখি।'

পকেট থেকে ফোনটা বের করে লক খুলল সোফিয়া, তারপর রানার হাতে ধরিয়ে দিল। বোতাম টিপে ফোনটা কানে তুলল রানা। 'হ্যালো, অর্জন?'

রানা এজেন্সির প্রধান অর্জন ফরহাদ যেন ওর কল পাওয়ার অপেক্ষায় ব্যাকুল হয়ে ছিল। 'মাসুদ ভাই, সাবধান!' ওর গলার আওয়াজ চিনতে পেরে রুদ্ধশ্বাসে বলল সে। 'আপনি যেখানেই থাকুন, আমাদের এদিকে ভুলেও আসবেন না! লাইনে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়, মাসুদ ভাই, রাখছি...'

'এক সেকেন্ড, তোমাদের খবর কী?' জানতে চাইল রানা।

'ভাল, এখন পর্যন্ত!' বলে যোগাযোগ কেটে দিল অর্জন।

প্যারিসের সবচেয়ে আশ্চর্য দালান. সেইন্ট-সালপিস চার্চ। ঈজিপশিয়ান দেবী আইসিস-এর মন্দির ছিল ওখানে, সেটার ধ্বংসস্তূপের উপর তৈরি করা হয় চার্চটা। যাঁর নাম থেকে সেইডিজম শব্দটার উৎপত্তি সেই প্রখ্যাত ফ্রেঞ্চ সৈনিক ও লেখক মারকুইজ দে সাদ এবং বিষণ্ণতার কবি বোদেলেয়ার-এর ব্যাপ্টিজম হয়েছিল এখানে। ভিক্টর হিউগো এখানে বিয়ে করেছিলেন। গ্রহণযোগ্য প্রমাণসহ ইতিহাস আছে সংলগ্ন সেমিনারি-তে অননুমোদিত অনেক কিছুই ঘটত, এবং বহু গুপ্ত ও নিষিদ্ধ সোসাইটি এখানে গোপনে মিটিং করত।

প্রকাণ্ড গুহাসদৃশ সেইন্ট-সালপিস চার্চের ভিতরটা আজ এই মুহূর্তে কবরের মত নিস্তব্ধ, সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ম্যাস-এ যে সুগন্ধী ব্যবহার করা হয়েছিল তার রয়ে যাওয়া রেশটাই শুধু প্রাণের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সিস্টার ক্যাথেরিন যে অস্বস্তি বোধ করছে, লেবরান তা জানে। কারণটা তার গায়ের শ্বেতি।

'আপনি আমেরিকান,' বলল সিস্টার।

'জন্মসূত্রে ফরাসি,' বলল লেবরান। 'স্পেনে আমার চোখ খোলে, এখন পড়াশোনা করছি যুক্তরাষ্ট্রে।'

মাথা ঝাঁকাল সিস্টার ক্যাথেরিন। ছোটখাট শরীর তার, শান্ত খ। 'সেইন্ট-সালপিস আগে কখনও দেখেননি?'

'না, সে সৌভাগ্য হয়নি।'

'দিনের বেলা চার্চটা আরও সুন্দর দেখায়।'

'নিশ্চয়ই। তবু যে এত রাতে কষ্ট করে আপনি দেখাচ্ছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

'প্রিস্ট বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন। প্রভাবশালী বন্ধু আছে আপনার।'

তোমার ধারণাই নেই কতটা প্রভাবশালী, ভাবল লেবরান।

প্রধান আইল ধরে এগোবার সময় চার্চটার সাদামাটা ভাব বিস্মিত করল তাকে। কোনও রকম ডেকোরেশন না থাকায় ভাব-গাম্ভীর্য আরও যেন বেড়ে গেছে।

কাজে হাত দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছে লেবরান, মনে মনে চাইছে সিস্টার তাকে রেখে বিদায় হোক এবার। ছোটখাট একটা বুড়ি, কাবু করা কোনও ব্যাপারই নয়, তবে ব্রাদারহুড কিস্টোনটা লুকিয়ে রাখার জন্য এই চার্চ বেছে নিয়েছে বলে বুড়িকে দায়ী করতে পারে না সে। অন্য কারও পাপের শাস্তি তাকে কেন ভোগ করতে হবে?

'আমার জন্যে রাত জেগে আছেন, সেজন্যে আমি বিব্রত বোধ করছি, সিস্টার।'

'তাতে কী। আপনি অল্প সময়ের জন্যে প্যারিসে আছেন। এমন একটা চার্চ, না দেখলেই নয়। আচ্ছা, আপনার আগ্রহ চার্চটার ডিজাইন নাকি ইতিহাস নিয়ে?'

'আসলে, সিস্টার, আমার আগ্রহ আধ্যাত্মিক দিকটা নিয়ে।'

হেসে উঠল সিস্টার। 'সে তো বলারই অপেক্ষা রাখে আমি শুধু ভাবছিলাম আপনার ট্যুর কোত্থেকে শুরু করা যায়।'

লেবরানের দৃষ্টি বেদির দিকে ছুটে গেল। 'ট্যুরের কোনও দরকারই নেই। আপনি আমার জন্যে অনেক করলেন। আমি নিজেই ঘুরে ঘুরে দেখে নেব সব।'

'আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না,' বলল সিস্টার। 'আমি তো জেগেই আছি।'

দাঁড়িয়ে পড়ল লেবরান। সারি সারি আসন-এর সামনে পৌঁছে গেছে ওরা, এখান থেকে বেদি মাত্র পনের ফুট দূরে। খর্বকায় মহিলার দিকে সে তার প্রকাণ্ড শরীরটা ঘোরাল। পরিষ্কার অনুভব করল, দৃষ্টি

তুলে তার লাল চোখে তাকাবার সময় শিউরে উঠল বুড়ি।

'অপ্রিয় শোনালে দুঃখিত, সিস্টার, ঈশ্বরের ঘরে শুধু হেঁটে বেড়ানোয় আমি অভ্যস্ত নই। চার্চটা ভাল করে দেখার আগে আমি একা যদি একটু প্রার্থনা করি, আপনি কিছু মনে করবেন?'

সিস্টার ক্যাথেরিন ইতস্তত করছে। 'ওহ্, ঠিক আছে। আমি আপনার জন্যে চার্চের পেছনে অপেক্ষা করব।'

বুড়ির কাঁধে নরম একটা হাত রাখল লেবরান, ঝুঁকে তার চোখে তাকাল। 'সিস্টার, আপনাকে ঘুম থেকে উঠতে হওয়ায় আমি অপরাধ বোধ করছি। তারপর জেগে থাকতে বলাটা অন্যায় হয়ে যাবে। প্লিজ, আপনি বিছানায় ফিরে যান। যা কিছু দেখার দেখে আমি নিজেই বেরিয়ে যেতে পারব।'

বুড়ির চোখ-মুখ থেকে অস্বস্তির ভাব যাচ্ছে না। 'আবার মনে হবে না তো আপনার প্রতি অবহেলা করা হচ্ছে?'

'না, হবে না। নিভৃতেই প্রার্থনার আনন্দ।'

'আপনি যা বলেন।'

বুড়ির কাঁধ থেকে হাতটা তুলে নিল লেবরান। 'আরাম করে ঘুমান, সিস্টার। আপনার ওপর মহাপ্রভুর শান্তি নেমে আসুক।'

'আপনার ওপরও।' ঘুরে সিঁড়ির দিকে এগোল সিস্টার। 'প্লিজ, চলে যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করতে ভুলবেন না।'

'ভুলব না।' ধাপ বেয়ে বুড়িকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল লেবরান। তারপর ঘুরল সে, আসন সারির সামনে হাঁটু গাড়ল, অনুভব করল উরুতে খোঁচা মারছে কাঁটাগুলো।

বেদি থেকে অনেক উপরে, কয়ার ব্যালকনির গাঢ় ছায়ায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে নীচে তাকিয়ে রয়েছে সিস্টার ক্যাথেরিন। আলখেল্লা পরা, নতজানু হয়ে থাকা সন্ন্যাসীকে দেখছে সে। আকস্মিক ভয় তার আত্মাকে অস্থির করে তুলেছে। সে ভাবছে, তারা তাকে যে শত্রু সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিল এ লোক তাদের কেউ বি

না। এই ভাবনার সূত্র ধরেই আরেকটা চিন্তা চলে আসছে, এত বছর ধরে যে নির্দেশ মনে রেখেছে সে, আজই সেটা পালন করতে হয় কি না। সিস্টার ক্যাথেরিন সিদ্ধান্ত নিল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত লোকটার প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ করবে সে।

দশ

সোফিয়াকে নিয়ে ছায়া থেকে বেরিয়ে এল রানা। গ্র্যান্ড গ্যালারি নির্জন পড়ে আছে। করিডর ধরে হন হন করে হেঁটে ইমার্জেন্সি সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে ওরা।

রানার মনে হলো, ও যেন অন্ধকারে একটা জিগ-স' পাযল-এর সমাধান খুঁজছে। রহস্যটার সঙ্গে উদ্বেগজনক নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে: জুডিশিয়াল পুলিশের ক্যাপটেন খুনি হিসাবে ফাঁসাবার চেষ্টা করছে ওকে।

'আপনার কি মনে হয়,' ফিসফিস করল রানা, 'অকটেভ নিজেই মেঝের ওই লেখাটা লিখেছেন?'

রানার দিকে সোফিয়া তাকালই না। 'অসম্ভব।'

রানা অতটা নিশ্চিত নয়। 'আমাকে গিল্টি বানাবার চেষ্টায় কোনও ত্রুটি করছে না লোকটা। হয়তো আমাকে ফাঁসাতে সুবিধে হবে মনে করে কাজটা...

'ফিবোনাচি সিকোয়েন্স? পি.এস? দ্য ভিঞ্চি ও দেবীবন্দনা সংশ্লিষ্ট সিম্বলিজম?' মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'লেখাটা আমার দাদুর হতে বাধ্য।'

রানা জানে মেয়েটার কথাই ঠিক। সূত্রগুলোর সিম্বলিজম নিখুঁতভাবে মিলে যাচ্ছে– পেনটাকল, ভিট্রুভিয়ান ম্যান, দ্য ভিঞ্চি

দেবী, এমনকী ফিবোনাচি সিকোয়েন্স পর্যন্ত। সবগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

'আর বিকেলে করা দাদুর ফোন কল,' বলল সোফিয়া। 'জানালেন, আমাকে জরুরি কিছু বলার আছে তাঁর। আমার বিশ্বাস মিউজিয়ামের মেঝেতে ওই মেসেজটা আসলে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে চাওয়ারই চেষ্টা। সেটা কী, তা বুঝতে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।'

'একজন অন্ধ কাউকে পথ দেখাবে কীভাবে? সংকেত ভা বিদ্যেটা আপনার জানা আছে, আমার নয়।'

'সে বিদ্যা আপনার একেবারে নেই, তা তো নয়? তা ছাড়া, দাদু চেয়েছেন অন্যান্য দিকেও আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। বলেছেন, আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। O, Draconian devil! Oh, lame saint! ভাবছে, দুজনের স্বার্থেই মেসেজটার অর্থ উদ্ধার করা দরকার।

'দরজাটা আর বেশি দূরে নয়,' ফিসফিস করল সোফিয়া।

'আপনার কি মনে হয়, মেসেজে যে সংখ্যা রয়েছে তার সাহায্যে বাকি লাইনগুলোর অর্থ বের করা যাবে?'

'সংখ্যাগুলো নিয়ে এতক্ষণ ধরে ভাবছি। কোনও তাৎপর্য ধরা পড়ছে না। গাণিতিক দৃষ্টিতে নিছক দৈবচয়ন মনে হয়। ক্রিপটগ্রাফিক প্রলাপ।'

'অথচ তারপরও ওগুলো সবই ফিবোনাচি সিকোয়েন্স-এর অংশ। এটাকে কোনওমতেই দৈবচয়ন বলা যাবে না।'

'তা নয়ও। ফিবোনাচি সংখ্যা ব্যবহার করে দাদু আসলে তাঁর নিজস্ব ঢঙে আমার উদ্দেশে আরেকটা পতাকা নাড়ছেন, যেমন নেড়েছেন মেসেজটা ইংরেজিতে লিখে, নিজেকে আমার প্রিয় শিল্পকর্মের আদলে সাজিয়ে, এবং নিজের শরীরে একটা পেনটাকল এঁকে। সবই আসলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে।'

'পেনটাকলের অর্থ করতে পারছেন আপনি?'

'হ্যাঁ। আমি যখন বড় হচ্ছিলাম, আমার আর দাদুর কাছে স্পেশাল একটা সিম্বল ছিল এই পেনটাকল। মজা করার জন্যে আমরা ট্যারো কার্ড খেলতাম। এই তাস আজকাল শুধু ভাগ্য গণনায় ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি তাসে সিম্বলিক ডিজাইন করা থাকত। মজাটা ছিল, প্রতিবার আমার ইন্ডিকেটর কার্ড বেরুত পেনটাকল সুট থেকে। সন্দেহ নেই তাসগুলো দাদুই ওভাবে সাজিয়ে রাখতেন।'

রানার শরীর শির শির করে উঠল। ওরা *ট্যারো* খেলত? মধ্যযুগের এই ইটালিয়ান তাস খেলার মধ্যে অনেক গোপন প্রতীক লুকানো আছে। এই সাবজেক্ট নিয়ে বহু লেখক গবেষণা ও লেখালেখি করেছেন।

খেলাটার জন্য বাইশটা তাস দরকার হয়, সেগুলোর নাম– মহিলা পোপ, সম্রাজ্ঞী ইত্যাদি। ট্যারো বলতে প্রথমদিকে বোঝাত, যে-সব আদর্শ চার্চ নিষিদ্ধ করেছে গোপনে সেগুলো পাচার ও প্রচার করার জন্য গড়ে তোলা একটা পদ্ধতি। আজকাল ট্যারোর রহস্যময় বৈশিষ্ট্য হাতবদল হয়ে চলে এসেছে আধুনিক ভাগ্য গণনাকারীর দখলে।

ইমার্জেন্সি সিঁড়ির কাছে পৌছাল ওরা। দরজাটা সাবধানে খুলল রানা। ভয়ে সিটকে রয়েছে দুজনেই, তবে অ্যালার্ম বাজল না। শুধু বাইরের দিকের দরজায় তার ফিট করা আছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামবার জন্য কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি ভাঙতে হচ্ছে ওদেরকে।

'দাদু যখন পেনটাকলের কথা বলেন,' জানতে চাইল রানা, 'তখন কি তিনি দেবীবন্দনা কিংবা ক্যাথলিক চার্চের প্রতি তাঁর অসন্তোষের কথা কিছু বলেছিলেন আপনাকে?'

মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'আমি আসলে ওটার গাণিতিক দিকটায় বেশি আগ্রহী ছিলাম– অলৌকিক অনুপাত, PHI, ফিবোনাচি সিকোয়েন্স ইত্যাদি।'

'আপনার দাদু আপনাকে পিএইচআই সংখ্যা শিখিয়েছেন?'

বিস্মিত হলো রানা।

'শেখাননি! অলৌকিক অনুপাত।' সোফিয়ার চেহারায় লালচে আভা ফুটল। 'তা হলে সত্যি কথাটা বলেই ফেলি, দাদু কৌতুক করে বলতেন আমার অর্ধেকটা অলৌকিক বা স্বর্গীয়– আমার নামে থাকা হরফগুলোর কারণে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, তারপর গম্ভীর হয়ে উঠল।

S-o-P-H-a.

এখনও ধাপ বেয়ে নামছে রানা, চিন্তা করছে PHI নিয়ে। প্রথমে যতটা ধারণা করেছিল কিউরেটারের সূত্র তারচেয়ে অনেক বেশি শক্ত, জটিল ও গোছানো।

দ্য ভিঞ্চি...ফিবোনাচি সিকোয়েন্স... পেনটাকল।

শিল্পকলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ একটি থিওরির সঙ্গে সংযুক্ত এগুলো।

সিম্বলজি সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী কিছু ব্যক্তির অনুরোধে হার্ভার্ড-এর কয়েকজন শিক্ষক গত বছর একটা সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন, সেখানে কয়েকটা ক্লাস নেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। ক্লাসে হার্ভার্ড-এর ছাত্র-ছাত্রীদেরই রাখা হয়, শিক্ষানবিস হিসাবে উপস্থিত ছিল আগ্রহী ব্যক্তিরা– তাদের মধ্যে রানার এক প্রফেসর বন্ধুও ছিলেন।

ওই বন্ধুই জোর-জার করাতে দু'একবার ওখানে গেছে রানা। একদিন একটা ক্লাসে "সিম্বলিজম ইন আর্ট" নিয়ে আলোচনা করা হয়। নিজের অজান্তেই হার্ভার্ড-এর সেই ক্লাস রুমে ফিরে গেল রানা। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সিম্বলজির শিক্ষক প্রফেসর পিটার ওয়াটসন তাঁর প্রিয় সংখ্যা চক দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখছেন।

18

প্রফেসর ওয়াটসন আগ্রহী ছাত্রদের দিকে ঘুরে গেলেন।

সংখ্যা সম্পর্কে তোমরা কে কী জানো?'

অঙ্কে ওস্তাদ এক লম্বা ছাত্র হাত তুলল। 'ওটা পি-এইচ-আই, মানে– ফাই,' বলল সে।

'বাহ্, দারুণ, রবিন,' প্রফেসর বললেন। 'তোমরা বাই ফাই-এর সঙ্গে পরিচিত হও। এই ফাই এক-দশমিক-ছয়-এক-আট, শিল্পকলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংখ্যা। কে বলতে পারবে কেন?' প্রশ্ন করলেন প্রফেসর ওয়াটসন।

'কারণ ওটা দেখতে সুন্দরী বলে?' জানতে চাইল রবিন।

হেসে উঠল সবাই।

ওয়াটসন বললেন, 'আসলে রবিন আবারও ঠিক বলেছে। মহাবিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর সংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয় PHI-কে।'

হঠাৎ সবার হাসি থেমে গেল। তবে গর্বের হাসি ফুটল রবিনের মুখে।

স্লাইড প্রজেক্টর লোড করছেন, সেই ফাঁকে ব্যাখ্যা করলেন প্রফেসর ওয়াটসন, PHI সংখ্যাটি ফিবোনাচি সিকোয়েন্স থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রফেসর ওয়াটসন আরও ব্যাখ্যা করলেন, PHI-এর গাণিতিক উৎপত্তি রহস্যময় তো বটেই। কিন্তু তাছাড়াও, সত্যিকার মাথা বিগড়ে দেওয়ার মত ব্যাপারটা হলো বিশ্ব সৃষ্টিতে মৌলিক অবলম্বন হিসাবে ওটার ভূমিকা। উদ্ভিদ, পশু-পাখি, মানুষ– সবকিছুই ডাইমেনশনাল প্রপার্টিজ ধারণ করছে, যা কিনা রোমহর্ষক নির্ভুলতা নিয়ে সমর্থন দিচ্ছে PHI-এর সঙ্গে 1-এর অনুপাতকে।

আলো নিভিয়ে দিয়ে ওয়াটসন বললেন, 'প্রকৃতির সর্বত্র PHI-এর উপস্থিতি স্পষ্টতই কাকতালীয় কোনও ব্যাপার নয়, তাই প্রাচীনকালের মানুষ মনে করত বিশ্বস্রষ্টা PHI সংখ্যাটাকে আগেই ব্যবস্থা-পত্র হিসেবে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। সে সময়কার বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন এক-দশমিক-ছয়-এক-আট সংখ্যাটির

মধ্যে অলৌকিক বৈশিষ্ট্য আছে।'

সামনের সারি থেকে এক ছাত্রী বলে উঠল, 'এক মিনিট। আমি বায়োলজি পড়ি, কিন্তু কোথায়, প্রকৃতির মধ্যে কখনও তো অলৌকিক বৈশিষ্ট্য দেখলাম না।'

'সত্যি দেখোনি?' নিঃশব্দে হাসলেন ওয়াটসন। 'মৌমাছিদের সমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক কখনও স্টাডি করেছ?'

'হ্যাঁ, করেছি,' জবাব দিল মেয়েটি। 'পুরুষ মৌমাছির চেয়ে নারী মৌমাছি সব সময় বেশি থাকে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কি জানো যে, দুনিয়ার যে-কোনও মৌচাকের পুরুষ মৌমাছির সংখ্যা দিয়ে নারী মৌমাছির সংখ্যাকে ভাগ করলে, সব সময় একই সংখ্যা পাবে?'

'তাই নাকি?'

'ইয়েস। ফাই।'

'হতে পারে না!' হাঁ হয়ে গেছে মেয়েটি।

'কিন্তু পেরেছে!' প্রফেসর ওয়াটসনও গলা চড়ালেন। হাসতে হাসতে একটা স্পাইরাল সিশেল-এর স্লাইড প্রজেক্ট করলেন তিনি। 'এটা চিনতে পারছ?'

বায়োলজির ছাত্রী বলল, 'ওটা একটা নটিলাস। সেফালোপড্ শ্রেণীর প্রাণী, যেমন অক্টোপাস বা স্কুইড ...'

মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর। 'ঠিক। বলতে পারবে প্রতিটি স্পাইরাল-এর ডায়ামিটার কী অনুপাতে আছে পরেরটার সঙ্গে?'

নটিলাসের দিকে তাকাল মেয়েটি, চেহারায় অনিশ্চয়তা।

মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর ওয়াটসন। 'PHI. The Di Proportion. One-point-six-one-eight to one.'

ছাত্রীটিকে হতভম্ব দেখাল।

প্রফেসর পরবর্তী স্লাইডে গেলেন, ক্লোজআপ-এ সূর্যমুখী বীজের মাথা। 'সূর্যমুখীর বীজ উল্টোদিকে পাক খেয়ে বাড়ে। তোমরা আন্দাজ করো দেখি, প্রতিটি প্যাঁচ-এর ডায়ামিটার পরবর্তী

প্যাঁচের সঙ্গে কি অনুপাতে আছে?'

'ফাই?' সবাই জানতে চাইল।

'তাই।' এরপর দ্রুত একের পর এক স্লাইড দেখিয়ে গেলেন প্রফেসর ওয়াটসন– উদ্ভিদের ডাঁটায় পাতার বিন্যাস, পোকামাকড়ের বিভাজন ইত্যাদি, সবকিছুই অলৌকিক অনুপাতের প্রতি বিস্ময়কর আনুগত্য দেখাচ্ছে।

'আরে,' কেউ একজন বলে উঠল, 'এ তো দেখা যাচ্ছে দারুণ ব্যাপার!'

আরেকজন বলল, 'তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু এর সঙ্গে আর্ট-এর কী সম্পর্ক?'

'বলছি।' আরেকটা স্লাইড টেনে নিলেন প্রফেসর ওয়াটসন। এই স্লাইডটা ম্লান হলুদ রঙের পার্চমেন্ট, তাতে রয়েছে দ্য ভিঞ্চির বিখ্যাত মেল নিউড– দ্য ভিট্রুভিয়ান ম্যান। যিশু দুনিয়ায় আসার আগের শতকের মেধাবি রোমান স্থপতি ও লেখক মারকাস ভিট্রুভিয়াস-এর নামে আঁকা হয় ছবিটা, যিনি নিজের লেখা De Architectura-য় অলৌকিক অনুপাতের মূল্যায়ন করে গেছেন।

প্রফেসর ওয়াটসন বললেন, 'মানবদেহের অলৌকিক গঠনপ্রণালী দ্য ভিঞ্চির চেয়ে ভাল কেউ বুঝত না। মানুষের সমস্ত হাড়ের সঠিক মাপ নেয়ার জন্যে কবর থেকে লাশ তুলে এনেছেন দ্য ভিঞ্চি। তিনিই প্রথম দেখান যে হিউম্যান বডি আক্ষরিক অর্থেই বিল্ডিং ব্লকস দিয়ে তৈরি, যেগুলোর আনুপাতিক হার সব সময় ফাই।'

ছাত্র-ছাত্রীদের সবাইকে সন্দিহান দেখাল।

প্রফেসর সহাস্যে চ্যালেঞ্জ করলেন। 'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? এরপর তোমরা যখন শাওয়ার নিতে যাবে, প্রত্যেকে মাপ নেয়ার জন্যে সঙ্গে করে একটা টেপ রেখো।'

দুই ফুটবল খেলোয়াড় মুখে হাত রেখে হাসি চাপল।

'শুধু তোমরা দুই বন্ধু না,' উৎসাহ দিয়ে বললেন প্রফেসর।

'ছেলে ও মেয়ে, সবাইকে বলছি। মেপে দেখো। কী মাপবে তাও বলে দিচ্ছি। মাপবে মাথার ডগা থেকে মেঝে। ফলটাকে ভাগ করবে নাভি থেকে মেঝের মাপ দিয়ে। অনুমান করো কী সংখ্যা পেতে যাচ্ছ তোমরা।'

অবিশ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল একজন। 'নিশ্চয়ই ফাই নয়!'

প্রফেসর বললেন, 'অবশ্যই ফাই। ওয়ান-পয়েন্ট-সিক্স-ওয়ান-এইট। আরেকটা উদাহরণ চাও? তোমাদের কাঁধ থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত দূরত্বের মাপ নাও, তারপর ওটাকে ভাগ করো তোমাদের কনুই থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত দূরত্বের মাপ দিয়ে। আবার ফাই। আরেকটা উদাহরণ? কোমর থেকে মেঝে, ভাগ হাঁটু থেকে মেঝে। আবার সেই ফাই। আঙুলের গিঁট। শিরদাঁড়ার গিঁট। ফাই। ফাই। এবং ফাই।'

অন্ধকার ক্লাসরুমে পিন-পতন নীরবতা নেমে এসেছে।

'এবার আমরা,' আলো জ্বেলে ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে ফিরে এসে বললেন প্রফেসর, 'সিম্বলে ফিরে আসি।' পরস্পরকে ভেদ করে যাওয়া পাঁচটা রেখা আঁকলেন তিনি, তৈরি হলো পাঁচ বাহু বিশিষ্ট একটা তারা। 'অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সিম্বল এটা। পেনটাগ্রাম–পেনটাকল নামে পরিচিত– সিম্বলটাকে বহু কালচারে একই সঙ্গে অলৌকিক ও জাদুকরী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই অলৌকিক অনুপাতের কারণেই পাঁচ বাহু বিশিষ্ট তারা চিরকাল দেবী ও পবিত্র নারীসত্তার সৌন্দর্য ও ঔৎকর্ষের প্রতীক হয়ে আছে।'

ক্লাসরুমের প্রতিটি মেয়ের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ফিসফিস করল সোফিয়া। 'কী হলো! তাড়াতাড়ি আসুন! আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি।'

চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এসে রানা দেখল সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে পড়েছে ও, ধাঁধার উত্তরটা হঠাৎ পেয়ে যাওয়ায় বিস্ময়ে যেন পঙ্গু হয়ে গেছে।

O, Draconian devil! Oh, lame saint!

কাঁধের উপর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সোফিয়া।

রানা ভাবছে, ব্যাপারটা এত সহজ হয় কী করে! উল্লাস চেপে রাখতে পারল না ও। 'O, Draconian devil!' রুদ্ধশ্বাসে বলল ও। 'Oh, lame saint! এরচেয়ে সহজ কোড আর হয় না!'

রানার নীচে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়ল সোফিয়া। কোড? ভাবল সে। শব্দগুলো নিয়ে প্রায় সারাটা রাত মাথা ঘামিয়েছে, কই, কোথাও তো কোনও কোড দেখেনি। অথচ ভদ্রলোক বলছেন, সহজ কোড!

'আপনি নিজেই কথাটা বলেছেন!' রানা উত্তেজিত। 'ফিবোনাচির সংখ্যা অর্থবহ হয়ে উঠবে শুধু যথাযথভাবে সাজানো হলে। তা না হলে ওগুলো স্রেফ গাণিতিক আবর্জনা।'

রানার কথা কিছুই বুঝতে পারছে না সোফিয়া। ফিবোনাচি সংখ্যা? পকেটে হাত ভরে প্রিন্টআউটটা বের করল সে, দাদুর মেসেজটার উপর চোখ বুলাচ্ছে।

13-3-2-21-1-1-

O, Draconi

Oh, lame saint!

কী আছে সংখ্যাগুলোয়? নিজেকেই প্রশ্ন করল সোফিয়া।

রানা বলল, 'ফিবোনাচি সিকোয়েন্স একটা সূত্র।' হাত বাড়িয়ে প্রিন্টআউটটা নিল ও। 'মেসেজের বাকি অংশ কীভাবে ডিসাইফার করতে হবে সংখ্যাগুলো আসলে তারই ইঙ্গিত বহন করছে। সিকোয়েন্সটা তিনি এলোমেলো করে লিখেছেন আমাদেরকে এ-কথা বলার জন্যে যে টেক্সট-এও এই একই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করতে হবে। O, Draconian devil! Oh, lame saint! এই লাইনগুলোর কোনও র্থ নেই। কারণ খা হয়েছে বিশৃংখলভাবে।'

ধৈর্য ধরতে কষ্ট হচ্ছে সোফিয়ার। 'আমি অপেক্ষা করছি।'

'আপনিও জানেন, এটাকে বলো অ্যানাগ্রাম। এই দেখুন,' বলে পকেট থেকে একটা কলম বের করে প্রিন্টআউটের উপর খসখস করে প্রথমে মেসেজটা লিখল রানা, তারপর মেসেজের হরফগুলোই নতুন করে সাজাল।

O, Draconian devil! Oh, lame sai

এই লাইন দুটোর নিখুঁত অ্যানাগ্র্যাম হলো...

Leonardo da Vinci!

The Mona Lis !

এগারো

নিজের ব্যর্থতা উপলব্ধি করে হতবাক হয়ে পড়ল সোফিয়া। ইংলিশ অ্যানাগ্রাম সম্পর্কে তার ভাল ধারণা আছে, তারপরও কীভাবে যে ব্যাপারটা তার চোখ এড়িয়ে গেল বুঝতে পারছে না সে।

'তবে একটা কথা ভেবে সত্যি অবাক লাগছে,' বলল রানা। 'মারা যাবার ঠিক আগে আপনার দাদু এরকম একটা জটিল অ্যানাগ্রাম তৈরি করলেন কীভাবে।'

ব্যাখ্যাটা জানা আছে সোফিয়ার, সেজন্য তার আরও খারাপ লাগছে। তার দাদু চিরকাল শব্দ নিয়ে খেলতে ভালবাসতেন। সেই খেলাটা তিনি ছোট্ট নাতনি সোফিয়াকেও শিখিয়েছিলেন। বিখ্যাত শিল্পকর্মের অ্যানাগ্রাম তৈরি করা ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় একটা হবি। সোফিয়ার মনে আছে, বহু বছর আগে, সে তখন ছোট, এরকম একটা অ্যানাগ্রাম একবার বিপদে ফেলে দিয়েছিল দাদুকে।

কোনও মার্কিন আর্ট ম্যাগাজিনে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় মডার্ন কিউবিস্ট মুভমেন্ট সম্পর্কে নিজের বিতৃষ্ণা প্রকাশ করতে গিয়ে দাদু বলেছিলেন, পিকাসো-র মাস্টারপিস Les Demois lles d'Avignon-এর নিখুঁত অ্যানাগ্রাম হলো vile meaningless doodles। বলাই বাহুল্য যে পিকাসোর ভক্তরা এতে কৌতুক বোধ করেনি।

মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সোফিয়া। 'দাদু বোধহয় মোনা লিসার অ্যানাগ্রাম বহু বছর আগেই করেছিলেন,' বলল সে। ভাবছে, মেসেজে বিখ্যাত শিল্পী আর তাঁর শিল্পকর্মের নাম রেখে যাওয়ার মানে কী? কী বলতে চেয়েছেন দাদু? তার কোনও ধারণা নেই। তবে একটা সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে মনে। খুবই অস্বস্তিকর সেটা।

এগুলো দাদুর শেষ কথা নয়...

তা হলে কি মোনা লিসা দেখতে যাওয়া উচিত তার? সেখানে তার জন্য দাদু কোনও মেসেজ রেখে গেছেন?

সল দেতা-য় আছে ছবিটা। ওটা একটা প্রাইভেট ভিউইং চেম্বার, শুধু মাত্র গ্র্যান্ড গ্যালারি হয়ে যাওয়া যায় ওখানে। আসলে, এখন মনে পড়ছে সোফিয়ার, দাদু যেখানে মারা গেছেন সেখান থেকে চেম্বারটা মাত্র বিশ মিটার দূরে।

মারা যাওয়ার আগে দাদু কি তা হলে মোনা লিসার কাছে গিয়েছিলেন?

মুখ তুলে ইমার্জেন্সি সিঁড়ির মাথার দিকে তাকাল সোফিয়া। কী করবে বুঝতে পারছে না। অনুভব করল, এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ মাসুদ রানাকে নিয়ে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে যাওয়া, অথচ তার ইন্সটিঙ্কট তাতে রাজি হচ্ছে না।

ছোটবেলার কথা, ডেনন উইং-এ প্রথম দিন বেড়াতে আসবার কথা মনে পড়ল তার। ভাবল, দাদু যদি কোনও গোপন কথা বলে গিয়ে থাকেন, দ্য ভিঞ্চির মোনা লিসার চেয়ে আদর্শ রন্দিভু আর হতে পারে না।

*

'আরেকটু সামনে গেলেই তাকে আমরা দেখতে পাব,' সোফিয়ার দাদু ফিসফিস করলেন, ছয় বছর বয়সী নাতনির ছোট্ট হাতটা ধরে ফাঁকা মিউজিয়ামের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছেন, ভিজিটিং আওয়ারের পর।

উঁচু সিলিং দেখে নিজেকে অত্যন্ত ছোট লাগছে সোফিয়ার। ভয়ও পাচ্ছে খুব। তবে দাদুকে জানতে দিতে রাজি নয়, তাই চোয়াল দুটো শক্ত করে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সে।

'সামনে সল দেতা,' বললেন দাদু। 'মিউজিয়ামের সবচেয়ে বিখ্যাত কামরা।'

সোফিয়া তেমন উৎসাহ বোধ করছে না। স্কুলের বইয়ে মোনা লিসার ছবি তার দেখা আছে।

'অনউই,' বিড়বিড় করল সোফিয়া।

'বোরিং,' শুধরে দিলেন দাদু। 'ফ্রেঞ্চ অ্যাট স্কুল, ইংলিশ অ্যাট হোম।'

'আই য়্যাম সরি, গ্র্যান্ডপা– আই জাস্ট ফরগট দ্যাট ওঅর্ড।'

'তাতে কী। এসো, মজা করার জন্যে ইংলিশ বলি আমরা।'

'অলরাইট।'

বিখ্যাত কামরাটার দরজায় পৌঁছে হাত তুলে ছবিটা দেখালেন দাদু। 'যাও, সোফিয়া। মোনা লিসার সামনে একা দাঁড়াবার সুযোগ খুব কম মানুষই পায়।'

কেন বলতে পারবে না, পা টিপে টিপে এগোল সোফিয়া। ছবিটা সম্পর্কে এত কথা শুনেছে সে, উত্তেজনায় হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে তার। প্লেক্সিগ্লাস দিয়ে ঢাকা ফ্রেমটার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ঢোক গিলল সে, দম বন্ধ করে ছবির সবটুকু যেন একবারে দেখে নিতে চাইছে। তার মনে হলো অনন্তকাল ধরে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, অথচ কিছুই ঘটছে না।

'বলো, কী মনে হচ্ছে তোমার,' তার পিছনে এসে ফিসফিস

করলেন দাদু। 'ভারী সুন্দর, তাই না?'

'এত ছোট!'

'তুমিও তো ছোট, অথচ সুন্দর।'

আমি সুন্দর নই, ভাবল সোফিয়া। সে তার লাল চুল আর মুখের বিন্দু বিন্দু দাগ পছন্দ করে না। আর তা ছাড়া, ক্লাসে যত ছেলেমেয়ে আছে তাদের সবার চেয়ে দুর্বল সে।

মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'বইতে যেমন দেখি, এখানে তারচেয়েও খারাপ লাগছে। মুখটা... ব্রুম।'

'ফগি,' নতুন একটা শব্দ শেখালেন দাদু।

'ফগি,' রিপিট করল সোফিয়া, কারণ জানে শব্দটা ওর থেকে উচ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত আলোচনা এগোবে না।

'এই পদ্ধতিতে আঁকাটাকে সুমাটো স্টাইল বলে,' বললেন দাদু। 'খুবই কঠিন একটা পদ্ধতি। অন্য যে-কারও চেয়ে এই স্টাইলে ভাল আঁকতেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।'

এখনও পেইন্টিংটা ভাল লাগছে না সোফিয়ার। 'ভাব দেখে মনে হচ্ছে গোপন কী একটা যেন জানে মেয়েটা,' বলল সে।

হেসে উঠলেন দাদু। 'ছবিটার বিখ্যাত হবার এটাও একটা কারণ,' বললেন তিনি। 'লোকে আন্দাজ করতে পছন্দ করে কেন সে হাসছে।'

'তুমি জানো, কেন হাসছে?'

'হয়তো জানি,' চোখ মটকে বললেন দাদু। 'ভবিষ্যতে কোনও একদিন সব কথা তোমাকে আমি জানাব।'

মেঝেতে পা ঠুকল সোফিয়া। 'ধ্যাত, দাদু, তোমার এই সব হেঁয়ালি আমার একদম ভাল লাগে না!'

হাসলেন দাদু। 'প্রিন্সেস, জীবনটা হেঁয়ালি ও রহস্যে ভরপুর। সব তুমি একদিনে শিখতে পারবে না।'

'আমাকে ফিরে যেতে হবে,' রানাকে বলল সোফিয়া, সিঁড়ির

মাঝখানে ফাঁপা শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

ভ্রূ কোঁচকাল রানা। 'মোনা লিসার কাছে? এখন?'

কী ঝুঁকি, কতটুকু, ভেবে দেখল সোফিয়া। তার জন্য তেমন কোনও ঝুঁকি নেই। ঝুঁকির মধ্যে আছেন মাসুদ রানা। জানা কথা তার সঙ্গে যেতে চাইবেন তিনি, কিন্তু সে তাকে অবশ্যই নিয়ে যাবে না। 'যাকে খুনি বলে সন্দেহ করা হচ্ছে না, ঝুঁকিটা তার নেয়া চলে। দাদু কী বলে গেছেন তা আমার না জানলেই নয়।'

'তবু, চলুন আমিও যাই,' বলল রানা। 'আপনাকে একা ছাড়া যাবে না।'

'এই রহস্য মীমাংসা করতে হলে আপনাকে আমার দরকার, কাজেই কোনও অবস্থাতেই পুলিশের হাতে আপনার ধরা পড়া চলবে না।' রানার হাতে গাড়ির চাবি গুঁজে দিল সে। 'এমপ্লয়িদের কার পার্কে পাবেন, স্মার্টকার। ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবেন।' হাত তুলে সিঁড়ির নীচের ইস্পাতের দরজাটা দেখাল। 'আলোকিত এগজিট সাইন ফলো করবেন, তাহলেই হবে।'

'আচ্ছা, বলুন তো,' বলল রানা, 'মোনা লিসার কাছে কেন আপনি যাচ্ছেন?'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে দাদু ওখানে আমার জন্যে কোনও মেসেজ রেখে গেছেন,' বলল সোফিয়া। 'হয়তো বলে গেছেন কে তাঁকে খুন করেছে। কিংবা কেন আমি বিপদে পড়েছি।' *অথবা আমার পরিবারের ভাগ্যে কী ঘটেছিল।*

'কেন বিপদে পড়েছেন এটা তো তিনি মেঝেতেই লিখে রেখে যেতে পারতেন। শব্দ নিয়ে এরকম জটিলতা সৃষ্টি করার কী দরকার ছিল?'

'দাদু হয়তো চাননি আমি ছাড়া মেসেজটা কেউ দেখুক।' মনে মনে হাসল সোফিয়া, ভাবল, এরপর আপনি আর আমার সঙ্গে যেতে চান কীভাবে?

'তা হলে তো আপনার সঙ্গে সত্যি আমার যাওয়া চলে না।'

'না। তবে আপনাকে আমি সঙ্গে নিতে চাইছি না আপনারই বিপদের কথা ভেবে। শুনুন, মিস্টার রানা, আপনার সঙ্গে আমি দূতাবাসে দেখা করব, কেমন?'

'এক শর্তে ওখানে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে,' বলল রানা, চেহারায় অসন্তোষ।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল সোফিয়া। 'কী শর্ত?'

'আপনি আমাকে মিস্টার বলতে পারবেন না।'

রানার ঠোঁটের কোণে মিষ্টি একটু হাসি ফুটে উঠতে দেখল সোফিয়া। উত্তরে সে-ও হাসল একটু। 'গুড লাক, রানা।'

সিঁড়ির নীচে নেমে এসে ইস্পাতের দরজাটা খুলল রানা। প্লাস্টার-এর ধুলো ও তিসির তেলের গন্ধ ঢুকল নাকে। 'এগজিট' লেখা সাইনে একটা আলোকিত তীরচিহ্ন রয়েছে, সামনের লম্বা করিডরটা দেখাচ্ছে।

করিডরে থামল রানা। ওর ডানদিকে সুশৃংখল সেনাবাহিনীর মত সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যাচু, মেরামতের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে এখানে।

করিডর ধরে এগোচ্ছে রানা, মাথার ভিতর এখনও রয়েছে কিউরেটার ল্যাক বেসনের অ্যানাগ্রাম করা মেসেজ, ভাবছে মোনা লিসার কাছে গিয়ে আদৌ সোফিয়া কিছু পাবে কি না।

P.S. Find Masud Rana

মেঝেতে রানার নাম লিখে রেখে গেছেন বেসন; ওকে খুঁজে বের করবার নির্দেশ দিয়েছেন সোফিয়াকে। কেন? শুধু রানা তাকে একটা অ্যানাগ্রাম ভাঙতে সাহায্য করবে বলে? না, তা হতে পারে না। ওটা সোফিয়া একসময় নিজেই ভাঙতে পারত।

তা হলে, ভাবছে রানা, সোফিয়াকে কেন বেসন বলে গেছেন মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করো?

P.S. Find Masud Ra

প্রথম দুটো শব্দের উপর মন দিল রানা।

P.S

হঠাৎ সেই মুহূর্তে রানা অনুভব করল, ল্যাক বেসনের হতবুদ্ধিকর সিম্বলিজম জগাখিচুড়ি পরিষ্কার একটা বার্তা বহন করছে। আজ রাতে যা কিছু করে গেছেন ভদ্রলোক সবই অত্যন্ত পরিষ্কার।

ঘুরে উল্টো দিকে হাঁটছে রানা।

সময় আছে তো?

রানা জানে, তাতে কিছু আসে যায় না। কোনও রকম ইতস্তত না করে সিঁড়ির দিকে দৌড় শুরু করল ও।

প্রথম আসনে বসে প্রার্থনায় মগ্ন হয়ে থাকার ভান করছে লেবরান, আসলে চার্চের লেআউট ভাল করে দেখে নিচ্ছে। বেশিরভাগ চার্চের মতই, সেইন্ট-সালপিসও রোমান ক্রস-এর আদলে তৈরি করা হয়েছে। লম্বা সেন্ট্রাল সেকশনটা নেইভ নামে পরিচিত, সেটা ধরে সরাসরি প্রধান বেদিতে যাওয়া যায়। প্রধান বেদির কাছে সেন্ট্রাল সেকশন ভাগ হয়ে গেছে, দ্বিতীয় ভাগটা পরিচিত ট্র্যানসেপ্ট বলে।

মূল গম্বুজের সরাসরি নীচে নেইভ ও ট্র্যানসেপ্টকে চার্চের হৃৎপিণ্ড বলা হয়, সবচেয়ে পবিত্র ও রহস্যে ঘেরা অংশ।

তবে আজ রাতে নয়, ভাবল লেবরান। সেইন্ট-সালপিস তার গোপন করবার জিনিস অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। ঘাড় ফিরিয়ে ট্র্যানসেপ্ট-এর ডান অংশটার দিকে তাকাল লেবরান, আসনগুলোর পিছনে ফাঁকা ওই জায়গাটার কথাই তার ভিক্টিমরা তাকে জানিয়েছে।

ওই তো দেখা যাচ্ছে।

ধূসর গ্র্যানিট মেঝেতে গাঁথা, পালিশ করা পাতলা এক ফালি তামা চকচক করছে... তামাটে একটা রেখা বাঁকা হয়ে এগিয়েছে চার্চের মেঝে ধরে। খানিক পরপর মার্কিং করা আছে রেখাটায়,

যেমনটি রুলার-স্কেলে দেখা যায়। লেবরানকে বলা হয়েছে ওটা একটা নোমন, পেইগান অ্যাস্ট্রনমিকাল ডিভাইস, অনেকটা সূর্যঘড়ির মত। এই বিখ্যাত রেখাটা দেখবার জন্য সারা পৃথিবী থেকে পর্যটক, ইতিহাসবিদ, বিজ্ঞানী ও পেইগানরা সেইন্ট-সালপিসে আসে।

রেখাটাকে বলা হয়– দ্য রোজ লাইন।

তামার পাতটাকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে লেবরান। তার সামনের মেঝে ধরে ডান থেকে বামে চলে গেছে ওটা, মূল বেদি ও কমিউনিয়ন রেইলকে দু'ভাগ করে, তারপর গোটা চার্চের দৈর্ঘ্যটুকু পার হয়ে অবশেষে পৌঁছেছে ট্র্যানসেপ্ট-এর উত্তর কোণে। ওখানে অপ্রত্যাশিত একটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে, সেটার গোড়ায় থেমেছে রেখাটা।

বিশাল এক ঈজিপশিয়ান অবিলিস্ক।

চকচকে রোজ লাইন ওখান থেকে নব্বুই ডিগ্রি বাঁক নিয়ে অবিলিস্কের গা বেয়ে উপরদিকে উঠেছে, তেত্রিশ ফুট ওঠার পর বিলীন হয়েছে পিরামিড আকৃতির চূড়ায়।

লেবরান জানে, কিস্টোনটা ব্রাদারহুড রোজ লাইনে লুকিয়ে রেখেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে, প্লেনের চাকা রোমের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের রানওয়েতে ঘষা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রা ছুটে গেল বিশপ মার্সেল বেলমন্ড-এর।

'আমরা রোমে পৌঁছেছি,' মাইক্রোফোন থেকে জানানো হলো।

আশ্চর্য একটা গাম্ভীর্য ভর করল তাঁর উপর। সেই সঙ্গে প্রশান্তি অনুভব করছেন তিনি। আজ রাতে সব যেন প্ল্যান অনুসারে ঘটে, মনে মনে প্রার্থনা করলেন। তা হলেই তাঁর হাতে সেই জিনিসটা চলে আসবে।

বারো

হন হন করে হেঁটে আসায় সল দেতা-য় পৌঁছে হাঁপাচ্ছে সোফিয়া। মোনা লিসার ঘরে ঢোকার আগে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘাড় ফিরিয়ে বিশ মিটার দূরে তাকাল সে, যেখানে এখনও তার দাদুর লাশ পড়ে রয়েছে স্পটলাইটের আলোর নীচে।

বিষণ্নতা গ্রাস করল তাকে, সেইসঙ্গে দুর্বল করে, কাতর করে তুলল একটা অপরাধ বোধ। গত দশ বছরে ওই মানুষটা তার নাগাল পাওয়ার কত চেষ্টাই না করেছেন, অথচ সম্পর্ক না রাখবার সিদ্ধান্তে সোফিয়া ছিল অটল, তাঁর পাঠানো সমস্ত চিঠি ও প্যাকেট না খুলে রেখে দিয়েছে নীচের দিকের একটা দেরাজে।

সেই মানুষটা খুন হয়েছেন, খুন হওয়ার পর তার সঙ্গে ক বলছেন অন্য এক জগৎ থেকে।

দরজা খুলে কামরাটার ভিতরে ঢুকল সোফিয়া। এখানে ঢোকার এই একটাই পথ, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চৌকো ঘরটার চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে সে। তার নাক বরাবর সামনের দেয়ালে প্রখ্যাত ইটালিয়ান পেইন্টার বটিচেলি-র একটা পনের ফুটি পেইন্টিং ঝুলছে। ওটার নীচে, নকশা কাটা মেঝের উপর, বিশাল একটা আটকোনা ভিউইং ডিভান রয়েছে, হাজার হাজার ভিজিটর ওটার উপর পা রেখে লুভার মিউজিয়ামের সবচেয়ে দামি সম্পদটি চাক্ষুষ করে।

কামরায় ঢোকার আগেই সোফিয়া লক্ষ করল ভিতরে কিছু একটা নেই। ব্ল্যাক-লাইট। ঘুরে দাদুর আলোকিত লাশটার দিকে

তাকাল সে, তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে নানা ধরনের ইলেকট্রনিক্স গিয়ার। এখানে তিনি যদি কিছু লিখে গিয়ে থাকেন, ধরে নিতে হবে নিশ্চয় তা ওয়াটারমার্ক স্টাইলাস দিয়ে লিখেছেন।

বড় করে শ্বাস নিয়ে অকুস্থলে ফিরে এল সোফিয়া। দাদুর দিকে তাকাতে পারছে না; চোখ নামিয়ে শুধু ইলেকট্রনিক্স টুলস হাতড়াচ্ছে। ছোট একটা আলট্রাভায়োলেট পেনলাইট দেখতে পেয়ে সোয়েটারের পকেটে ভরল সেটা, তারপর দ্রুত পায়ে ফিরে চলল সল দেতা-য়।

দরজার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, হঠাৎ ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সোফিয়া। লালচে আভায় মোড়া হলওয়ে থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। লাফ দিয়ে পিছাবার চেষ্টা করল সোফিয়া।

'এই তো পেয়েছি আপনাকে!' বলে তার সামনে এসে দাঁড়াল রানা।

সোফিয়ার স্বস্তি মাত্র এক মুহূর্ত টিকল। 'রানা, আপনাকে না আমি চলে যেতে বললাম! ক্যাপটেন অকটেভ যদি...'

'সোফিয়া, শুনুন,' বলল রানা, গলার আওয়াজ নামিয়ে রেখেছে। 'পি. এস. শব্দ দুটোর অন্য কোনও অর্থ জানা আছে আপনার? অন্য যে-কোনও অর্থ?'

ওদের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তুলে অনেক দূরে পৌঁছে যাবে, সেই ভয়ে রানার একটা হাত ধরে টান দিল সোফিয়া, তারপর ওকে নিয়ে সল দেতা-য় ঢুকে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল। 'আগেই তো বলেছি, পি. এস. মানে প্রিন্সেস সোফিয়া।'

'মনে আছে, কিন্তু আমি জানতে চাইছি ওগুলো অন্য কোথাও দেখেছেন কি না। আপনার দাদু আগে কখনও পি. এস. অন্য কোনওভাবে ব্যবহার করেছিলেন কি না? মনোগ্রাম হিসাবে, কিংবা স্টেশনারি বা ব্যক্তিগত কোনও জিনিসে?'

প্রশ্নটা চমকে দিল সোফিয়াকে। রানা ব্যাপারটা জানল

কীভাবে? সে আসলে পি.এস. আগেও একবার দেখেছে, এক ধরনের মনোগ্রামেই। সেটা ছিল তার নবম বার্থডে-র আগের দিন। লুকিয়ে রাখা বার্থডে প্রেজেন্ট-এর খোঁজে গোটা বাড়িতে চুপিচুপি চিরুনি অভিযান চালাচ্ছিল সে।

কেউ কিছু গোপন করে রাখবে, তখনও এটা তার মেনে নিতে কষ্ট হত। তীব্র কৌতূহল পেয়ে বসেছিল তাকে, এ বছর দাদু কী উপহার দেবেন? দেরাজ ও কাবার্ডগুলো তছনছ করে ফেলছিল সে। যে পুতুলটা আমি চেয়েছি? যা-ই দিয়ে থাকুন, কোথায় লুকিয়েছেন?

গোটা বাড়ির কোথাও কিছু খুঁজে না পেয়ে বুকে সাহস বেঁধে অবশেষে দাদুর বেডরুমে ঢুকে পড়ল সোফিয়া। এটা তার জন্য নিষিদ্ধ এলাকা, তবে দাদু নীচতলায় একটা কাউচে ঘুমাচ্ছেন।

কাঠের মেঝেতে এতটুকু আওয়াজ না করে দাদুর ক্লজিট খুলে ফেলল সোফিয়া। শেলফগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে কিছুই পেল না। বিছানার তলাতেও কিছু নেই। সবশেষে দাদুর রাইটিং ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল। খুঁজছে, কিন্তু কিছু পাচ্ছে না। একেবারে নীচের দেরাজে কিছু কালো কাপড়চোপড় দেখা যাচ্ছে, অথচ দাদুকে কখনও এগুলো পরতে দেখেনি সে। দেরাজটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছে, এই সময় এক কোণে সোনার মত চকচকে কী যেন একটা দেখতে পেল।

দেখে মনে হলো পকেট ওয়াচ-এর চেইন। তবে সোফিয়া জানে দাদু পকেট ওয়াচ ব্যবহার করেন না। জিনিসটা কী হতে পারে কল্পনা করতেই তার হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করল।

নেকলেস!

চেইনটা সাবধানে বের করে আনল সোফিয়া। অবাক হয়ে দেখল চেইনটার সঙ্গে একটা সোনার চাবি ঝুলছে। চাবিটা বেশ ভারী ও ঝকমকে। এরকম চাবি আগে কখনও দেখেওনি সে। আর সব চাবির মত চ্যাপ্টা নয়, এক ধারে এবড়োথেবড়ো দাঁতও নেই।

তেকোনা একটা খুদে স্তম্ভের মত দেখতে জিনিসটা, গায়ে বিন্দু বিন্দু দাগ ফুটে আছে। মাথার দিকটা ক্রুস আকৃতির, তবে সাধারণ ক্রুস যেমন হয় ঠিক সেরকম নয়, যোগ চিহ্নের মত।

ক্রুসের মাঝখানে এমবস করা রয়েছে আশ্চর্য একটা সিম্বল, অলঙ্কৃত ডিজাইনের সঙ্গে জড়ানো দুটো হরফ।

'পি.এস,' বিড়বিড় করল সোফিয়া, বুঝতে পারছে না শব্দ দুটোর কী মানে।

'সোফিয়া!' দোরগোড়া থেকে ডাকলেন দাদু।

চমকে উঠে ঘুরল সোফিয়া, হাত থেকে পড়ে গেল চাবিটা। চোখ নামিয়ে ওটার দিকেই তাকিয়ে থাকল সে, দাদুর দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে। 'আ-আমি বার্থডে প্রেজেন্ট খুঁজছিলা...' কথার মাঝখানে থেমে গেল, জানে দাদুর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেনি সে।

যেন মনে হলো অনন্তকাল দোরগোড়ায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলেন দাদু। অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'চাবিটা তোলো, সোফিয়া।'

তুলল সোফিয়া।

দাদু ভিতরে ঢুকলেন। 'সোফিয়া, সব মানুষেরই প্রাইভেসি আছে, সেটাকে তোমার মর্যাদা দিতে হবে।' ধীর ভঙ্গিতে ঝুঁকে চাবিটা তার হাত থেকে নিলেন তিনি। 'এটা বিশেষ একটা চাবি। তুমি যদি এটা হারিয়ে ফেলতে...'

দাদুর নরম কণ্ঠস্বর সোফিয়াকে আরও অশান্তির মধ্যে ফেলে দিল। 'আমি দুঃখিত, দাদু, সত্যি দুঃখিত।' একটু দম নিয়ে আবার বলল, 'দেখে মনে করেছিলাম ওটা বোধহয় আমার জন্মদিনের উপহার।'

কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন দাদু। তারপর শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, 'কথাটা আরেকবার বলছি, সোফিয়া, কারণ ব্যাপারটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। অন্য মানুষের প্রাইভেসিকে মর্যাদা দিতে হবে।'

'আমার মনে থাকবে, দাদু।'

'ব্যাপারটা নিয়ে পরে এক সময় কথা বলব আমরা। মুহূর্তে বাগানের আগাছা পরিষ্কার করাটা জরুরি...'

পরদিন সকালে দাদুর কাছ থেকে জন্মদিনের কোনও উপহার পেল না সোফিয়া। যা করেছে তারপর আর কিছু পাওয়ার আশাও করে না সে। কিন্তু বুকে যেটা ব্যথা দিতে শুরু করল, সারাটা দিন দাদু তাকে একবারও হ্যাপি বার্থডে বললেন না।

রাতে মন খারাপ করে শুতে এল সোফিয়া। বিছানায় উঠে দেখে বালিশে একটা নোট কার্ড পড়ে রয়েছে। তাতে সহজ একটা ধাঁধা লেখা। তখনও ধাঁধাটার সমাধান করতে পারেনি, তার আগেই হাসতে শুরু করেছে সে। কারণ হঠাৎ বুঝে ফেলেছে ব্যাপারটা। মনে পড়ে গেছে গত জন্মদিনে, সকালবেলা, ঠিক এই কাণ্ডই করেছিলেন দাদু।

অর্থাৎ এখন শুরু হবে ট্রেজার হান্ট!

দ্রুত ধাঁধাটার সমাধান বের করে ফেলল সোফিয়া। সমাধান হলো, বাড়ির দক্ষিণ কোণে যাও। সেখানে পৌঁছে আরেকটা কার্ড পেল। এভাবে গোটা বাড়িময় অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে, এক সূত্র থেকে আরেক সূত্রে। সবশেষে যে সূত্রটা পেল সেটা তাকে আবার ঠিক আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনল– নিজের বেডরুমে।

দোরগোড়ায় পৌঁছে সোফিয়া দেখল কামরার মাঝখানে লাল ঝলমলে একটা বাইসাইকেল দাঁড়িয়ে রয়েছে, হ্যান্ডেলবার-এ একটা ফিতে বাঁধা। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল সে।

'আমি জানি তুমি পুতুল চেয়েছিলে,' বললেন দাদু, হাসছেন। 'তবে ভাবলাম এটা বোধহয় আরও বেশি পছন্দ করবে তুমি।'

পরদিন দাদু যখন তাকে সাইকেল চড়া শেখাচ্ছেন, সোফিয়া বলল, 'দাদু, চাবিটার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত।'

'জানি, লক্ষ্মীটি। তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে। আমি তো

তোমার ওপর রাগ করতে পারি না। দাদু আর নাতনিরা চিরকাল পরস্পরকে ক্ষমা করে আসছে।'

বুঝতে পারছে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়, তবে কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না সোফিয়া। 'এরকম চাবি আগে কখনও দেখিনি আমি। খুব সুন্দর। ওটা দিয়ে কি খোলে, দাদু?'

বেশ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন দাদু। সোফিয়া পরিষ্কার বুঝতে পারছে উত্তরটা কীভাবে দেবেন স্থির করতে পারছেন না তিনি। তার দাদু জীবনে কখনও মিথ্যে বলেননি। 'চাবিটা দিয়ে একটা বাক্স খোলা যায়,' অবশেষে বললেন তিনি। 'সেই বাক্সে অনেক রহস্য আছে।'

ঠোঁট ফোলাল সোফিয়া। 'আমি রহস্য পছন্দ করি না।'

'জানি, কিন্তু এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ রহস্য। বড়দের। একদিন তুমি আমার মতই এগুলোর মূল্য দেবে।'

'চাবিটায় আমি ফুল আর হরফ দেখেছি।'

'হ্যাঁ, ওটা আমার প্রিয় ফুল। ফ্লও-দ্য-লি [fleur-de-lis]। আমাদের বাগানে আছে। সাদাগুলো। ইংরেজিতে এ-ধরনের ফুলকে লিলি বলে।'

'চিনি তো! ওগুলো তো আমারও খুব প্রিয়।'

'এসো, তা হলে তোমার সঙ্গে আমার একটা চুক্তি হয়ে যাক। আমার চাবিটার কথা তুমি যদি গোপন রাখতে পার, কখনও কারও সঙ্গে এ-ব্যাপারে যদি কথা না বলো– আমার সঙ্গে বা অন্য কারও সঙ্গে– তা হলে চাবিটা একদিন আমি তোমার হাতে তুলে দেব।'

সোফিয়ার মনে হলো শুনতে ভুল করেছে সে। 'কী?'

'হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি, চাবিটা তোমাকে দিয়ে দেব। সময় হলে তোমার হয়ে যাবে। ওটায় তোমার নাম লেখা আছে।'

'কই!' ভ্রূ কোঁচকাল সোফিয়া। 'ওটায় লেখা আছে পি. আমার নাম পি.এস. নাকি?'

নিজের কণ্ঠস্বর খাদে নামালেন দাদু, তারপর এমনভাবে

চারপাশটা দেখে নিলেন, যেন ভয় পাচ্ছেন কেউ তাঁর কথা শুনে ফেলবে। 'ঠিক আছে, সোফিয়া, এত করে যখন জানতে চাইছ তাহলে বলেই ফেলি। পি.এস. আসলে একটা কোড। এগুলো তোমার সিক্রেট ইনিশিয়াল।'

সোফিয়ার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। 'আমার আবার সিক্রেট ইনিশিয়াল আছে?'

'অবশ্যই। শুধু দাদুরা জানে, এরকম সিক্রেট ইনিশিয়াল সব নাতনিদেরই আছে।'

'পি.এস.?' ঘাড় বাঁকা করে তাকাল সোফিয়া।

হাসলেন দাদু। 'প্রিন্সেস সোফিয়া।'

হাসল সোফিয়াও। 'কিন্তু আমি তো প্রিন্সেস নই!'

চোখ মটকালেন দাদু। 'আমার কাছে তুমি প্রিন্সেস।'

সেদিন থেকে আর কখনও তারা ওই চাবিটা নিয়ে আলাপ করেনি।

সল দেতা-র ভিতর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোফিয়া, প্রিয়জনকে হারানোর ব্যথায় কাতর।

'ইনিশিয়াল দুটো,' ফিসফিস করল রানা, সোফিয়ার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে, 'আগে কখনও দেখেছেন?'

চাবি নিয়ে কারও সঙ্গে আলাপ করতে নিষেধ করেছিলেন দাদু, মনে পড়ে গেল সোফিয়ার। তবে মারা যাওয়ার আগে তাকে বলে গেছেন, মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করতে হবে। যে-কোনও বিপদে ওঁকে বিশ্বাস করতে বলে গেছেন, বলে গেছেন সাহায্য চাইতে। নিশ্চয়ই তাঁর হত্যারহস্য মীমাংসা করবার জন্য? সেক্ষেত্রে সব কথাই তার বলতে হবে রানাকে। 'হ্যাঁ, এই ইনিশিয়াল আগে একবার দেখেছি। তখন খুব ছোট ছিলাম।'

'কোথায়?'

জবাব দিতে একটু দেরি করল সোফিয়া। 'দাদুর জন্যে খু

গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিসে।'

তার চোখে চোখ রেখে রানা বলল, 'সোফিয়া, ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি। আমাকে আপনি বলতে পারেন, ইনিশিয়াল দুটো কোনও সিম্বলের সঙ্গে ছিল কি না? ফ্লও-দ্য-লির সঙ্গে?'

চমকে উঠল সোফিয়া। 'কী আশ্চর্য, আপনি কীভাবে জানলেন!'

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা, গলার আওয়াজ আরও খাদে নামাল। 'আমি প্রায় নিশ্চিত, আপনার দাদু সিক্রেট কোনও সোসাইটির সদস্য ছিলেন। অত্যন্ত পুরানো, অত্যন্ত গোপন একটা ব্রাদারহুড।'

পেটে মোচড় অনুভব করল সোফিয়া। এখন সে-ও তা-ই মনে করে। গত দশ বছর ধরে ভীতিকর যে ঘটনাটা ভুলতে চেষ্টা করছে সে, সেটাই এই মুহূর্তে নিশ্চিত করছে তাকে। চিন্তার অতীত এমন একটা কিছু দেখে ফেলেছিল সে। ক্ষমার অযোগ্য।

'ফ্লও-দ্য-লির সঙ্গে,' বলল রানা, 'ইনিশিয়াল পি.এস. যোগ করো, ব্রাদারহুডের অফিশিয়াল ডিভাইস পেয়ে যাবেন আপনি। ওটা তাদের লোগো।'

'এ-সব আপনি জানলেন কীভাবে?' এরইমধ্যে মনে মনে প্রার্থনা করছে সোফিয়া, তাকে যেন শুনতে না হয় যে রানাও ব্রাদারহুডের একজন সদস্য।

'এই গ্রুপ সম্পর্কে যেভাবেই হোক জেনেছি,' উত্তেজনা চেপে রেখে বলল রানা। 'আমি শুধু সৌখিন আর্কিওলজিস্টই নই, আমার পেশার কারণে অবসর সময়ে সিক্রেট সোসাইটিগুলোর সিম্বল নিয়েও নাড়াচাড়া করি। নিজেদেরকে ওরা প্রায়রি অভ সায়ান বলে। হেডকোয়ার্টার ফ্রান্সে হলেও, গোটা ইউরোপ থেকে প্রভাবশালী সদস্য সংগ্রহ করে ওরা। প্রায়রি অভ সায়ান আসলে দুনিয়ার সবচেয়ে পুরানো সিক্রেট সোসাইটিগুলোর মধ্যে একটা।'

এদের কথা আগে কখনও শোনেনি সোফিয়া।

'ইতিহাসের নামকরা অনেক সংস্কৃতিবান ব্যক্তি প্রায়রি-র সদস্য

ছিলেন,' বলল রানা। 'যেমন ধরুন: বটিচেলি, সার আইজ্যাক নিউটন, ভিক্টর হিউগো।' একটু থেমে আবার বলল, 'এবং, অবশ্যই, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।'

হাঁ হয়ে গেল সোফিয়া। 'দ্য ভিঞ্চিও সিক্রেট সোসাইটিতে নাম লিখিয়েছিলেন?'

'১৫১০ থেকে ১৫১৯ পর্যন্ত দ্য ভিঞ্চি ব্রাদারহুডের গ্র্যান্ড মাস্টার ছিলেন। এই ব্যাপারটা থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে কেন আপনার দাদু ভিঞ্চির কাজ এত বেশি ভালবাসতেন। দুজনের মধ্যে ঐতিহাসিক একটা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি হয়। পবিত্র নারীসত্তার ধারণা, পেইগানিজম, চার্চের মিথ্যাচার ইত্যাদি বিষয়ে দুজনের মতের মিল ছিল।'

'পবিত্র নারীসত্তার ধারণা? আপনি কি বলতে চাইছেন, এই গ্রুপটা এমন একটা কাল্ট, পেইগানদের মত দেবী-বন্দনার চর্চা করে?'

'অনেকটা তাই। তবে তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, প্রাচীন একটা সিক্রেট-এর রক্ষক বলে মনে করা হয় ওদেরকে।'

সিক্রেট একটা কাল্ট-এর প্রধান ছিলেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি? সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য লাগছে সোফিয়ার। অথচ দশ বছর আগের সেই ভীতিকর অভিজ্ঞতা তাকে বলতে চাইছে, সব সত্যি...

'জীবিত প্রায়রি অভ সায়ান সদস্যদের পরিচয় ভুলেও কখনও প্রকাশ করা হয় না,' বলল রানা। 'তবে ওই ফুল ও পি.এস. ইনিশিয়াল যেগুলো আপনি ছোটবেলায় দেখেছেন, ওগুলোই প্রমাণ। এ-সব শুধু প্রায়রির সঙ্গেই জড়িত থাকতে পারে।'

রানাকে কতটুকু তার দরকার, নতুন করে তা উপলব্ধি করছে সোফিয়া। 'রানা, পুলিশ আপনাকে ধরুক, এটা আমি হতে দিতে পারি না। আপনার সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলাপ আছে আমার। আপনাকে এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতে হবে!'

তার কথা অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছে রানা। ওর কোথাও

ওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, এরইমধ্যে আরেক জায়গায় হারিয়ে গেছে ও। সেটা এমন এক জায়গা, যেখানে প্রাচীন সব গোপন বিষয় সারফেসে উঠে আসে, যেখানে ছায়া থেকে বেরিয়ে আসে প্রায় লুপ্ত, বিস্মৃত ইতিহাস।

ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল রানা, লালচে আভার ভিতর দিয়ে মোনা লিসার দিকে তাকাল।

ফ্লও-দ্য-লি... *লিসার ফুল... মোনা লিসা।*

এগুলো সবই এক সুতোয় গাঁথা। মৌন সিম্ফনি; প্রায়রি অভ সায়ান ও লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির গভীরতম রহস্যগুলোর প্রতিধ্বনি তুলছে।

কয়েক মাইল দূরে। সেইন নদীর তীর। রাস্তার ধারে দাঁড় করানো হয়েছে ট্রেইলার ট্রাকটাকে। পিস্তলের মুখে দাঁড়ানো হতভম্ব ড্রাইভার দেখল জুডিশিয়াল পুলিশের ক্যাপটেন অকস্মাৎ গর্জে উঠে সাবানের একটা টুকরো ছুঁড়ে মারলেন নদীর ফুলে ওঠা পানিতে।

তেরো

সেইন্ট-সালপিস অবিলিস্কের দিকে মুখ তুলল লেবরান, প্রকাণ্ড মার্বেল শাফটটা খুঁটিয়ে দেখছে। চোখ নামিয়ে চার্চের ভিতর আরেকবার দৃষ্টি বুলাল সে, নিশ্চিত হয়ে নিল কেউ কোথাও নেই। তারপর কাঠামোর গোড়ায় হাঁটু গাড়ল।

কিস্টোনটা রোজ লাইনের নীচে আছে। সালপিস অবিলিস্কের গোড়ায়। শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে বেরাদাররা সবাই এই

একই কথা বলে গেছে।

পাথুরে মেঝেতে হাত বুলাচ্ছে লেবরান। কোথাও কোন চিহ্ন বা ফাটল দেখা যাচ্ছে না। আঙুল দিয়ে টোকা দিল মেঝেতে। কান পেতে শুনছে আওয়াজটা ফাঁপা লাগে কি না। তামার রেখা ধরে ক্রমশ অবিলিস্কের কাছে পৌছাচ্ছে আঙুলগুলো। তারপর রেখার দু'পাশের টাইল-এ টোকা দিল। অবশেষে একটা দিকের আওয়াজ অন্যরকম শোনাল তার কানে।

মেঝের নীচে এই জায়গাটা ফাঁপা!

হাসছে লেবরান। তার ভিক্টিমরা সত্যি কথাই বলে গেছে। সিধে হলো সে, চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখছে মেঝে ভাঙার জন্য কী পাওয়া যায়।

আঁতকে উঠতে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে নিজেকে কোনও রকমে সামলে নিল সিস্টার ক্যাথেরিন। চার্চের অনেক উপরের একটা ব্যালকনিতে রয়েছে সে। দীর্ঘশ্বাস চাপল সিস্টার, তার সবচেয়ে বড় ভয়টাই সত্যি হতে চলেছে। এই ভিজিটরকে দেখে বোঝার উপায় নেই আসলে কে সে। রহস্যময় অপাস ডেই সন্ন্যাসী সেইন্ট-সালপিসে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে।

গোপন একটা কাজে। সে ভাবল, কিন্তু গোপন উদ্দেশ্য শুধু তোমারই আছে, এটা মনে করবার কোনও কারণ নেই।

সিস্টার ক্যাথেরিন শুধু কেয়ারটেকার নয়, এই চার্চে তাকে আরও একটা দায়িত্ব পালন করতে হয়। সেন্ট্রি হিসাবে পাহারা দেওয়ার গোপন দায়িত্ব।

সন্দেহ নেই, অবিলিস্কের গোড়ায় ওই আগন্তুকের আগমন বিশেষ একটা সংকেত ও তাৎপর্য বহন করছে।

প্যারিস। শম্‌য-এলিজে থেকে খানিকটা দক্ষিণে অ্যাভিনিউ গ্যাব্রিয়েল, অ্যাভিনিউয়ের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ

দূতাবাসের সুদৃশ্য দালানটা।

দূতাবাসের নাইট অপারেটর টাইম ম্যাগাজিন পড়ছে, এই সময় তার ফোনটা বেজে উঠল। 'বাংলাদেশ দূতাবাস,' রিসিভার তুলে বলল সে।

'গুড ইভনিং,' অপরপ্রান্ত থেকে ইংরেজিতে কথা বলছেন ভদ্রলোক, তবে উচ্চারণে ফ্রেঞ্চ টান স্পষ্ট। 'আপনাদের সহযোগিতা দরকার আমার।' কথায় বিনয়ের কোনও অভাব না থাকলেও সুরটা ভারী ও অফিশিয়াল। 'আপনাদের অটোমেটেড সিস্টেমে আমার জন্যে একটা ফোন মেসেজ আছে। আমার নাম মাসুদ রানা। দুর্ভাগ্য হলো, আমি আমার থ্রি-ডিজিট অ্যাকসেস কোড ভুলে গেছি। আপনি সাহায্য করতে পারলে কৃতার্থ হই।'

এক মুহূর্ত পর জবাব দিল অপারেটর, খানিকটা বিমূঢ়। 'আমি দুঃখিত, সার। আপনার মেসেজ নিশ্চয়ই অনেক পুরানো হবে। সিকিউরিটির কথা ভেবে দু'বছর হলো সিস্টেমটা তুলে দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া, সমস্ত অ্যাকসেস কোড ফাইভ-ডিজিট। এখানে আপনার জন্যে মেসেজ আছে, এ-কথা কে বলল আপনাকে?'

কিন্তু ভদ্রলোক ততক্ষণে ফোন কেটে দিয়েছেন।

সেইন নদীর তীরে পায়চারি করছেন ক্যাপটেন ভিগো অকটেভ। বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছেন ভদ্রলোক। নিজের চোখে মাসুদ রানাকে স্থানীয় একটা নম্বরে ডায়াল করতে দেখেছেন তিনি, তারপর থ্রি-ডিজিট কোড ঢুকিয়ে একটা রেকর্ডিং-ও শুনতে দেখেছেন।

কিন্তু রানা যদি দূতাবাসে ফোন না করে থাকে, তা হলে কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল সে?

সেলুলার ফোনের দিকে তাকিয়ে আছেন অকটেভ, ঠিক সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করলেন জবাবটা তাঁর মুঠোয় ধরা রয়েছে। মনে পড়ল রানা তাঁরই সেলুলার সেট দিয়ে যোগাযোগ করেছিল।

বোতাম টিপে সেল ফোনের মেন্যুটা বের করলেন ক্যাপটেন,

তারপর সম্প্রতি করা কলগুলোর উপর চোখ বুলালেন। সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল রানা কোথায় ফোন করেছিল।

একটা প্যারিস এক্সচেঞ্জ, সঙ্গে থ্রি-ডিজিট কোড– ৫৪৫।

নম্বরটা রিডায়াল করে অপেক্ষা করছেন অকটেভ। –

অপরপ্রান্তে রিং হচ্ছে। সাড়া দিল একটি নারীকণ্ঠ। 'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে সোফিয়া ক্লাউডেল এই মহূর্তে বাড়িতে নেই,' রেকর্ড করা মিষ্টি নারীকণ্ঠ থেকে বলা হলো। 'আপনি যদি দয়া করে কোনও মেসেজ রেখে যেতে চান...'

৫...৪...৫ টাইপ করবার সময় ক্যাপটেনের রক্ত রীতিমত ফুটতে শুরু করেছে।

আকাশ ছোঁয়া সুখ্যাতি সত্ত্বেও, মোনা লিসা দৈর্ঘ্যে একত্রিশ ও প্রস্থে একুশ ইঞ্চি মাত্র, লুভার গিফট শপ-এ তার যে পোস্টার বিক্রি হয় সেগুলোর চেয়েও ছোট। সল দেতা-র উত্তর-পশ্চিম দেয়ালে ঝুলছে ওটা, দুই ইঞ্চি পুরু প্রোটেকটিভ প্লেক্সিগ্লাস-এর পিছনে।

লুভারে নিয়ে আসবার পর দু'বার চুরি গিয়েছিল মোনা লিসা। শেষবার ১৯১১ সালে লুভারের সল ইমপেনিট্রেবল থেকে চুরি যায়। প্যারিসের লোকজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে, ভিক্ষা ও ক্ষমা চেয়ে খবরের কাগজে আর্টিকেল লিখেছে, চোরদেরকে অনুরোধ করে বলেছে দয়া করে তারা যেন মোনা লিসাকে ফেরত দেয়। দু'বছর পর ফ্লোরেন্স-এর একটা হোটেল রুমে পাওয়া যায় ছবিটা, একটা ট্রাঙ্কের ভিতর ফলস বটমে লুকানো ছিল।

সোফিয়াকে ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে রানা, তাকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছে না ও। কামরাটার ভিতর দুজন একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। মোনা লিসা এখনও বিশ গজ দূরে, এই সময় ব্ল্যাক লাইট অন করল সোফিয়া। কাত্তে আকৃতির নীলচে আলো পড়ল ওদের সামনের মেঝেতে। আলোটা সামনে পিছনে দোলাল সে,

মাইনসুইপার-এর মত, লিউমিনেসেন্ট কালির কোনও ল ণ আছে কি না দেখছে।

দেয়ালে এখন গাঢ় কাঁচের প্যানেল দেখতে পাচ্ছে রানা। ওটার পিছনে, জানে ও, ঝুলছে দুনিয়ার সবচেয়ে আলোচিত শিল্পকর্ম।

মোনা লিসা দুনিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি হিসাবে সম্মান পেয়েছে, তবে এই সম্মানের সঙ্গে তার রহস্যময় হাসির কোনও সম্পর্ক নেই। শিল্প সমঝদাররা অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করেছেন, তার সঙ্গেও কোনও সম্পর্ক নেই। ছবিটা দুনিয়ার সেরা হিসাবে বিবেচিত হওয়ার কারণ হলো, দ্য ভিঞ্চি ঘোষণা করেছিলেন এটা তাঁর সবচেয়ে সুন্দর ও নিখুঁত সাফল্য।

যেখানেই গেছেন দ্য ভিঞ্চি, মোনা লিসাকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিয়েছেন, নারীসুলভ সৌন্দর্যের এই গর্বিত প্রকাশ তাঁকে এতই বিমোহিত করে যে এটাকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারেন না।

তা সত্ত্বেও, আর্ট হিস্টরিয়ান-রা সন্দেহ করেন মোনা লিসাকে নিয়ে দ্য ভিঞ্চির উচ্ছ্বাসের সঙ্গে শৈল্পিক মুন্সিয়ানার কোনও সম্পর্ক নেই। ছবিটা আসলে অতি সাধারণ একটা সুমাটো পোরট্রেইট। এই কাজটিকে নিয়ে ভিঞ্চির আবেগের কারণ, অনেকের মতে, আরও অনেক গভীরে: হয়তো রঙের প্রলেপের নীচে গোপন কোনও মেসেজ আছে, কিংবা আর কিছু।

মোনা লিসার হাসি সম্পর্কে প্রায় সবারই ধারণা, ওই হাসিতে কী যেন একটা রহস্য আছে।

আসলে কোনও রহস্যই নেই, ধীর পায়ে সামনে এগোতে এগোতে ভাবল রানা। পেইন্টিংটার আউটলাইন আকৃতি পেতে শুরু করেছে।

বেশ কিছুদিন আগে আশ্চর্য একটা গ্রুপের সঙ্গে মোনা লিসার রহস্য নিয়ে আলোচনা শুনতে হয়েছে রানাকে। সেবার সামান্য

কারণে একটা ব্রিটিশ কারাগারে দিনকয়েক বন্দিজীবন কাটাতে হয়েছিল ওকে। আরও কয়েকজন অল্পশিক্ষিত কয়েদীর সঙ্গে ওকেও "কালচার ফর কনভিক্টস" প্রজেক্টে কয়েদিদের কালচার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।

তার আগে একটা তালিকা ধরিয়ে দিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করা হয়, কী কী বিষয়ে শিক্ষা নিতে ইচ্ছুক ও। আর্ট ও আর্কিওলজি, এই দুটোয় টিক চিহ্ন দিয়েছিল রানা। নিজের কিছুটা আগ্রহ তো ছিলই, তা ছাড়া জেলখানার লাইব্রেরিতে এই বিষয়ের উপর প্রচুর বই, নকশা ও ডকুমেন্টারি ফিল্ম আছে, জানত ও।

লাইব্রেরির অন্ধকার কামরায় একটা ওভারহেড প্রজেক্টর-এর পাশে দাঁড়িয়ে, বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করা মোনা লিসার রহস্য স্বল্পশিক্ষিত কয়েদিদের সঙ্গে শেয়ার করেছে রানা। সবাই তারা কঠিন পাত্র, তবে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী।

'আপনারা হয়তো লক্ষ করেছেন,' জানতে চেয়েছেন ভিজিটিং প্রফেসর, হেঁটে লাইব্রেরির দেয়ালে ফুটে ওঠা ইমেজের পাশে চলে এসেছেন, 'মোনা লিসার পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ড অসমতল।' পরিষ্কার অসঙ্গতিটা হাত তুলে দেখালেন তিনি। 'দ্য ভিঞ্চি বামদিকের দিগন্তরেখা এঁকেছেন ডানদিকের চেয়ে বেশ খানিক নীচে।'

'ব্যাপারটা তিনি লেজেগোবরে করে ফেলেন?' জানতে চাইল একজন কয়েদি।

হেসে উঠলেন অধ্যাপক। 'না। আসলে এর মধ্যে দ্য ভিঞ্চির ছোট্ট একটা ট্রিকস আছে। বামদিকের প্রকৃতিকে নিচু করে দেওয়ার কারণ হলো, দ্য ভিঞ্চি চেয়েছেন মোনা লিসাকে যেন ডানদিকের তুলনায় বামদিক থেকে আকারে বড় দেখায়। দ্য ভিঞ্চির ছোট্ট একটা রহস্য। ইতিহাসে দেখা যায় নারী ও পুরুষের দিক নির্ধারণ করা আছে– বাম মানে নারী, ডান মানে পুরুষ। দ্য ভিঞ্চি যেহেতু নারীধর্মের ভক্ত ছিলেন, মোনা লিসাকে তাই ডানদিকের চেয়ে বামদিক থেকে বেশি রাজসিক দেখাতে চেয়েছেন।'

'আমি শুনেছি তিনি নাকি... মানে, ইয়ে ছিলেন?' ছাগলদাড়ি মুচড়ে এক কয়েদি জানতে চাইল।

'ইয়ে ছিলেন মানে?'

'পুরুষের সঙ্গে... সত্যি নাকি?'

সামান্য মুখ কোঁচকালেন বৃদ্ধ অধ্যাপক। 'হিস্টোরিয়ানরা সাধারণত ঠিক এভাবে বলেন না, তবে কথাটা সম্ভবত মিথ্যা নয়– অনেকেই সন্দেহ করেন, দ্য ভিঞ্চি হোমোসেক্সুয়াল ছিলেন।'

'সেজন্যেই কি তিনি মেয়েদের সমস্ত ব্যাপারে ওরকম নিবেদিত ছিলেন?'

'আসলে নারী ও পুরুষের মধ্যেকার ভারসাম্য ও সঙ্গতির সমর্থক ছিলেন দ্য ভিঞ্চি। তিনি বিশ্বাস করতেন পুরুষ ও নারীর উপাদান ছাড়া মানুষের আত্মা আলোকিত হতে পারে না।'

'এটা কি সত্যি যে মোনা লিসা আসলে দ্য ভিঞ্চির নিজের আদলে আঁকা?' জানতে চাইল রানা।

'অসম্ভব নয়,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন বৃদ্ধ। 'দ্য ভিঞ্চি একই সঙ্গে কৌতুকপ্রিয় ও কৌশলী মানুষ ছিলেন। মোনা লিসা আর তাঁর আত্মপ্রতিকৃতির মধ্যে আশ্চর্য মিল পাওয়া গেছে কমপিউটার বিশ্লেষণে, বিশেষ করে মুখ দুটোয়। তবে দ্য ভিঞ্চি যা-ই করতে চেয়ে থাকুন, তাঁর মোনা লিসা না মেয়ে না ছেলে। ছবিটা আসলে দুই লিঙ্গেরই লক্ষণ বহন করছে। ওটা আসলে দুটোর ফিউশন।'

'এ-সব কথা আন্দাজে বলা হচ্ছে, তাই না?'

'পেইন্টিংটা যে উভলিঙ্গ তার পক্ষে একটা বড় সূত্র রেখে গেছেন দ্য ভিঞ্চি। আপনারা কেউ ঈজিপশিয়ান ঈশ্বর আমন-এর নাম শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, শুনেছি,' দৈত্যাকার একজন কয়েদি হাত তুলল। 'আমন কনডম-এর প্রতিটি বাক্সে লেখা আছে– পুরুষত্বের দেবতা।'

'আমন-এর দোসর কে জানেন? নারীত্বের দেবী।'

কথা বলছে না কেউ।

'তিনি হলেন আইসিস,' বললেন প্রফেসর, ডেস্ক থেকে একটা গ্রিজ পেন তুলে নিলেন। 'কাজেই আমরা একটা পুরুষ ঈশ্বর পেলাম, আমন।' নামটা লিখলেন তিনি। 'আর পেলাম একজন ঈশ্বরী, আইসিস। এক সময় আইসিস-এর পিকটগ্রাম ছিল: L'ISA.'

লেখা শেষ করে প্রজেক্টরের কাছ থেকে পিছিয়ে এলেন তিনি।

AMON L'ISA.

'কিছু বোঝা যাচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'ইয়া আল্লা!' রুদ্ধশ্বাসে বলল রানা, 'মোনা লিসা!'

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'জেন্টেলমেন, মোনা লিসার মুখই শুধু উভলিঙ্গ দেখতে নয়, তার নামও পুরুষ ও নারীর অলৌকিক ঐক্যের একটা অ্যানাগ্রাম। এটাই হলো দ্য ভিঞ্চির ছোট্ট রহস্য, এবং মোনা লিসার চতুর হাসির কারণ।'

'আপনার দাদু এখানে এসেছিলেন,' সোফিয়াকে বলল রানা। মোনা লিসা আর যখন মাত্র দশ ফুট দূরে, এই সময় হঠাৎ একটা হাঁটু মুড়ে মেঝেতে ঠেকাল রানা, আঙুল তাক করে রক্তের একটা শুকনো ফোঁটা দেখাল।

হাতের ব্ল্যাক লাইটটা সেদিকে তাক করল সোফিয়া।

হঠাৎ করেই রানার মনে পড়ল, এই আলো রক্ত খোঁজার কাজেই ব্যবহার করা হয়।

'দাদু এখানে কোনও কারণ ছাড়া আসবেন না,' ফিসফিস করল সোফিয়া, ধীরে ধীরে ঘুরল রানার দিকে। 'আমি জানি এখানে তিনি আমার জন্যে নিশ্চয়ই কোনও মেসেজ রেখে গেছেন।' মোনা লিসার দিকে দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে পেইন্টিংটার সরাসরি নীচের মেঝে আলোকিত করল সে।

'কিন্তু এখানে তো কিছুই নেই,' বলল বটে রানা, তবে সেই মুহূর্তে মোনা লিসার সামনের প্রোটেকটিভ গ্লাসে বেগুনি একটা

চকচকে ভাব লক্ষ করল ও। হাত বাড়িয়ে সোফিয়ার কবজি ধরল, তারপর আলোটা ধীরে ধীরে উঁচু করে সরাসরি পেইন্টিংটার উপরে ফেলল।

দুজনেই স্থির হয়ে গেল ওরা।

কাঁচের গায়ে ছয়টা বেগুনি শব্দ জ্বলজ্বল করছে, লেখা হয়েছে সরাসরি মোনা লিসার মুখের উপর।

কিউরেটার ল্যাক বেসনের ডেস্কে বসে লেফটেন্যান্ট ডুফি রাউল কানের সঙ্গে ফোনের রিসিভারটা আরও জোরে চেপে ধরল, অবিশ্বাসে বড় বড় হয়ে উঠল তার চোখ জোড়া। সে ভাবছে, ষাঁড় মহাশয়ের কথা শুনতে ভুল হয়নি তো আমার? 'সাবান? কিন্তু, মসিয়ো, রানা জিপিএস ডট সম্পর্কে কীভাবে জানবেন?'

'সোফিয়া ক্লাউডেল,' জবাব দিলেন ক্যাপটেন অকটেভ। 'সে-ই বলেছে তাকে।'

'কেন? কেন?'

'তা কী করে বলব! তবে এইমাত্র একটা রেকর্ডিং শুনে বুঝলাম কাজটা তারই।'

ভাষা হারিয়ে ফেলল রাউল। সোফিয়ার কি মাথা খারাপ হয়েছে! তার চাকরি তো যাবেই, জেলও না খাটতে হয়। 'কিন্তু, ক্যাপটেন, মসিয়ো রানা এখন কোথায়?'

'ওখানে কোনও ফায়ার অ্যালার্ম বেজেছে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন ক্যাপটেন।

'না, মসিয়ো।'

'গ্যালারি গেটের তলা দিয়ে কেউ বেরিয়েও আসেনি?'

'না, মসিয়ো। আপনার নির্দেশ মত গেটে আমরা লুভারের একজন সিকিউরিটি অফিসারকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

'ঠিক আছে, তার মানে মাসুদ রানা নিশ্চয়ই এখনও গ্র্যান্ড গ্যালারির ভেতরেই আছেন।'

'ভেতরে? কিন্তু কী করছেন ভেতরে?'

'লুভারের সিকিউরিটি গার্ড কি সশস্ত্র?' জানতে চাইলেন অকটেভ।

'জী, মসিয়ো। তিনি সিনিয়র ওয়ার্ডেন।'

'ভেতরে পাঠাও তাকে,' নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন। 'আমার লোকজনকে এখনই আমি মিউজিয়ামে ফেরত পাঠাতে পারছি না। আমার সন্দেহ হচ্ছে মসিয়ো রানা জানালা-দরজা ভেঙে কেটে পড়তে পারেন। গার্ডকে জানাও এজেন্ট সোফিয়াও থাকতে পারে তাঁর সঙ্গে।'

'সোফিয়া তো চলে গেছেন...' শুরু করল রাউল।

'তুমি তাকে নিজের চোখে যেতে দেখেছ?'

'না, মসিয়ো, তবে...'

'শোনো, শুধু তুমি নও, আর কেউই তাকে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি। সবাই তাকে শুধু ঢুকতেই দেখেছে।'

রাউল চিন্তিত। 'মসিয়ো রানার সঙ্গে এজেন্ট সোফিয়া একা কী করছেন?'

'ব্যাপারটা যেভাবে পার হ্যান্ডেল করো তুমি,' নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন। 'আমি ফিরে যেন দেখি, রানা ও সোফিয়া দুজনের হাতেই হ্যান্ডকাফ পরানো রয়েছে।'

ট্রেইলার ট্রাক স্টার্ট নিয়ে চলে যাচ্ছে, সময় নষ্ট না করে নিজের লোকজনকে ডেকে এক জায়গায় জড়ো করলেন ক্যাপটেন অকটেভ। দেখা যাচ্ছে, মসিয়ো মাসুদ রানা অত্যন্ত পিচ্ছিল এক মানুষ। তার উপর এজেন্ট সোফিয়া সঙ্গে জুটে যাওয়ায় তাকে কোণঠাসা করা খুব একটা সহজ কাজ হবে না।

ক্যাপটেন সিদ্ধান্ত নিলেন কোনও ঝুঁকি নেবেন না। তিনি তাঁর অর্ধেকেরও কম লোককে লুভার মিউজিয়ামে ফেরত যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বাকি লোকদের কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করে বিভিন্ন

জায়গায় পাঠালেন, যে-সব জায়গায় নিরাপদ আশ্রয় পাওয়ার আশায় যেতে পারে রানা।

চোদ্দো

প্লেক্সিগ্লাসের গায়ে লেখা ছয়টা শব্দের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে রানা। লেখাটা যেন শূন্যে ভাসছে, মোনা লিসার রহস্যময় হাসির উপর এবড়োথেবড়ো ছায়া ফেলেছে। 'প্রায়রি অভ সায়ান,' ফিসফিস করল ও। 'এতে প্রমাণ হয় আপনার দাদু একজন সদস্য ছিলেন।'

রানার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকাল সোফিয়া। 'লেখাটা আপনি বুঝতে পারছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এটা প্রায়রি অভ সায়ান-এর অন্যতম একটা দর্শন।'

ARK TH

'রানা!' সোফিয়ার ফিসফিসে কণ্ঠস্বরে সংবিৎ ফিরল রানার, 'কে যেন আসছে!'

'আলো নেভান!' সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিল রানা।

আলো নেভাল সোফিয়া।

হঠাৎ আলো নিভে যাওয়ায় চোখে অন্ধকার দেখছে রানা। বাইরের করিডর থেকে সত্যি কার যেন পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে।

'এদিকে!' অন্ধকারে হাতড়ে সোফিয়ার হাতটা ধরল রানা, আটকোনা ভিউইং ডিভানটা কোনদিকে আছে আন্দাজ করে সেদিকে ঠেলা দিল তাকে, তারপর নিজেও তার পিছু নিল। ধীরে ধীরে লালচে আভাটা সয়ে আসছে চোখে।

কামরার আরেকপ্রান্তে পৌঁছে ডিভানের পিছনে লুকাল সোফিয়া। কিন্তু রানা লুকাবার আগেই দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল লুভার মিউজিয়ামের সশস্ত্র গার্ড।

'হল্ট!' হুংকার ছাড়ল সে।

ঘুরল রানা। গার্ডের লম্বা করা হাতে পিস্তল রয়েছে, সরাসরি ওর বুকের দিকে তাক করা। ধীরে ধীরে হাত দুটো মাথার উপর তুলল ও।

'শুয়ে পড়ুন!'

নির্দেশ পালন করল রানা। এগিয়ে এসে লাথি মেরে ওর পা দুটো পরস্পরের কাছ থেকে যতটা পারা যায় সরাল গার্ড।

'আইডিয়াটা ভাল নয়, মসিয়ো রানা,' বলল গার্ড, পিস্তলের মাজল রানার শিরদাঁড়ায় চেপে ধরল। 'আইডিয়াটা মোটেও ভাল নয়।'

সেইন্ট-সালপিস।

বেদির উপর থেকে লোহার তৈরি ভারী মোমদানীটা তুলল লেবরান, একটু কুঁজো হয়ে ফিরে আসছে অবিলিস্কটার দিকে। ফাঁপা মেঝের উপর ধূসর রঙের মার্বেলের আড়াল ভাঙতে হলে শব্দ হবে, ভাবল সে। পাথরের সঙ্গে লোহার সংঘর্ষ গম্বুজ আকৃতির সিলিঙে লেগে প্রতিধ্বনি তুলবে।

নান কি শুনতে পাবে আওয়াজটা? মনে হয় না, এতক্ষণে তার ঘুমিয়ে পড়বার কথা।

জানে চার্চে আর কেউ নেই, আলখেল্লা খুলে নগ্ন হলো লেবরান। শুধু কাঁটা লাগানো বেল্টটা থাকল উরুতে। লোহার

মোমদানীর চওড়া স্ট্যান্ড-এর মাথায় আলখেল্লাটা জড়াল সে, তারপর মেঝের টাইল-এ আঘাত করল। ভোঁতা একটা শব্দ হলো। এভাবে গায়ের জোরে বারকয়েক পিটানোর পর পাথরের মেঝে অবশেষে ভেঙে গেল। সদ্য তৈরি গর্তে উঁকি দিল লেবরান, তারপর একটা হাত ঢুকিয়ে দিল নীচে।

প্রথমে কিছু পেল না সে। গর্তটা ছোট, মেঝে মসৃণ, খালি। তারপর, হাতটা আরও দূরে রোজ লাইনের সরাসরি নীচে পৌঁছাতে, কিছু একটার স্পর্শ পেল। মোটা ও চ্যাপ্টা একটা পাথর বলে মনে হলো। সাবধানে ধরে ধীরে ধীরে উপরে তুলে আনল সেটাকে। পাথরটার গায়ে কি যেন খোদাই করা রয়েছে।

খোদাই করা লেখাটা পড়ে অবাক হয়ে গেল লেবরান। সে ভেবেছিল কিস্টোনে কোনও জটিল নকশা থাকবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরল ভাষায় শুধু লেখা রয়েছে–

JOB 38:11

বাইবেলের একটা পঙ্ ? এত সহজ? মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে লেবরানের।

জব। চ্যাপ্টার থারটি-এইট। ভার্স ইলেভেন।

ভার্স ইলেভেন সবটুকু মুখস্থ নেই লেবরানের, তবে মনে পড়ছে তাতে এমন এক লোকের গল্প আছে যে ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাসের পরীক্ষায় বারবার উত্তীর্ণ হয়েছে।

মূল বেদির কাছে হেঁটে এসে চামড়া-মোড়া বাইবেলটা খুলল সে।

ওদিকে উপরের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে সিস্টার ক্যাথেরিন। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে তাকে দেওয়া নির্দেশ পালন করবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে, এই সময় দেখতে পেল আগন্তুক তার পরনের আলখেল্লা খুলে ফেলছে।

লোকটার ধবধবে সাদা শরীর দেখে আতঙ্কিত ও বিমূঢ় হয়ে

পড়ল সিস্টার। পিঠের সাদা চামড়ার উপর লালচে দাগগুলো আরও ভীতিকর ও কদর্য লাগছে তার চোখে। নিশ্চয়ই চাবুক মারা হয়েছে লোকটাকে!

লেবরানের উরুর বেল্ট ও ক্ষতটাও দেখল সিস্টার, ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছে ধূসর টাইল-এর মেঝেতে। আপনমনে মাথা নাড়ল ক্যাথেরিন, অপাস ডেই-এর রীতি ও আচার কোনদিনও তার মাথায় ঢুকবে না। তবে এই মুহূর্তে এ-সব নিয়ে তার মাথা ঘামাবার দরকারও নেই। অপাস ডেই কিস্টোনটা খুঁজছে। ওটার কথা তারা জানল কীভাবে সেটাই আশ্চর্য।

রক্তাক্ত সন্ন্যাসী আলখেল্লাটা পরে বেদির দিকে এগোচ্ছে, যাচ্ছে ওখানে রাখা বাইবেলটা খোলার জন্য।

ব্যালকনি থেকে বেরিয়ে এসে করিডর ধরে নিজের কোয়ার্টারের দিকে ফিরছে সিস্টার। হনহন করে হাঁটছে সে।

নিজের কামরায় পৌঁছে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে নিচু হলো ক্যাথেরিন, কাঠের বিছানার তলা থেকে তিন বছর ধরে লুকিয়ে রাখা একটা এনভেলাপ বের করল।

এনভেলাপ খুলে একটা কাগজ পেল সিস্টার; তাতে প্যারিসের চারটে টেলিফোন নম্বর লেখা।

কাঁপতে কাঁপতে ডায়াল শুরু করল সে।

ওল্ড টেস্টামেন্ট ওল্টাচ্ছে লেবরান। বুক অভ জব খুঁজে পেল। খুঁজে পেল চ্যাপ্টার আটত্রিশ। পরমুহূর্তে হতাশ হয়ে পড়ল সে, কারণ এগারো নম্বর পঙ্‌ক্তিতে মাত্র সাতটা শব্দ রয়েছে।

HITHERTO S ALT THOU COME, BUT NO FURTHER.

এ-পর্যন্তই আসবে তুমি, তার বেশি নয়।

মোনা লিসার নীচে, মেঝেতে শুয়ে রয়েছে রানা। ওর দিকে চোখ

রেখে সিকিউরিটি ওয়ার্ডেন পেরেট অগাস্টি দাঁতে দাঁত পিষছে। সে ভাবছে, এই বাস্টার্ড তার প্রিয় ব্যক্তি কিউরেটার ল্যাক বেসনকে খুন করেছে। সে একা নয়, তার সিকিউরিটি টিমের প্রত্যেকে ল্যাক বেসনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত।

রানার পিঠে একটা গুলি করতে চায় অগাস্টি। সিনিয়র গার্ডদের মধ্যে একমাত্র তাকেই সঙ্গে পিস্তল রাখবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে, ভাবল সে, গুলি খেয়ে মারা গেলে লোকটা আসলে বেঁচে যাবে। অন্তত ষাঁড় মহাশয়ের নির্যাতন আর ফ্রেঞ্চ প্রিজন সিস্টেম থেকে এই লোককে রেহাই দেওয়া যায় না।

ওয়াকি-টকি অন করে মেসেজ পাঠাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল অগাস্টি, কিন্তু যান্ত্রিক শব্দজট ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। পিস্তলটা এখনও রানার দিকে তাক করা, সাবধানে দরজার দিকে পিছু হটছে।

হঠাৎ কী যেন একটা দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল অগাস্টি।

ওহ্ গড, কী ওটা!

ভয়ে আত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার অবস্থা হলো অগাস্টির। অস্পষ্ট একটা দেহরেখা সৃষ্টি হচ্ছে। কামরার ভিতরে আরও কেউ আছে? একটা মেয়ে! অন্ধকারে নড়ছে, হেঁটে যাচ্ছে বাম দিকের দেয়াল লক্ষ্য করে। তার সামনের মেঝেতে বেগুনি রঙের আলো আগুপিছু নড়াচড়া করছে, রঙিন টর্চলাইট নিয়ে কী যেন খুঁজছে সে।

'কে?' গলায় জোর এনে জানতে চাইল অগাস্টি। এই মুহূর্তে দ্বিধার মধ্যে রয়েছে সে, জানে না পিস্তলটা কার দিকে তাক করবে।

'পিটিইএস,' শান্তসুরে জবাব দিল তরুণী, এখনও নিজের কাজ করে যাচ্ছে– রঙিন আলোর সাহায্যে মেঝেতে কিছু খুঁজছে।

পুলিশ টেকনিক এট স্যায়েন্টিফিক।

অগাস্টি ইতোমধ্যে ঘামতে শুরু করেছে। তার ধারণা ছিল জুডিশিয়াল পুলিশের সব কজন এজেন্ট চলে গেছে। বেগুনি আলোটাকে এখন সে আলট্রাভায়োলেট রে বলে চিনতে পারছে,

জানে পিটিইএস ব্যবহার করে এই আলো। কিন্তু তারপরও বুঝতে পারছে না ডিসিপিজে এখানে কেন এভিডেন্স খুঁজবে!

'কে আপনি?' গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করল অগাস্টি। 'নাম কী?'

'চেঁচাবেন না,' মেঝেতে বসার সময় বলল রানা। 'ভয় পাবারও কিছু নেই। ওর নাম সোফিয়া ক্লাউডেল।' উঠে বসে হাত দুটো মাথার উপর তুলল।

সোফিয়া? এটা মসিয়ো ল্যাক বেসনের একমাত্র নাতনির নাম না? একসময় দাদুর সঙ্গে আসত মেয়েটি, তবে সে অনেক বছর আগের কথা।

'আপনি আমাকে চেনেন,' নিজের কাজ না থামিয়েই বলল সোফিয়া। 'আরেকটা কথা। মসিয়ো মাসুদ রানা আমার দাদুকে খুন করেননি। আমার কথা বিশ্বাস করুন।'

কারও কথায় কিছু বিশ্বাস করতে রাজি নয় অগাস্টি। ওয়াকি-টকির সাহায্যে আরেকবার মেসেজ পাঠাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। কামরার চৌকাঠ এখনও বিশগজ দূরে। রানার দিকে পিস্তল ধরে রেখে আবার পিছু হটতে শুরু করল সে। তার ব্যাকআপ দরকার।

পিছু হটবার সময় অগাস্টি লক্ষ করল তরুণী তার টর্চের রঙিন আলো মোনা লিসার উল্টোদিকের একটা ছবির উপর ফেলেছে। বড়সড় পেইন্টিংটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে সে।

আঁতকে উঠল গার্ড অগাস্টি, চিনতে পেরেছে ছবিটা কার।

ওহ্ গড, মেয়েটার উদ্দেশ্য কী?

কামরার উল্টোদিকে সোফিয়া অনুভব করল তার কপালে ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে একটা মাস্টারপিস-এর চারপাশের গোটা এলাকা স্ক্যান করছে সে– সেটাও দ্য ভিঞ্চির ছবি।

কিন্তু আলট্রাভায়োলেট লাইটে অস্বাভাবিক কিছু দেখা গেল না। না দেয়ালে, না মেঝেতে, না ক্যানভাসে।

কিন্তু এখানে কিছু একটা না থেকে পারে না!

এই মাস্টারপিসটার ক্যানভাস পাঁচ ফুট লম্বা। দ্য ভিঞ্চির আঁকা বিদঘুটে দৃশ্যটায় দেখা যাচ্ছে বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকা একটা পাথরের উপর জন দ্য বাপ্টিস্ট, অ্যাঞ্জেল ইউরিয়েল আর শিশু যিশুকে সঙ্গে নিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে রয়েছে কুমারী মাতা মেরি। ছোটবেলায় যতবার মোনা লিসা দেখতে এসেছে সোফিয়া, তার দাদু প্রতিবার কামরার আরেক প্রান্তে টেনে এনে এই দ্বিতীয় ছবিটাও দেখিয়েছেন তাকে।

আপনমনে বিড় বিড় করল সোফিয়া। প্রিয় দাদু, আমি এসেছি এখানে! কিন্তু কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না!

পিছন থেকে ভেসে আসা আওয়াজ শুনে সোফিয়া বুঝতে পারছে রেডিও অন করে আবার কারও সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করছে গার্ড।

জলদি! চিন্তা করো!

মোনা লিসার সামনে কাঁচ আছে, সেই কাঁচের উপর লিখতে পেরেছেন দাদু: So dark the con of man. কিন্তু এই ছবিটার সামনে কোনও কাঁচ নেই। জানা কথা, কিছু লিখে এত মূল্যবান একটা ছবি তার দাদু নষ্ট করবেন না।

থামল সোফিয়া। দাদু কিছু লিখবেন না... অন্তত ছবিটার উপরে, তাই না? তার দৃষ্টি উপরে ছুটে গেল, লম্বা কয়েকটা কেইবল ধরে উঠে যাচ্ছে, সিলিং থেকে নেমে আসা যে কেইবলের শেষপ্রান্তে ঝুলছে ক্যানভাসটা।

কাঠের ফ্রেমের বাম দিকটা ধরে নিজের দিকে টানল সোফিয়া, দেয়াল থেকে কিছুটা সরিয়ে আনছে ওটাকে। তারপর দেয়াল ও ক্যানভাসের মাঝখানে নিজের মাথা ও কাঁধ গলিয়ে দিল সে, আলোটা তুলে পিছনটা পরীক্ষা করছে।

না, কিছু নেই... এক সেকেন্ড!

ক্যানভাস ও ফ্রেমের মাঝখানে চকচকে কী যেন একটা গোঁজা রয়েছে না! আরে, ওটা তো একটা সোনার চেইনের প্রান্ত! তারপর

অবাক হয়ে সোফিয়া দেখল চেইনটার সঙ্গে একটা সোনালি চাবিও রয়েছে। নয় বছর বয়সে দেখা, তারপরও তার চিনতে কোনও অসুবিধে হলো না।

ক্রুসের মাঝখানে এমবস করা রয়েছে আশ্চর্য একটা সিম্বল, অলঙ্কৃত ডিজাইনের সঙ্গে জড়ানো দুটো হরফ। পি.এস।

সোফিয়া শুনতে পেল দাদু তার কানে ফিসফিস করছেন: 'ওটা আমার প্রিয় ফুল। ফ্লও-দ্য-লি।'

তারপর: 'চাবিটা একদিন আমি তোমার হাতে তুলে দেব।'

আবেগে সোফিয়ার গলা বুজে এল, উপলব্ধি করছে মারা যাওয়ার পরও দাদু তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন। মনে পড়ল দাদু তাকে আরও বলেছিলেন: 'চাবিটা দিয়ে একটা বাক্স খোলা যায়। সেই বাক্সে অনেক রহস্য আছে।'

সোফিয়া এখন বুঝতে পারছে আজ রাতের শব্দ-ধাঁধার মূল বিষয় হলো এই চাবিটা। খুন হওয়ার সময় দাদুর সঙ্গে ছিল এটা। চাননি পুলিশের হাতে পড়ুক, তাই এই পেইন্টিংটার পিছনে লুকিয়ে রেখে গেছেন। তারপর বিস্ময়কর একটা ধাঁধার সৃষ্টি করেছেন, জিনিসটা শুধু যাতে সোফিয়া পেতে পারে।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' ওয়াকি-টকিতে চেঁচাচ্ছে গার্ড।

ছবির পিছন থেকে চাবিটা বের করে নিল সোফিয়া, তারপর ইউভি পেনলাইটের সঙ্গে পকেটে ভরে ফেলল। ক্যানভাসের পিছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, গার্ড এখনও তার ওয়াকি-টকি কানে চেপে ধরে আছে। আগের মতই পিছু হটছে সে, হাতের পিস্তল রানার দিকে তাক করা।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' গলা চড়াল গার্ড।

যান্ত্রিক শব্দজট শুনতে পেল সোফিয়া। গার্ড মেসেজ পাঠাতে পারছে না। তার মনে পড়ল, ট্যুরিস্টরা মোনা লিসা চাক্ষুষ করবার আনন্দ সেল ফোনে আপনজনকে জানাতে গিয়ে বিড়ম্বনার শিকার হত এখানে, যোগাযোগ করতে পারত না।

কথা বলতে হলে কামরা থেকে করিডরে বেরুতে হবে গার্ডকে। তাই বেরুচ্ছে সে, কাজেই সোফিয়াকে এখন যা করবার দ্রুত করতে হবে।

ঝট করে মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। দ্য ভিঞ্চি থাকতে চিন্তা কী তার! তাঁর সাহায্য নিয়েই বিপদ কাটাবার চেষ্টা করবে সে।

পিছু হটছে পেরেট অগাস্টি, সোফিয়ার কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এদিকে তাকান,' বলল সোফিয়া।

তার দিকে তাকাল অগাস্টি, পরমুহূর্তে আঁতকে উঠে বলল, 'হায় ঈশ্বর, না!' লালচে আভার মধ্যে সে দেখল কেইবল থেকে ছবিটা খুলে মেঝেতে খাড়া করে রেখেছে সোফিয়া। কী ব্যাপার, কী করছে? তারপর যখন বুঝল কী করছে, সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডায় হয়ে জমে গেল তার রক্ত।

ক্যানভাসটা ঠিক মাঝখানে ফুলতে শুরু করেছে। কুমারী মেরি, শিশু যিশু আর জন দ্য বাপ্টিস্ট-এর চেহারা বিকৃত হয়ে উঠছে—যেন ব্যথা পাচ্ছে তারা।

'না!' গুঙিয়ে উঠল অগাস্টি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে পিছন থেকে সোফিয়া তার একটা হাঁটু দিয়ে চাপ দিচ্ছে ক্যানভাসে। 'না!' সে ভাবছে, কাকে গুলি করব? মরে গেলেও আমি দ্য ভিঞ্চির কোনও ছবির ক্ষতি করতে পারব না!

'আপনার পিস্তল ও রেডিও মেঝেতে নামিয়ে রাখুন,' শান্ত সুরে বলল সোফিয়া। 'তা না হলে ছবিটা আমি ছিঁড়ে ফেলব। আর সেজন্যে আপনিই দায়ী থাকবেন।'

অগাস্টির মাথাটা ঝিমঝিম করছে। পিস্তল ও ওয়াকি-টকি মেঝেতে নামিয়ে রাখল সে, তারপর আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত দুটো মাথার উপর তুলল।

'ধন্যবাদ,' বলল সোফিয়া। 'এখন আমি যা বলব তাই

করবেন। দেখবেন, তা হলে সব ঠিক হয়ে যাবে আবার।'

কয়েক মুহূর্ত পর। ইমার্জেন্সি সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে গ্রাউন্ড লেভেলে নেমে এল রানা ও সোফিয়া।

গার্ডের পিস্তলটা এখন রানার হাতে। 'খুবই মূল্যবান একটা জিনিস আপনি নষ্ট করতে যাচ্ছিলেন,' বলল ও।

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'ম্যাডোনা অভ দ্য রকস,' বলল সে। 'তবে বাছাইটা আমার নয়, দাদুর। ছবিটার পেছনে আমার জন্যে ছোট্ট একটা জিনিস রেখে গেছেন তিনি।'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। 'কিন্তু আপনি জানলেন কীভাবে কোন্ ছবিটা বাছাই করেছেন তিনি? এত থাকতে ম্যাডোনা অভ দ্য রকস-ই বা কেন?'

'So dark the con of man,' বলল সোফিয়া, চোখে-মুখে বিজয়িনীর উল্লাস। 'প্রথম দুটো অ্যানাগ্র্যাম আমি মিস করেছি, রানা। তৃতীয়টা ঠিকই ধরে ফেলেছি।'

পনেরো

সেইন্ট-সালপিস্-চার্চ।

নিজের কামরা থেকে টেলিফোনে কথা বলছে সিস্টার ক্যাথেরিন। 'তাঁরা মারা গেছেন!' অ্যানসারিং মেশিনে মেসেজ পাঠাচ্ছে সে। 'প্লিজ মেসেজটা পিক করুন! সবাই তাঁরা মারা গেছেন!'

তালিকার প্রথম তিনটে ফোন নম্বর ভীতিকর ফলাফল প্রসব

করেছে– আধ-পাগল এক বিধবা, মৃত্যুশোকে কাতর কোনও পরিবারকে সান্ত্বনাদানরত একজন বিষণ্ন প্রিস্ট, রাত জেগে মার্ডার কেসের তদন্তে ব্যস্ত এক ডিটেকটিভ। ক্যাথেরিন বুঝল, তিনটে কনট্যাক্ট-ই মারা গেছে।

সবশেষে চতুর্থ ও শেষ নম্বরে ডায়াল করেছে সিস্টার। কথা হয়ে আছে, প্রথম তিনটে থেকে সাড়া না পেলেই কেবল চতুর্থ নম্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।

এখানে একটা অ্যানসারিং মেশিন পেয়েছে সে। মেশিন কারও নাম উচ্চারণ করল না, শুধু বলা হলো– কোনও মেসেজ থাকলে রেখে যান।

'ফ্লোর প্যানেল ভেঙে ফেলা হয়েছে!' সিস্টারের বলবার সুরে আবেদন। 'বাকি তিনজন বেঁচে নেই।'

যে চার ব্যক্তিকে প্রোটেকশন দিচ্ছে সিস্টার ক্যাথেরিন তাদের পরিচয় তার জানা নেই, শুধু জানে, বিছানার তলায় রাখা প্রাইভেট ফোন নম্বরগুলো শুধু একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যাবে।

অচেনা বার্তাবাহক তাকে বলেছিল: *ওই ফ্লোর প্যানেল যদি কখনও ভাঙা হয় তা হলে বুঝতে হবে আমাদের ওপর মহল ধসে পড়েছে। বুঝতে হবে মারাত্মক হুমকির মুখে মরিয়া হয়ে আমাদের কেউ একটা মিথ্যেকথা বলেছে। নম্বরগুলোয় ফোন করবেন। বাকি সবাইকে সাবধান করে দেবেন। এই কাজটায় আপনার যেন কোনও ভুল না হয়।*

প্ল্যানটা সহজ অথচ ফুলপ্রুফ। ব্রাদারদের কারও পরিচয় যদি ফাঁস হয়ে যায়, সে মিথ্যে বলবে; আর অমনি একটা মেকানিজম চালু হয়ে গিয়ে বাকিদেরকে সাবধান করে দেবে। যদিও দেখা যাচ্ছে একজন নয়, আরও বেশি ব্রাদার বিপদে পড়েছে।

'দয়া করে জবাব দিন,' ভয় পাওয়ায় ফিসফিস করছে সিস্টার। 'আপনি কোথায়?'

'রিসিভারটা নামিয়ে রাখুন,' দোরগোড়া থেকে ভারী একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

আঁতকে উঠে ঘুরল সিস্টার। প্রকাণ্ডদেহী সন্ন্যাসীকে দেখে দম বন্ধ হয়ে এল তার। লোহার ভারী মোমদানীটা শক্ত করে ধরে আছে সে।

কাঁপতে কাঁপতে রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখল সিস্টার।

'সবাই তারা মারা গেছে,' বলল সন্ন্যাসী। 'চারজনই। মারা যাবার আগে আমাকে বোকা বানিয়ে রেখে গেছে তারা। এবার আপনি বলুন আমাকে, কিস্টোনটা কোথায়।'

'জানি না!' সিস্টার ক্যাথেরিন সত্যি কথাই বলছে। 'ওটা একটা গোপন তথ্য, আমার তা জানার কথা নয়।' *যাদের জানার কথা তারা মারা গেছে।*

সন্ন্যাসী কামরায় ঢুকল। এগিয়ে আসছে। তার সাদা মুঠো আরও যেন শক্ত করে চেপে ধরল ভারী মোমদানীটা। 'চার্চের একজন সিস্টার আপনি, তারপরও তাদের হয়ে কাজ করেন?'

'যিশুর সত্যিকার মেসেজ তো একটাই,' প্রতিবাদের সুরে বলল সিস্টার। 'সেই মেসেজটা অপাস ডেই-এর মধ্যে আমি দেখি না।'

সন্ন্যাসীর চোখ অকস্মাৎ প্রচণ্ড রাগে যেন দপ্ জ্বলে উঠল। লোহার মোমদানীটা মাথার পাশে তুলল সে, তারপর সবেগে নামিয়ে আনল বৃদ্ধার মাথায়।

কোনও শব্দ না করে ঢলে পড়ছে সিস্টার। জগৎ অন্ধকার হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে হতাশা গ্রাস করল তাকে– চারজনই মারা গেছে! মহামূল্যবান সত্য চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল!

ওড়া পাকা চাতাল ধরে ছুটছে রানা ও সোফিয়া।

'ওই যে আমার স্মার্টকার!' হাত তুলে রাস্তার ওপারের কার পার্কিং-এর জায়গাটা দেখাল সোফিয়া। এটা মিউজিয়ামের পিছন দিক।

সামনের দিক থেকে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে আসছে, অ্যালার্মের শব্দকে ছাপিয়ে। বাঁক নিয়ে যে-কোন মুহূর্তে পুলিশ কার চলে আসবে এদিকে।

রক্তবর্ণ গাড়িটার কাছাকাছি এসে অবাক হয়ে গেল রানা। এত ছোট! ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে সোফিয়া বলল, 'স্মার্টকারের মজা হলো, এক লিটারে একশো কিলোমিটার পার।'

'আমি চালাই?'

'প্লিজ!'

কার পার্কিং থেকে বেরিয়ে সরু একটা গলিতে ঢুকে পড়ল রানা, দশ সেকেন্ডও পেরোয়নি গলির মুখটাকে পাশ কাটাল পুলিশ কার।

এ-গলি ও-গলি হয়ে কয়েক মিনিট পর শম্য এলিজে-র উল্টোদিকের রাস্তায় পৌছাল ওদের টু-সিটার স্মার্টকার, অন্য পথ ধরে ফিরে যাচ্ছে লুভার মিউজিয়ামের দিকে।

'মানে?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া। 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?'

'দেখতে চাই কী করছে পুলিশ,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা। 'আপনার এই গাড়ি তো ওরা চেনে না।'

মিউজিয়ামের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ির স্পিড একটু কমাল রানা। পুলিশ ওদেরকে ধাওয়া করতে গেছে বলে মনে হলো না, চওড়া চাতালে তাদের বেশ কয়েকটা টহল কার দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারদিক থেকে আরও গাড়ি আসতে দেখা গেল।

মিউজিয়াম পিছনে ফেলে এল ওরা। বাংলাদেশ দূতাবাসের দিকে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। 'কিছু বলছেন না যে?' জিজ্ঞেস করল ও।

পাশেই বসে আছে সোফিয়া, তবে চলে গেছে অন্য কোনও জগতে।

চিন্তা করছে রানা ..

So dark the con of man.

সোফিয়ার মাথায় বিদ্যুচ্চমকের মত বুদ্ধিটা খেলে গেছে।

Madonna of the rocks.

একটা আরেকটার নিখুঁত অ্যানাগ্রাম।

সোফিয়ার জানা ছিল দাদু ওই ছবির পিছনে তার জন্য কিছু একটা রেখে গেছেন। ফাইনাল কোনও মেসেজ? দাদুর অসামান্য বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করে পারছে না সোফিয়া, কিছু লুকাবার জন্য ম্যাডোনা অভ দ্য রকস-এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না।

আজ সন্ধ্যায় সিম্বলিজমের যে চেইন তৈরি হয়েছে, ম্যাডোনা অভ দ্য রকস তারই একটা লিঙ্ক। রানাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল ও ভেঙেচুরে।

মিলান-এর স্যান ফ্রানসেসকো চার্চের বেদিতে সেন্টারপিস হিসাবে রাখবার জন্য ছবিটা আঁকবার ফরমাশ করা হয়েছিল। ছবির মাপ ও বিষয়বস্তু কী হবে তা খুব ভালভাবে নানরা বুঝিয়ে দিয়েছিল লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে– কুমারী মাতা মেরি, জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট, ইউরিয়েল আর নবজাতক যিশু একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছে। ফরমাশ অনুসারেই কাজ করেন দ্য ভিঞ্চি, কিন্তু ডেলিভারির সময় নানদের গ্রুপটা ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠে। ছবিটা তিনি বিতর্কিত ও বিব্রতকর ডিটেইলস-এ ভরে তুলেছিলেন।

তাদেরকে খুশি করবার জন্য আরেকটা ছবি আঁকেন দ্য ভিঞ্চি। সেটার নাম দেওয়া হয়: ভার্জিন অভ দ্য রকস্।

ছবিটা এখন লন্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারিতে আছে।

'পেইন্টিংটার পেছনে কি ছিল?' সব শোনার পর সোফিয়াকে জিজ্ঞেস করল রানা।

একদৃষ্টে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সোফিয়া। 'দেখাব আপনাকে। আগে আমরা দূতাবাসের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাই।'

'কোনও জিনিস?' রানা বিস্মিত। 'মসিয়ো বেসন ফিজিকাল কিছু রেখে গেছেন?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। বলল, 'এমবস করা ফ্লও-দ্য-লি-র সঙ্গে দুটো ইনিশিয়াল।'

রানার সন্দেহ হলো, বোধহয় ভুল শুনছে।

পকেটে রাখা চাবিটার কথা ভাবছে সোফিয়া। ছোটবেলায়, সেই প্রথমবার দেখবার অভিজ্ঞতাটা মনে পড়ে যাচ্ছে তার। তেকোনা শাফট, যোগচিহ্নের মত ক্রুস, গায়ে বিন্দু বিন্দু দাগ, এমবস করা ফুলের নকশা ও দুটো হরফ– P.S।

চাবিটার কথা বহু বছর সোফিয়ার মনে পড়েনি, তবে ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিতে কাজ করবার সুবাদে সিকিউরিটি সম্পর্কে প্রচুর শিখেছে সে, তাই চাবিটার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য তাকে এখন আর হতভম্ব করে না। দাঁত নেই, তার বদলে লেযার দিয়ে পোড়ানো বিন্দু বিন্দু দাগ আছে; ওগুলো পরীক্ষা করবে একটা ইলেকট্রনিক চোখ। সেই চোখ যদি সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে ছয়কোনা দাগগুলো পরস্পরের সঙ্গে সমান ব্যবধান রাখছে তা হলে সংশ্লিষ্ট তালাটা খুলবে।

এ-ধরনের একটা চাবি দিয়ে কী খোলা যাবে সোফিয়ার কোনও ধারণা নেই। তবে তার বিশ্বাস, রানা বলতে পারবেন। অন্তত কখনও না দেখা সত্ত্বেও চাবিটার এমবস সিল-এর হুবহু বর্ণনা দিতে পেরেছেন তিনি। মাথার দিকে ওই যোগচিহ্ন নাকি কোনও এক খ্রিশ্চান অর্গানাইজেশনের লোগো, অথচ সোফিয়া এমন কোনও চার্চের কথা শোনেনি যেখানে লেযার-টুলড্ ভ্যারিইং মেইট্রিক্স চাবি ব্যবহার করা হয়।

তা ছাড়া, ভাবল সোফিয়া, আমার দাদু খ্রিশ্চান ছিলেন না...

তার প্রমাণ দশ বছর আগেই প্রত্যক্ষ করেছে সোফিয়া। কাকতালীয় ব্যাপার হলো, সেটাও একটা চাবি ছিল, তবে এটার মত নয়– সেই চাবি সোফিয়ার কাছে দাদুর আসল চেহারাটা মেলে ধরেছিল।

বিকেলটা খুব গরম, প্লেন থেকে চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে নেমে

একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরছে সোফিয়া। চাপা উত্তেজনা বোধ করছে সে, দাদুকে দারুণ চমকে দেওয়া যাবে। ব্রিটেনের গ্র্যাজুয়েট স্কুল থেকে গ্রীষ্মের ছুটিটা নির্দিষ্ট সময়ের দিন কয়েক আগেই পাওয়া গেছে, দাদুর সঙ্গে দেখা করে কোড-ডিকোড কী শিখেছে বলবার জন্য অস্থির হয়ে আছে সোফিয়া।

তবে নিজেদের প্যারিসের বাড়িতে এসে দাদুকে সোফিয়া পেল না। হতাশ হয়ে সে ভাবল, তার আসবার কথা জানা না থাকায় নিশ্চয়ই মিউজিয়ামে কোনও কাজে গেছেন তিনি। কিন্তু আজ শনিবার, আর সময়টা বিকেল! এখন তো দাদুর মিউজিয়ামে থাকবার কথা নয়। ছুটির দিনগুলোয় তিনি সাধারণত...

মুচকি হেসে গ্যারেজের দিকে ছুটল সোফিয়া। গিয়ে দেখে যা ভেবেছে তা-ই, দাদুর গাড়িটা নেই। আজ সাপ্তাহিক ছুটির শুরু। আর ছুটির দিনে এক জায়গাতেই যান কিউরেটার বেসন– উত্তর প্যারিসে, তাঁর শ্যাতোয়। ওখানে যাওয়ার জন্যই শুধু গাড়িটা ব্যবহার করেন তিনি।

ছুটি কাটানোর মেজাজ তো সোফিয়ারও, কাজেই দাদুকে চমকে দেওয়ার ইচ্ছে নিয়ে সন্ধের আগেই এক বান্ধবীর গাড়ি চেয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে।

পাহাড় টপকে, নদী পেরিয়ে রাত দশটার দিকে গন্তব্যে পৌছাল সোফিয়া। প্রাইভেট রোডটা প্রায় এক মাইল লম্বা। অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে আসবার পর গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাড়িটা দেখতে পেল সে। পাথরের তৈরি পুরানো, প্রকাণ্ড একটা দালান; ছোটখাট পাহাড়ের পাশে বনভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে।

সোফিয়ার ধারণা ছিল, এত রাতে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে দাদু। তবে বাড়িতে আলো জ্বলছে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। তার আনন্দ বিস্ময়ে পরিণত হলো গাড়ি-বারান্দাটা দামি সব গাড়িতে ঠাসা রয়েছে দেখে। মার্সিডিজ, বিএমডব্লিউ, রোলস-রয়েস... কী নেই!

বিস্মিত হলেও, আপনমনে হাসল সোফিয়া। কে বলে তার দাদু নিভৃতচারী? ওটা আসলে তাঁর ভান! দেখা যাচ্ছে ওর স্কুলে থাকার সুযোগে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে রীতিমত পার্টির আয়োজন করেন দাদু! আর গাড়ির বহর দেখে বোঝা যাচ্ছে প্যারিসের প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই শুধু উপস্থিত থাকেন সে পার্টিতে।

দাদুকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছে, ছুটে সদর দরজার সামনে চলে এল সোফিয়া। কিন্তু দরজায় তালা দেওয়া রয়েছে দেখে বিস্মিত হলো সে। নক করল। সাড়া দিচ্ছে না কেউ। বাড়ির পিছনে এসে খিড়কি দরজায় নক করল, তারপরও কারও সাড়া নেই।

কান পেতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সোফিয়া। কোনও মিউজিক নেই। কারও গলা পাওয়া যাচ্ছে না। বনভূমিও নীরব।

বাড়ির পাশে চলে এসে কাঠের স্তূপে চড়ল সোফিয়া, তারপর জানালার কাঁচে চোখ রেখে লিভিং রুমের ভিতরে তাকাল। কেউ নেই। গোটা ফার্স্ট ফ্লোর খালি পড়ে আছে।

ব্যাপারটা কী! এত লোক গেল কোথায়?

এক ছুটে উডশেড-এ চলে এল সোফিয়া, জানে স্পেয়ার চাবিটা কোথায় রাখেন দাদু। কাঠের একটা বাক্স থেকে চাবিটা নিয়ে সদর দরজায় ফিরে এল সে, তালা খুলে হল-এ ঢুকল। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটি সিস্টেমের কন্ট্রোল প্যানেলে একটা লাল আলো ঘনঘন জ্বলতে-নিভতে শুরু করল। ওটা একটা ওয়ার্নিং, দশ সেকেন্ডের মধ্যে যথাযথ কোড টাইপ করতে হবে, তা না হলে বেজে উঠবে সিকিউরিটি অ্যালার্ম।

সোফিয়ার আশ্চর্য লাগল। পার্টি চলার সময় অ্যালার্ম অন করে রেখেছেন দাদু? ঝামেলা এড়াবার জন্য তাড়াতাড়ি কোড টাইপ করতে হলো তাকে।

ভিতরে ঢুকে গোটা একতলা খালি পেল সোফিয়া। উপরতলাও। সিঁড়ি বেয়ে আবার নেমে এসেছে লিভিং রুমে,

মেঝেতে দাঁড়িয়ে চুপচাপ চিন্তা করছে সে, ব্যাপারটা

এই সময় শুনতে পেল সোফিয়া।

ভোঁতা কণ্ঠস্বর। যেন নীচ থেকে উঠে আসছে। ঘাবড়ে গেছে সোফিয়া। তবে সাহস হারায়নি। লিভিং রুমে বসল সে, তারপর নিচু হয়ে মেঝেতে কান ঠেকাল। কোনও সন্দেহ নেই, আওয়াজটা নীচ থেকেই উঠে আসছে। শব্দটা... যেন অনেক মানুষ সুর করে কিছু পড়ছে, কিংবা গান গাইছে।

ভয় পেল সোফিয়া। আওয়াজটার চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল এই উপলব্ধি যে বাড়িটায় কোনও বেযমেন্ট নেই। অন্তত সে কোনওদিন কোনও বেযমেন্ট দেখেনি। অথচ সেখান থেকে উঠে আসছে আওয়াজ।

লিভিং রুমটা খুঁটিয়ে দেখছে সোফিয়া। গোটা বাড়িতে মাত্র একটা জিনিসকে মনে হলো জায়গামত নেই– একটা অ্যান্টিক ট্যাপেস্ট্রি, দেয়াল ঢাকার জন্য এমব্রয়ডারি করা পরদা। সাধারণত ফায়ারপ্লেসের পাশে পুব দেয়ালে থাকে। আজও তা-ই রয়েছে, তবে একপাশে সরানো, ফলে ওটার পিছনের দেয়াল নিরাবরণ হয়ে পড়েছে।

কাঠের দেয়ালের দিকে এগোবার সময় সোফিয়া বুঝতে পারল, সুরেলা কোরাসের আওয়াজ আরও বাড়ছে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে কাঠের গায়ে কান ঠেকাল সে। গলার আওয়াজ এখন আরও পরিষ্কার। কোনও সন্দেহ নেই, বেশ কিছু মানুষ সুর করে কিছু আবৃত্তি করছে। তবে কী আবৃত্তি করছে বোঝা যাচ্ছে না।

তার মানে, ভাবল সোফিয়া, এই দেয়ালের পিছনটা ফাঁকা। প্যানেলের কিনারায় আঙুল বুলিয়ে কয়েক সেকেন্ড খুঁজতেই একটা খুদে খাঁজ পাওয়া গেল। অত্যন্ত কৌশলে জিনিসটা তৈরি করা হয়েছে। খাঁজে আঙুল বাধিয়ে টান দিতেই একটা স্লাইডিঙ ডোর খুলে গেল। সেই সঙ্গে কোরাসের আওয়াজ বেড়ে গেল হঠাৎ।

বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে, প্যাঁচানো একটা পাথুরে সিঁড়ি

বেয়ে নামতে শুরু করল সোফিয়া। সেই ছোটবেলা থেকে এই বাড়িতে আসা-যাওয়া করছে সে, অথচ আজ পর্যন্ত এই সিঁড়ির অস্তিত্ব সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না! কিচ্ছু বলেনি কেউ।

যত নামছে ততই ঠাণ্ডা লাগছে বাতাস। কোরাসটা আগের চেয়ে জোরাল। পুরুষ ও নারী কণ্ঠস্বর এখন আলাদা করা যাচ্ছে। সিঁড়িটা প্যাঁচানো বলে তার দৃষ্টি খুব বেশি দূর যাচ্ছে না, তবে শেষ প্যাঁচ ঘুরছে সে, এখনই দেখা যাবে কী হচ্ছে এখানে।

শেষ প্যাঁচটা ঘুরে সামনে বেযমেন্টের অল্প খানিকটা মেঝে দেখতে পেল সোফিয়া। পাথরের উপর ফায়ারপ্লেসের কাঁপা ঁপা কমলা আভা পড়েছে।

দম আটকে রেখে আরও কয়েকটা ধাপ নামল সোফিয়া, তারপর উবু হয়ে বসে সামনে তাকাল। কী দেখছে বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গেল তার।

কামরাটা গুহার মত, সম্ভবত পাশের পাহাড়ের গ্র্যানিট কেটে তৈরি করা হয়েছে। আলো আসছে শুধু দেয়ালে আটকানো মশাল থেকে। লালচে আলোর আভায় দেখা গেল, চেম্বারের মাঝখানে ত্রিশ-বত্রিশজন মানুষ বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

স্বপ্ন? নিজেকে চিমটি কাটল সোফিয়া। ব্যথা পেয়ে নিঃশব্দে মুখ বাঁকাল। তারপরও ভাবছে, এ স্বপ্ন না হয়ে যায় না।

কামরায় উপস্থিত সবাই মুখোশ পরে আছে। মেয়েরা পরেছে সাদা গাউন, সোনালি জুতো। তাদের মুখোশও সাদা। সবার হাতে একটা করে সোনালি গোলক দেখা যাচ্ছে। পুরুষরা পরেছে লম্বা কালো টিউনিক ও কালো মুখোশ।

তাদের সামনের মেঝেতে কিছু একটা রাখা আছে। সেটার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের ভঙ্গিতে বৃত্তের সবাই দুলে দুলে, সুর করে কোরাস গাইছে। সোফিয়া ঠিক দেখতে পাচ্ছে না জিনিসটা কী।

কোরাসের আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে। আওয়াজটা এক সময় প্রচণ্ড হয়ে উঠল। তাঁরা সবাই বৃত্তের ভিতর দিকে এক পা করে

সামনে এগোল, তারপর হাঁটু গাড়ল মেঝেতে। এতক্ষণে সোফিয়া দেখতে পেল তাদের সামনে জিনিসটা কী।

সেই মুহূর্তেই, আতঙ্কে পিছু হটার সময়, সোফিয়া উপলব্ধি করল, ছবিটা চিরকালের জন্য তার মনে গাঁথা হয়ে গেছে। বমি করে ফেলবে বুঝতে পেরে ঘুরল সে, দেয়াল ধরে তাল সামলে ফিরে এল সিঁড়িতে।

ধাপ বেয়ে কীভাবে গ্রাউন্ড ফ্লোরে উঠেছে বলতে পারবে না সোফিয়া। খালি বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সে, ভূতে পাওয়া মানুষের মত ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে ফিরে গেল শহরে।

সোফিয়ার মনে হয়েছে সেই রাতটা তার জন্য অভিশপ্ত ছিল। মনে হয়েছে বেঈমানী করা হয়েছে তার সঙ্গে। নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি ত্যাগ করল সে। ডাইনিং রুমের টেবিলে একটা চিরকুট রেখে এল:

ওখানে আমি গিয়েছিলাম। আমাকে খুঁজো না।

চিরকুটের পাশে শ্যাতোর উডশেড থেকে নেওয়া স্পেয়ার চাবিটা রেখে এসেছে সোফিয়া।

হঠাৎ সেল ফোনটা বেজে ওঠায় এক নিমেষে বর্তমানে ফিরে এল সোফিয়া। পকেট থেকে সেট বের করে নম্বরটা দেখল। 'আপনার ফোন,' বলে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সেটটা।

ঠিক এই সময় স্মার্টকারের ব্রেক কষল রানা।

সামনে তাকিয়ে সোফিয়া দেখল অ্যাভিনিউ গ্যাব্রিয়েল-এ রয়েছে তারা, প্রায় একশো গজ দূরে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ দূতাবাসের বড়সড় সুদৃশ্য দালানটা। রানা শুধু ব্রেক করেনি, গাড়িটা ধীরে ধীরে ঘুরিয়েও নিচ্ছে। কারণটা পরিষ্কার– দূতাবাসের সামনে ব্যারিকেড তৈরি করে পজিশন নিয়েছে পুলিশ। ডিসিপিজে-র দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্যারিকেডের এপাশে। কিছু একটা সন্দেহ করে ড্রাইভাররা যে যার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

ফোন সেটটা কানে চেপে ধরে এতক্ষণে রানা বলল, 'হ্যালো?'

'মাসুদ ভাই,' রানা এজেন্সির প্যারিস শাখার প্রধান অর্জনের কণ্ঠস্বর। 'বাংলাদেশ দূতাবাসের দিকে ভুলেও যাবেন না।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। ধন্যবাদ, অর্জন। তোমরা সব ভাল তো?'

'জী, মাসুদ ভাই। আপনার কোনও সাহায্য লাগলে...'

'আপাতত লাগবে না,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

ষোলো

ছোট গাড়ি, এবারও সরু একটা গলিতে ঢুকে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিল রানা। পিছু নিয়ে কেউ আসছে না বুঝতে পেরে কাজের কথা পাড়ল সোফিয়া। সোয়েটারের পকেট থেকে তেকোনা চাবিটা বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

'রানা, এটা একবার দেখুন। ম্যাডোনা অভ দ্য রকস-এর পেছনে এটাই দাদু আমার জন্যে রেখে গেছেন।'

চোখে-মুখে আগ্রহ ফুটে উঠল, জিনিসটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে রানা। বেশ ভারী, ক্রুসের মত দেখতে, শাফটটা তেকোনা, গায়ে বিন্দু বিন্দু ছয়কোনা দাগ।

মুখ তুলল রানা। 'এটা লেযার-কাট কি,' বলল ও। 'ছয়কোনা দাগগুলো ইলেকট্রনিক চোখ দিয়ে পড়া যায়।'

'উল্টোদিকটা দেখুন,' বলল সোফিয়া।

বাঁক নিয়ে মেইন রোডে উঠে এল রানা, এত রাতে ফাঁকা পড়ে আছে। চাবিটা ঘোরাল ও। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে উঁচু হলো ভ্রূজোড়া। ক্রুস-এর মাঝখানে এমবস করা রয়েছে ফ্লও-দ্য-লি, তার পাশে

একজোড়া ইনিশিয়াল– P.S.

'সোফিয়া,' বলল রানা, গলায় উত্তেজনা, 'এই সিল-এর কথাই আপনাকে আমি বলেছিলাম। প্রায়রি অভ সায়ান-এর অফিশিয়াল সিল।'

'হ্যাঁ, আমার মনে আছে,' বলল সোফিয়া। 'আমিও আপনাকে বলেছি, এই চাবি আমি বহু বছর আগে দেখেছিলাম। দাদু আমাকে নিষেধ করে বলেছিলেন, এ-সম্পর্কে আমি যেন আর কাউকে কিছু না বলি।'

গাড়ি চালাবার ফাঁকে এমবস করা চাবিটা এখনও খুঁটিয়ে দেখছে রানা। জিনিসটার মধ্যে হাই-টেক প্রযুক্তি ও পুরানোদিনের সিম্বলিজম ব্যবহার করে প্রাচীন ও আধুনিক দুনিয়ার ফিউশন ঘটানো হয়েছে।

খুক করে কেশে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সোফিয়া। 'দাদু আমাকে বলেছেন, এই চাবি দিয়ে একটা বাক্স খোলা যায়। বাক্সটায় তাঁর অনেক রহস্য আছে।'

ল্যাক বেসনের মত মানুষ কী ধরনের রহস্য রেখে গেছেন, কল্পনা করতে গিয়ে রানার গা শিরশির করে উঠল। প্রায়রি টিকেই আছে শুধুমাত্র অপ্রকাশিত একটা রহস্যকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য। এই চাবিটার সঙ্গে কি তার কোনও সম্পর্ক আছে? 'আপনি জানেন না, এটা দিয়ে কোন্ বাক্সটা খোলা যায়?'

জবাব দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল সোফিয়া। হতাশ দেখাচ্ছে তাকে। 'আমার ধারণা ছিল আপনি আমাকে জানাবেন।'

একমনে কিছুক্ষণ গাড়ি চালাল রানা। তারপর আবার দেখল চাবিটা।

'দেখে মনে হচ্ছে খ্রিশ্চান, তাই না?' জানতে চাইল সোফিয়া।

নিশ্চিত নয় রানা। রানার জানামতে কোনও খ্রিশ্চান চার্চ বা সমাজ এ-ধরনের ক্রুস ব্যবহার করে না। টরচার ডিভাইস হিসাবে রোমানরা দীর্ঘ দণ্ডসহ যে ল্যাটিন ক্রুস তৈরি করেছিল তার সঙ্গে

এটার কোনও মিল নেই।

সামনের রাস্তায় চোখ রেখে রানা বলল, 'সোফিয়া, আমি শুধু আপনাকে এটুকু বলতে পারি যে যোগচিহ্নের মত এই ক্রসকে শান্তির প্রতীক বলে মনে করা হয়। এমনিতেও বোঝা যায় যে তেকোনা কাঠামো ক্রুসিফিকশন-এর জন্যে উপযোগী নয়। এটার খাড়া ও আড়াআড়ি অংশের মধ্যে যে ভারসাম্য দেখা যাচ্ছে সেটা আসলে নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক মিলন-এর কথা বলতে চাইছে, অর্থাৎ প্রায়রি-র দর্শনের সঙ্গে প্রতীকী অর্থে সঙ্গতি বজায় রাখছে এই ক্রস।'

রানার দিকে সতর্ক চোখে তাকাল সোফিয়া। 'আপনার আসলে কোনও ধারণা নেই, তাই না?'

মাথা নাড়ল রানা। 'বিন্দুমাত্র না।'

'ঠিক আছে, আগে চলুন রাস্তা থেকে সরি। চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে নিরাপদ একটা জায়গা দরকার আমাদের।'

প্রথমেই হোটেলের আরামদায়ক স্যুইটের কথা মনে পড়ল রানার। না, ওখানে ফেরার প্রশ্নই ওঠে না। 'আপনার আপত্তি না থাকলে, আমার এজেন্সির কোনও সেফ হাউসে?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা নাড়ল সোফিয়া। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'আপনি ঠাট্টা করছেন। নিজেও জানেন পুলিশের কাছ থেকে ওগুলোর একটাও এখন আর সেফ নয়,' বলল সে। 'সম্ভাব্য সবগুলো সেফ হাউসের ওপর নজর রাখছে ওরা। আমার জানামতে সিআইএ-রও প্রতিটি সেফ হাউস চেনেন অকটেভ, এটাই তাঁর কাজ।'

'আপনি প্যারিসে বাস করেন, অনেক লোককে চেনেন...

'অকটেভ আমার ফোন ও ই-মেইল রেকর্ডস চেক করবেন, জেরা করবেন আমার সহকর্মীদেরকে। হোটেলে ওঠাও সম্ভব নয়, কারণ উঠতে হলে পরিচয়-পত্র দেখাতে হবে।'

'আপনার পকেটের কী অবস্থা?' হঠাৎ জানতে চাইল রানা।

সোয়েটারের পকেট থেকে ছোট একটা পার্স বের করে খুলল সোফিয়া। 'একশো ইউরো। কেন?'

'ক্রেডিট কার্ড?'

'অবশ্যই।'

জ্যাকেটের আস্তিন সরিয়ে কালেক্টর'স-এডিশন মিকি মাউয রিস্টওয়াচ দেখল রানা। দুটো বেজে পনের মিনিট।

'ইন্টারেস্টিং ওয়াচ,' মন্তব্য করল সোফিয়া।

'এটার একটা লম্বা ইতিহাস আছে,' অন্যমনস্কভাবে বলল রানা। তারপর গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল ও। একটু পর বলল, 'পুলিশ এখন এই গাড়িটা খুঁজছে।'

'আপনার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। কী সেটা?'

'আমার ওপর আস্থা রাখুন।' ডিপ্লোম্যাটিক এরিয়াকে পাশ কাটিয়ে এসে উত্তরে ছুটছে ওদের গাড়ি।

কিছুক্ষণ পর এলাকাটা চিনতে পারল সোফিয়া। ওদের সামনে কাঁচ ঢাকা ট্রেন টার্মিনাল দেখা যাচ্ছে।

এক সারি ট্যাক্সির পিছনে, নিষিদ্ধ এলাকায় স্মার্টকার থামাল রানা, রাস্তায় পার্ক করবার প্রচুর জায়গা থাকা সত্ত্বেও। সোফিয়া কোনও প্রশ্ন করবার আগেই গাড়ি থেকে নেমে গেল রানা। দ্রুত পা চালিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ানো ট্যাক্সির পাশে পৌঁছাল, ঝুঁকে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে।

স্মার্টকার থেকে নামবার সময় সোফিয়া দেখল ট্যাক্সি ড্রাইভারকে এক তাড়া ইউরো দিচ্ছে রানা। ওর কথা শুনে মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার, তারপর সোফিয়াকে হকচকিয়ে দিয়ে, ওদেরকে না তুলেই ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল।

'কী ব্যাপার?' ফুটপাথে রানার পাশে এসে দাঁড়াল সোফিয়া, রাস্তার বাঁকে ট্যাক্সিটাকে হারিয়ে যেতে দেখছে।

ট্রেন স্টেশনের গেটের দিকে এগোল রানা। 'আসুন, ট্রেনের দুটো টিকিট কাটি। প্রথম কাজ প্যারিস থেকে বেরিয়ে যাওয়া।'

*

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে একটা ট্যাক্সি নিলেন বিশপ মার্সেল বেলমন্ড। ড্রাইভারকে বললেন, 'ক্যাসটেল গ্যানডলফো।'

রোমের ড্রাইভাররা সবাই জানে ওখানে ে র একটা বাড়ি আছে, গ্রীষ্মকালটা সেখানেই কাটান তিনি।

পরনের কালো পরিচ্ছদটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আরাম করে বসলেন বিশপ বেলমন্ড। পাঁচ মাস আগেও এই পথ দিয়ে ওখানে গেছেন তিনি।

পাঁচ মাস আগে ভ্যাটিকান থেকে ফোনে বিশপ বেলমন্ডকে রোমে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। কোনও কারণ দেখানো হয়নি। *আপনার প্লেনের টিকেট এয়ারপোর্টে রাখা আছে।* সবকিছু রহস্যের জাল দিয়ে ঢেকে রাখতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করে না পেইপল অফিস।

সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক সিটিতে তাদের ওয়ার্ল্ড হেডকোয়ার্টার তৈরি করা হয়েছে। বিশপ বেলমন্ড ধারণা করেছিলেন, অপাস ডেই-র এই সাফল্যকে উপলক্ষ করে পোপ ও অন্যান্য কর্মকর্তারা হয়তো একটা ফটো সেসনের আয়োজন করছেন।

আমন্ত্রণটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করেন বিশপ বেলমন্ড।

হিজ হোলিনেস ব্যক্তি হিসাবে বড় বেশি উদারপন্থী, পেইপ্যাসি দখল করেছেন ভ্যাটিকানের ইতিহাসে চূড়ান্ত রকমের বিতর্কিত ও অস্বাভাবিক গোপন মিটিঙের মাধ্যমে। এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষমতায় আরোহণের কারণে বিনয়ী হবেন, তা না, হোলি ফাদার কিছু মাত্র সময় নষ্ট না করে খ্রিশ্চান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অফিসকে নিজের পেশি দেখাতে শুরু করেছেন। কার্ডিনালদের কলেজ থেকে নিঃশর্ত সমর্থন পেয়ে পোপ এখন ঘোষণা দিচ্ছেন তাঁর মিশন হলো প্রয়োজনীয় সংস্কার করে ক্যাথলিসিজমকে তৃতীয় সহস্রাব্দের উপযোগী করা।

এর মানে হলো; বিশপ বেলমন্ডের সন্দেহ, ব্যক্তি হিসাবে পোপ এত বেশি জেদি যে তাঁর হয়তো ধারণা ঈশ্বরের আইন তিনি নিজেই লিখতে পারবেন, সেই সঙ্গে জিতে নেবেন যারা বলে বেড়াচ্ছে আধুনিক যুগের জন্য ক্যাথলিসিজম অনুপযোগী হয়ে পড়েছে, তাদের মন।

নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা, অপাস ডেই-এর প্রভাব ও ব্যাঙ্কের বিপুল টাকা ব্যবহার করে বিশপ বেলমন্ড পোপ আর তাঁর উপদেষ্টাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন চার্চের বিধি-বিধান শিথিল করা বেঈমানী ও কাপুরুষোচিত তো বটেই, সেই সঙ্গে পলিটিকাল সুইসাইডও বটে। তিনি তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, এর আগেরবার চার্চের আইন বদল করবার ফল মোটেও ভাল হয়নি– চার্চে আসা লোকজনের সংখ্যা কমে গেছে, চাঁদা থেকে আয় প্রায় নেই বললেই চলে, এমনকী চার্চে দায়িত্ব পালন করবার মত যথেষ্ট ক্যাথলিক প্রিস্ট পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না।

বিশপ বেলমন্ডের কথা হলো, চার্চের কাছ থেকে দৃঢ়তা ও দিক্-নির্দেশনা চায় মানুষ; উদারতা, কোমলতা বা প্রশ্রয় চায় না।

পাঁচ মাস আগের সেই রাতে ফিয়াট কার এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হওয়ার খানিক পরেই অবাক হয়ে বিশপ বেলমন্ড দেখলেন, তাঁকে ভ্যাটিকানের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। পাহাড়ী পথ ধরে পুবদিকে ছুটছে গাড়ি। 'কী হে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?' ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

ড্রাইভার জবাব দিল, 'অলব্যান হিলস-এ। আপনার মিটিং ক্যাসটেল গ্যানডলফোয়।'

পোপের সামার রেসিডেন্সে? আগে ওখানে যাননি বিশপ বেলমন্ড, যাওয়ার কোনও ইচ্ছেও কখনও জাগেনি। ষোলো শো শতাব্দীর দুর্গে শুধু পোপের বাড়ি নয়, ভ্যাটিকান অবযারভেটরি-ও আছে–. ইউরোপের অন্যতম আধুনিক অ্যাস্ট্রনমিকাল অবযার-ভেটরি ওটা। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে ভ্যাটিকান

মাঝেমধ্যেই বিজ্ঞানের সঙ্গে তাল মেলাবার প্রবণতা দেখিয়েছে। বিশপ বেলমন্ডের জন্য ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। বিশ্বাসকে বিজ্ঞানের সঙ্গে এক করবার কি কোনও যুক্তি থাকতে পারে? ঈশ্বরে যার বিশ্বাস আছে তার দ্বারা লক্ষ্যহীন বিজ্ঞানের চর্চা করা কখনোই সম্ভব নয়। বিশ্বাসের বস্তুগত কোনও প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

দুর্গের বিশাল চাতালে গাড়ি থেকে নামলেন বেলমন্ড, দেখলেন এক তরুণ প্রিস্ট তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে। 'বিশপ, স্বাগতম। আমি ফাদার পিকারিয়ো। এখানকার একজন অ্যাস্ট্রনমার।'

অসন্তোষ চেপে রেখে তার পিছু নিলেন বেলমন্ড। দুর্গের ভিতরটা রেনেসাঁ যুগের শিল্পকর্ম ও অ্যাস্ট্রনমি-র ইমেজ দিয়ে সাজানো। মার্বেল পাথরের তৈরি চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় কনফারেন্স হল, সায়েন্স লেকচার হল ও ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সার্ভিস-এর সাইন দেখলেন দেয়ালে। যত দেখছেন ততই মেজাজ খারাপ হচ্ছে তাঁর। সবকিছুর সঙ্গে আপস করছে চার্চ, ভাবলেন তিনি, যুগোপযোগী হওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এটাকে ভ্যাটিকানের পাগলামি ছাড়া আর কী বলা যায়!

টপ ফ্লোরের করিডরটা খুব চওড়া, শুধু একটা দিকে চলে গেছে। সেদিকে একটাই দরজা, তাতে তামার হরফে লেখা:

বিবলিয়োটেকা অ্যাস্ট্রনমিকা

এই জায়গার নাম শুনেছেন বিশপ বেলমন্ড, ভ্যাটিকানের অ্যাস্ট্রনমিকাল লাইব্রেরি। শোনা যায় পঁচিশ হাজার গ্রন্থ আছে এখানে– কপারনিকাস, গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন ও সেকি-র দুষ্প্রাপ্য কাজ সহ। সেই সঙ্গে এই অভিযোগও আছে যে পোপের প্রভাবশালী কর্মকর্তারা এখানে গোপন বৈঠকে মিলিত হন, যে-সব বৈঠক তাঁরা চান না ভ্যাটিকানের দেয়ালের ভিতরে অনুষ্ঠিত হোক।

এই মুহূর্তে, ট্যাক্সির সিটে বসে, বিশপ বেলমন্ড অনুভব করলেন

প্রথম মিটিংটার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তাঁর হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেছে। পেশিতে ঢিল দিলেন তিনি, বড় করে শ্বাস নিলেন।

সব ঠিক হয়ে যাবে, নিজেকে আশ্বস্ত করলেন বিশপ। ভাবলেন, সেল ফোনটা বাজলে খুশি হতাম। *লালিক তাঁকে ফোন করছে না কেন? এতক্ষণে তো কিস্টোনটা পেয়ে যাওয়ার কথা লেবরানের।*

রেলস্টেশনে ঢোকা ও বেরুবার পথে সন্দেহজনক চরিত্র ঘোরাফেরা করছে– কার্ডবোর্ড সাইন হাতে আশ্রয়হীন লোকজন, ব্যাকপ্যাক মাথায় দিয়ে ঘুমাচ্ছে কলেজ ছাত্ররা, নীল ইউনিফর্ম পরা কুলিরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে সিগারেট ফুঁকছে।

সোফিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড ওভারহেড ডিপারচার বোর্ড-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। তালিকার একদম উপরেই লেখাটা পড়ল ও:

লিলি– র‍্যাপিড– ৩:০৬

'গন্তব্য হিসেবে লিলি মন্দ নয়,' বলল রানা। 'তবে ট্রেনটা আরও আগে ছাড়লে খুশি হতাম।'

আরও আগে? হাতঘড়ি দেখল সোফিয়া। তিনটে বাজতে মাত্র এক মিনিট বাকি। আর সাত মিনিট পর ট্রেন ছাড়বে, অথচ এখনও টিকিট কাটা হয়নি ওদের।

পথ দেখিয়ে সোফিয়াকে টিকিট উইন্ডোর দিকে নিয়ে এল রানা, বলল, 'আপনার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে দুটো টিকিট কাটুন।'

'কিন্তু আমার ধারণা ক্রেডিট কার্ড ট্রেস করা সম্ভব–'

'হ্যাঁ, জানি।' মাথা ঝাঁকাল রানা।

এরপর আর তর্ক চলে না। সোফিয়া সিদ্ধান্ত নিল, রানার চেয়ে এগিয়ে থাকার চেষ্টা করে লাভ নেই। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে লিলির দুটো কোচ টিকিট কাটল সে, তারপর সেগুলো রানার হাতে গুঁজে দিল।

আবার পথ দেখিয়ে সোফিয়াকে ট্র্যাকগুলোর সামনে নিয়ে এল রানা। পি.এ. সিস্টেমে শেষবারের মত ঘোষণা হলো, লিলির ট্রেন ছাড়ার সময় হয়েছে। ওদের সামনে ষোলোটা আলাদা ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে, বেশ খানিকটা দূরে, তিন নম্বর সেকশনে লিলির ট্রেন ঢেকুর তুলছে আর নাক টানছে। কিন্তু রানা সোফিয়ার একটা হাত বগলদাবা করে হাঁটছে ঠিক উল্টোদিকে।

ছোট এক সাইড লবির ভিতর দিয়ে, লোকজন ঠাসা একটা কাফেকে পাশ কাটিয়ে অবশেষে স্টেশনের পশ্চিম দিকের নির্জন এক গলিতে বেরিয়ে এল ওরা।

গেটের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে নিঃসঙ্গ একটা ট্যাক্সি।

রানাকে দেখে হেডলাইট নিভিয়ে আবার জ্বালল ড্রাইভার।

ব্যাকসিটে উঠে বসল রানা। তার পিছু নিল সোফিয়া। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল, সদ্য কেনা টিকিট দুটো পকেট থেকে বের করে ছিঁড়ে ফেলল রানা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোফিয়া। একশো ইউরো ভাল কাজেই ব্যয় হয়েছে।

ড্রাইভারকে রানা শুধু বলেছে, শহরের বাইরে চলো। এই মুহূর্তে ওর শক্ত হয়ে ওঠা চোয়াল দেখে সোফিয়া বুঝতে পারছে ওদের পরবর্তী করণীয় নিয়ে চিন্তা করছে ও।

তারপর ক্রুস আকৃতির চাবিটা বের করে নেড়েচেড়ে দেখল রানা। এক মিনিট পর বলল, 'ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে না।'

ভ্রূ কোঁচকাল সোফিয়া। 'কোন্ ব্যাপারটা?'

'আপনার দাদু এত বুদ্ধি খাটিয়ে এমন একটা চাবি দিয়ে গেলেন আপনাকে, যেটা দিয়ে কী করা হবে আপনি জানেন না।'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'আপনার সঙ্গে আমি একমত, ব্যাপারটা মেলে না।'

'ছবিটার পেছনে তিনি কিছু লিখে রেখে যাননি তো, আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে?'

'প্রতিটি ইঞ্চি আমি সার্চ করেছি। শুধু এই চাবিটাই ছিল। প্রায়রি সিল দেখার পর পকেটে ভরি, তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে আসি আমরা।'

চিন্তিত দেখাল রানাকে। তেকোনা শাফটের ভোঁতা মাথাটা ভাল করে পরীক্ষা করল। কিছুই নেই। চোখ কুঁচকে চাবিটা আরও সামনে নিয়ে এল ও, মাথার চারপাশের রিম খুঁটিয়ে দেখছে। ওখানেও কিছু নেই। 'আমার ধারণা চাবিটা দিন কয়েক আগে পরিষ্কার করা হয়েছে।'

'কী করে বুঝলেন?'

'এটায় আমি অ্যালকোহলের গন্ধ পাচ্ছি।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সোফিয়া। 'বুঝলাম না।'

'গন্ধ শুঁকে বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার করার জন্যে কেউ এটাকে ক্লিনার দিয়ে পালিশ করেছে।' চাবিটা নাকের সামনে তুলে শুঁকল রানা। 'উল্টোদিকে গন্ধটা আরও বেশি।' হাতের তালুতে ফেলে ওল্টাল ওটা। 'হ্যাঁ, অ্যালকোহল। বোধহয় কোনও ক্লিনার-এর সাহায্যে ঘষা হয়েছে, কিংবা–' থেমে গেল ও।

'কিংবা কী?'

আলোয় ধরে চাবিটা একটু কাত করল রানা, ক্রুস-এর চওড়া বাহুর মসৃণ সারফেস দেখছে। জায়গাটা কোথাও কোথাও চকচক করছে, যেন ভেজা ছিল। 'পকেটে রাখার আগে এটা আপনি ভাল করে দেখেছিলেন?' সোফিয়াকে জিজ্ঞেস করল ও।

'না, কীভাবে! কী ব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম মনে নেই?'

ঘাড় ফেরাল রানা। 'ব্ল্যাক-লাইটটা এখনও কি আপনার কাছে?'

পকেট হাতড়ে আলট্রাভায়োলেট পেনলাইটটা বের করল সোফিয়া। সেটা নিয়ে অন করল রানা, রশ্মিটা ফেলল চাবির পিছনে।

পিছনটা সঙ্গে সঙ্গে ঝলমল করে উঠল। কিছু একটা লেখা

রয়েছে ওখানে। দ্রুত, ব্যস্ত হাতে লেখা হলেও, পাঠযোগ্য।

সিটে হেলান দিয়ে হাসল রানা। 'যাক,' বলল ও। 'বোঝা গেল কেন অ্যালকোহলের গন্ধ পাচ্ছিলাম। লেখার আগে সারফেসটা পরিষ্কার করা হয়েছে।'

রানার হাত থেকে চাবি নিয়ে বেগুনি লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকল সোফিয়া।

একটা ঠিকানা, ভাবল সোফিয়া। দাদু আমাকে একটা ঠিকানা দিয়ে গেছেন।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'জায়গাটা কোথায় জানেন?'

মাথা নাড়ল সোফিয়া।

ড্রাইভারের দিকে ফিরল রানা। 'খু হ্যাক্সো চেনেন?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার, তারপর জানাল জায়গাটা পশ্চিম প্যারিসের ঠিক বাইরেই, টেনিস স্টেডিয়ামের কাছে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সেদিকে তাকে যেতে বলল রানা।

চাবিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে সোফিয়া, আর ভাবছে– কী আছে এই ঠিকানায়? চার্চ? প্রায়রির কোনও ধরনের আস্তানা?

দশ বছর আগে দাদুর শ্যাতোর বেযমেন্টে দেখা গোপন অনুষ্ঠানটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে। 'রানা, আপনাকে আমার অনেক কথা জানাবার আছে।' থেমে ওর চোখে চোখ রাখল সে, অনুভব করল একটা বাঁক ঘুরে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে তাদের ট্যাক্সি। 'তবে তার আগে আপনি আমাকে প্রায়রি অভ সায়ান সম্পর্কে যা জানেন বলুন।'

সতেরো

সল দেতা-র বাইরে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছেন ভিগো অকটেভ। তাঁর সামনে অসহায় দেখাচ্ছে লুভার-এর ওয়ার্ডেন পেরেট অগাস্টিকে, ম্লান সুরে বর্ণনা করছে রানা ও সোফিয়া কীভাবে তাকে নিরস্ত্র করল।

'ওরা হুমকি দিল ছবিটা নষ্ট করে ফেলবে, আর তাতেই আপনি ভয় পেয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করে দিলেন? এরা দেখছি আচ্ছা লোককে পাহারা দেয়ার জন্যে রেখেছে! আরে, হুমকির জবাবে আপনি ছবিটায় গুলি করলেন না কেন?'

হতভম্ব অগাস্টি জবাবে কিছু বলবার আগেই চিৎকার শোনা গেল। 'ক্যাপটেন!' কমান্ড পোস্টের ওদিক থেকে ছুটে এল লেফটেন্যান্ট রাউল। 'ক্যাপটেন, এইমাত্র জানা গেল, ওরা এজেন্ট সোফিয়ার গাড়ি খুঁজে পেয়েছে।'

'বাংলাদেশ দূতাবাসে পৌঁছাতে পেরেছে ওরা?'

মাথা ঝাঁকাল রাউল। 'না। গাড়িটা ট্রেন স্টেশনের কাছে পাওয়া গেছে। দুটো টিকিট কেটেছেন ওঁরা। ট্রেনটা এই একটু আগে ছেড়ে গেছে।'

ওয়ার্ডেন অগাস্টিকে হাত ঝাপটা দিয়ে বিদায় করে দিলেন অকটেভ, তারপর রাউলকে নিয়ে একটা কুলঙ্গিতে চলে এলেন। 'গন্তব্য?'

'লিলি।'

'সম্ভবত বোকা বানাবার চেষ্টা করা হচ্ছে,' বললেন অকটেভ, মনে মনে একটা প্ল্যান তৈরি করছেন। 'ঠিক আছে, পরের

স্টেশনকে অ্যালার্ট করো, বলা তো যায় না, ট্রেন দাঁড় করিয়ে সার্চ করতে বলো। স্মার্টকার যেখানে আছে সেখানেই থাকুক, সারাক্ষণ নজর রাখার জন্যে সাদা পোশাকে দুজন লোক রাখো আশপাশে। স্টেশনের চারপাশের রাস্তাতেও লোক পাঠাও, খোঁজ নিয়ে দেখুক পায়ে হেঁটে পালিয়েছে কি না। স্টেশন থেকে বাস ছাড়ে?'

'এত রাতে ছাড়ে না, মসিয়ো। শুধু ট্যাক্সি পাওয়া যায়।'

'বেশ। ড্রাইভারদের প্রশ্ন করো। তারা কিছু দেখে থাকতে পারে। চেহারার বর্ণনা দিয়ে যোগাযোগ করো ট্যাক্সি কোম্পানির ডিসপ্যাচার-এর সঙ্গে। আমি ইন্টারপোলের সঙ্গে আবার একবার যোগাযোগ করছি।'

'ওদের সঙ্গে ইতোমধ্যে...

'হ্যাঁ, ইন্টারপোলের কাছ থেকেই তো জেনেছি কোথায় কোথায় রানা এজেন্সির সেফ হাউস আছে।'

'আমরা শুধু মসিয়ো রানাকে ধরার চেষ্টা করছি, তাই না, মসিয়ো? সোফিয়া আমাদের এজেন্ট, তাকে নিশ্চয়ই আমরা অ্যারেস্ট করব না?'

'কেন তাকে অ্যারেস্ট করব না?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন অকটেভ। 'মসিয়ো রানাকে অ্যারেস্ট করে লাভ কী, সোফিয়া যদি তাঁর সব নোংরা কাজগুলো করতে থাকে? সোফিয়ার এমপ্লয়মেন্ট ফাইলটা দেখব আমি– ব্যক্তিগত বন্ধু, আত্মীয় যে যেখানে আছে তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে দেখা হবে আশ্রয় পাবার আশায় ওদের কারও কাছে গেছে কিনা। তার উদ্দেশ্য কী আমি জানি না, তবে পুলিশের কাজে বাধা দেয়ার জন্যে শুধু চাকরি নয়, আরও অনেক কিছুই হারাতে হবে তাকে।'

'মসিয়ো, আপনি চান আমি ফিল্ডে থাকি?'

'হ্যাঁ। স্টেশনে গিয়ে টিমটাকে নেতৃত্ব দাও। লাগামটা তোমার হাতে দিলাম, তবে আমার সঙ্গে আলাপ না করে কোনও চাল দেবে না।'

'জী, মসিয়ো।' লেফটেন্যান্ট রাউল্ বিদায় নিয়ে চলে গেল।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে কুলঙ্গিতে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন ক্যাপটেন। ভাবছেন, আমার হাত গলে বেরিয়ে গেল ওরা। তবে ইন্টারপোল যখন দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছে, ধরা ওদেরকে পড়তেই হবে।

ওদের ট্যাক্সি গভীর বনভূমির ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটছে। হেডলাইটের আলোয় মাঝে-মধ্যে দেখা গেল দু'একটা নিশাচর প্রাণী রাস্তা পার হচ্ছে।

সোফিয়া বলল, 'প্রায়রি অভ সায়ান সম্পর্কে কতটা জানেন আপনি?'

'খুব বেশি নয়। ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে গডফ্রই দে বুইঅঁ নামে একজন ফরাসী রাজা,' শুরু করল রানা, 'জেরুজালেমে প্রতিষ্ঠা করেন দি প্রায়রি অভ সায়ান, শহরটা তিনি দখল করে নেয়ার পরপরই।'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া, গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা রহস্য জানা ছিল রাজা গডফ্রই-এর, সেটা নাকি তাঁর পরিবারে যিশুর সময় থেকে আছে। তিনি মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে রহস্যটা হারিয়ে যাবে, এই ভয়ে তিনি একটা গোপন ব্রাদারহুড গঠন করেন– প্রায়রি অভ সায়ান– এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যদেরকে দায়িত্ব দেন, তারা যাতে চুপিচুপি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে জানিয়ে রহস্যটা রক্ষা করার ব্যবস্থা করে।

'জেরুজালেমে থাকার সময় প্রায়রি জানতে পারে, হেরোড-এর সমাধির নীচে কিছু গোপন দলিল বা প্রমাণ-পত্র লুকানো আছে। প্যালেস্টাইনের এই শাসকের সমাধিটা তৈরি করা হয়েছিল সলোমন-এর বিধ্বস্ত সমাধির ওপর। প্রমাণ-পত্রগুলোয়, তাদের বিশ্বাস, রাজা গডফ্রই-এর রহস্যের সমর্থনে প্রচুর তথ্য আছে, এবং

তা নাকি এতই গুরুতর ও বিপজ্জনক যে ওগুলো পাবার জন্যে এমন কোনও কাজ নেই যা চার্চ করতে পারে না।'

চোখ মিটমিট করল সোফিয়া, অনিশ্চিত দেখাচ্ছে তাকে।

'প্রায়রি শপথ নিল, যত সময়ই লাগুক, সমাধির ধ্বংসস্তূপ থেকে ডকুমেন্টগুলো উদ্ধার করবে তারা। এই কাজের জন্যে একটা সামরিক শাখা গঠন করে তারা, নয়জন নাইট-এর একটা গ্রুপ, নাম দেয়া হয়– অর্ডার অভ দ্য পুওর নাইটস্ অভ ক্রাইস্ট অ্যান্ড দ্য টেমপল অভ সলোমন।' একটু দম নিল রানা। 'নাইটস্ টেম্পলার হিসেবেই বেশি পরিচিত।'

নামটা চিনতে পেরে বিস্মিত সোফিয়া, মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। 'পায় তারা ডকুমেন্টগুলো?' জানতে চাইল সুফিয়া।

'পায় তো বটেই,' বলল রানা, 'তবে যা খুঁজছিল তা পেতে এক দুই করে নয়টা বছর পার করতে হয়েছে নাইটদের। সমাধি থেকে ট্রেজারটা বের করে এনে ইউরোপের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে তারা।

'প্যারিসের একটা টেম্পলার ভবনে ছিল ওগুলো। ভ্যাটিকানের সৈন্যরা কাছে চলে আসছে বুঝতে পেরে প্রায়রি তাদের ওই ট্রেজার রাতের অন্ধকারে লা রোশে থেকে একটা টেম্পলার জাহাজে তুলে দেয়।'

'কোথায় পাঠানো হলো?' জানতে চাইল সোফিয়া।

'এই প্রশ্নের জবাব প্রায়রি অভ সায়ান ছাড়া আর কেউ জানে না।' কাঁধ ঝাকাল রানা। 'আজকাল বলা হচ্ছে ওগুলো নাকি ইউনাইটেড কিংডমে আছে।'

সোফিয়া অস্বস্তি বোধ করছে।

'হাজার বছর ধরে,' বলে চলেছে রানা, 'এই রহস্য হাতবদল হয়ে আসছে। সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ, অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটা একটি মাত্র শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়– স্যাংগ্রিয়াল।'

'স্যাংগ্রিয়াল? ফ্রেঞ্চ শব্দ sang বা স্প্যানিশ শব্দ s'

সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে কি? এর অর্থ তো রক্ত?'

'স্যাংগ্রিয়াল শব্দটা খুব প্রাচীন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওটার অর্থও বদলেছে।' একটু থেমে সোফিয়ার দিকে তাকাল ও। 'আপনাকে আমি শব্দটার আধুনিক অর্থ বলছি। শুনলে বুঝতে পারবেন, বিষয়টা সম্পর্কে আপনিও অনেক কিছু জানেন।'

সোফিয়াকে সন্দিহান দেখাল।

'আমরা সবাই আসলে স্যাংগ্রিয়ালের বদলে হোলি গ্রেইল শুনতে অভ্যস্ত।'

'হোলি গ্রেইল?' ট্যাক্সির পিছনে বসে রানাকে খুঁটিয়ে দেখছে সোফিয়া। 'আমি তো জানি হোলি গ্রেইল একটা কাপ। লাস্ট সাপার-এ বসে যে কাপ থেকে পান করেছিলেন যিশু, এবং পরে যে কাপে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর রক্ত ধারণ করেছিলেন আরিমাথেয়া-র জোসেফ।'

মাথা নাড়ল রানা। 'প্রায়রি অভ সায়ান বলছে, হোলি গ্রেইল আসলে কোনও কাপ নয়। তারা বলছে প্রবাদ– একটা পানপাত্র– আসলে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তৈরি করা একটা রূপক মাত্র।'

'কিন্তু হোলি গ্রেইল যদি কাপ না হয়,' বলল সোফিয়া, এখনও নিশ্চিত হতে পারছে না, 'তা হলে কী ওটা?'

'সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'ফেলো ওটা!'

রানা সিটের উপর দিয়ে ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে পড়তেই লাফিয়ে উঠল সোফিয়া। দেখল, ড্রাইভার তার ওয়ায়্যারলেস সেটের মাউথপিসটা মুখের সামনে ধরে কথা বলছে।

ইতোমধ্যে রানার হাতে পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে, এই মুহূর্তে সেটা ড্রাইভারের মাথার পিছনে চেপে ধরা। প্রাণের মায়া কার না আছে, সঙ্গে সঙ্গে রেডিওটা ছেড়ে দিল সে, খালি হাতটা মাথার উপর তুলল।

'কী ব্যাপার, রানা?' জানতে চাইল সোফিয়া।

'গাড়ি থামাও!' ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল রানা।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ওর নির্দেশ পালন করল ড্রাইভার।

এতক্ষণে ড্যাশবোর্ড থেকে আসা ট্যাক্সি কোম্পানির ডিসপ্যাচার-এর যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সোফিয়া। '...সঙ্গে আছে আমাদের এজেন্ট সোফিয়া ক্লাউডেল... এবং মনে রাখতে হবে মাসুদ রানা অত্যন্ত বিপজ্জনক চরিত্র...'

রানার শরীরের পেশিতে টান পড়ল। ত তাড়াতাড়ি পেয়ে গেল ওদেরকে?

'গাড়ি থেকে নামো তুমি,' ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল রানা।

ড্রাইভার কাঁপছে, হাত দুটো মাথার উপর তুলে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ট্যাক্সি থেকে নেমে গেল সে, তারপর চার-পাঁচ পা পিছু হটল।

'সোফিয়া,' শান্তসুরে বলল রানা। 'আপনি চালান।'

মাথা ঝাঁকিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল সোফিয়া, তারপর সামনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে হুইলের পিছনে বসল।

স্বল্পবসনা নিশাচর জনাকয়েক তরুণী খদ্দেরের খোঁজে আশপাশে ঘুরঘুর করছিল, কী ব্যাপার দেখবার জন্য ওদের দিকে এগিয়ে এল তারা। তাদের একজন সেল ফোন অন করে নম্বর টিপছে।

'কুইক!' তাগাদা দিল রানা।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল সোফিয়া। কানে ফোন চেপে ধরা মেয়েটা লাফ দিয়ে সরে গেল বলে রক্ষে, তা না হলে নির্ঘাত চাপা পড়ত সে।

আঠারো

রেডিও থেকে ডিসপ্যাচার-এর যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, 'তুমি এখন কোথায়? সাড়া দিচ্ছ না কেন? সাড়া দাও!'

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে সোফিয়া। রাস্তাটার নাম অ্যালি দো লংশ্যাম্প। 'খু হ্যাক্সো যেন কোন্‌দিকে?' জানতে চাইল সে, দেখল স্পিডোমিটারের কাঁটা একশো কিলোমিটার ছুঁই ছুঁই করছে।

'ড্রাইভার বলছিল পশ্চিম প্যারিসের ঠিক বাইরেই, টেনিস স্টেডিয়ামের কাছে।'

'স্টেডিয়ামটা তো চিনিই।'

পকেট থেকে আবার ভারী চাবিটা বের করল রানা, তালুতে ফেলে ওজন অনুভব করছে। ওর মন বলছে, জিনিসটার বিশাল কোনও তাৎপর্য আছে। ও যে কঠিন বিপদে পড়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, হয়তো তা থেকে মুক্তিরও চাবিকাঠি এটাই।

গন্তব্যে পৌঁছে কী পাবে কল্পনা করতে গিয়ে রোমাঞ্চিত বোধ করছে রানা, নিজেকে মনে হচ্ছে ফ্যান্টাসির শিকার।

হোলি গ্রেইল!

গোটা ব্যাপারটা এত অসম্ভব বলে মনে হলো যে গলা ছেড়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল রানার। গুজব হলো গ্রেইলটা ইংল্যান্ডে কোথাও আছে, অসংখ্য টেম্পলার চার্চের কোনও একটার গোপন চেম্বারের নীচে। ওটা নাকি কমকরেও ১৫০০ সাল থেকে ওখানে লুকানো আছে।

সেটা ছিল গ্র্যান্ড মাস্টার দ্য ভিঞ্চির যুগ।

প্রথম কয়েক শতাব্দী নিরাপত্তার স্বার্থে মহামূল্যবান ডকুমেন্টগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরাতে বাধ্য হয়েছে প্রায়রি। হিস্টরিয়ানরা ধারণা করেন, জেরুজালেম থেকে ইউরোপে নিয়ে আসার পর ছয়টা আলাদা জায়গায় সরাতে হয় গ্রেইলকে। শেষবার ওটাকে 'দেখা গেছে' ১৪৪৭ সালে।

একটা আগুন লাগে, সেই আগুনে ডকুমেন্টগুলো পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তাড়াহুড়ো করে চারটে বিরাট আকারের চেস্ট-এ ভরে সরিয়ে ফেলা হয় সব।

তারপর মাঝে মধ্যে শুধু শোনা গেছে অস্ফুট ফিসফাস– ওটা গ্রেট ব্রিটেনে আছে, নাইটস্ অভ দ্য রাউন্ড টেবিল ও কিং আর্থার-এর জমিনে।

যেখানেই থাকুক, ভাবল রানা, দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখতে হবে:

জীবদ্দশায় লিওনার্দো জানতেন গ্রেইলটা কোথায় আছে।

লুকানোর সেই জায়গাটা আজও বোধহয় বদলায়নি।

কেউ কেউ মনে করে ম্যাডোনা অভ দ্য রকস্-এর পাহাড়ী ব্যাকগ্রাউন্ড গুহাবহুল স্কটল্যান্ডের ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে মিলে যায়। আবার অনেকে বলে, লাস্ট সাপার-এ শিষ্যদেরকে বসতে দেওয়ার সন্দেহজনক ধরনটা বোধহয় একটা কোড। আরেক দলের বক্তব্য, মোনা লিসার এক্স-রে করলে দেখা যায় তাকে প্রথমে একটা ল্যাপিস ল্যাজুলাই পরা অবস্থায় আঁকা হয়েছিল, কিন্তু পরে দ্য ভিঞ্চি সেটাকে ঢাকার জন্য ছবির উপর রঙ চড়িয়েছেন।

মোনা লিসার গলায় রানা কখনও কোনও লকেট দেখেনি বা আভাসও পায়নি, ওর মাথায় এ-ও ঢুকছে না যে কোনও লকেট যদি থেকেও থাকে কীভাবে সেটা হোলি গ্রেইল রহস্যের সমাধান এনে দেবে।

ষড়যন্ত্র সবাই পছন্দ করে। একের পর এ এগুলো হতেও

থাকে। এই তো মাত্র কিছুদিন আগে একটা আবিষ্কার দুনিয়া কাঁপিয়ে দিল– জানা গেল, দ্য ভিঞ্চির বিখ্যাত "অ্যাডরেশন অভ দ্য মেইজাই"-এর রঙের নীচে গভীর একটা রহস্য লুকানো আছে। ইটালিয়ান চিত্র-সমালোচক মাউরিযিয়ো সেরাসিনি মাথা ঘোরানো সত্যটা উদ্ঘাটিত করেন, নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন "দ্য লিওনার্দো কাভার-আপ" নাম দিয়ে একটা লেখায় সেটা প্রকাশ করে।

সেরাসিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেন যে অ্যাডরেশন-এর গ্রে-গ্রিন স্কেচ আন্ডারড্রইং অবশ্যই দ্য ভিঞ্চির কাজ, কিন্তু মূল পেইন্টিংটা তাঁর নয়। আসল সত্য হলো অজ্ঞাতনামা কোনও পেইন্টার দ্য ভিঞ্চি মারা যাওয়ার পর বেশ কয়েকবারই স্কেচটার উপর রঙ চড়িয়েছে। আরও মারাত্মক উদ্বেগের বিষয়, ভুয়া পেইন্টারের রঙের নীচে যে জিনিসটা আছে। এক্স-রে ও ইনফ্রারেড রিফ্লেক্টোগ্রাফি-র সাহায্যে তোলা ফটোগ্রাফ ইঙ্গিত দিচ্ছে এই অসৎ পেইন্টার দ্য ভিঞ্চির স্কেচে রঙ চড়াবার সময় আন্ডারড্রইং-এর বেশ কিছু অংশ মুছে ফেলেছে, যেন মহান শিল্পীর মূল বক্তব্য উল্টে দেওয়ার অভিপ্রায়ে। আন্ডারড্রইং-এর সত্যিকার ধরন যা-ই হোক, এখনও সবার জন্য তা প্রকাশ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও ফ্লোরেন্স গ্যালারির বিব্রত কর্মকর্তারা সঙ্গে সঙ্গে ছবিটাকে রাস্তার ওপারের একটা ওয়্যারহাউসে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আধুনিক যুগের গ্রেইল ভক্ত ও তদন্তকারীদের জন্য দ্য ভিঞ্চি আজও দুর্ভেদ্য রহস্য হয়ে রয়েছেন। তাঁর শিল্পকর্ম গোপন কী যেন বলবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে, অথচ জিনিসটা উন্মোচিত হচ্ছে না। হয়তো কয়েক স্তর রঙের নীচে লুকিয়ে আছে, হয়তো কোড করা অবস্থায় চোখের সামনেই পড়ে আছে, কিংবা হয়তো কোথাও কিছু নেই– সবই মিথ্যে জল্পনা। মোনা লিসার হাসির অর্থ যদি ধরা হয়, 'একটা গোপন কথা জানি আমি', তা হলে সেই গোপন কথাটা হয়তো এই: 'কারও জন্যেই দ্য ভিঞ্চি কিছু লুকিয়ে রেখে যাননি!'

'এ কি সম্ভব?' দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে বলল সোফিয়া, সেই সঙ্গে

রানাকে ফিরিয়ে আনল বর্তমানে, 'আপনার হাতের ওই চাবি হোলি গ্রেইলের সন্ধান দেবে?'

'তা আমি বলতে পারি না,' বলল রানা। 'অনেকেরই ধারণা, গ্রেইলটা ইংল্যান্ডে আছে, ফ্রান্সে নয়।'

'তবে এটাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না কি চাবিটা শেষ পর্যন্ত হোলি গ্রেইলের কাছে পৌঁছে দেবে আমাদেরকে?' বলল সোফিয়া। 'ভেবে দেখুন না, কী আশ্চর্য কৌশলে চাবিটা আমার জন্যে রেখে গেছেন দাদু– প্রায়রির একজন সদস্য। প্রায়রির সিলও আছে ওটায়, তাই না? এমন একটা ব্রাদারহুড, আপনি আমাকে বলেছেন, নিজেদেরকে যারা হোলি গ্রেইলের অভিভাবক বলে মনে করে।'

রানা জানে সোফিয়ার কথায় যুক্তি আছে, কিন্তু তবু মেনে নিতে পারছে না ও। এমন গুজব আছে বটে যে প্রায়রি শপথ নিয়েছিল একদিন তারা গ্রেইলকে ফ্রান্সে ফিরিয়ে এনে নিজেদের পছন্দমত কোনও জায়গায় লুকিয়ে রাখবে, তবে ঐতিহাসিক কোনও প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি যা দেখে মনে হতে পারে সেরকম কিছু ঘটেছে। এমনকী প্রায়রি যদি কোনওভাবে গ্রেইলকে ফ্রান্সে ফিরিয়ে এনেও থাকে, টেনিস স্টেডিয়ামের কাছে ২৪ নম্বর খু হ্যাক্সোয় ওটাকে লুকিয়ে রাখবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। পবিত্র মনে করা হয় এমন কোনও জিনিস ওখানে রাখবার কথা কেউ ভাবতে পারে না।

'সোফিয়া, আমার মাথায় ঢুকছে না গ্রেইলের সঙ্গে এই চাবির কী সম্পর্ক থাকতে পারে।'

'যেহেতু বলা হচ্ছে ওটা ইংল্যান্ডে আছে?'

'শুধু সে কারণে নয়। ইতিহাসে দেখা যায় খুব কম জিনিসই ওটার মত এত নিশ্ছিদ্র গোপন লোকেশনে রাখা হয়েছে। প্রায়রি পরিবার আকারে বিরাট হলেও, সব সময় মাত্র চার ব্যক্তি জানবে গ্রেইলটা কোথায় লুকানো আছে– গ্র্যান্ড মাস্টার ও তিনজন সেনিশাল। আপনার দাদুর ওই টপ চারজনের একজন হবার সম্ভাবনা খুবই কম।'

ওখানে আমি ছিলাম, দাদুর শ্যাতের বেযমেন্টে দেখা ছবিটা

স্মরণ করছে সোফিয়া। শিউরে উঠল সে। ভাবছে সেই রাতে নরমান্ডির শ্যাতোয় কী চাক্ষুষ করেছিল তা কি রানাকে বলার সময় হয়েছে? আজ দশ বছর হয়ে গেল, শুধু লজ্জাবশত দুনিয়ার কাউকে কথাটা বলতে পারেনি সে। দৃশ্যটা কল্পনা করা মাত্র তার শরীর কেঁপে ওঠে।

দূরে কোথাও সাইরেন বাজছে। ক্লান্তি অনুভব করল সোফিয়া।

'ওদিকে,' ওদের সামনে ঝুলে থাকা টেনিস স্টেডিয়ামটা হাত তুলে দেখাল রানা।

বাঁক নিয়ে খু হ্যাক্সোয় ঢুকল ওরা। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও কমার্শিয়াল এলাকা। দালানগুলোর নম্বর দেখে ধীরে ধীরে এগোল ওরা। চব্বিশ নম্বর খুঁজছি আমরা, ভাবল রানা, উপলব্ধি করল চুপি চুপি দিগন্তে চার্চের চূড়া খুঁজছে ও। *বোকামি করো না। এরকম এলাকায় টেম্পলার চার্চ থাকার প্রশ্নই ওঠে না।*

'ওই যে চব্বিশ নম্বর,' বলল সোফিয়া, হাত তুলে দেখাল।

দালানটা দেখল রানা। কী আশ্চর্য! এটা আধুনিক একটা ভবন। চওড়া, ছোটখাট একটা টাওয়ার; টাওয়ারের গায়ে সমবাহু নিয়ে নিওন ক্রস জ্বলছে। ক্রসটার নীচে লেখা:

ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক অভ জুরিখ

রানা খুশি, কারণ সোফিয়ার মত টেম্পলার চার্চ দেখতে না পেয়ে হতাশ হতে হয়নি ওকে। তবে ও আসলে প্রফেশনাল সিম্বলজিস্ট নয় বলে ভুলে গিয়েছিল যে নিরপেক্ষ সুইটজারল্যান্ডের ফ্ল্যাগ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে শান্তিময় সমবাহু বিশিষ্ট ক্রস।

অবশেষে রহস্যের সমাধান পাওয়া গেল।

ওদের কাছে যে চাবিটা রয়েছে সেটা দিয়ে একটা সুইস ব্যাঙ্কের ডিপজিট বক্স খোলা যাবে।

রোমের দক্ষিণ-পুব। ক্যাসটেল গ্যানডলফো, পোপের সামার রেসিডেন্স।

পাহাড় প্রাচীরের মাথায় দমকা একটা বাতাস বয়ে গেল, ফিয়াট থেকে নামবার সময় বিশপ মার্সেল বেলমন্ডের গা শিরশির করে উঠল। কালো আলখেল্লার উপর আরও কিছু পরা উচিত ছিল, ভাবলেন তিনি, কাঁপুনিটাকে দমিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন। আজ রাতে কোনও অবস্থাতেই তাঁকে অসহায় কিংবা দুর্বল দেখালে চলবে না।

দুর্গটা অন্ধকার, শুধু উপরদিকের কয়েকটা জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। ওটা লাইব্রেরি, ভাবলেন বিশপ বেলমন্ড। রাত জেগে অপেক্ষা করছে ওরা।

দরজায় একজন প্রিস্ট তাঁর সঙ্গে দেখা করল, চোখে ঘুম ঘুম ভাব। পাঁচ মাস আগে এই প্রিস্টই অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তাঁকে। 'আপনাকে নিয়ে চিন্তায় ছিলাম আমরা, বিশপ,' বলল সে, হাতঘড়ির উপর একবার চোখ বুলাল, চেহারায় উদ্বেগের চেয়ে বিরক্তিই বেশি।

'ক্ষমাপ্রার্থী। এয়ারলাইন্স সার্ভিস আগের মত আর ভাল নেই।'

বিড়বিড় করে কী বলল প্রিস্ট বোঝা গেল না, তারপর স্বাভাবিক গলায় জানাল, 'ওপরতলায় আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন ওঁরা। চলুন আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে পৌঁছে দিই।'

চৌকো লাইব্রেরিটা বিরাট, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত পালিশ করা গাঢ় রঙের কাঠ। চারদিকের বুককেসগুলো মোটা মোটা ভলিউমে ভর্তি হয়ে আছে। হলুদ মার্বেলপাথরের তৈরি মেঝেটা মনে করিয়ে দিচ্ছে এক সময় এই দুর্গ রাজপ্রাসাদ ছিল।

'স্বাগতম, বিশপ,' কামরার ওদিক থেকে এক লোকের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

কে কথাটা বলল দেখবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন বিশপ বেলমন্ড, কারণ লাইব্রেরিতে আলো খুবই কম। প্রথমবার যখন এসেছিলেন, আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছিল এখানে। আজ রাতে ছায়ায় বসেছেন সবাই, যেন এখন যা ঘটতে যাচ্ছে তার জন্য তাঁরা লজ্জিত।

—

গাম্ভীর্য বজায় রেখে ধীর ভঙ্গিতে ঢুকলেন বিশপ বেলমন্ড। কামরার অপরপ্রান্তের টেবিলে তিনজন মানুষের কাঠামো দেখতে পাচ্ছেন তিনি। মাঝখানে বসা মানুষটার আকার-আকৃতি সহজেই চেনা যাচ্ছে– ভ্যাটিকানের মোটাসোটা সেক্রেটারি। ভ্যাটিকানের সমস্ত আইনী ব্যাপারগুলো দেখেন তিনি।

বাকি দুজন খুবই উঁচু পদের কার্ডিনল।

টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন বিশপ। 'আমার বোধহয় পৌঁছাতে একটু দেরি হয়ে গেল। আমরা আলাদা টাইম জোনে রয়েছি। নিশ্চয়ই খুব বিরক্তি বোধ করছেন।'

'মোটেও না,' বলল সেক্রেটারি, বিশাল বপুতে হাত দুটো বাঁধা। 'আপনি কষ্ট করে এত দূরে আসতে পারায় আমরা কৃতজ্ঞ। আপনাকে কফি দিতে বলব?'

'এটাকে সোশাল ভিজিট হিসেবে না ধরলেই ভাল হয়। আমাকে আরেকটা প্লেন ধরতে হবে। আসুন, আমরা বরং কাজের কথা শুরু করি।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল সেক্রেটারি। 'আমরা যতটা আশা করেছিলাম তারচেয়ে দ্রুত তৎপর হয়েছেন আপনি।'

'তাই কি?'

'আপনার হাতে এখনও এক মাস সময় আছে।'

'আপনারা উদ্বেগ প্রকাশ করার পর পাঁচ মাস কেটে গেছে,' বেলমন্ড বললেন। 'কাজেই আমি অপেক্ষা করব কেন?'

'তা ঠিক। আপনার প্ল্যানে আমরা খুব খুশি।'

টেবিলটার দৈর্ঘ্য অনুসরণ করে বিশপ বেলমন্ডের দৃষ্টি স্থির হলো বড় আকারের কালো একটা ব্রিফকেসের উপর। 'আমি অনুরোধ করেছিলাম... সেটাই কি ওটা?'

'হ্যাঁ।' সেক্রেটারির কণ্ঠস্বরে অস্বস্তি। 'তবে, বলতেই হচ্ছে, অনুরোধটা আমাদেরকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। ব্যাপারটা...'

'বিপজ্জনক,' কার্ডিনলদের একজন বললেন। 'আমরা যদি

আপনার নামে অন্য কোনওভাবে টাকাটা পাঠাই? অঙ্কটা বড় তো।'

'নিজের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করি না। আমার সঙ্গে ঈশ্বর আছেন।'

উপস্থিত তিনজনকেই সন্দিহান দেখাল।

'টাকার অঙ্ক ঠিক আছে তো? যা বলেছিলাম?' জিজ্ঞেস করলেন বিশপ বেলমন্ড।

মাথা ঝাঁকাল সেক্রেটারি। 'বড় অঙ্কের বেয়ারার বন্ড, ভ্যাটিকান ব্যাঙ্ক থেকে তোলা। দুনিয়ার যে-কোনও জায়গায় ভাঙানো যাবে।'

টেবিলের শেষ মাথায় হেঁটে এসে ব্রিফকেসটা খুললেন বিশপ। ভিতরে বন্ডের মোটা দুটো তাড়া রয়েছে, দুটোতেই ভ্যাটিকানের সিল এমবস করা।

উত্তেজিত সেক্রেটারিকে আড়ষ্ট লাগছে। 'বিশপ, না বলে পারছি না, এই ফান্ড নগদ হলে আমরা এতটা নার্ভাস বোধ করতাম না।'

কিন্তু নগদ হলে আমি বহন করতে পারতাম না, ব্রিফকেসটা বন্ধ করবার সময় ভাবলেন বিশপ বেলমন্ড। 'বন্ড তো যে-কোনও সময় ক্যাশ করা যায়। আপনি নিজেই তো বললেন।'

কার্ডিনলরা চোখে-মুখে অস্বস্তি নিয়ে দৃষ্টি বিনিময় করলেন, তারপর একজন বললেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিক, কিন্তু এই বন্ডগুলো সরাসরি ভ্যাটিকান ব্যাঙ্কের বলে চেনা যাবে।'

মনে মনে হাসলেন বিশপ। ঠিক এই কারণেই তো লালিক তাঁকে পরামর্শ দিয়েছে নিতে হবে ভ্যাটিকানের ব্যাঙ্ক বন্ড। এটা আসলে বিমা হিসাবে কাজ করবে। *এখন আমরা সবাই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত।* 'লেনদেনটা পুরোপুরি বৈধ,' নিজের সমর্থনে যুক্তি দিলেন তিনি।

'তা ঠিক, কিন্তু তবু...' সামনের দিকে একটু ঝুঁকল সেক্রেটারি, চেয়ারটা যেন ককিয়ে উঠল, 'এই ফান্ড নিয়ে আপনি কী করবেন তা কিন্তু আমাদের জানা নেই... এমন যদি হয় যে বেআইনী কিছু...'

'আপনারা আমাকে দিয়ে যা করিয়ে নিতে চাইছেন,' বললেন বিশপ বেলমন্ড, 'তারপর আর জানতে চাওয়া উচিত নয় যে টাকাটা দিয়ে আমি কী করব।'

কামরার ভিতর দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল।

ওরা জানে আমার কথায় যুক্তি আছে, ভাবলেন বিশপ। 'এবার বোধহয় আপনারা আমাকে দিয়ে কিছু সই করিয়ে নিতে চাইবেন?'

সবাই প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। সেক্রেটারি ব্যস্ত ভঙ্গিতে তাঁর দিকে একটা কাগজ ঠেলে দিল।

কাগজটার উপর চোখ বুলালেন বিশপ বেলমন্ড। তাতে পেইপল সিল রয়েছে। 'আমাকে যে কাগজ পাঠিয়েছিলেন, এটা কি সেটারই কপি?' জানতে চাইলেন তিনি।

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

কাগজটায় সই করলেন বিশপ। উপস্থিত কার্ডিনলরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

'ধন্যবাদ, বিশপ,' সেক্রেটারি বলল।

ব্রিফকেসটা তুললেন বিশপ, ওটার ওজনে প্রতিশ্রুতি ও কর্তৃত্ব অনুভব করছেন। কার্ডিনলদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো, মনে হলো তাঁরা যেন কিছু বলতে চান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ মুখ খুললেন না। ঘুরে দরজার কাছে পৌঁছে গেলেন বেলমন্ড।

'বিশপ?' দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছেন বিশপ, এই সময় পিছন থেকে একজন কার্ডিনল ডাকলেন।

ঘুরে দাঁড়ালেন বেলমন্ড। 'ইয়েস?'

'এখান থেকে কোথায় যাবেন আপনি?'

'প্যারিসে,' বলে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে গেলেন বিশপ বেলমন্ড।

উনিশ

ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক অভ জুরিখ রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে। সুইস ব্যাঙ্কের সবরকম সুবিধেই পাওয়া যাবে এখানে। ব্যাঙ্ক ক্লায়েন্টকে চেনে না, শুধু অ্যাকাউন্ট নম্বর চেনে। নিজের পরিচয় না জানিয়ে এখানে সেফ-ডিপজিট বক্স ভাড়া নেওয়া যায়, সেই বক্সে স্টক সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে মূল্যবান পেইন্টিং পর্যন্ত যা খুশি জমা রাখা যায়, আবার পরিচয় প্রকাশ না করে সব তোলাও যায়।

গন্তব্যের সামনে পৌঁছে গাড়ি থামাল সোফিয়া। জানালা দিয়ে তাকিয়ে রানা দেখল জানালাবিহীন টাওয়ার বিল্ডিংটা ইস্পাত দিয়ে মোড়া। গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে ত্রিশ ফুট উপরে সমবাহু নিয়ে ক্রসটা, প্রায় পনের ফুট লম্বা।

ড্রাইভওয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা গেট। ড্রাইভওয়ে মানে দু'পাশে সিমেন্টের দেয়ালের মাঝ দিয়ে একটা র‍্যাম্প, ক্রমশ ঢালু হয়ে দালানটার নীচের দিকে নেমে গেছে। গেটের উপর থেকে ড্রাইভওয়ের দিকে তাক করা রয়েছে একটা ভিডিও ক্যামেরা।

জানালার কাঁচ নামিয়ে ড্রাইভার সাইডের ইলেকট্রনিক পডিয়াম পরীক্ষা করল সোফিয়া। একটা এল.সি.ডি স্ক্রিন সাতটা ভাষায় দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে। তালিকার সবচেয়ে উপরের ভাষাটা ইংরেজি।

INSERT KEY

সোনালি লেযার-খচিত চাবিটা পকেট থেকে বের করল

সোফিয়া, তারপর পডিয়াম-এর দিকে তাকাল। স্ক্রিনের নীচে তেকোনা একটা ফুটো রয়েছে।

'যেন মনে হচ্ছে ফিট করবে,' মন্তব্য করল রানা।

চাবিটা ফুটোয় ঢোকাল সোফিয়া, ধীরে ধীরে পুরোটা শাফট ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। বোঝা গেল চাবিটা ঘোরাবার প্রয়োজন নেই, তার আগেই গেট খুলে যাচ্ছে। সচল হলো গাড়ি, দ্বিতীয় গেট ও দ্বিতীয় পডিয়ামের দিকে এগোচ্ছে। ওদের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল প্রথম গেট। দুই গেটের মাঝখানে আটকা পড়ল ওরা।

রানা ভাবল, আশা করা যায় দ্বিতীয় গেটও খুলবে।

দ্বিতীয় পডিয়ামেও সেই একই রকম দিক-নির্দেশনা দেওয়া আছে।

T KEY

আবার গর্তের ভিতর চাবি ঢোকাল সোফিয়া, দ্বিতীয় গেটও সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল। এক মুহূর্ত পর র‍্যাম্প বেয়ে কাঠামোটার পেটের ভিতর নেমে এল ওরা।

প্রাইভেট গ্যারেজটা বড় নয়, খুব বেশি হলে দশ-বারোটা গাড়ির জায়গা হবে, আলোও খুব কম। শেষ মাথার দিকে বিল্ডিঙে ঢোকার প্রধান প্রবেশপথটা দেখতে পেল রানা। পাকা মেঝেতে লাল কার্পেট, নিরেট ধাতব দরজা ভিজিটরদের জন্য অপেক্ষা করছে।

প্রবেশপথের কাছাকাছি গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল সোফিয়া। বলল, 'পিস্তলটা বোধহয় এখানে রেখে গেলেই ভাল হয়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অস্ত্রটা সিটের নীচে চালান করে দিল রানা।

গাড়ি থেকে নেমে লাল কার্পেটের উপর দিয়ে এগোল দুজন। ইস্পাতের দরজায় কোনও হাতল নেই, তবে ওটার পাশের দেয়ালে আরেকটা তেকোনা ফুটো আছে। তবে এবার কোনও দিক-নির্দেশনা নেই।

'শিখতে যাদের দেরি হয়, তারা এখান থেকেই ফিরে যাবে,' বলল রানা।

হেসে উঠল সোফিয়া, নার্ভাস দেখাচ্ছে তাকে। 'চিচিং ফাঁক!' বলে ফুটোয় চাবিটা ঢোকাল সে। মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে ভিতর দিকে খুলে গেল দরজা। দৃষ্টি বিনিময় করে সামনে এগোল ওরা। ওদের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

রানা দেখল ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক অভ জুরিখ-এর ফয়ে-র এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত শুধু মেটাল ও রিভিট-এর সমষ্টি।

লবিতে চোখ বুলিয়ে রানার মত সোফিয়াও বিস্মিত। মেঝে, দেয়াল, কাউন্টার, দরজা, এমনকী লবির চেয়ারগুলো পর্যন্ত ধূসর মেটাল দিয়ে তৈরি। তাতে মেসেজটা অবশ্য সহজেই ধরা যাচ্ছে—তুমি একটা ভল্টে ঢুকতে যাচ্ছ।

ওদেরকে ঢুকতে দেখে কাউন্টারের পিছনে বসা লম্বা-চওড়া এক লোক চোখ তুলে তাকাল। সামনে রাখা টেলিভিশনটা বন্ধ করে দিয়ে ওদের উদ্দেশে মৃদু হাসল সে। শুধু শরীরই প্রকাণ্ড নয়, সঙ্গে সাইডআর্মস্‌ও আছে, তা সত্ত্বেও তাঁর হাবভাবে সুইস নম্রতার কোনও অভাব নেই। 'প্লিজ, বলুন আপনাদের জন্যে কী করতে পারি আমি?'

কথা না বলে হাতের চাবিটা শুধু লোকটার সামনে কাউন্টারের উপর রাখল সোফিয়া।

সেটার দিকে একবার তাকিয়েই শিরদাঁড়া আরও খাড়া করল লোকটা। 'ওয়েলকাম। হল-এর শেষ মাথায় এলিভেটর। ওদের কাউকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি আপনারা রওনা হয়ে গেছেন।'

চাবিটা কাউন্টার থেকে তুলে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'কোন্ ফ্লোর?'

তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল লোকটা। 'আপনার চাবিই এলিভেটরকে জানিয়ে দেবে কোন্ ফ্লোর।'

হাসল সোফিয়া। 'ও, হ্যাঁ।'

*

এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে ওরা, পিছন থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অ্যাটেনড্যান্ট। চাবি ঢুকিয়ে এলিভেটরে চড়ল ওরা। তারপর যেই দরজাটা বন্ধ হয়েছে, অমনি টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল শুরু করল অ্যাটেনড্যান্ট।

ওদের উপস্থিতি সম্পর্কে কাউকে সতর্ক করছে না লোকটা। তার আসলে কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ বাইরের এন্ট্রি গেটের ফুটোয় চাবি ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে ভল্ট জুড়ে একটা অ্যালার্ট সিস্টেম আপনাআপনি চালু হয়ে গেছে।

ব্যাঙ্কের নাইট ম্যানেজারকে ফোন করছে লোকটা। রিঙ হচ্ছে শুনে টেলিভিশনটা আবার চালু করল সে। সংবাদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। টিভির পরদার দিকে একটু ঝুঁকে মুখ দুটো আরও ভাল করে দেখল সে।

'বলুন,' অপরপ্রান্ত থেকে নাইট ম্যানেজারের পরিচিত গলা ভেসে এল।

'এখানকার পরিস্থিতি ভাল নয়।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'ফ্রেঞ্চ পুলিশ দুজন আসামিকে খুঁজছে।'

'তাতে আমাদের কী?'

'দুজনই তারা এইমাত্র আমাদের ব্যাঙ্কে এসে ঢুকেছে।'

শান্তসুরে কাকে যেন অভিশাপ দিলেন ম্যানেজার। 'ঠিক আছে। এখনই আমি মসিয়ো জ্যাক ড্যালক্রোজ-কে খবর দিচ্ছি।'

রানা অবাক হয়ে খেয়াল করল, এলিভেটর উপরে না উঠে নীচে নামছে। ওর কোনও ধারণাই নেই ইতোমধ্যে ব্যাঙ্কের ক'তলা নীচে নেমে এসেছে ওরা।

একসময় থামল এলিভেটর। বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বয়স্ক এক লোক দাঁড়িয়ে আছে।

তার ফ্ল্যানেল-এর সুট পরিবেশের সঙ্গে বেমানান লাগল। 'গুড ইভনিং। দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঘুরল, তারপর সরু করিডর ধরে হাঁটা ধরল।

লোকটার পিছু নিয়ে কয়েকটা করিডর পার হলো ওরা। বড় বড় কয়েকটা কামরাকে পাশ কাটিয়ে এল, ভিতরে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মেইনফ্রেম কমপিউটার।

একটা ইস্পাতের দরজার সামনে থামল লোকটা। কবাট মেলে ধরে বলল, 'আপনারা পৌঁছে গেছেন।'

সোফিয়ার সঙ্গে যেন আরেক জগতে পা দিল রানা। ওদের সামনে ছোট কামরাটা যেন কোনও পাঁচতারা হোটেলের বিলাসবহুল সিটিং রুম। মেটাল ও রিভিট অদৃশ্য হয়েছে, তার বদলে দেখা যাচ্ছে পারশিয়ান কার্পেট, গাঢ় রঙের ওক ফার্নিচার, গদি মোড়া চেয়ার। কামরার মাঝখানে চওড়া ডেস্ক, শিভাস রিগাল-এর খোলা বোতলের পাশে দুটো ক্রিস্টাল গ্লাস দেখা যাচ্ছে। পাশেই কফি ভর্তি চিনামাটির কেটলি, নল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

ঘড়ির কাঁটা ধরে কিছু করতে হলে, ভাবল রানা, ব্যাপারটা সুইসদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

হাসিমুখে লোকটা বলল, 'আমার যেন মনে হচ্ছে এবারই প্রথম এলেন আপনারা?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া।

'বুঝতে পেরেছি। চাবিগুলো অনেক সময় উত্তরাধিকার সূত্রেও পাওয়া হয়। প্রথমবার যারা ব্যবহার করে, জানা কথা, আমাদের প্রোটোকল সম্পর্কে তারা জানে না।' ইঙ্গিতে ডেস্কের বোতল ও গ্লাসগুলো দেখাল সে। 'এই কামরাটা আপনাদের, যতক্ষণ খুশি ব্যবহার করতে পারবেন।'

'আপনি বললেন চাবি অনেক সময় উত্তরাধিকার সূত্রেও পাওয়া হয়?' জানতে চাইল সোফিয়া।

'হয় বইকি। আপনার চাবি আসলে একটা সুইস নাম্বারড

অ্যাকাউন্টের মত, যেটা উইল করে দেয়া যায় প্রজন্মের পর প্রজন্মকে। আমাদের গোল্ড অ্যাকাউন্টে সবচেয়ে স্বল্পমেয়াদি সেফ-ডিপজিট লিজ হলো পঞ্চাশ বছর। চার্জ অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। কাজেই পরিবারের লোকজনকে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতে দেখি আমরা।'

'কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর?' জানতে চাইল রানা।

'কমপক্ষে,' বলল লোকটা। 'অবশ্যই আপনি আরও দীর্ঘমেয়াদি লিজ নিতে পারেন, তবে নতুন ব্যবস্থা না করলে, পঞ্চাশ বছর পর সেফ-ডিপজিট বক্স নিজে থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। বক্সটা পাওয়ার প্রসেসটা আমি কি ব্যাখ্যা করব?'

'প্লিজ।' মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া।

হাত নেড়ে সুন্দর করে সাজানো কামরাটার চারদিক দেখাল লোকটা। 'এটা আপনাদের প্রাইভেট ভিউইং রুম। আমি কামরা ছেড়ে চলে যাবার পর সেফ-ডিপজিট বক্সে রাখা জিনিস পরীক্ষা, কিংবা ওটা থেকে কিছু নিতে বা ভরতে পারবেন আপনারা। বক্সটা আসবে... ওখানে।'

ওদেরকে নিয়ে আরেক প্রান্তের দেয়ালের কাছে হেঁটে এল লোকটা, যেখানে বাঁক নিয়ে কামরায় ঢুকেছে চওড়া একটা কনভেয়ার বেল্ট। 'এই ফুটোয় চাবি ঢোকাবেন।' হাত তুলে কনভেয়ার বেল্টের উল্টোদিকের বড়সড় ইলেকট্রনিক পডিয়ামটা দেখাল। ওটাতেও ইতোমধ্যে পরিচিত হয়ে ওঠা একটা তেকোনা গর্ত দেখা যাচ্ছে।

'কমপিউটার আপনাদের চাবির মার্কিং কনফার্ম করলে অ্যাকাউন্ট নাম্বার ঢোকাবেন,' বলল লোকটা। 'ভল্টের নীচ থেকে রোবোটিক পদ্ধতিতে চলে আসবে সেফ-ডিপজিট বক্সটা। কাজ শেষ হলে বক্সটা কনভেয়র বেল্টে রাখবেন, আবার চাবি ঢোকাবেন, ব্যস। সবই স্বয়ংক্রিয়, কাজেই আপনাদের প্রাইভেসি এতটুকু বিঘ্নিত হবে না। কিছু যদি দরকার হয়, ডেস্কে রাখা কল বাটনটা

টিপলেই হবে।'

কিছু জিজ্ঞেস করবার জন্য মুখ খুলতে যাবে সোফিয়া, এই সময় একটা টেলিফোন এল। বিব্রত ও বিমূঢ় দেখাল লোকটাকে। 'এক্সকিউজ মি, প্লিজ,' বলে ফোনের কাছে চলে এল সে, ডেস্কের উপর কফি ও শিভাস রিগালের পাশেই রয়েছে সেটা। 'হ্যালো?' রিসিভার তুলে বলল। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সে, মন দিয়ে অপরপ্রান্তের কথা শুনছে। প্রায় এক মিনিট পর বলল, 'ঠিক আছে, জী, ঠিক আছে।'

রিসিভার রেখে দিয়ে আড়ষ্ট একটু হাসল লোকটা। 'দুঃখিত। এবার আমাকে যেতে হয়। আপনারা ধীরেসুস্থে কাজ করুন।' ঘুরে দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগোল সে।

'মাফ করবেন,' বলল সোফিয়া। 'যাবার আগে একটা ব্যাপার একটু খুলে বলবেন? আমাদেরকে অ্যাকাউন্ট নাম্বার ঢোকাতে হবে?'

দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরল লোকটা, চেহারা ম্লান হয়ে গেছে। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। বেশিরভাগ সুইস ব্যাঙ্কের মতই আমাদের সেফ-ডিপজিট বক্স একটা সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত, কোনও নামের সঙ্গে নয়। আপনার কাছে চাবি ছাড়াও একটা পারসোনাল অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে। এই নাম্বার একা শুধু আপনি জানেন। চাবিটা আপনার আইডেনটিফিকেশনের মাত্র অর্ধেকটা। বাকি অর্ধেক আপনার পারসোনাল অ্যাকাউন্ট নাম্বার। তা না হলে, চাবিটা যদি হারিয়ে ফেলেন, যে-কেউ ওটা ব্যবহার করতে পারে।'

ইতস্তত করছে সোফিয়া। 'কিন্তু আমার বন্ধু যদি আমাকে কোনও অ্যাকাউন্ট নাম্বার না দেন?'

ব্যাঙ্কার লোকটার বুক ধক ধক করছে। *সেক্ষেত্রে এখানে আপনাদের কোনও কাজ নেই।* শান্ত ভঙ্গিতে হাসল সে। 'সাহায্য করার জন্যে কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটু পরেই পৌঁছে যাবে সে।'

কামরা থেকে বেরিয়ে এসে কপালের ঘাম মুছল লোকটা, তারপর ব্যস্ত হাতে ভারী একটা তালার হাতল ঘোরাল, ভিতরে

আটকে ফেলল ওদের দুজনকে।

শহরের মাঝখানে, ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লেফটেন্যান্ট ডুফি রাউল, এই সময় তার সেল ফোনটা বেজে উঠল। ডিসপ্লেতে নাম্বার দেখেই বুঝতে পারল, ষাঁড় মহাশয়ের ফোন।

'ইন্টারপোল একটা টিপ পেয়েছে,' বললেন ক্যাপটেন অকটেভ। 'ট্রেনের কথা ভুলে যাও। মসিয়ো রানা ও এজেন্ট সোফিয়া এইমাত্র ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক অভ জুরিখ-এর প্যারিস শাখায় ঢুকেছে। আমি চাই তোমার লোকজন এখনই পৌঁছে যাক ওখানে।'

'কিউরেটর ভদ্রলোক এজেন্ট সোফিয়া আর মসিয়ো রানাকে কী বলে গেছেন তার কোনও হদিস করা গেল, ক্যাপটেন?'

অকটেভের কণ্ঠস্বর ঠাণ্ডা। 'আগে ওদেরকে তুমি অ্যারেস্ট করো, লেফটেন্যান্ট রাউল, তারপর ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে ওদেরকে জিজ্ঞেস করব।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে একটা ঢোক গিলল রাউল। 'ইয়েস, মসিয়ো! চব্বিশ নম্বর খু হ্যাক্সো। এখনই রওনা হয়ে যাচ্ছি, ক্যাপটেন।' যোগাযোগ কেটে দিয়ে নিজের লোকদের মেসেজ পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে।

ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক অভ জুরিখ-এর প্যারিস শাখার প্রেসিডেন্ট এমেলি জ্যাকুইস ড্যালক্রোজ ব্যাঙ্ক ভবনের টপ ফ্লোরে একটা ফ্ল্যাটে বাস করেন। অত্যন্ত সৌখিন মানুষ তিনি, দুর্লভ ফার্নিচার ও দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করা তাঁর নেশা।

মাত্র সাড়ে ছ'মিনিট আগে ঘুম ভাঙলেও, সপ্রতিভ ভঙ্গিতে ব্যাঙ্কের আন্ডারগ্রাউন্ড করিডর ধরে হনহন করে হেঁটে চলেছেন ভদ্রলোক। পরনে সিল্ক সুট, হাঁটার গতি এতটুকু না কমিয়ে মুখের ভিতর খানিকটা ব্রেথ স্প্রে করলেন, আঁটো করলেন টাইয়ের গিঁট। আলাদা টাইম জোন থেকে আসা আন্তর্জাতিক ক্লায়েন্টদের মাঝে

মধ্যেই সঙ্গ দিতে হয়, তাই নিজের ঘুমের ধরন বদলে নিয়েছেন ড্যালক্রোজ। অভ্যাস করিয়ে নিলে শরীর অনেক কিছুই সয়ে নেয়, ঘুম ভাঙার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কাপড়চোপড় পরে যে-কোনও কাজের জন্য নিজেকে তৈরি করে নিতে পারেন তিনি।

সোনার চাবি নিয়ে কেউ এলে তার প্রতি বিশেষ খেয়াল দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু তাকে যদি জুডিশিয়াল পুলিশ খোঁজে তা হলে তো ব্যাপারটা খুবই নাজুক। ক্লায়েন্টদের প্রাইভেসি রক্ষার অধিকার নিয়ে পুলিশের সঙ্গে যথেষ্ট লড়াই করেছে ব্যাঙ্ক। নিজের জেদে তিনি অটল, কেউ ক্রিমিনাল হিসাবে প্রমাণিত না হলে ব্যাঙ্ক তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে বাধ্য নয়।

পাঁচ মিনিট সময় দরকার, ভাবলেন ড্যালক্রোজ, পুলিশ পৌঁছানোর আগেই লোকগুলোকে ব্যাঙ্ক থেকে বের করে দেব আমি।

তাঁর যদি দেরি হয়ে না যায়, সঙ্কটটা এড়ানো সম্ভব। পুলিশকে তিনি বলবেন, আলোচ্য আসামিরা ব্যাঙ্কে ঢুকেছিল ঠিকই, কিন্তু যেহেতু তারা ক্লায়েন্ট নয়, তাদের কোনও অ্যাকাউন্ট নাম্বার নেই, তাই বিদায় করে দেওয়া হয়েছে।

ভাল হত বোকা ওয়াচম্যান ইন্টারপোলকে খবর না দিলে। ঘণ্টায় পনের ইউরো বেতন পাওয়া ওয়াচম্যানের অভিধানে ব্যাঙ্কিং সতর্কতা বলে বোধহয় কিছু নেই।

'গুড ইভনিং!' দরজায় নক করে সহাস্যে ভিতরে ঢুকলেন ড্যালক্রোজ, তাঁর দৃষ্টি আগন্তুকদের খুঁজে নিচ্ছে। 'আমি জ্যাক ড্যালক্রোজ। বলুন কীভাবে আপনাদের সাহায্য...' বাক্যের বাকি শব্দগুলো তাঁর গলার ভিতরে কোথাও আটকে গেল। সামনে দাঁড়ানো মেয়েটির মত এমন অপ্রত্যাশিত আগন্তুক তাঁর জীবনে আর কখনও আসেনি।

'আচ্ছা, আমরা কি পরস্পরকে চিনি?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া। ব্যাঙ্ক কর্মকর্তাকে চিনতে পারছে না সে, তবে মুহূর্তের জন্য মনে

হলো তাকে দেখে ভূত দেখবার মতই চমকে উঠেছেন ভদ্রলোক।

'না...' ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। 'চিনি বলে... মনে হয় না।' জোর করে হাসলেন একটু। 'আমার সহকারী বলল, আপনাদের কাছে গোল্ড কি আছে, অথচ অ্যাকাউন্ট নাম্বার নেই। দয়া করে বলবেন কি, চাবিটা কীভাবে পেলেন আপনারা?'

'আমার দাদু আমাকে দিয়েছেন,' বলল সোফিয়া, ব্যাঙ্ক কর্মকর্তাকে খুঁটিয়ে দেখছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোক আগের চেয়েও বেশি অস্বস্তি বোধ করছেন।

'তাই? তিনি আপনাকে চাবিটা দিলেন, অথচ অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দিতে ভুলে গেলেন?'

'দাদু আসলে সময় পাননি,' শান্ত, ম্লান সুরে বলল সোফিয়া। 'আজ রাতে তিনি খুন হয়েছেন।'

যেন অদৃশ্য কারও ধাক্কা খেয়ে এক পা পিছিয়ে গেলেন ড্যালক্রোজ। 'ল্যাক বেসন খুন হয়েছেন?' নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় গলার আওয়াজ চড়ে গেল, তাঁর চোখ দুটোয় আতঙ্কের কালো ছায়া পড়েছে। 'কিন্তু... কীভাবে?'

এবার চমকে উঠে পিছিয়ে এল সোফিয়া, অবশ লাগছে নিজেকে। 'আপনি আমার দাদুকে চিনতেন?'

টেবিলের কোণ আঁকড়ে ধরে ভারসাম্য ঠিক রাখলেন ড্যালক্রোজ। 'আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এটা কখনকার কথা?'

'আজ রাতের প্রথমদিকে। লুভার মিউজিয়ামের ভেতরে।'

হেঁটে এসে একটা লেদার চেয়ারে বসলেন ড্যালক্রোজ। 'আপনাদের দুজনকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করছি আমি।' চোখ তুলে রানাকে দেখলেন, তারপর সোফিয়াকে। 'তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে আপনারা কেউ জড়িত কি না।'

'না!' বলল সোফিয়া।

ড্যালক্রোজ গম্ভীর। 'ইন্টারপোল আপনাদের ফটো বিলি করেছে। সেই ফটো দেখে আপনাদেরকে আমি চিনেছি। খুনের

অভিযোগে পুলিশ আপনাদেরকে খুঁজছে।'

সর্বনাশ, ভাবল সোফিয়া, ক্যাপটেন অকটেভ এত তাড়াতাড়ি ইন্টারপোলের সাহায্য চেয়েছেন! রানার পরিচয়, সেই সঙ্গে আজ রাতে লুভার মিউজিয়ামে কী ঘটেছে সংক্ষেপে ড্যালক্রোজকে জানাল সে।

ড্যালক্রোজ বিহ্বল হয়ে পড়লেন। 'আর আপনার দাদু মারা যাবার সময় একটা মেসেজ রেখে গেলেন– মসিয়ো মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করো?'

'হ্যাঁ। আর এই চাবিটা।' কফি টেবিলের উপর চাবিটা এমনভাবে রাখল সোফিয়া প্রায়রি সিলটা যাতে নীচের দিকে থাকে।

চোখ নামিয়ে চাবিটা দেখলেন ড্যালক্রোজ, তবে ধরলেন না। 'তিনি শুধু এই চাবিটা রেখে গেছেন? আর কিছু না? কোন চিরকুট নয়?'

'না। শুধু এই চাবিটাই।'

অসহায় ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ড্যালক্রোজ। 'প্রতিটি চাবির সঙ্গে টেন ডিজিট অ্যাকাউন্ট নাম্বারও থাকে, ওটা পাসওয়ার্ড হিসেবে কাজ করে। ওই নম্বর ছাড়া আপনার চাবির কোনও মূল্য নেই।'

টেন ডিজিট। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রিপ্টগ্রাফিক ধাঁধাটা নিয়ে হিসাব কষছে সোফিয়া। দশ বিলিয়ন সম্ভাব্য সংখ্যা। এমনকী সে যদি ডিসিপিজে-র অত্যন্ত শক্তিশালী প্যারালাল প্রসেসিং কমপিউটারও নিয়ে বসে, কোডটা ভাঙতে কয়েক হপ্তা সময় লাগবে। 'কিন্তু আপনি তো, মসিয়ো, অবশ্যই আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন।'

'দুঃখিত। সত্যি আমার কিছু করার নেই। ক্লায়েন্টরা যে যার নিজের অ্যাকাউন্ট নাম্বার সংগ্রহ করে নিরাপদ একটা টার্মিনাল-এর মাধ্যমে, অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা শুধু ক্লায়েন্ট ও কমপিউটার জানে

সমস্যাটা বুঝল সোফিয়া। ধীরে ধীরে রানার পাশে বসল সে। একবার চাবি, একবার ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাচ্ছে। 'আপনার কোনও ধারণা আছে, আপনাদের ব্যাঙ্কে কি রেখে গেছেন আমার দাদু?'

মাথা নাড়লেন ড্যালক্রোজ। 'প্রশ্নই ওঠে না,' জোর দিয়ে বললেন তিনি।

এতক্ষণে শিরদাঁড়া খাড়া করল রানা। 'মসিয়ো ড্যালক্রোজ,' বলল ও। 'অনেক রাত হয়েছে, আমাদের হাতে সময়ও খুব কম। যদি অনুমতি দেন তো প্রসঙ্গটা সরাসরি তুলতে পারি আমি।' হাত বাড়িয়ে সোনালি চাবিটা নিয়ে ওল্টাল ও, প্রায়রির সিলটা সামনে আনার সময় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে তাঁর প্রতিক্রিয়া। 'চাবিতে যে সিম্বল রয়েছে, এটার অর্থ আপনার জানা আছে, প্লিজ?'

চোখ নামিয়ে ফ্লও-দ্য-লি সিলটা দেখলেন ড্যালক্রোজ, চেহারায় কোনও ভাব ফুটল না। 'না, তবে আমাদের অনেক ক্লায়েন্টই নিজেদের চাবিতে করপরেট লোগো এমবস করিয়ে নেন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, এখনও তাকিয়ে আছে ড্যালক্রোজের দিকে। 'এই সিল একটা সিক্রেট সোসাইটি, প্রায়রি অভ সায়ান-এর সিম্বল।'

ড্যালক্রোজের চেহারায় কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। 'এ বিষয়ে কিছুই আমি জানি না।' অসহায় দৃষ্টিতে সোফিয়ার দিকে তাকালেন তিনি। 'আপনার দাদু বন্ধু ছিলেন বটে, তবে আমাদের মধ্যে শুধু ব্যবসা নিয়েই কথাবার্তা হত।' ভদ্রলোক নিজের টাই অ্যাডজাস্ট করলেন, এখন তাঁকে একটু নার্ভাস লাগছে।

'মসিয়ো ড্যালক্রোজ,' চাপ বাড়াচ্ছে রানা, কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে দৃঢ়। 'ল্যাক বেসন আজ রাতে টেলিফোন করে জানিয়েছিলেন, মারাত্মক বিপদের মধ্যে আছেন সোফিয়া। বলেছিলেন, ওঁকে কিছু দেবেন তিনি। কিছু মানে আপনার ব্যাঙ্কের এই চাবিটা। এখন যেহেতু ওঁর দাদু মারা গেছেন, যা-ই আপনি

বলতে পারুন, সেটা আমাদের উপকারে লাগবে।'

ড্যালক্রোজের শরীর ঘাম ছেড়ে দিয়েছে। 'প্রথমে এই বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত আপনাদের। ভয় পাচ্ছি এখনই না পুলিশ এসে পড়ে। আমার ওয়াচম্যান ইন্টারপোলকে মেসেজ পাঠিয়েছে।'

এই ভয়টা আগেই হয়েছে সোফিয়ার। সময় নেই জানে, তবু শেষ একটা প্রশ্ন না করে পারল না সে। 'টেলিফোনে দাদু বললেন, আমার পরিবার সম্পর্কে সত্যি কথাটা আমাকে জানানো দরকার। এর কোনও ব্যাখ্যা আপনার জানা আছে?'

'মাদামোয়াজেল, আপনার মা-বাবা কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান, আপনি তখন খুব ছোট ছিলেন। দুঃখিত। আমি জানি দাদু আপনাকে খুব ভালবাসতেন। আপনাদের মধ্যে যোগাযোগ না থাকায় খুব ব্যথা পেতেন, সেই ব্যথার কথা বলতেনও আমাকে।'

সোফিয়া চুপ করে থাকল, কী বলবে বুঝতে পারছে না।

রানা জানতে চাইল, 'এই অ্যাকাউন্টে যা আছে তার সঙ্গে কি সাংগ্রিয়াল-এর কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে?'

ওর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন প্রেসিডেন্ট ড্যালক্রোজ। 'আমার কোনও ধারণা নেই ওটা কী।' ঠিক এই সময় তাঁর সেল ফোনটা বেজে উঠল। বেল্ট থেকে ছোঁ দিয়ে সেটা তুললেন তিনি। 'হ্যালো?' এক মুহূর্ত শুনলেন, চেহারায় বিস্ময়ের সঙ্গে উদ্বেগের ছাপও ফুটল। 'পুলিশ? চলে এসেছে?' কাকে যেন অভিশাপ দিলেন, সম্ভবত ভাগ্যকে; তারপর দ্রুত বলে গেলেন কী করতে হবে, সবশেষে জানালেন এক মিনিটের মধ্যে লবিতে উঠছেন তিনি।

ফোন বন্ধ করে সোফিয়ার দিকে তাকালেন ড্যালক্রোজ। 'পুলিশ একটু আগেভাগেই পৌঁছে গেছে।'

সোফিয়ার ইচ্ছে নয় খালি হাতে ফেরে। 'ওদেরকে জানান আমরা এসেছিলাম ঠিকই, তবে চলে গেছি। ব্যাঙ্কে তল্লাশি চালাতে চাইলে সার্চ ওয়ারেন্ট দেখতে চাইবেন। তাতে ওদেরকে দেরি করিয়ে দেয়া হবে।'

'শুনুন,' বললেন ড্যালক্রোজ। 'বেসন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তা ছাড়া ব্যবসার সুনাম-দুর্নামের কথাও ভাবতে হচ্ছে আমাকে। আমার ব্যাঙ্কের ভেতর থেকে পুলিশ কাউকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে, এটা আমি হতে দিতে পারি না। একটু সময় দিন, দেখছি কারও চোখে ধরা না পড়ে কীভাবে ব্যাঙ্ক থেকে আপনাদেরকে সরিয়ে দেয়া যায়। শুধু এটুকুই, ঠিক আছে? এসব ব্যাপারে এরচেয়ে বেশি আমি জড়াতে চাই না।' দরজার দিকে এগোলেন তিনি। 'এখান থেকে নড়বেন না। একটা ব্যবস্থা করে এখনই ফিরছি আমি।'

'কিন্তু আমাদের সেফ-ডিপজিট বক্স?' জানতে চাইল রানা। 'ওটা ছাড়া তো আমরা ফিরতে পারি না।'

'আমার কিছু করার নেই,' বললেন ড্যালক্রোজ, ঘুরে কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। 'দুঃখিত।'

ঘাড় ফিরিয়ে সোফিয়ার দিকে তাকাল রানা।

সোফিয়া ভাবছে, বছরের পর বছর ধরে দাদু তাকে যে-সব এনভেলাপ ও প্যাকেজ পাঠিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা নেই তো? ওগুলো তো ভুলেও কখনও খোলেনি সে।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ওর চোখে অপ্রত্যাশিত আলোর একটা ঝিলিক দেখতে পেয়ে সোফিয়ার দৃষ্টি অপলক হয়ে উঠল। 'রানা? আপনি হাসছেন?'

'আপনার দাদু আসলে একটা জিনিয়াস।'

'ঠিক কী বলছেন বুঝতে–'

'টেন ডিজিট!'

সোফিয়ার কোনও ধারণা নেই কী ভাবছে রানা।

'আমি প্রায় নিশ্চিত অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা,' বলল রানা, ঠোঁটের কোণে বাঁকা এক চিলতে হাসি লেগে রয়েছে, 'আমাদেরকে দিয়ে গেছেন তিনি।'

'কোথায়?'

ক্রাইম সিন ফটোর প্রিন্টআউটটা বের করে কফি টেবিলে মেলল রানা। শুধু প্রথম লাইনটা পড়তে যা দেরি, সোফিয়া বুঝতে পারল রানা ঠিক কথাই বলছে।

13-3-2-21-1-1-8-5
conian devil!
t!
s

বিশ

'টেন ডিজিট,' বলল সোফিয়া, প্রিন্টআউটের দিকে তাকাতেই তার ক্রিপটলজিক অনুভূতিতে ঢেউ উঠল।

দাদু তা হলে লুভার মিউজিয়ামের মেঝেতে অ্যাকাউন্ট নম্বরটা লিখে রেখে গেছেন!

জ্যামিতিক নকশা কাটা মেঝেতে প্রথম যখন ফিবোনাচি সিকোয়েন্সটা দেখল সোফিয়া, ধরে নিয়েছিল দাদু চেয়েছেন ওটা দেখে ডিসিপিজে তাদের ক্রিপটগ্রাফারদের ডেকে পাঠাবে, ফলে এই মার্ডার কেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে সোফিয়া। পরে সে বুঝতে পারে সংখ্যাটা বাকি লাইনগুলো ডিসাইফার করবার সূত্রও বটে–বিশৃংখল একটা সিকোয়েন্স... একটা নিউমেরিক অ্যানাগ্রাম।

এই মুহূর্তে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে উপলব্ধি করছে সোফিয়া, সংখ্যাগুলোর আরও গুরুত্বপূর্ণ মানে আছে। প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে

নেওয়া যায় তার দাদুর রহস্যময় সেফ-ডিপজিট বক্স খোলার সর্বশেষ চাবি এগুলো।

'দাদু ছিলেন একের ভেতর বহু-র ভক্ত,' রানার দিকে ঘুরে বলল সোফিয়া। 'কোডের ভেতরে কোড তাঁর খুব পছন্দ ছিল।'

এরইমধ্যে ইলেকট্রনিক পডিয়ামের দিকে এগোতে শুরু করেছে রানা। ছোঁ দিয়ে কমপিউটার প্রিন্টআউটটা তুলে নিয়ে ওর পিছু নিল সোফিয়া।

পডিয়ামে একটা কিপ্যাড, অর্থাৎ ডিসপ্লে ইউনিট রয়েছে। স্ক্রিনে ব্যাঙ্কের ক্রুসিফর্ম লোগো দেখা যাচ্ছে। কিপ্যাডের পাশে তেকোনা একটা ফুটো। দেরি না করে ওটার ভিতর চাবিটা ঢোকাল সোফিয়া।

সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল ডিসপ্লে।

ACCOUNT NUM

কারসার মিটমিট করছে। অপেক্ষায় আছে।

টেন ডিজিট। প্রিন্টআউটের সংখ্যাগুলো পড়ল সোফিয়া, শুনে টাইপ করে গেল রানা।

ACCOUNT
1332211185

শেষ ডিজিট টাইপ করা মাত্র আবার বদলে গেল স্ক্রিন। কয়েকটা ভাষায় একটা মেসেজ এসেছে, সবচেয়ে উপরে ইংরেজি। বাংলা করলে দাঁড়ায়—

সাবধানঃ

এন্টার কি-তে চাপ ওয়ার আগে দয়া করে আপনার

অ্যাকাউন্ট নাম্বার ঠিক আছে কিনা ভাল করে দেখে নিন। কমপিউটার আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার চিনতে না পারলে সিস্টেমটা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

ঠোঁট কামড়াল সোফিয়া। 'দেখা যাচ্ছে মাত্র একবারই সুযো পাব আমরা।' এ-ধরনের অন্যান্য সিস্টেমে তিনবার সুযোগ পাও. যায়।

'সংখ্যাগুলো মনে হচ্ছে ঠিকই আছে,' বলল রানা, এতক্ষণ যা টাইপ করল প্রিন্টআউটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে কোথাও কোনও ভুল করেছে কি না। কাজটা শেষ করে ইঙ্গিতে এন্টার কি-টা দেখাল সোফিয়াকে। 'ফায়ার!'

কিপ্যাডের দিকে তর্জনী বাড়াল সোফিয়া, কিন্তু ইতস্তত করছে, একটা অদ্ভুত চিন্তা ঢুকেছে তার মাথায়।

'তাড়াতাড়ি করুন,' দ্রুত বলল রানা। 'ড্যালক্রোজ এসে পড়বেন।'

'না।' হাতটা টেনে নিল সোফিয়া। 'এটা সঠিক অ্যাকাউন্ট নাম্বার নয়।'

'কেন বলছেন এ-কথা? টেন ডিজিট। আর কী হতে পারে?'

'এটা বড় বেশি এলোমেলো,' বলে রানা যা টাইপ করেছিল সব মুছে ফেলল সোফিয়া।

রানার মনে পড়ল এর আগে এই অ্যাকাউন্ট নাম্বারকে নতুন করে সাজিয়ে ফিবোনাচি সিকোয়েন্স-এ পরিণত করেছিল সোফিয়া।

ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে সোফিয়া, যেন স্মৃতি থেকে নিয়ে একটা আলাদা সংখ্যা টাইপ করল কিপ্যাডে। 'তা ছাড়া,' বলল সে, 'সিম্বলিজম ও কোড দাদু যেরকম ভালবাসতেন, তাতে এটা ধরে নেয়া চলে যে অর্থবহ একটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার বাছাই করবেন তিনি, যেটা সহজেই মনে রাখা যায়।' টাইপ শেষ করে মৃদু হাসল সে। 'এমন কিছু, দেখে মনে হবে এলোমেলো... কিন্তু আসলে তা নয়।'

স্ক্রিনের দিকে তাকাল রানা।

ACCOU T NUM
1123581321

এক মুহূর্ত সময় লাগল, তবে চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল রানা, সোফিয়া ঠিকই বলছে।

ফিবোনাচি সিকোয়েন্স।

1-1-2-3-5-8-13-21

এলোমেলো করে দিলে ফিবোনাচি সিকোয়েন্স চেনা প্রায় অসম্ভব। সহজে মনে থাকবে, অথচ দেখে মনে হবে তাৎপর্যহীন। টেন ডিজিটের এই কোড যে-কেউ সহজেই স্মরণ করতে পারবে।

হাত বাড়িয়ে 'এন্টার কি' চাপল সোফিয়া।

কিছুই ঘটল না।

তারপর পরম স্বস্তির পরশ অনুভব করল ওরা কনভেয়ার বেল্টটাকে সচল হতে দেখে। সরে এসে বেল্টটার পাশে দাঁড়াল দুজন, রহস্যময় বক্সটার জন্য অপেক্ষা করছে, জানে না সেটার ভিতর কী আছে।

সরু একটা ফাটল দিয়ে কামরার ভিতর ঢুকছে কনভেয়ার বেল্ট, ফাটলটা চৌকো একটা দরজার নীচে। ধাতব দরজার কবাট উপরে উঠল, বেল্ট বয়ে নিয়ে এল বড়সড় এক প্লাস্টিকের বাক্স।

বাক্সটা কালো, পুরু প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া। গায়ে মেটাল ক্লাস্প, বারকোড স্টিকার ও মোটা হাতল আছে। জিনিসটা বড়সড় একটা টুলবক্সের মত দেখতে, খুব ভারী হবারই সম্ভাবনা।

ঠিক ওদের সামনে স্থির হলো বাক্স সহ বেল্টটা।

রানা আর সোফিয়া একচুল নড়ছে না, রহস্যময় বাক্সটার দিকে অপলক তাকিয়ে রয়েছে। তারপর খুক করে কাশল সোফিয়া, যেন

রানাকে মনে করিয়ে দিল সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না।

ক্ল্যাম্প দুটো হুক মুক্ত করল রানা। তারপর দুজন মিলে ভারী ঢাকনিটা তুলে উল্টোদিকে ছেড়ে দিল।

সামনে এগিয়ে উঁকি দিয়ে বাক্সের ভিতর তাকাল ওরা।

প্রথমে সোফিয়ার মনে হলো বাক্সটা খালি। তারপর কিছু একটা দেখতে পেল। বাক্সের তলায় বসে আছে। নিঃসঙ্গ একটা বাক্স।

অর্থাৎ বাক্সের ভিতর আরেকটা বাক্স। দ্বিতীয়টা পালিশ করা কাঠ দিয়ে তৈরি, আকারে জুতোর বাক্সের মত, গাঢ় লালচে-বেগুনি রঙ চকচক করছে। রোজউড, চিনতে পারল সোফিয়া। তার দাদুর প্রিয় ছিল। ঢাকনিতেও ভারি সুন্দর একটা গোলাপের ডিজাইন করা।

বোকার মত দৃষ্টি বিনিময় করল দুজন। তারপর শ্রাগ করে ঝুঁকল রানা, বড় বাক্সের ভিতর হাত ভরে ছোট বাক্সটা তুলে আনল।

ওহ্, গড, কী ভারী!

বাক্সটা বয়ে নিয়ে এসে বড় একটা টেবিলে সাবধানে নামিয়ে রাখল রানা। এরপর ঢাকনির ডিজাইনটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল– পাঁচ পাপড়ি বিশিষ্ট গোলাপ। এ-ধরনের গোলাপ আগেও অনেক দেখেছে ও। 'পাঁচ পাপড়ির গোলাপকে,' পাশে দাঁড়ানো সোফিয়াকে ফিসফিস করে বলল, 'হোলি গ্রেইলের সিম্বল হিসেবে ব্যবহার করে প্রায়রি।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সোফিয়া। রানা জানে কী ভাবছে সে, ও নিজেও তা-ই ভাবছে। বাক্সটার আকৃতি, ভিতরের জিনিসটার আন্দাজ পাওয়া ওজন, গ্রেইলের জন্য বাছাই করা প্রায়রির সিম্বল, সব মিলিয়ে চিন্তার অতীত একটা উপসংহারে পৌঁছানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে। *এই বাক্সে যিশুর কাপটা আছে।*

নিজেকে রানা আবার বলল, এ সম্ভব নয়।

'আকারটা নিখুঁত,' ফিসফিস করল সোফিয়া, ..একটা পানপাত্র রাখার জন্যে।'

যিশুর কাপ? নাহ, অসম্ভব!

বাক্সটা নিজের দিকে টেনে আনল সোফিয়া, খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে ওই একটু নাড়াচাড়াতেই অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার চমকে দিল ওদের। বাক্সটা থেকে অদ্ভুত একটা কুলকুল আওয়াজ বেরিয়ে এল।

হকচকিয়ে গেল রানা। ভাবল, ভিতরে তরল কিছু আছে নাকি?

সোফিয়াকেও হতচকিত দেখাচ্ছে। বাক্স থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিয়েছে সে। 'আপনি কি এইমাত্র কিছু শুনতে...'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তরল পদার্থ বলে মনে হলো।'

আবার হাত বাড়িয়ে ক্লাম্পগুলো হুক থেকে ধীরে ধীরে ছাড়াল সোফিয়া। তারপর ঢাকনিটা তুলল।

ভিতরের জিনিসটা রানার দেখা কোনও কিছুর সঙ্গে মেলে না। একটা ব্যাপার অবশ্য দুজনের কাছেই এক মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল। যিশু খ্রিস্টের পানপাত্র নয় এটা।

'সমস্যা গুরুতর,' ড্যালক্রোজ বললেন, ত্রস্ত পায়ে ওয়েটিং রুমে ঢুকছেন। 'রাস্তা ব্লক করছে পুলিশ। আপনাদেরকে সরিয়ে দেয়া কঠিন হবে।' নিজের পিছনে দরজা বন্ধ করে এগোতে যাবেন, কনভেয়ার বেল্টের উপর প্লাস্টিকের বড় বাক্সটা দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। ওহ্, গড! বের্সন অ্যাকাউন্টটার অ্যাকসেস পেয়ে গেছে ওরা?

চোখ ঘুরিয়েই দেখতে পেলেন রানা ও সোফিয়া টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চকচকে একটা কাঠের বাক্স নিয়ে কী যেন করছে। সোফিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনি বন্ধ করে মুখ তুলে তাকাল। 'শেষ পর্যন্ত অ্যাকাউন্ট নাম্বরটা আমরা পেয়েছি।'

ড্যালক্রোজ বোবা হয়ে গেছেন। এই ব্যাপারটা সব কিছু বদলে

দিল। ভদ্রতাবশত বাক্সটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন তিনি, পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবছেন। প্রথম কাজ ব্যাঙ্ক থেকে ওদেরকে বের করে নিয়ে যাওয়া। পুলিশ রোডব্লক তৈরি করায় মাত্র একটি উপায়ে তা সম্ভব।

'মাদামোয়াজেল সোফিয়া,' বললেন তিনি। 'আমি যদি আপনাদেরকে ব্যাঙ্ক থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাবার সুযোগ করে দিই, আইটেমটা আপনারা সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, নাকি ভল্টে রেখে যাবেন?'

প্রথমে রানার দিকে তাকাল সোফিয়া, তারপর ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্টের দিকে। 'ওটা আমাদের দরকার।'

'ঠিক আছে।' মাথা ঝাঁকালেন ড্যালক্রোজ। 'আইটেমটা যা-ই হোক, করিডরে বেরুবার আগে জ্যাকেটে মুড়ে নিন। আমি চাই আর যেন কেউ না দেখে ওটা।'

গা থেকে জ্যাকেট খুলছে রানা, দ্রুত পায়ে কনভেয়ার বেল্টের কাছে চলে এলেন ড্যালক্রোজ। বড় বাক্সটা বন্ধ করলেন তিনি, তারপর সহজ একটা কমান্ড টাইপ করলেন। আবার চালু হলো বেল্ট, প্লাস্টিক কনটেইনারটাকে ভল্টে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সোনালি চাবিটা পডিয়াম থেকে বের করে সোফিয়ার হাতে ধরিয়ে দিলেন।

'এদিক দিয়ে, প্লিজ। জলদি!'

ওদেরকে নিয়ে ব্যাঙ্ক ভবনের পিছনদিকে, লোডিং ডক-এ চলে এলেন ড্যালক্রোজ। আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজের তলা দিয়ে পুলিশ কারের আলোর ঝলক ঢুকতে দেখা গেল। ভ্রূ কোঁচকালেন তিনি। শার্টের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মোছার সময় ভাবলেন, কাজটা তিনি করতে পারবেন তো?

অনেকগুলো ছোট আর্মারড্ ট্রাক দেখা যাচ্ছে, ইঙ্গিতে সেগুলোর একটা দেখালেন তিনি। ব্যাঙ্কের প্যারিস শাখা কার্গো ডেলিভারি সার্ভিসও দিয়ে থাকে। 'কার্গো হোল্ডে ঢুকে পড়ুন,' বলে আর্মারড

ট্রাকের পিছনের ভারী দরজাটা টান দিয়ে খুললেন, ইঙ্গিতে চকচকে স্টিল কমপার্টমেন্টটা দেখালেন ওদেরকে। 'এখনই আসছি আমি।'

সোফিয়াকে নিয়ে কার্গো হোল্ডে ঢুকছে রানা, লোডিং ডক পার হয়ে ডক ওভারশিয়ারের অফিসে ঢুকলেন ড্যালক্রোজ। একটা দেরাজ খুলে ট্রাকের চাবি নিলেন। খুঁজে বের করলেন জ্যাকেট ও ক্যাপ সহ ড্রাইভারের ইউনিফর্ম। নিজের কোট-টাই খুলে ড্রাইভারের জ্যাকেট পরলেন। ইউনিফর্মের নীচে একটা শোল্ডার হোলস্টারও পরলেন। অফিস থেকে বেরুবার আগে র‍্যাক থেকে এক ড্রাইভারের পিস্তল নিলেন, একটা ক্লিপ ভরলেন তাতে, তারপর হোলস্টারে গুঁজে রাখলেন।

ট্রাকের কাছে ফিরে এসে নতুন পরা ক্যাপটা চোখের সামনে নামিয়ে এনে রানা ও সোফিয়ার দিকে তাকালেন তিনি, দেখলেন খালি ইস্পাতের বাক্সে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা।

'এটা আপনাদের দরকার হবে,' বললেন ড্যালক্রোজ, হোল্ডের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দেয়ালে বসানো বোতাম টিপে নিঃসঙ্গ আলোটা জ্বেলে দিলেন। 'দাঁড়িয়ে না থেকে বসে পড়ুন আপনারা। সাবধান, গেট দিয়ে বেরুবার সময় কোনও আওয়াজ করবেন না।'

রানা ও সোফিয়া ধাতব মেঝেতে বসে পড়ল। জ্যাকেটে মোড়া ট্রেজারটা রয়েছে রানার হাতে। ভারী দরজা বন্ধ করে ভিতরে ওদেরকে আটকে ফেললেন ড্যালক্রোজ, তারপর হুইলের পিছনে বসে ইঞ্জিন স্টার্ট দিলেন।

চাপা গর্জন তুলে র‍্যাম্প বেয়ে উঠছে আর্মারড ট্রাক, ড্যালক্রোজ অনুভব করলেন তাঁর ক্যাপের নীচে এরইমধ্যে ঘাম জমতে শুরু করেছে। সামনে পুলিশ কারের উজ্জ্বল লাইট দেখা যাচ্ছে। ট্রাক যখন র‍্যাম্প বেয়ে উঠছে, ওটার পথ মুক্ত করে দিয়ে ভিতর দিকে খুলে গেল প্রথম গেটটা।

সামনে এগিয়ে থামলেন ড্যালক্রোজ। তাঁর পিছনে বন্ধ হয়ে গেল গেট, সেই সঙ্গে পরবর্তী সেনসর অ্যাকটিভেট হলো, ফলে খুলে

গেল দ্বিতীয় গেট। সেই সঙ্গে সামনে খুলে গেছে পালাবার পথও। শুধু র‍্যাম্পের মাথায় পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ কার।

আরেকবার কপালের ঘাম মুছে সামনে এগোলেন ড্যালক্রোজ।

রোগা-পাতলা একজন পুলিশ অফিসার রোডব্লক থেকে কয়েক মিটার দূরে হেঁটে এসে হাত তুলে থামার নির্দেশ দিল। তার পিছনে সব মিলিয়ে চারটে পুলিশ কার দেখতে পাচ্ছেন ড্যালক্রোজ।

ট্রাক থামালেন তিনি। ড্রাইভারের ক্যাপটা চোখের কাছাকাছি নামিয়ে আনলেন, তারপর তাঁর অভিজাত চেহারায় যতটা সম্ভব রুক্ষ ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। ড্রাইভিং সিট না ছেড়ে গেট খুলে অফিসারের দিকে তাকালেন। 'এত রাতে কী চান আপনারা?' প্রশ্ন করলেন তিনি, কণ্ঠস্বর কর্কশ।

'আমি ডুফি রাউল,' অফিসার বলল। 'লেফটেন্যান্ট, পুলিশ জুডিশিয়ারি।' ইঙ্গিতে কার্গো হোল্ডটা দেখাল। 'কী আছে ওখানে?'

'ধ্যাত, কীভাবে জানব!' অমার্জিত ফ্রেঞ্চ ভাষায় জবাব দিলেন ড্যালক্রোজ। 'আমি তো স্রেফ একজন ড্রাইভার।'

রাউলকে গম্ভীর ও কঠিন দেখাচ্ছে। 'দুজন ক্রিমিনালকে খুঁজছি আমরা।'

হেসে উঠলেন ড্যালক্রোজ। 'তা হলে ঠিক জায়গাতেই এসেছেন, লেফটেন্যান্ট। কার্গোর সঙ্গে মাঝে-মধ্যে যাদেরকে বয়ে নিয়ে যাই তাদের এত টাকা, ক্রিমিনাল না হয়েই যায় না।'

রানার একটা পাসপোর্ট সাইজের ফটো দেখাল এজেন্ট লেফটেন্যান্ট রাউল। 'আজ রাতে এই ভদ্রলোক তোমাদের ব্যাঙ্কে এসেছিলেন?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ড্যালক্রোজ। 'আমার জানা নেই। কী করে জানব, ক্লায়েন্টদের কাছে আমাদেরকে ওরা ঘেঁষতে দিলে তো। আপনার উচিত ভেতরে ঢুকে সামনের ডেস্ককে জিজ্ঞেস করা।'

'সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া ঢুকতে দিতে চাইছে না ওরা।'

'শালার প্রশাসন!' মুখ বাঁকালেন ড্যালক্রোজ। 'কী বলব বলুন।'

'কার্গো হোল্ডটা খোলো, প্লিজ,' বলল রাউল।

তার দিকে তাকিয়ে মিছিমিছি হাসি চাপবার চেষ্টা করলেন ড্যালক্রোজ। 'কার্গো হোল্ড খুলব? আপনার ধারণা, আমার কাছে চাবি আছে? আপনার ধারণা, ওরা ড্রাইভারদেরকে বিশ্বাস করে? খাতাটা একবার দেখলে বুঝতেন ক'পয়সা বেতন পাই।'

মাথাটা একদিকে কাত করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে রাউল, চোখে সন্দেহ। 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো নিজের ট্রাকের চাবি নেই তোমার কাছে?'

মাথা নাড়লেন ড্যালক্রোজ। ট্রাকের চাবি থাকবে না কেন। কার্গো এরিয়ার চাবি নেই। এই ট্রাকগুলো লোডিং-ডকে সিল করে দেয় ওভারশিয়াররা। তারপর, ট্রাক ডকে থাকতেই, কেউ একজন ড্রপ অফ-এ ফেলে দিয়ে আসে কার্গোর চাবি। গ্রাহকের কাছে চাবি পৌঁছেছে, টেলিফোনে এই খবর পাবার পর ট্রাক ছাড়ি আমরা, তার এক সেকেন্ড আগে নয়। কী বয়ে নিয়ে যাচ্ছি সে-সম্পর্কে আমাদের কোনও ধারণা থাকে না।'

'এই ট্রাক কখন সিল করা হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই কয়েক ঘণ্টা আগে। আজ রাতে আমাকে সেই সেইন্ট থুরিয়াল পর্যন্ত যেতে হবে। কার্গোর চাবি কখন সেখানে পৌঁছে গেছে।'

লেফটেন্যান্ট কথা বলছে না, তার গভীর দৃষ্টি বলে দিচ্ছে ড্যালক্রোজের মন বোঝার চেষ্টা করছে সে।

এক ফোঁটা ঘাম ড্যালক্রোজের নাক বেয়ে গড়িয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। 'কিছু মনে করবেন, মসিয়ো?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, আস্তিন দিয়ে নাক মুছে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ কারগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'আমার শেডিউল খুব টাইট।'

'মাত্র ক'পয়সার বেতনের ড্রাইভাররা সবাই কি রোলেক্স পরে?' জানতে চাইল রাউল, ড্যালক্রোজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

চোখ নামিয়ে ড্যালক্রোজ দেখলেন আস্তিনের তলা থেকে তাঁর

দামি হাতঘড়িটা উঁকি দিচ্ছে। *সেরেছে!* 'এটা? হাহ্! এটা তো নকল। ফুটপাথ থেকে বিশ ইউরো দিয়ে কিনেছি। চল্লিশ ইউরো পেলে বেচে দিই।'

কথা না বলে তাকিয়ে থাকল রাউল। তবে কয়েক সেকেন্ড পর সরে দাঁড়াল সে। 'না, ধন্যবাদ। তুমি যেতে পার।'

রাস্তা ধরে পঞ্চাশ মিটার এগোবার পর দম ফেললেন ড্যালক্রোজ। এখন তিনি আরেকটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। তাঁর কার্গো! *ওদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া যায়?*

নিজের কামরায়, ক্যানভাস ম্যাট-এর উপর উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে লেবরান; পিঠের ক্ষতগুলোকে শুকাবার সুযোগ দিচ্ছে। আজ রাতের দ্বিতীয় দফার আত্মপীড়ন আচ্ছন্ন ও দুর্বল করে ফেলেছে তাকে।

উরুর বেল্টটা এখনও খোলেনি সে। ভিতর দিকে রক্ত গড়ানোর স্পর্শ অনুভব করছে, তবু সেটা তার খুলতে ইচ্ছে করছে না।

চার্চের প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি আমি।

হায়, এই ব্যর্থতা নিয়ে বিশপকে মুখ দেখাব কীভাবে!

আজ থেকে ঠিক পাঁচ মাস আগে একটা মিটিঙে যোগ দিতে ভ্যাটিকান অবজারভেটরিতে গিয়েছিলেন বিশপ বেলমন্ড। সেই মিটিঙে কিছু একটা জানতে পারেন, যার ফলে তাঁর মধ্যে গভীর পরিবর্তন দেখা দেয়। কয়েক হপ্তা বিষণ্ন থাকবার পর, অবশেষে লেবরানকে সব কথা খুলে বলেন তিনি।

'কিন্তু এ তো অসম্ভব! অপাস ডেইকে দেয়া অনুমোদন কী কারণে প্রত্যাহার করবে ভ্যাটিকান!' চেঁচিয়ে উঠেছিল লেবরান। 'এ আমি মানি না!'

'ব্যাপারটা সত্যি,' তাকে বলেছেন বিশপ। 'চিন্তার অতীত, তবে সত্যি। মাত্র ছ'মাসের মধ্যে। এটাই বাস্তবতা, কাজেই মেনে নিতে হবে আমাদেরকে। তবে আমরা প্রার্থনা করব। ঈশ্বর নিশ্চয়ই

আমাদের প্রার্থনা শুনবেন।'

বিশপের কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল লেবরান। মুক্তির জন্য প্রার্থনায় বসেছে সে। সে-সব কালো দিনেও ঈশ্বর ও 'দ্য ওয়ে'-র প্রতি তার বিশ্বাসে এতটুকু চিড় ধরেনি। মাত্র মাসখানেক পর জাদুর মত ফাটল ধরল ঘন কালো মেঘে, তার ভিতরে সম্ভাবনার আলোর ঝলক দেখা গেল। অলৌকিক হস্তক্ষেপ, বিশপ ওটার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

'লেবরান,' ফিসফিস করে বলেছেন তিনি, 'ঈশ্বরের তরফ থেকে "দ্য ওয়ে"-কে রক্ষা করার একটা সুযোগ পেয়েছি আমরা। আমাদের যুদ্ধে, আর সব যুদ্ধের মতই, আত্মত্যাগ দরকার হবে। তুমি কি ঈশ্বরের একজন সৈনিক হতে রাজি?'

বিশপ বেলমন্ডের সামনে নতজানু হলো লেবরান– যে মানুষটি তাকে নতুন জীবন দান করেছেন– তারপর বলল, 'আমি ঈশ্বরের অনুগত মেষশাবক। আপনার মন যেভাবে চায় সেভাবেই আপনি আমাকে ব্যবহার করুন।'

'এই কাজে আমাদেরকে হয়তো রক্ত ঝরাতেও হতে পারে,' সাবধান করে দেওয়ার সুরে বললেন বিশপ বেলমন্ড। 'ভাল করে ভেবে দেখো।'

'মানুষ খুন?' জিজ্ঞেস করল লেবরান।

'ঈশ্বরকে খুশি করার জন্যে।'

'আমি রাজি,' নির্দ্বিধায় সম্মতি দিয়েছে লেবরান। 'তবে একটু যদি শোনান কীভাবে খুশি করব ঈশ্বরকে!'

কী সুযোগ, কীভাবে পাওয়া গেছে ইত্যাদি যখন ব্যাখ্যা করে বললেন বেলমন্ড, লেবরান বুঝল শুধুমাত্র ঈশ্বর নিজের হাতে করলে এরকমটি হতে পারে।

প্ল্যানটা যিনি প্রস্তাব করেছেন তাঁর সঙ্গে লেবরানের যোগাযোগ করিয়ে দিলেন বিশপ বেলমন্ড, যে নিজের পরিচয় দেয় লালিক বলে। যদিও লালিক ও লেবরান কখনও মুখোমুখি দেখা করেনি,

প্রতিবার তারা ফোনে কথা বলে, তারপরও লেবরান বিস্ময়ে স্তম্ভিত– লালিকের ক্ষমতার বিস্তার ও বিশ্বাসের গভীরতা দেখে।

লেবরানের কাছে এমন একজন মানুষ লালিক, যে সমস্ত কিছু জানে, সবখানে যার চোখ ও কান আছে। লালিক কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করে লেবরানের তা জানা নেই, তবে তার উপর অন্ধের মত আস্থা রাখেন বিশপ, তাকেও তা-ই রাখতে বলেছেন। 'লালিকের আদেশ মেনে চলবে তুমি,' নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। 'তা হলেই আমরা বিজয়ী হব।'

বিজয়। মন খারাপ করে মেঝের দিকে তাকিয়ে লেবরান ভাবছে, বিজয় তাকে না ফাঁকি দেয়। লালিক প্রতারণার শিকার হয়েছে। কিস্টোন স্রেফ একটা ধোঁকাবাজি, একটা কানাগলি। তার সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

লেবরানের ইচ্ছে হচ্ছে বিশপ বেলমন্তকে ফোন করে সতর্ক করে দেয়, কিন্তু আজ রাতে তাদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের সব লাইন বন্ধ করে দিয়েছে লালিক। *আমাদেরই নিরাপত্তার জন্য।*

অবশেষে ক্লান্তি ও উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলে সিধে হলো লেবরান, মেঝেতে ফেলে রাখা আলখেল্লার কাছে ফিরে এল। পকেট থেকে নিজের সেল ফোনটা বের করল সে, লজ্জায় মাথাটা নিচু করে চাপ দিচ্ছে নম্বরে।

'লালিক,' ফিসফিস করল লেবরান, 'সব শেষ হয়ে গেছে।' তারপর ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করল কীভাবে তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।

'তুমি খুব তাড়াতাড়ি বিশ্বাস হারাও,' বললেন লালিক। 'এইমাত্র আমি কিছু খবর পেলাম। যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি শুভ। গোপন রহস্যটা দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যায়নি। ল্যাক বেসন মারা যাবার আগে তথ্যটা হস্তান্তর করে গেছেন। তোমাকে আমি শিগগিরই ফোন করব। আমাদের আজ রাতের কাজ এখনও কিছু বাকি আছে।'

একুশ

আর্মারড ট্রাকের কার্গো হোল্ডে আলোটা ম্লান। বদ্ধ জায়গার ভিতর আটকে থাকায় চাপ পড়ছে রানার মনে। ড্যালক্রোজ কী বলেছেন মনে পড়ছে ওর– শহরের বাইরে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে দেবেন ওদেরকে। কোথায়? কত দূরে?

ছোট্ট ধাতব মেঝেতে গুটিসুটি হয়ে বসতে হয়েছে, রক্ত চলাচলে বাধা পড়ায় ব্যথা করছে পা দুটো। ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া রহস্যময় জিনিসটা এখনও ওর হাতে রয়েছে, জ্যাকেটে মোড়া।

'আমরা বোধহয় হাইওয়েতে উঠে এসেছি,' বলল রানা। ব্যাঙ্ক র‍্যাম্পে মিনিট দুই শ্বাসরদ্ধকর বিরতির পর ডানে-বাঁয়ে বেশ কয়েকটা বাঁক ঘুরে ট্রাক এখন সরল রাস্তা ধরে বেশ দ্রুতবেগে ছুটছে বলে মনে হলো। ওদের নীচে বুলেটপ্রুফ টায়ার একটানা গুঞ্জন তুলছে।

জ্যাকেটের মোড়ক খুলে বাক্সটা বের করল রানা। নিজের পজিশন বদলে নিল সোফিয়া, দুজন যাতে পাশাপাশি বসতে পারে। হঠাৎ করে তার মনে হলো ওরা যেন দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে, ক্রিসমাস প্রেজেন্টের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

রানা খ্রিশ্চান নন, মুসলমান, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মনে করিয়ে দিল সোফিয়া। খ্রিশ্চান ছিলেন না আমার দাদুও, ভাবল সে। সেজন্যই খ্রিশ্চান নন এমন একজনকে এই ব্যাপারটার মধ্যে জড়িয়েছেন তিনি।

'নিন, খুলুন বাক্সটা,' রুদ্ধশ্বাসে বলল সোফিয়া।

বড় করে শ্বাস নিল রানা, ক্লাম্প হুক মুক্ত করল, তারপর

ঢাকনি খুলে ফেলল– ভিতরের জিনিসটা দেখা যাচ্ছে।

বাক্সের ভিতর কী পাওয়া যাবে কল্পনা করতে গিয়ে এটা-সে । অনেক কিছুর কথা ভেবেছে রানা, তবে এটার কথা নিশ্চয়ই ভাবেনি। বাক্সটার ভিতর লাল রঙের সিল্ক প্যাড দেখা যাচ্ছে, তাতে পালিশ করা সাদা একটা মার্বেল পাথরের সিলিন্ডার রয়েছে চওড়ায় টেনিস বল ক্যান-এর মত হবে। সাধারণ পাথরের কলাম নয়, বরং বেশ জটিল আকৃতি। যেন অনেকগুলো আলাদা অং। জোড়া দিয়ে সিলিন্ডারটা বানানো হয়েছে। তামার ফ্রেমওঅর্ক-এ ..ং আকৃতির পাঁচটা মার্বেল ডিস্ক একটার উপর আরেকটা সেট করা হয়েছে। জিনিসটা দেখতে টিউব আকৃতির বহু চাকা বিশি কলাইডেস্কোপ-এর মত। সিলিন্ডারের দুই প্রান্তই একটা করে ক্যা দিয়ে বন্ধ করা, সেগুলোও মার্বেল পাথরের, ফলে ভিতরে কী আছে দেখবার কোনও উপায় নেই। ভিতরে পানির আওয়াজ পাওয়ায় সিলিন্ডারটা ফাঁপা বলে ধরে নিল রানা।

সিলিন্ডারের গঠন যেমন জটিল ও রহস্যময়, টিউবটার চারধারের খোদাইয়ের কাজও ঠিক তাই। প্রতিটি ডিস্কে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এক প্রস্থ করে বর্ণমালা খোদাই করা হয়েছে।

'অদ্ভুত, তাই না?' ফিসফিস করল সোফিয়া।

চো ; তুলল রানা। 'জানি না। কী এটা?'

বা. সোফিয়ার চোখে আলোর একটু ঝিলিক দেখা যাচ্ছে' 'দা ..। করে এগুলো খোদাই করতেন। এগুলোর ডিজাইন করেছেন।- ওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।'

'দ্য ভিঞ্চি?' বিড়বিড় করল রানা, চোখ নামিয়ে সিলিন্ডারটা কে আবার তাকাল।

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'হ্যাঁ। এগুলোকে ক্রিপটেক্স বলে দাদুর বক্তব্য অনুসারে ব্লুপ্রিন্টগুলো পাওয়া গেছে দ্য ভিঞ্চির গোপন ডায়েরি থেকে।'

'কাজে লা. জানতে চাইল রানা।

'এটা একটা ভল্ট,' বলল সোফিয়া। 'গোপন তথ্য লুকিয়ে রাখার জন্যে।'

একটু বড় হলো রানার চোখ।

সোফিয়া ব্যাখ্যা করল, দ্য ভিঞ্চির উদ্ভাবিত যে-কোনও জিনিসেরই মডেল তৈরি করাটা তার দাদুর সবচেয়ে প্রিয় হবি ছিল। রীতিমত মেধাবি কারিগর ছিলেন ল্যাক বেসন, নিজের উড ও মেটাল কারখানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করে নকল তৈরি করতেন বিখ্যাত সব শিল্পীদের ভাস্কর্য ও ডিজাইন। তাঁদের মধ্যে দ্য ভিঞ্চির কাজগুলো তেমন শিল্পগুণসমৃদ্ধ না হলেও, অবশ্যই অনেক বেশি প্র্যাকটিকাল।

দ্য ভিঞ্চির জার্নালগুলোয় দ্রুত একবার চোখ বুলালেও ধরা পড়বে আলোকিত মানুষটা ধারাবাহিকতা বজায় না রাখবার ব্যাপারে কেন অতটা কুখ্যাত ছিলেন, আর কেন বিখ্যাত ছিলেন দুর্লভ ইন্টেলিজেন্স-এর জন্য। দ্য ভিঞ্চি কয়েক শো ইনভেনশন-এর ব্লুপ্রিন্ট এঁকেছেন, কিন্তু সেগুলোর একটাও তৈরি করেননি।

ল্যাক বেসনের প্রিয় কাজ ছিল দ্য ভিঞ্চির উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বেরুনো অস্পষ্ট ও রহস্যময় কিছু ব্লুপ্রিন্টকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা– টাইমপিস, ওয়াটার পাম্প, ক্রিপটেক্স, এমনকী সামন্ত যুগের একজন ফরাসী নাইট-এর একটা মডেলও। আলাদা আলাদা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জোড়া লাগিয়ে তৈরি সেই মডেল এখনও তাঁর অফিসের ডেস্কে গর্বের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে।

১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে ডিজাইন করা দ্য ভিঞ্চির এই রোবট নাইটের ইন্টারনাল মেকানিজম-এ থাকা জয়েন্ট, নার্ভ, টিস্যু, ঝিল্লি সব একেবারে নিখুঁত মাপমত দেখানো হয়েছে। দ্য ভিঞ্চির প্রথমদিকের অ্যানাটমি ও মেকানিকস্ অভ হিউম্যান বডি মুভমেন্ট-এর উপর পড়াশোনার ফসল ওই ডিজাইন, আর সেটার বৈশিষ্ট্য হলো– বসা অবস্থায়, হাত নাড়া ও মাথা ঘোরানোর সময়, চোয়াল খোলা ও বন্ধ করবার সময় কোন পেশি কতটা প্রসারিত হবে, জয়েন্টগুলো কত

ডিগ্রি ঘুরবে, এ-সবও এঁকে দেখিয়ে দেওয়া। আর্মার সজ্জিত এই নাইট, এতদিন সোফিয়ার ধারণা ছিল, দাদু যত জিনিস নিজের হাতে তৈরি করেছেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। তবে, তার সামনের রোজউড বাক্সের ভিতর এই ক্রিপটেক্স দেখবার আগের কথা সেটা।

'আমি তখন খুব ছোট, এগুলোর একটা দাদু আমাকে বানিয়ে দিয়েছিলেন,' বলল সোফিয়া। 'তবে এত বড় ও এরকম সুন্দর ডিজাইন আগে কখনও দেখিনি।'

বাক্সটার দিকে আবার তাকাল রানা। 'ক্রিপটেক্স কী আমি জানি না।'

শুনে মোটেও অবাক হলো না সোফিয়া। তৈরি না করা দ্য ভিঞ্চির উদ্ভাবনগুলো বেশিরভাগই পরীক্ষা করা হয়নি, এমনকী নামও দেওয়া হয়নি। ক্রিপটেক্স সম্ভবত তার দাদুর দেওয়া নাম, ক্রিপটলজিতে ব্যবহারযোগ্য একটা ডিভাইসের উপযোগী নামই বলতে হবে। এই পদ্ধতি পার্চমেন্ট কিংবা কোডেক্স-এ লিপিবদ্ধ তথ্য সংরক্ষণ করে।

সোফিয়া জানে দ্য ভিঞ্চিকে সচরাচর কৃতিত্ব দেওয়া না হলেও ক্রিপটলজিতে তাঁর বিরাট অবদান আছে। তার ভার্সিটি ইনস্ট্রাকটাররা ডাটা সংগ্রহের জন্য কমপিউটার এনক্রিপশন পদ্ধতি বর্ণনা করবার সময় যিমারম্যানসহ আধুনিক অনেক ক্রিপটলজিস্ট-এর নাম বললেও, এ-কথা বলতে ভুলে যান যে এনক্রিপশন-এর প্রথম মৌলিক ছকটা কয়েক শো বছর আগে দ্য ভিঞ্চি-ই আবিষ্কার করেছিলেন। দাদু এ-ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়েছিলেন তাকে।

ওদের আর্মার ট্রাক হাইওয়ে ধরে ছুটে চলেছে, সেই ফাঁকে সোফিয়া রানাকে ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছে, অনেক দূরে কোথাও গোপন মেসেজ পাঠানোর যে সমস্যা ছিল তার সমাধান এনে দেয় দ্য ভিঞ্চির ক্রিপটেক্স। টেলিফোন ও ই-মেইল না থাকায় দূরে কোথাও কেউ যদি ব্যক্তিগত কোনও তথ্য কারও কাছে পাঠাতে চাইত, হাতে লেখা চিঠি বিশ্বাস করে কোনও বাহকের হাতে ধরিয়ে

না দিয়ে তার উপায় ছিল না। বাহক যদি সন্দেহ করত চিঠিতে মূল্যবান তথ্য আছে, সেটা জায়গামত বিলি না করে প্রতিপক্ষের কাছে মোটা টাকায় বিক্রি করে দিতে পারত সে।

তথ্যকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ অনেক প্রতিভা ক্রিপটলজিক সমাধান উদ্ভাবন করেছেন: জুলিয়াস সিজার কোড-রাইটিং একটা প্রোগ্রাম তৈরি করেন, নাম দেওয়া হয় সিজার বক্স; স্কটল্যান্ডের রানি মেরি "সাবস্টিটিউশন সাইফার" সৃষ্টি করে কারাগার থেকে গোপনে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন; এবং আরব দেশের প্রতিভাবান বিজ্ঞানী আবু ইউসুফ ইসমাইল আল-কিন্দি নিজের তথ্য গোপন রাখবার ব্যবস্থা করেন পলি-অ্যালফাবেটিক সাবস্টিটিউশন সাইফার উদ্ভাবন করে।

দ্য ভিঞ্চি অবশ্য গণিত বা ক্রিপ্টোলজির সাহায্য না নিয়ে যান্ত্রিক সমাধান বের করেন– ক্রিপটেক্স, একটা পোর্টেবল কন্টেইনার; যেটা চিঠি, ম্যাপ, ডায়াগ্রাম ইত্যাদির নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। ক্রিপটেক্স-এর ভিতরে একবার কোনও তথ্য সিল করা হয়ে গেলে, শুধু যথাযথ পাসওয়ার্ড দিয়ে আবার ওটাকে বের করা সম্ভব।

হরফসহ ডায়ালগুলোর দিকে আঙুল তুলল সোফিয়া। 'আমাদের একটা পাসওয়ার্ড দরকার। ক্রিপটেক্স অনেকটা বাইসাইকেলের কমবিনেশন লক-এর মত কাজ করে, ডায়ালগুলোকে আপনি যদি নির্দিষ্ট পজিশনে আনতে পারেন, তালাটা খুলে যাবে। এই ক্রিপটেক্সে হরফ খোদাই করা পাঁচটা ডায়াল রয়েছে। ওগুলোকে ঘুরিয়ে সঠিক সিকোয়েন্সে আনতে পারলে ভিতরের টাম্বলারগুলো নির্দিষ্ট সারিতে চলে আসবে, সেই সঙ্গে গোটা সিলিন্ডার খুলে যাবে।'

'তারপর?'

'সিলিন্ডার খুলে গেলে ফাঁপা একটা সেন্ট্রাল কমপার্টমেন্ট দেখতে পাব আমরা, সেখানে হয়তো গোল পাকানো কাগজ থাকতে পারে।'

'আপনার ছোটবেলায় এগুলো বানিয়েছিলেন দাদু, আপনারই

জন্যে?' রানা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'আকারে আরও ছোট, হ্যাঁ। দু'বার আমার জন্মদিনে। প্রথমে ক্রিপটেক্স দিলেন, তারপর একটা ধাঁধা বললেন। আমি ধাঁধার সমাধান বের করতে পারলে ক্রিপটেক্স খুলে একটা কার্ড পাব।'

'একটা কার্ডের জন্যে এত খাটনি!'

'না, ওই কার্ডে সব সময় আরও একটা ধাঁধা কিংবা সূত্র থাকত। বাড়ির চারধারে ট্রেজার হান্ট-এর আয়োজন করে ভারি মজা পেতেন দাদু। সূত্রের একটা চেইন তৈরি করতেন, অবশেষে আমাকে সেগুলো পৌঁছে দিত আমার আসল উপহারের কাছে। কোনও হান্টই সহজ ছিল না। এভাবেই আমার ধৈর্য ও বুদ্ধির পরীক্ষা নিতেন দাদু।'

'মার্বেল খুব একটা শক্ত পাথর নয়,' বলল রানা। 'ভেঙে ফেলতে অসুবিধে কী?'

হাসল সোফিয়া। 'অসুবিধে হলো দ্য ভিঞ্চি খুব বেশি স্মার্ট ছিলেন। ক্রিপটেক্সের ডিজাইনটা এমনভাবে করা হয়েছে, জোর করে খুলতে চেষ্টা করলে ভেতরে রাখা তথ্য নষ্ট হয়ে যাবে। দেখুন।' বাক্সের ভিতর হাত ভরে সিলিন্ডারটা বের করে আনল সে। 'যে তথ্যই ঢোকানো হোক, প্রথমে একটা প্যাপিরাস স্ক্রোল-এ লিখতে হবে সেটা।'

'পশুর চামড়ায় নয়?'

'না।' মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'প্যাপিরাস হতে হবে।'

'বেশ।'

'ক্রিপটেক্স কমপার্টমেন্টে প্যাপিরাস ঢোকানোর আগে ওটাকে গোল পাকিয়ে একটা কাঁচের ভায়াল-এ জড়াতে হবে।' ক্রিপটেক্সটা কাত করল সোফিয়া, ভিতরের প্যানি কুলকুল করে উঠল। 'তরল পদার্থ ভর্তি একটা ভায়াল।'

'আসলে জিনিসটা কী?'

হাসল সোফিয়া। 'ভিনিগার।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে রানা বলল, 'ব্রিলিয়ান্ট।'

সোফিয়া ভাবছে, ভিনিগার ও প্যাপিরাস। ক্রিপটেক্সকে জোর করে কেউ ভাঙতে চেষ্টা করলে কাঁচের ভায়াল ভেঙে যাবে, আর প্যাপিরাসটাকে খুব তাড়াতাড়ি গলিয়ে ফেলবে ভিনিগার। গোপন মেসেজ হাতে পাওয়ার আগেই ছাতু হয়ে যাবে সেটা।

'দেখতেই পাচ্ছেন,' রানাকে বলল সোফিয়া, 'ভেতরের তথ্য পেতে হলে পাঁচ অক্ষরের একটা পাসওয়ার্ড জানতে হবে। পাঁচটা ডায়াল রয়েছে, প্রতিটিতে ছাব্বিশটা করে হরফ।' দ্রুত একটা হিসাব করল সে। 'কমবেশি বারো মিলিয়ন সম্ভাব্য পাসওয়ার্ড তৈরি করা যায়।'

রানার ঠোঁটে ক্লান্ত হাসি। 'আপনাকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি না,' বলল ও। 'আন্দাজ করতে পারছেন ভেতরে কী ধরনের তথ্য আছে?'

'তথ্য যা-ই হোক, দাদু নিশ্চয়ই সেটাকে লুকিয়ে রাখাটা খুব জরুরি বলে মনে করেছিলেন।' থেমে বাক্সের ঢাকনিটা বন্ধ করল সোফিয়া, ওটার গায়ে আঁকা পাঁচ পাপড়িসহ গোলাপটা দেখছে। কী যেন একটা বিরক্ত করছে তাকে। 'গ্রেইলের সিম্বল গোলাপ, তাই না?'

'হ্যাঁ। প্রায়রির সিম্বলিজম অনুসারে গোলাপ ও গ্রেইল সমার্থক।'

নীচের ঠোঁট কামড়াল সোফিয়া। 'আশ্চর্যই বলতে হবে, কারণ দাদু আমাকে সব সময় বলতেন, গোলাপ মানে হলো গোপনীয়তা। জরুরি কোনও ফোন এলে যখন চাইতেন না আমি তাঁকে বিরক্ত করি, বাড়িতে তাঁর যে অফিস কামরা ছিল সেটার দরজায় তখন একটা গোলাপ ঝুলিয়ে রাখতেন। আমাকেও তিনি এই পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্যে উৎসাহ দিতেন।' দাদুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে– *সুইটি, প্রাইভেসি দরকার হলে কামরা থেকে আমরা কাউকে বেরিয়ে যেতে না বলে আমাদের দরজায় একটা গোলাপ ঝুলিয়ে দিলেই পারি। এভাবে আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতে শিখব। গোলাপ ঝোলানো প্রাচীন রোমানদের একটা রীতি।*

'সাব রোজা,' বলল সোফিয়া। 'রোমানরা গোলাপ ঝোলাত মিটিং শুরু হওয়ার সময়, এ-কথা বোঝাবার জন্যে যে মিটিংটা গোপনীয়। অংশগ্রহণকারীরা বুঝে নিত গোলাপের নীচে– সাব রোজা– যা কিছু বলা হবে বাইরের কাউকে তা জানানো চলবে না।'

গোলাপকে গ্রেইলের সিম্বল হিসাবে ব্যবহার করবার আরও কারণ আছে প্রায়রির। গোলাপের অন্যতম প্রাচীন প্রজাতি রোজা রুগোজা। ওটার পাঁচটা পাপড়ি রয়েছে, ঠিক যেন গাইডিং স্টার ভিনাস-এর মত, পঞ্চভূজের সঙ্গে মিলে যায়– গোলাপটাকে দিয়েছে নারীত্বের সঙ্গে মজবুত আইকন-গ্রাফিক বন্ধন। এ ছাড়া, সঠিক দিক-নির্দেশনা পাওয়ার সঙ্গেও গোলাপের সম্পর্ক আছে। এ সব কারণে গোলাপ এমন একটা সিম্বল, গ্রেইলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা স্তরের কথা প্রকাশ করে– গোপনীয়তা, নারীত্ব ও নেতৃত্ব।

হঠাৎ করে রানার চেহারা আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

'রানা?' উদ্বিগ্ন দেখাল সোফিয়াকে। 'আপনি সুস্থ বোধ করছেন তো?'

রানার দৃষ্টি রোজউড বক্সটার দিকে ফিরে গেল। 'সাব, রোজা,' বিষম খাওয়ার অবস্থা হলো ওর, চোখে-মুখে বিমূঢ় ভাব।

'কী ব্যাপার, রানা?' আবার জানতে চাইল সোফিয়া।

ধীরে ধীরে চোখ তুলল রানা। 'গোলাপ প্রতীকের নীচে,' বিড়বিড় করল ও। 'এই ক্রিপটেক্স কী আমি জানি।'

বাইশ

ধারণাটা রানার নিজেরই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। তারপরেও, কে ওদেরকে এই পাথুরে সিলিন্ডারটা দিয়েছেন,

দেওয়ার জন্য কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে তাঁকে, এ-সব স্মরণ করে এবং এখন কন্টেইনারের ঢাকনিতে আঁকা গোলাপটা দেখে, একটি মাত্র উপসংহারেই পৌঁছাতে পারছে ও।

আমার হাতে এটা প্রায়রির কিস্টোন।

নির্দেশনায় পরিষ্কার বলা আছে–

গুপ্ত সংকেত সহ গোলাপ প্রতীকের নীচে লুকানো আছে কিস্টোনটা।

'রানা? কী ব্যাপার বলুন তো?' ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সোফিয়া।

নিজের চিন্তা-ভাবনা গুছিয়ে নেওয়ার জন্য একটু সময় নিল রানা। 'আপনার দাদু লা ক্লেফ দো ভোত সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন আপনাকে?'

সোফিয়া তরজমা করল, 'ভল্টের চাবি?'

'না, ওটা আক্ষরিক অনুবাদ। লা ক্লেফ দো ভোত একটা আর্কিটেকচারাল টার্ম। ভোত বলতে ব্যাঙ্কের ভল্ট বোঝায় না, বোঝায় খিলানের ভল্ট। যেমন ধরুন, একটা ভল্টেড সিলিং।'

'কিন্তু ভল্টেড সিলিঙে চাবি থাকে না।'

দ্বিমত প্রকাশ করল রানা। 'আসলে থাকে। প্রতিটি পাথুরে খিলানের জন্যে একেবারে মাথায় একটা গোঁজ আকৃতির পাথর দরকার হয়, যেটা বাকি অংশগুলোকে এক করে আটকে রাখে। এই পাথরটা, আর্কিওলজিকাল অর্থে, ওই খিলান বা গম্বুজের তালা। ইংরেজিতে বলা হয় কিস্টোন।' চিনতে পারার ফলে আলোর ঝিলিক দেখা যাবে, এই আশায় সোফিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

ক্রিপটেক্স-এর দিকে চোখ রেখে কাঁধ ঝাঁকাল সোফিয়া। 'কিন্তু এটা যে কিস্টোন নয় তা তো বোঝাই যাচ্ছে।'

রানা জানে কিস্টোন তৈরির কৌশল গোপন রাখবার ঐতিহ্য বহুকাল ধরে চলে আসছে। 'প্রায়রি কিস্টোন সম্পর্কে বেশি কিছু

আমার জানা নেই,' বলল ও। 'হোলি গ্রেইলের ব্যাপারে কৌতূহল থাকলেও, ওটা পাবার উপায় নিয়ে যে-সব লোকগাথা প্রচলিত আছে সেগুলো আমার পড়া নেই।'

'হোলি গ্রেইল পাবার উপায়?' ভ্রূ কপালে তুলল সোফিয়া।

চোখে অস্বস্তি নিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা, কথা বলছে সাবধানে। 'সোফিয়া, প্রায়রির প্রবাদ অনুসারে তাদের কিস্টোন একটা কোডেড ম্যাপ... এমন একটা মানচিত্র, যেটা দেখিয়ে দেবে হোলি গ্রেইল কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে।'

সোফিয়ার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'আর আপনি বলছেন, এটাই সেটা?'

কী বলবে বুঝতে পারছে না রানা। ওর নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য লাগছে, অথচ তারপরও একমাত্র যৌক্তিক উপসংহার কিস্টোন ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না ও। *গুপ্ত সংকেত সহ গোলাপ প্রতীকের নীচে লুকানো আছে কিস্টোনটা।*

গত এক যুগ ধরে ঐতিহাসিকেরা ফরাসী চার্চে কিস্টোনটা খুঁজছেন। প্রায়রির ক্রিপটিক হেঁয়ালি সম্পর্কে সচেতন গ্রেইল শিকারীরা সিদ্ধান্তে আসে লা ক্লেফ দো ভোত আক্ষরিক অর্থেই কিস্টোন– সরু V আকৃতির একটা আর্কিওজিকাল গোঁজ– খোদাই করা কোড সহ একটা পাথর, কোনও চার্চের খিলান আকৃতির সিলিঙে ঢোকানো আছে। গোলাপ প্রতীকের নীচে। আর্কিটেকচারে গোলাপের কোনও অভাব নেই, চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পাওয়া যাবে। অনেক গম্বুজ বা খিলানের মাথায় পাঁচ পাপড়ি বিশিষ্ট খোদাই করা গোলাপ আছে, সরাসরি কিস্টোনের উপরে।

লুকানোর জায়গাটা দৃষ্টিকটু রকমের সাধারণ বলে মনে হয়। কোনও একটা ভুলে-যাওয়া চার্চের মাথায় রয়েছে হোলি গ্রেইলের ম্যাপ, -সব অজ্ঞ লোক ওটার নীচ দিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে ব্যঙ্গ করছে।

'এই ক্রিপটেক্সটা কিস্টোন হতে পারে না,' বলল সোফিয়া

'এটাকে আমার খুব বেশি পুরানো বলে মনে হচ্ছে না। আমি ওর, দাদুই এটা বানিয়েছেন। প্রাচীন কোনও গ্রেইল প্রবাদের ংশ এটা হতে পারে না।'

রানা কিছু বলছে না।

সোফিয়ার চোখে অবিশ্বাস ছায়া ফেলল। 'এই ক্রিপটেক্সটা যদি হোলি গ্রেইলের ঠিকানা বলে দিতে পারে, দাদু এটা আমাকে কেন দিয়ে যাবেন? আমার তো কোনও ধারণাই নেই কীভাবে এটাকে খুলতে হয় বা এটা নিয়ে কী করব আমি। হোলি গ্রেইল কী, তা-ই তো আমি জানি না!'

বিস্মিত হয়ে উপলব্ধি করল রানা, সোফিয়া ঠিক বলছে।

ওদের নীচ থেকে ভেসে আসছে বুলেটপ্রুফ টায়ারের গুঞ্জন, সেটাকে চাপা দিচ্ছে রানার কণ্ঠস্বর। কিস্টোন সম্পর্কে কী শুনেছে দ্রুত ও সংক্ষেপে সোফিয়াকে তা ব্যাখ্যা করছে ও।

কয়েক শো বছর ধরে প্রায়রির সবচেয়ে বড় রহস্য– হোলি গ্রেইলের লোকেশন– কোথাও লেখা হয়নি। নিরাপত্তার স্বার্থে গোপন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত কাউকে মৌখিকভাবে জানানো হত তথ্যটা। তবে গত শতাব্দীর কোনও এক সময় এরকম ফিসফাস শোনা গেছে যে প্রায়রির পলিসি পরিবর্তন করা হয়েছে। সম্ভবত এই পরিবর্তনের কথা ভাবা হয় ইলেকট্রনিক আড়িপাতা যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পর। প্রায়রি শপথ নেয় গোপন লোকেশনের কথা আর কখনও তারা মুখে উচ্চারণ করবে না।

সুফিয়া জানতে চাইল, 'তা হলে রহস্যটা তারা কাউকে বলে যায় কীভাবে?'

রানা ব্যাখ্যা করল, 'এখানেই কিস্টোনের কথা চলে আসে। তালিকার সবচেয়ে ওপরের চারজন সদস্যকে সেনিশাল বলা হয়। তাদের মধ্যে কেউ যদি মারা যায়, বাকি তিনজন নীচের স্তর থেকে পরবর্তী একজনকে তুলে এনে নিজেদের সংখ্যা ঠিক রাখে। গ্রেইল কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে নতুন সেনিশালকে তা না জানিয়ে,

তাকে একটা পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ পায় সে।'

সোফিয়ার চোখে আলোর ঝিলিক দেখে রানার মনে পড়ল, তার জন্য কীভাবে ট্রেজার হান্ট-এর আয়োজন করতেন ল্যাক বেসন। এই একই ধারণা কিস্টোনের বেলাতেও খাটে। সিক্রেট সোসাইটিগুলোতে এ-ধরনের পরীক্ষা একটা সাধারণ ব্যাপার।

'তারমানে নতুন প্রায়রি সেনিশালকে ক্রিপটেক্সটা খুলতে হবে। তা খুলতে পারলে ধরে নেয়া হবে ভেতরের তথ্য জানার যোগ্যতা আছে তার।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনার তো এ-ধরনের অভিজ্ঞতা আছেই।'

'শুধু দাদুর কাছ থেকে শিখিনি,' বলল সোফিয়া। 'শিখেছি ক্রিপটলজি পড়তে গিয়েও।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে রানা বলল, 'সোফিয়া, এটা যদি সত্যি কিস্টোন হয়, তার তাৎপর্য আপনি বুঝতে পারছেন তো? আপনার দাদুর কাছে এটা ছিল, তাই না? তার মানে প্রায়রি অভ সায়ান-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য ছিলেন তিনি। তালিকার প্রথম চারজনের একজন হবার কথা তাঁর।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোফিয়া। 'সিক্রেট একটা সোসাইটির প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন দাদু। এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সিক্রেট সোসাইটিটা প্রায়রি-ই হবে।'

দম আটকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তা হলে জানতেন?'

'দশ বছর আগের কথা, দেখা উচিত নয় এমন একটা কিছু দেখে ফেলি আমি,' বলল সোফিয়া। 'সেই থেকে আমরা কথা বলা, দেখা করা বন্ধ করে দিই। দৃশ্যটা দেখার পর বুঝেছিলাম দাদু শুধু প্রথম সারির সদস্য নন, তিনিই বোধহয় সবার নেতা।'

সোফিয়ার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। 'গ্র্যান্ড মাস্টার? কিন্তু. . সেটা তো কোনওভাবেই আপনার জানার কথা নয়!'

'থাক, এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না।' অন্যদিকে তাকাল সোফিয়া। তার চেহারায় দৃঢ়তা যেমন আছে, তেমনি আছে বেদনাও।

থমথমে নীরবতার মধ্যে বসে থাকল রানা। *ল্যাক বেসন? গ্র্যান্ড মাস্টার?*

তারপর রানার মনে পড়ল, এর আগের গ্র্যান্ড মাস্টাররাও বিখ্যাত সব ব্যক্তি ছিলেন; ছিলেন পণ্ডিত, শিল্পী ও বিজ্ঞানী। এটা যে সত্যি, সেটা বহু বছর আগেই [১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে] প্যারিসের বিবলিওট্যাক ন্যাশনাল প্রমাণ করেছে "ডসিয়াস সিক্রেটস" নামে প্রায়রির একটা দলিল আবিষ্কার করে।

প্রায়রির প্রত্যেক হিস্টরিয়ান ও গ্রেইল ভক্তরা ওই ডসিয়া পড়েছে। ঐতিহাসিকরা অনেকদিন ধরে যেটা সন্দেহ করছিলেন, নামকরা সব বিশেজ্ঞরা ওই ডসিয়া পরীক্ষা করে সেটাই নিশ্চিত করেছেন যে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি থেকে শুরু করে বটিচেলি, স্যার আইজ্যাক নিউটন, ভিক্টর হিউগো এবং ইদানীংকালে প্যারিসের বিখ্যাত শিল্পী জাঁ ককটো-র মত ব্যক্তিরা ছিলেন প্রায়রির গ্র্যান্ড মাস্টার।

তা হলে ল্যাক বেসনের গ্র্যান্ড মাস্টার হতে অসুবিধে কী?

কিন্তু ল্যাক বেসনের আচরণ ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তাঁর জানার কথা যে এই গোপন রহস্যের সাক্ষী আছে আরও তিনজন, কাজেই প্রায়রির সিকিউরিটি নির্বিঘ্ন ও অটুট থাকবে। সেক্ষেত্রে নাতনিকে কিস্টোনটা দিয়ে যাওয়ার জন্য অমন মারাত্মক ঝুঁকি কেন তিনি নিতে গেলেন, বিশেষ করে যেখানে দুজনের সম্পর্ক ভাল ছিল না? আর রানাকেই বা কেন জড়ালেন.. ওর মত সম্পূর্ণ একজন অচেনা মানুষকে?

ধাঁধার একটা অংশ পাওয়া যাচ্ছে না, ভাবল রানা।

ট্রাক ইঞ্জিনের আওয়াজ কমে আসায় দুজনেই মুখ তুলে তাকাল। টায়ারের নীচে কাঁকর গুঁড়ো হচ্ছে। রানা বিস্মিত– কি

ব্যাপার, এত তাড়াতাড়ি ড্যালক্রোজ থামছেন কেন? ওদেরকে না বললেন শহর থেকে যথেষ্ট দূরে নিরাপদ কোথাও পৌঁছে দেবেন?

ট্রাক শম্বুকগতিতে হেলেদুলে এগোচ্ছে। রাস্তাটা খানাখন্দে ভরা, প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খাচ্ছে ওরা। চোখে অস্বস্তি নিয়ে চট করে একবার রানার দিকে তাকাল সোফিয়া, তারপর দ্রুত হাতে ক্রিপটেক্স বক্সটা বন্ধ করে ঢাকনি লাগিয়ে দিল। নিজের জ্যাকেটটা পরে নিল রানা।

দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক। ইঞ্জিন অলস। শব্দ শুনে বোঝা গেল কার্গো হোল্ডের তালা খোলা হচ্ছে। কবাট ফাঁক হওয়ার পর চারপাশে জঙ্গল দেখে অবাক হয়ে গেল ওরা। রাস্তা ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছে ট্রাকটা। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জ্যাকুইস ড্যালক্রোজ। মুখে হাসি নেই, চোখে কঠিন দৃষ্টি। তাঁর হাতে একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে।

'আমি দুঃখিত,' বললেন তিনি। 'সত্যি আমার আর কোনও উপায় ছিল না।'

পিস্তল হাতে আড়ষ্ট লাগছে জ্যাকুইস ড্যালক্রোজকে, তবে চোখের দৃষ্টি বলে দিচ্ছে দৃঢ়তার কোনও অভাব নেই। 'বাক্সটা হোল্ডের মেঝেতে নামিয়ে রাখুন,' বেসুরো গলায় নির্দেশ দিলেন তিনি।

সেটাকে বুকের সঙ্গে আরও শক্ত করে চেপে ধরল সোফিয়া। 'তখন না বললেন দাদু আর আপনি বন্ধু ছিলেন!'

'আপনার দাদুর সম্পত্তি রক্ষা করছি আমি, এটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে,' জবাব দিলেন ড্যালক্রোজ। 'যা বলছি শুনুন, বাক্সটা মেঝেতে নামিয়ে রাখুন।'

'না!' গলা চড়িয়ে প্রতিবাদ করল সোফিয়া। 'আমার দ আমাকে বিশ্বাস করে দিয়ে গেছেন এটা...'

'আমি কিন্তু,' পিস্তল তুললেন ড্যালক্রোজ, ..গুলি করতে বাধ্য হব।'

বাক্সটা নিজের পায়ের সামনে নামিয়ে রাখল সোফিয়া।

রানা দেখল অস্ত্রের মাজলটা এবার ওর দিকে ঘুরে গেল।

'মসিয়ো রানা,' বললেন ড্যালক্রোজ। 'বাক্সটা আপনি আমার কাছে নিয়ে আসবেন। কাজটা আপনাকে করতে বলার কারণ হলো, আপনাকে আমি গুলি করতে একটুও ইতস্তত করব না।'

ব্যাঙ্ক কর্মকর্তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'আপনার উদ্দেশ্য কী বলুন তো?'

'কী আবার,' ধমকে উঠলেন ড্যালক্রোজ, 'আমার ক্লায়েন্টের সম্পত্তি রক্ষা করা।'

'এখন তো আমরাই আপনার ক্লায়েন্ট,' বলল সোফিয়া।

ড্যালক্রোজের চেহারা আরও কঠিন হয়ে উঠল। 'মাদামোয়াযেল সোফিয়া, ওই চাবি ও অ্যাকাউন্ট নাম্বার কীভাবে আপনি পেয়েছেন তা আমি জানি না, তবে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে নিশ্চয়ই কোথাও প্রতারণা ও চাতুরির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। আপনাদের ক্রাইম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা থাকলে ব্যাঙ্ক থেকে পালাতে অবশ্যই আমি সাহায্য করতাম না।'

'আপনাকে তো আমি জানিয়েছি,' বলল সোফিয়া, 'দাদুর মৃত্যুর সঙ্গে আমরা কোনও ভাবে জড়িত নই!'

রানার দিকে তাকালেন ড্যালক্রোজ। 'তা হলে যে রেডিও থেকে বলা হচ্ছে শুধু ল্যাক বেসনের খুনি হিসেবে নয়, আরও তিনজনকে খুন করার অপরাধে পুলিশ আপনাদেরকে খুঁজছে?'

'হোয়াট!' রানাকে বজ্রাহত দেখাল। *আরও তিনটে খুন?* ও-ই মূল সন্দেহভাজন, এই উপলব্ধির চেয়ে বেশি আঘাত করল সংখ্যাটা। ব্যাপারটা কাকতালীয় হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তিন সেনিশাল? ওর চোখের দৃষ্টি রোজউড বাক্সটায় নেমে এল। ব্রাদারহুডের তিন সদস্য যদি আগেই মারা গিয়ে থাকে, তা হলে তো ল্যাক বেসনের কোনও উপায় ছিল না। বাধ্য হয়েই কিস্টোনটা কাউকে দিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করতেই হয়েছে তাঁকে।

'পুলিশের সমস্যা পুলিশ সমাধান করবে, আমি আমার কাজ করি– আপনাদেরকে তাদের হাতে তুলে দিই,' বললেন ড্যালক্রোজ। 'আমি এরইমধ্যে আমার ব্যাঙ্ককে অনেক বেশি জড়িয়ে ফেলেছি।'

তাঁর দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে সোফিয়া। 'মিথ্যেকথা. আমাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়ার কোনও ইচ্ছেই আপনার নেই,' বলল সে। 'সেক্ষেত্রে সরাসরি ব্যাঙ্কে ফিরে যেতেন, নয়তো কোনও পুলিশ স্টেশনে। তা না করে জঙ্গলে এনে পিস্তল ধরেছেন কেন?'

'আপনার দাদু আমার সার্ভিস ভাড়া নিয়েছিলেন একটি মাত্র কারণে, তাঁর জিনিস নিরাপদে ও নিভৃতে থাকবে। বাক্সটায় যা-ই থাকুক, আমি চাই না পুলিশের খাতায় সেটা লেখা হোক। মসিয়ো রানা, বাক্সটা আমার কাছে নিয়ে আসুন।'

'রানা, না!' মাথা নাড়ল সোফিয়া।

পিস্তল গর্জে উঠল। রানার মাথার উপর ইস্পাতের দেয়ালে লাগল বুলেটটা। খরচ হওয়া শেলটা ছিটকে পড়ল কার্গো হোল্ডের মেঝেতে।

স্থির হয়ে গেল রানা।

ড্যালক্রোজকে আগের চেয়ে বেশি আত্মবিশ্বাসী মনে হলো। 'মসিয়ো রানা, বাক্সটা তুলুন।'

তুলল রানা।

'এবার ওটা আমার কাছে নিয়ে আসুন।' ট্রাকের পিছনে দাঁড়িয়ে সরাসরি লক্ষ্যস্থির করেছেন ড্যালক্রোজ, লম্বা করা হাতের পিস্তলটা এখন কার্গো হোল্ডের ভিতরে কিছুটা ঢুকে পড়েছে।

বাক্সটা নিয়ে খোলা দরজার দিকে এগোল রানা। ও ভাবছে, কিছু করলে এখনই, তা না হলে প্রায়রির কিস্টোন হাতে পেয়েও খোয়াতে হবে।

মেঝেটা ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে, এটাকে কাজে লাগাবার কথা

ভাবছে রানা। প্রতিপক্ষ পিস্তল ধরে আছে ওর হাঁটুর লেভেলে। নাগালের মধ্যে পাওয়া গেলে প্রচণ্ড একটা লাথি মারা যেতে পারে।

ভাগ্য খারাপ, যেন বিপদটা টের পেয়েই ছয় ফুট পিছিয়ে গেলেন ড্যালক্রোজ। নাগালের একেবারে বাইরে। নির্দেশ দিলেন তিনি, 'বাক্সটা দরজার কাছে মেঝেতে নামিয়ে রাখুন।'

আর কোনও উপায় না দেখে হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হলো রানা, রোজউড বক্সটা কার্গো হোল্ডের কিনারায় নামিয়ে রাখল, সরাসরি খোলা দরজার সামনে।

'এবার দাঁড়ান।'

দাঁড়াতে শুরু করেও মুহূর্তের জন্য থামল রানা, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধাতব দোরগোড়াটা দেখে নিল। তারপর আবার যখন সিধে হচ্ছে, ড্যালক্রোজের চোখে ধরা না পড়ে খালি শেলটা জুতোর ডগা দিয়ে চৌকাঠের সরু ফাঁকে ফেলে দিল। তারপর পিছিয়ে হোল্ডের একটু ভিতরে সরে এল।

'পিছু হটে একেবারে পেছনের দেয়ালের কাছে চলে যান, তারপর ঘুরে দাঁড়ান।'

নির্দেশ পালন করল রানা।

ড্যালক্রোজ নিজের হার্টের ধক্‌ধক্ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। পিস্তলটা ডান হাতে, বাম হাত বাড়িয়ে বাক্সটা তুলতে গেলেন তিনি। তাঁর ধারণা ছিল না এত ভারী হবে ওটা। বুঝলেন দু'হাতে না ধরে তোলা যাবে না। বন্দিদের দিকে তাকিয়ে ঝুঁকিটা আন্দাজ করতে চাইছেন। অন্তত দশ ফুট দূরে ওরা, পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, হাত দুটো ব্যবহার করা যেতে পারে।

পিস্তলটা বাম্পারে রেখে বাক্সটা দু'হাতে ধরে তুললেন তিনি, তারপর মাটিতে নামিয়ে রাখলেন। পরমুহূর্তে পিস্তলটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে আবার হোল্ডের দিকে তাক করলেন। তাঁর বন্দিরা কেউ একচুল নড়েনি।

বেশ। এবার শুধু বাকি দরজা বন্ধ করে তালা লাগানো। ধাতব দরজা বন্ধ করবার জন্য ঠেললেন ড্যালক্রোজ। তাঁকে পাশ কাটাচ্ছে কবাট, হাত উঁচু করে নিঃসঙ্গ বোল্টটা ধরলেন অপর হাতে। এটাকে ঠেলে জায়গামত বসাতে হবে।

ধাতব আওয়াজ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। বোল্টটা বাম দিকে টানলেন ড্যালক্রোজ। কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে থেমে গেল বোল্ট, স্লিভ-এর সঙ্গে একই রেখায় আসছে না ওটা। কী আশ্চর্য, এরকম হচ্ছে কেন? আবার টানলেন তিনি, কিন্তু বোল্ট লাগছে না। ওটার মেকানিজম যেন খাপে খাপে জোড়া না লাগার পণ করেছে। যতভাবেই চেষ্টা করুন না কেন, দরজা পুরোপুরি বন্ধ করা যাচ্ছে না।

আতঙ্কিত হয়ে কবাটের বাইরের দিকটায় খুব জোরে ধাক্কা মারলেন ড্যালক্রোজ। উঁহুঁ, তবু আটকাচ্ছে। কিছু একটা বাধা দিচ্ছে ওটাকে। ঘুরলেন, কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারবেন। মারলেন ঠিকই, কিন্তু এবার বাইরের দিকে বিস্ফোরিত হলো কবাট।

মুখে বাড়ি খেয়ে ছিটকে মাটিতে পড়লেন ড্যালক্রোজ। নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, কপাল ফুলে উঠছে, চোখে কিছু দেখছেন না।

সোফিয়ার চিৎকার শুনতে পেলেন তিনি। একটু পরেই ধুলো ও ধোঁয়ার ধাক্কা অনুভব করলেন, কাঁকরে টায়ার ঘষা খাওয়ার আওয়াজও কানে এল। কোনও রকমে উঠে বসলেন ড্যালক্রোজ, এখনও চোখে ঝাপসা দেখছেন, তবে আগের চেয়ে কম।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাঁক নিতে গিয়ে একটা গাছের গায়ে ধাক্কা খেল ট্রাকটা। ইঞ্জিন গর্জে উঠল, গাছটা নুয়ে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত বাম্পারই হার মানল, ভেঙে রয়ে গেল অর্ধেকটা। ঝাঁকি খেতে খেতে চলে যাচ্ছে আর্মার ট্রাক, সামনের বাম্পার মাটিতে ঘষা খাচ্ছে।

ট্রাকটা প[illegible] অ্যাকসেস রোডে পৌঁছাবার পর অন্ধকারে রাশি[illegible] আগুনে[illegible]কি দেখা গেল, ট্রাকটাকে অনুসরণ করছে।

ঘাড় ফিরিয়ে মাটির দিকে তাকালেন ড্যালক্রোজ, গাড়িটা যেখানে পার্ক করা ছিল। চাঁদের আলো ম্লান হলেও, পরিষ্কার দেখলেন সেখানে কিছু নেই।

কাঠের বাক্সটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তেইশ

পোপ-এর গ্রীষ্মকালীন নিবাস ক্যাস্টেল গ্যানডলফো থেকে রওনা হয়ে নীচের উপত্যকার দিকে নামছে ফিয়াট গাড়িটা। ব্যাকসিটে বসে আপনমনে হাসছেন বিশপ মার্সেল বেলমন্ড, কোলের উপর পড়ে থাকা বন্ড ভর্তি ব্রিফকেসটার ওজন অনুভব করে আনন্দে আপ্লুত হচ্ছেন, সেই সঙ্গে ভাবছেন লালিকের সঙ্গে বিনিময়ের কাজটা আর কতক্ষণের মধ্যে সারতে পারবেন।

বিশ মিলিয়ন ইউরো।

এই টাকা দিয়ে এরচেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী জিনিস কিনতে যাচ্ছেন তিনি। রোমের দিকে ছুটছে গাড়ি, বিশপ বেলমন্ড আরেকবার ভাবলেন, লালিক এখনও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন না কেন! আলখেল্লার পকেট থেকে সেল ফোন বের করে ক্যারিয়ার সিগনাল চেক করলেন, খুবই অস্পষ্ট।

'এদিকে সেল সার্ভিস পেতে অসুবিধে হয়,' বলল ড্রাইভার, রিয়ারভিউ মিররে চোখ রেখে দেখছে তাঁকে। 'মিনিট পাঁচেক পর পাহাড়ী এলাকা থেকে বেরিয়ে যাব আমরা, তখন সার্ভিসের অবস্থা কিছুটা ভাল হবে।'

'ধন্যবাদ।' হঠাৎ খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন বেলমন্ড। *পাহাড়ি এলাকায় সার্ভিস পাওয়া যাবে না?* হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই তাঁর

সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করছেন লালিক। হয়তো কোথাও মারাত্মক কিছু একটা ঘটে গেছে।

তাড়াতাড়ি ফোনের ভয়েস মেইল চেক করলেন বেলমন্ড। কিছু নেই। তবে, সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলেন, যোগাযোগ সম্পর্কে এত সতর্ক লালিক, রেকর্ড হয়ে থাকবে এমন কোনও মেসেজ কখনওই তিনি পাঠাবেন না। এই অতিমাত্রায় সতর্কতার জন্য কোনও ধরনের কনট্যাক্ট নাম্বার পর্যন্ত দেননি তাঁকে। *একা শুধু আমি যোগাযোগ করব,* স্পষ্ট জানিয়েছেন লালিক।

অপসন অফ করে রেখেছেন লালিক, ফলে কোন্ নাম্বার থেকে ফোন করা হলো তা জানা যাবে না।

বেলমন্ড ভাবছেন, ফোন সার্ভিস কাজ না করায় লালিক হয়তো চেষ্টা করেও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না। সেক্ষেত্রে কী ভাবছেন তিনি?

ভাবছেন কিছু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

কিংবা বন্ডগুলো আমি পাইনি।

বিশপ বেলমন্ড ঘামতে শুরু করেছেন।

তিনি হয়তো মনে করবেন টাকা নিয়ে আমি পালাচ্ছি!

ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার স্পিডে ছুটছে আর্মার কার, ঝুলন্ত ফ্রন্ট বাম্পার শহরতলির নির্জন রাস্তায় ঘষা খেয়ে একটানা কর্কশ আওয়াজ করছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে রাশি রাশি আগুনের ফুলকি।

সামনের রাস্তা কোনও রকমে দেখতে পাচ্ছে রানা। ট্রাকের একটা হেডলাইট গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গুঁড়িয়ে গেছে, অপরটা বাঁকা হয়ে গেছে, ফলে হাইওয়ের পাশের জঙ্গলে আড়াআড়িভাবে পড়ছে আলোটা।

প্যাসেঞ্জার সিটে বসে কোলের উপর পড়ে থাকা কাঠের বাক্সটার দিকে বোকার মত তাকিয়ে রয়েছে সোফিয়া।

'আপনি অসুস্থ বোধ করছেন?' জানতে চাইল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল সোফিয়া। 'আপনি তাঁর কথা বিশ্বাস করেন?'

'আরও তিনটে খুন? অবশ্যই। এখন অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছে– কিস্টোনটা কাউকে দিয়ে যাবার জন্যে আপনার দাদুর মরিয়া চেষ্টা, আমাকে ধরার জন্যে ক্যাপটেন অকটেভের উঠেপড়ে লাগা।'

'না, আমি জানতে চাইছি ড্যালক্রোজ কিস্টোনটা নিজের কাছে রাখতে চাইছেন ব্যাঙ্কের স্বার্থের কথা ভেবে, নাকি...'

ব্যাপারটা আগে রানা ভেবে দেখেনি। 'তিনি জানবেন কীভাবে এই বাক্সে কী আছে?'

'তাঁর ব্যাঙ্কে ছিল এটা। আমার দাদুকে তিনি চিনতেন। বিষয়টা সম্পর্কে কিছু কিছু জানা থাকতে পারে তাঁর। কাজেই হয়তো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গ্রেইলটা নিজের জন্যে রেখে দেবেন।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমার ধারণা, দুটো কারণে মানুষ গ্রেইল পেতে চায়,' বলল ও। 'হয় তারা অতি সরল, বিশ্বাস করে বহুকাল আগে হারানো যিশুর কাপ খুঁজছে তারা...'

'আর?'

'কিছু লোক আসল সত্যটা জানে, আর সেই সত্যকে তারা চার্চের প্রতি হুমকি বলে মনে করে।'

ওরা চুপ করে থাকল বাম্পারের আওয়াজ মারাত্মক লাগছে কানে। মাত্র কয়েক কিলোমিটার ড্রাইভ করেছে ওরা। এভাবে গাড়ি চালানো উচিত হচ্ছে না, ভাবল রানা। যে-কোনও মুহূর্তে এক-আধটা গাড়ি ওদেরকে পাশ কাটাতে পারে।

'দেখি বাম্পারটার কিছু করা যায় কি না,' রাস্তার পাশে ট্রাক দাঁড় করিয়ে বলল রানা। অবশেষে কান ঝালাপালা করা শব্দদূষণ থেকে রক্ষা পাওয়া গেল।

ট্রাক থেকে নেমে সামনের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় নির্মল বাতাসে বড় করে শ্বাস নিল রানা। সেই সঙ্গে বিরাট একটা দায়িত্ব অনুভব করল। ও আর সোফিয়া গুপ্ত সংকেতের মাধ্যমে এমন কিছু

দিক-নির্দেশনা পেয়ে গেছে যেগুলো হয়তো দুনিয়ার সবচেয়ে স্পর্শকাতর ধর্মীয় রহস্যের কাছে পৌঁছে দেবে ওদেরকে।

আরেকটা কথা ভাবল রানা। কিস্টোনটার মালিক প্রায়রি। কিন্তু এটা এখন আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার উপায় নেই। অতিরিক্ত তিনটে খুনের খবর পরিস্থিতিকে মারাত্মক জটিল করে তুলেছে। সবাই বুঝবে যে প্রায়রির ভিতরে শত্রু ঢুকে পড়েছে। তাদের কেউ একজন আপস করেছে। ব্রাদারহুডের উপর নজর রাখা হচ্ছিল, কিংবা উপরের স্তরে লুকিয়ে ছিল একজন গুপ্তচর। এ থেকেই বোধহয় ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কী কারণে ল্যাক বেসন রানা ও সোফিয়াকে কিস্টোনটা দিয়ে গেছেন– ব্রাদারহুডের বাইরের দুজনকে, যে দুজন আপস করবে না বলে বিশ্বাস করতেন তিনি।

তবে কিস্টোনটা ওরা ব্রাদারহুডকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। প্রায়রির কোনও সদস্যকে কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই রানার। তেমন কাউকে যদি পাওয়া যায়ও, নিশ্চয়তা কী ওই লোকটাই প্রায়রির ভিতরে লুকিয়ে থাকা গুপ্তচর নয়?

ওরা চাক বা না চাক, অন্তত আপাতত কিস্টোনটা ওদের কাছেই থাকবে।

যতটা আন্দাজ করেছিল ট্রাকের সামনের অবস্থা তারচেয়ে অনেক খারাপ দেখল রানা। বাম দিকের হেডলাইট ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, আর ডান পাশেরটা দেখতে হয়েছে কোটর থেকে বেরিয়ে ঝুলে পড়া চোখের মত। টেনে ওটাকে জায়গামত বসাল রানা, কিন্তু ছেড়ে দিতেই আগের অবস্থায় ফিরে গেল আবার।

ফ্রন্ট বাম্পার কোনও রকমে ঝুলে আছে, কষে দু'একটা লাথি মারলেই পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

দোমড়ানো-মোচড়ানো ধাতব বাম্পারে লাথি মারছে রানা, এই সময় সোফিয়ার বলা একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে ওকে বলেছে, *দাদু আমাকে একটা ফোন মেসেজ পাঠিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আমার পরিবার সম্পর্কে আমাকে তিনি সত্যি*

কথাটা বলতে চান। সে সময় সোফিয়ার কথাটার কোনও তাৎপর্য ছিল না। কিন্তু এখন, প্রায়রি অভ সায়ান এটার সঙ্গে জড়িত জানবার পর, নতুন একটা সম্ভাবনা বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন।

হঠাৎ করেই বিকট শব্দে বিচ্ছিন্ন হলো বাম্পারটা। সেটা তুলে রাস্তার পাশের ঝোপের ভিতর রেখে এল রানা, ভাবছে এখান থেকে কোথায় যাওয়া যায়।

রানা এজেন্সির কোনও সেফ হাউসে যাওয়া চলবে না। ওগুলোর মধ্যে কোন্‌টার উপর জুডিশিয়ারি পুলিশ নজর রাখছে বলা মুশকিল।

ক্রিপটেক্সটা কীভাবে খুলতে হয় ওদের তা জানা নেই। জানা নেই ল্যাক বেসন কেন এটা ওদেরকে দিয়ে গেছেন। অদ্ভুত শোনালেও, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার উপর নির্ভর করছে আজ রাতে ওদের টিকে থাকা।

আমাদের সাহায্য দরকার, সিদ্ধান্ত নিল রানা। ব্যক্তিগত সাহায্য।

রানার জানামতে— হোলি গ্রেইল ও প্রায়রি অভ সায়ান-এর জগতে— সাহায্য করবার মত মানুষ মাত্র একজনই আছেন। তবে আগে দেখতে হবে আইডিয়াটা সোফিয়া গ্রহণ করে কি না।

রানার ফেরার অপেক্ষায় আর্মার কারের ভিতর বসে রয়েছে সোফিয়া, কোলে পড়ে থাকা রোজউড বাক্সটার ওজন অনুভব করছে আর ভাবছে, দাদু এটা তাকে কী কারণে দিয়ে গেলেন? এটা নিয়ে কী করবে সে?

চিন্তা করো, সোফিয়া! মাথা ঘামাও। দাদু তোমাকে কিছু বলবার চেষ্টা করছেন! খুব জরুরি কিছু।

কিস্টোন আসলে একটা মানচিত্র।

বাক্স খুলে ক্রিপটেক্স ডায়ালগুলো দেখল সোফিয়া। তারপর

বাক্সের ভিতর থেকে বের করল, হাত বুলাচ্ছে ডায়ালে। পাঁচ প্রস্থ বর্ণমালা। ডায়ালগুলো এক.এক করে ঘোরাল ও। মেকানিজম-এর নড়াচড়া সাবলীল। সিলিন্ডারের দুই প্রান্তে তামার তৈরি দুটো অ্যালাইনমেন্ট তীরচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ডিস্কগুলো এমনভাবে সাজাল সোফিয়া, ওর বাছাই করা হরফগুলো যাতে ওই তীরচিহ্নের মাঝখানে লাইনবন্দি হয়। ডায়ালগুলো এখন পাঁচ হরফের একটা শব্দ তৈরি করেছে।

G-R-A-I-L

নরম হাতে সিলিন্ডারের দুই প্রান্ত ধরে টানল সোফিয়া। ক্রিপটেক্স নড়ে না। শুনতে পেল ভিতরের ভিনিগার কুলকুল করছে। টানাটানি বন্ধ করল ও। তারপর আবার চেষ্টা করল।

V-I-N-C-I

এবারও ক্রিপটেক্স নড়ানো গেল না।

V-O-U-T-E

এরপর শক্ত হয়ে থাকল ক্রিপটেক্স, একচুল নড়ে না। ভ্রূ কুঁচকে বাক্সের ভিতর রেখে দিল সোফিয়া। মুখ তুলে বাইরে, রানার দিকে তাকাল। এরকম একটা রাতে বিদেশি এই আশ্চর্য ভদ্রলোকটি তার সঙ্গে থাকায় কৃতজ্ঞ বোধ করছে সে।

P.S. FIND MASUD RANA.

এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে কী কারণে তার দাদু রানাকে খুঁজে বের করতে বলেছিলেন। এই কাজে বিপদ আছে ভেবে রানাকে তার রক্ষক হিসেবে দিয়ে গেছেন তিনি।

ষাঁড়, অর্থাৎ ক্যাপটেন অকটেভ-এর টার্গেটে পরিণত হয়েছে সোফিয়ার রক্ষক।

এবং অদৃশ্য একটা অশুভ শক্তি হোলি গ্রেইলটা দখল করতে চাইছে। গ্রেইল হিসাবে শেষ পর্যন্ত যা-ই পাওয়া যাক না কেন।

আর্মার ট্রাক আবার রওনা হলো। ওটার শান্ত সাবলীল ভাব দেখে

রানা খুশি। 'কোন্ পথে ভার্সেই যেতে হবে জানেন?' সোফিয়াকে জিজ্ঞেস করল ও।

ওর দিকে তাকাল সোফিয়া। 'বেড়ানোর ইচ্ছে?'

'না, নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। আমি এক রিলিজিয়াস হিস্টরিয়ানকে চিনি, ভার্সেইয়ের কাছাকাছি থাকেন ভদ্রলোক। তাঁর এস্টেটে দু'একবার গেছি আমি। তবে এখন আর মনে নেই জায়গাটা ঠিক কোথায়। খুঁজে দেখতে চাই।'

'নাম?'

'সার আলবার্ট হিউম– সাবেক ব্রিটিশ রয়াল হিস্টরিয়ান,' বলল রানা।

'ভদ্রলোক ফ্রান্সে বাস করেন?'

সার হিউম তাঁর জীবনের প্রায় পুরোটা সময় হোলি গ্রেইল স্টাডি করে কাটিয়েছেন। প্রায়রি কিস্টোন আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে, বছর পনের আগে এরকম একটা গুজব ছড়ালে ফ্রান্সে এসে যেখানে যত চার্চ আছে তল্লাশি শুরু করেন তিনি। কিস্টোন ও গ্রেইল নিয়ে কয়েকটা বই লিখেছেন। সোফিয়াকে রানা জানাল, বাক্সটা কীভাবে খোলা যায়, কিংবা এটা নিয়ে কী করা উচিত, ভদ্রলোক বলতে পারবেন বলে মনে হয়।

সোফিয়ার চোখে সতর্কতা। 'তার মানে আপনি তাঁকে বিশ্বাস করেন?'

'কীসে বিশ্বাস করি? তথ্যটা চুরি করবেন কি না?'

'এবং আমাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন কি না।'

'তাঁকে আমি জানাতে চাই না যে পুলিশ আমাদেরকে খুঁজছে। ঝামেলাটা না মেটা পর্যন্ত তাঁর ওখানে থাকতে চাই আমি।'

'রানা, ফ্রান্সের সব কটা টিভি স্টেশন আমাদের ছবি টেলিকাস্ট করছে, অথবা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওই ষাঁড় ভদ্রলোক প্রতিটি কেসে মিডিয়ার সাহায্য নেন। আমাদের বাইরে ঘুরে বেড়ানো অসম্ভব করে তুলবেন তিনি। তাই আবার জিজ্ঞেস করছি,

ভদ্রলোককে আপনি পুরোপুরি বিশ্বাস করেন তো?'

রানা ভাবল, সার হিউম এত রাতে নিশ্চয়ই টিভি দেখছেন না। ওর ইন্সটিঙ্কট বলছে, সার হিউমকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়। ভদ্রলোক ওদেরকে সাহায্যও করবেন খুশি মনে। তাঁর কাছ থেকে এরকম দু'একটা উপকার পাওনা আছে রানার।

সার হিউম একজন গ্রেইল গবেষক, আর সোফিয়া বলছে তার দাদু সত্যি সত্যি প্রায়রি অভ সায়ান-এর গ্র্যান্ড মাস্টার ছিলেন। এ-কথা শোনার পর প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে নিজেই সাহায্য করবার প্রস্তাব দেবেন ভদ্রলোক। 'সার হিউম আমাদের প্রভাবশালী মিত্র হতে পারেন,' বলল রানা, ভাবল– নির্ভর করবে কতটা আমরা তাঁকে বলতে চাই তার উপর।

'অকটেভ সম্ভবত নগদ পুরস্কার ঘোষণা করবেন,' সোফিয়ার গলায় সাবধান করে দেওয়ার সুর।

হেসে ফেলল রানা। তারপর তথ্যগুলো বলে গেল।

সার হিউমের টাকার কোনও লোভ নেই। এমন অনেক ছোট দেশ আছে যাদের বার্ষিক বাজেটের চেয়ে তাঁর টাকার পরিমাণ বেশি। ল্যাঙ্কাস্টার-এর প্রথম ডিউক তাঁর পূর্ব-পুরুষ, উত্তরাধিকার সূত্রে অগাধ সয়-সম্পত্তির অধিকারী। ভার্সেইয়ে তাঁর এস্টেটে রয়েছে দুটো প্রাইভেট লেক সহ সতেরো শতাব্দীর একটা রাজপ্রাসাদ।

'রানা,' আবার বলল সোফিয়া। 'ভদ্রলোককে বিশ্বাস করা যায় তো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। বয়সের বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও আমরা বন্ধু। তাঁর টাকার কোনও অভাব নেই। তা ছাড়া, ফ্রেঞ্চ অথরিটিকে তিনি দু'চোখে দেখতে পারেন না বলে জানি আমি। একটা হিস্টরিক ল্যান্ডমার্ক কিনেছেন তিনি, ফ্রেঞ্চ সরকার অবিশ্বাস্য হারে ট্যাক্স ধরেছে, সেটাই কারণ। মোটকথা, অকটেভকে তিনি সাহায্য করবেন বলে মনে করি না।'

'বেশ, তাঁর ওখানে যাচ্ছি তা হলে আমরা,' জানালা দিয়ে

বাইরে তাকিয়ে বলল সোফিয়া। 'এবার বলুন কতটুকু বলবেন?'

রানাকে নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। 'প্রায়রি অভ সায়ান ও হোলি গ্রেইল সম্পর্কে সার হিউমের চেয়ে বেশি কেউ কিছু জানে বলে বিশ্বাস করি না।'

তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল সোফিয়া। 'আমার দাদুর চেয়েও বেশি?'

'তাঁর কথা আলাদা, তিনি তো ব্রাদারহুডের ভেতরের মানুষ ছিলেন।'

'সার হিউম তা নন, এ আপনি জানছেন কীভাবে?'

'হিউম সারাটা জীবন চেষ্টা করেছেন হোলি গ্রেইল সম্পর্কে সত্যি কথাটা সবাইকে জানাতে, আর প্রায়রির শপথ হলো ওটার আসল রহস্য আরও কিছুদিন গোপন রাখতে হবে।'

'তা হলে আমার আরেকটা প্রশ্নের জবাব দিন,' বলল সোফিয়া। 'এত রাখ-রাখ ঢাক-ঢাক কেন? হোলি গ্রেইল কী তা প্রকাশ করা হচ্ছে না কেন?'

'প্রায়রির দৃষ্টিভঙ্গিটা এরকম: তথ্যটা খোলা মনে হজম করার মত উপযুক্ত হোক আগে মানুষ, তখন সব জানানো হবে,' বলল রানা। 'তবে নতুন সহস্রাব্দের ঠিক আগে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল, গ্রেইল রহস্য ২০০০ সালের পর খুব তাড়াতাড়ি যে-কোনও একদিন প্রকাশ করা হবে। কিন্তু সেটা এখনও ওই গুজব হয়েই আছে।'

'হুম।'

সোফিয়ার উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণটা বুঝতে পারছে রানা। কিস্টোনটা ল্যাক বেসন সরাসরি তাকেই দিয়ে গেছেন, কাজেই সম্পূর্ণ অচেনা কাউকে এর মধ্যে জড়াতে না চাওয়ারই কথা তার। 'সার হিউমকে সঙ্গে সঙ্গে কিস্টোনের কথা না হয় না-ই বললাম আমরা। প্রয়োজন না দেখলে প্রসঙ্গটা তুললাম না। আশ্রয় দরকার, সেটা পাব বলে আশা করি। বাকি সব পরে দেখা যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'হিউম ঠিক কোথায় থাকেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমি তাঁর এস্টেটের নাম জানি– শ্যাতো ভিলেটি।'

চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ভাব নিয়ে ঘাড় ফেরাল সোফিয়া। 'শ্যাতো ভিলেটি?'

'হ্যাঁ। কেন, কী হয়েছে?'

'আমরা ওটাকে পাশ কাটিয়ে এসেছি। মিনিট বিশেক আগে।'

'এত পেছনে?' ভ্রূ কোঁচকাল রানা।

'হ্যাঁ। বরং ভালই হলো, এই ফাঁকে আপনি আমাকে জানাবার সুযোগ পাচ্ছেন হোলি গ্রেইল আসলে কী।'

এক মুহূর্ত পর জবাব দিল রানা, 'গ্রেইল হলো সার হিউমের জীবন, ওটার গল্প তাঁর মুখ থেকে শোনা আসলে স্বয়ং আইনস্টাইনের মুখ থেকে আপেক্ষিক তত্ত্ব শোনার মত।'

'এখন শুধু একটাই চিন্তা, এত রাতে হিউম দরজা খুলবেন তো?' সোফিয়ার চেহারায় সংশয়।

'আপনার জ্ঞাতার্থে, তিনি সার হিউম। বেশ কয়েক বছর আগে ব্রিটেনের রানি তাঁকে নাইট উপাধি দেন।'

'ঠাট্টা করছেন না তো? সত্যি আমরা একজন নাইটের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি?'

রানার মুখে আড়ষ্ট হাসি। 'আমরা হোলি গ্রেইল খুঁজতে বেরিয়েছি, সোফিয়া। একজন নাইটের সাহায্যই তো দরকার আমাদের।'

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

এক

একশো পঁচাশি একর জায়গা নিয়ে উত্তর-পশ্চিম প্যারিসের ভার্সেই এলাকার ভিতর পড়েছে সার আলবার্ট হিউমের শ্যাতো ভিলেটি। ১৬৬৮ সালে বিখ্যাত এক আর্কিটেক্টকে দিয়ে ডিযাইন করানো ঐতিহাসিক এই শ্যাতোকে দালান না বলে দুর্গ বললেই যেন বেশি মানায়।

আর্মার ট্রাকটাকে ড্রাইভওয়ে-র মুখে দাঁড় করাল মাসুদ রানা। বিরাট সিকিউরিটি গেটের পিছনে, অনেকটা জায়গা ছেড়ে, সবুজ লনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সার হিউমের শ্যাতো। গেটে ইংরেজি সাইন দেখা যাচ্ছে: ব্যক্তিগত সম্পত্তি! বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ।

গেটে ইন্টারকম এন্ট্রি সিস্টেম রয়েছে, সেটার উপর চোখ রেখে সোফিয়া ক্লাউডেল বলল, 'রানা, আপনি কথা বলুন।'

নিজের পজিশন বদল করল রানা, সোফিয়ার উরুর উপ দিয়ে ঝুঁকে নাগাল পেতে হলো ইন্টারকম বাটনের। ঝুঁকছে, এই সময় নেশা ধরানো একটা পারফিউমের গন্ধে ভরে উঠল বুকের ভিতরটা, সেই সঙ্গে উপলব্ধি করল পরস্পরের কত কাছে চলে এসেছে ওরা। ওভাবে অপেক্ষা করছে ও, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্থির, ওদিকে ছোট একটা স্পিকার থেকে টেলিফোনের বেল বাজবার আওয়াজ ভেসে আসছে।

খানিক পর যান্ত্রিক শব্দজট তুলে জ্যান্ত হলো ইন্টারকম, কণ্ঠস্বরে অস্বস্তি নিয়ে এক লোক জানতে চাইল, 'শ্যাতো ভিলেটি, কে বলছেন?' প্রশ্নটা করা হলো ফ্রেঞ্চ ভাষায়।

'আমার নাম মাসুদ রানা,' বলল রানা, সোফিয়ার কোলের উপর প্রায় লম্বা হয়ে আছে ওর শরীর। 'সার আলবার্ট হিউমের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁকে জানান, খুবই জরুরি একটা প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।'

'আমার মনিব ঘুমাচ্ছেন, মসিয়ো। আমিও ঘুমাচ্ছিলাম। রাতে তাঁকে আপনার কী দরকার?'

'ব্যাপারটা ব্যক্তিগত। শুনলে সার হিউম খুবই আগ্রহ বোধ করবেন।'

'আমার মনে হয়, মসিয়ো, সার হিউম সকালেই আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারলে খুশি হবেন।'

একটু নড়েচড়ে শরীরের ভার আরেকদিকে বদলাতে হলো রানাকে। 'আমাকে চেনেন উনি,' বলল ও, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

'সার হিউমের ঘুমটাও। আপনি যদি তাঁর পরিচিতই হন, তা হলে তো জানার কথা যে তাঁর শরীর ভাল নয়।'

ছোটবেলায় পোলিও হয়েছিল সার হিউমের, ফলে এখন তাঁকে পায়ে ব্রেইস পরে, ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে হয়। তবে শেষবার এখানে এসে তাঁকে এতই প্রাণচঞ্চল দেখেছে রানা, তাঁর ওই শারীরিক ত্রুটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। 'আপনি তাঁকে জানান,' ইন্টরকমে লোকটাকে বলল ও, 'গ্রেইল সম্পর্কে নতুন তথ্য পেয়েছি আমি। এতই গুরুত্বপূর্ণ, কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।'

দীর্ঘ নীরবতা। শুধু অলস ইঞ্জিন আওয়াজ করছে। অপেক্ষায় আছে রানা ও সোফিয়া।

পুরো ষাট সেকেন্ড পার হলো।

অবশেষে সাড়া পাওয়া গেল সার আলবার্ট হিউমের। 'আপনি, মাসুদ রানা দি গ্রেট– কাজেই আপনাকে সময় সম্পর্কে জ্ঞান দান করার স্পর্ধা আমার অন্তত নেই,' অমায়িক কণ্ঠস্বর, সকৌতুক ভাবটুকু গোপন থাকছে না। 'যদিও এখন গভীর ঘুমের সময়, রাত ভোর হতে চলেছে!'

নিঃশব্দে হাসল রানা, ব্রিটিশ বাচনভঙ্গি পরিষ্কার চিনতে পারছে। 'সার হিউম, এরকম অসময়ে আসতে হওয়ায় সত্যি আমি দুঃখিত।'

'আমার ম্যানসার্ভেন্ট বলল, আপনি নাকি গ্রেইল সম্পর্কে কিছু তথ্য পেয়েছেন।'

'আপনাকে বিছানা থেকে তোলার একটা ছুতো আর কী।'

'তাতে কাজ হয়েছে।'

'সেটা বুঝব, বন্ধুর জন্যে গেটটা যখন খুলবেন আপনি।'

'যারা বাস্তব সত্য খুঁজে বেড়ায় তারা বন্ধুর চেয়েও বেশি, তারা ভাই।'

সোফিয়ার দিকে ফিরে চোখ মটকাল রানা।

ক্লিক শব্দের সঙ্গে খুলে গেল গেট।

'মসিয়ো ড্যালক্রোজ!' ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক অভ জুরিখ-এর নাইট ম্যানেজার টেলিফোনে ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্টের গলার আওয়াজ পেয়ে বিরাট স্বস্তি বোধ করল। 'আপনি কোথায়, মসিয়ো? এখানে পুলিশ... আমরা সবাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'একটু সমস্যা হয়েছে আমার,' ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট বললেন, কথার সুরে উদ্বেগ। 'এখনই আপনার সাহায্য দরকার আমার।'

একটু নয়, আপনি বিরাট সমস্যায় পড়েছেন, মনে মনে বলল নাইট ম্যানেজার। গোটা ব্যাঙ্ক চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে পুলিশ, হুমকির সুরে বলছে ডিসিপিজে ক্যাপটেন ভিগো অকটেভ সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে নিজেই আসছেন। 'আমি আপনাকে কীভাবে

সাহায্য করব, মসিয়ো?'

'তিন নম্বর আর্মার ট্রাক। ওটাকে আমার পেতে হবে।'

হতভম্ব হয়ে ডেলিভারি শেডিউল চেক করল নাইট ম্যানেজার। 'ওটা এখানে। নীচের লোডিং ডকে।'

'ইয়ে, মানে, না। ট্রাকটা আসলে চুরি হয়ে গেছে। পুলিশ যে দুজনকে খুঁজছে তারাই দায়ী।'

'কী? কিন্তু ট্রাকটা তারা চালিয়ে নিয়ে গেল কীভাবে?'

'ফোনে সব কথা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। আসলে বাজে একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, ব্যাঙ্কের সুনামের জন্যে তা চরম ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিতে পারে।'

'আপনি আমাকে কী করতে বলেন, মসিয়ো?'

'আমি চাই আপনি ট্রাকটার ইমার্জেন্সি ট্র্যান্সপন্ডার অ্যাকটিভেট করুন।'

কামরার আরেক প্রান্তে ছুটে গেল নাইট ম্যানেজারের দৃষ্টি, স্থির হলো একটা কন্ট্রোল বক্সের উপর। ব্যাঙ্কের প্রতিটি আর্মার কারে রেডিও-নিয়ন্ত্রিত হোমিং ডিভাইস আছে, রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ব্যাঙ্ক থেকেই সেগুলো অ্যাকটিভেট করা যায়।

এর আগে মাত্র একবারই সিস্টেমটা ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয়েছিল, একটা আর্মার কার হাইজ্যাক হওয়ার পর। খুব ভাল সার্ভিস দিয়েছিল হোমিং ডিভাইসটা।

'মসিয়ো,' চিন্তিত সুরে নাইট ম্যানেজার বলল, 'আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, সিস্টেমটা অ্যাকটিভেট করা মাত্র কর্তৃপক্ষ জেনে যাবেন যে আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন ড্যালক্রোজ। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, জানি। তারপরও অ্যাকটিভেট করুন আপনি। তিন নম্বর ট্রাক। আমি লাইনে আছি। আপনি জানা মাত্র ওটার লোকেশন বলবেন আমাকে।'

'জী, মসিয়ো।'

*

ত্রিশ সেকেন্ড পর, চল্লিশ কিলোমিটার দূরে, আর্মার কারের আন্ডারক্যারিজে লুকানো খুদে ট্র্যান্সপন্ডারটা জ্যান্ত হয়ে উঠল।

ড্রাইভওয়ের দু'পাশে পপলার গাছের সারি। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে এগিয়েছে। পরিবেশটা মনে একটা প্রশান্তি এনে দেয়। সোফিয়া অনুভব করল এরইমধ্যে তার পেশিতে ঢিল পড়ছে। রাস্তা থেকে সরতে পারাটা বিরাট এক স্বস্তি। অমায়িক একজন বিদেশি ভদ্রলোক নিজের সুরক্ষিত বাড়িতে কিছুক্ষণ আশ্রয় দেবেন তাদেরকে, বিপদের সময় এটাও অনেক বড় পাওয়া।

বৃত্তাকার ড্রাইভওয়ে ধরে ঘুরছে আর্মার কার, ওদের ডানদিকে দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল শ্যাতো ভিলেটি। চারতলার সমান উঁচু, কম করেও ষাট মিটার লম্বা– স্পটলাইটের চোখ-ধাঁধানো আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে পাথরের তৈরি ধূসর দালান।

বাড়ির ভিতরের আলোগুলো এইমাত্র জ্বলতে শুরু করেছে।

দালানের সদর দরজা পর্যন্ত গেল না রানা, ট্রাক থামাল ঘন গাছপালার মাঝখানে, রাস্তা থেকে যাতে গাড়িটাকে দেখা না যায়। 'গাড়ির এই বেহাল অবস্থা সার হিউমকে না দেখানোই ভাল, কী না কী ভেবে বসেন,' সোফিয়াকে বলল ও।

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'ক্রিপটেক্স নিয়ে কী করব আমরা?'

বাইরে রেখে যাওয়া উচিত হবে না, আবার সঙ্গে রাখলে সার হিউম জানতে চাইবেন কী এটা। 'চিন্তা করবেন না,' বলে গায়ের জ্যাকেট খুলে সেটা দিয়ে বাক্সটা জড়াল রানা, তারপর একমাসের শিশুকে যেভাবে কোলে নেয় সেভাবে দু'হাতে ধরল ওটাকে।

সন্দিহান দেখাচ্ছে সোফিয়াকে। 'মনে হয় না কাজ হবে।'

'হিউম কখনও নিজে দরজা খোলেন না,' আশ্বস্ত করবার সুরে বলল রানা। 'তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হবার আগেই এটা আমি নিরাপদ কোথাও লুকিয়ে ফেলতে পারব।' দম নিল ও। 'ভাল

কথা, আপনাকে একটু সাবধান করে দিই।'

'কী ব্যাপারে?'

'সার হিউমের কৌতুক-বোধ কিছুটা বিদঘুটে।'

সোফিয়া ভাবল, আজ রাতে এতরকম বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে, এরপর তার কাছে আর কিছু অদ্ভুত লাগবে বলে মনে হয় না।

পথটা পাথরের স্ল্যাব ফেলে তৈরি, বাঁক নিয়ে শেষ হয়েছে ওক কাঠের দরজার সামনে। তামার নকার-টা আঙুর আকৃতির। সোফিয়া হাত বাড়াল, তবে ধরার আগেই ভিতরদিকে খুলে গেল কবাট।

ওদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুদর্শন ও সুবেশি বাটলার। কমপ্লিট নীল সুট, সাদা টাই। বয়স পঞ্চাশ কি বাহান্ন। আচরণ মার্জিত হলেও, হাবভাব দেখে সোফিয়ার সন্দেহ হলো এরকম অসময়ে ওদের উপস্থিতিতে মোটেও খুশি হতে পারেনি।

'সার হিউম এখনই নীচে নামবেন,' ইংরেজিতে জানাল সে, ফরাসী বাচনভঙ্গি স্পষ্ট। 'তিনি তৈরি হচ্ছেন। আপনার জ্যাকেটটা আমাকে দেবেন, প্লিজ?' ভ্রূ কুঁচকে রানার হাতে ধরা মোচড়ানো জ্যাকেটের দিকে তাকাল সে।

'ধন্যবাদ, আমার অসুবিধে হচ্ছে না।'

'তা হলে এদিকে, প্লিজ।'

মার্বেল হল পার হয়ে সাজানো-গোছানো ড্রইং রুমে ঢুকল ওরা। অ্যান্টিক ভিক্টোরিয়ান ল্যাম্প থেকে ম্লান আলো ছড়াচ্ছে। কামরার বাতাসে অচেনা একটা সুগন্ধির রেশ ভেসে আছে, তার সঙ্গে রয়েছে চা ও তামাক পাতার গন্ধ, শেরির সুবাস, পাথুরে আর্কিটেকচার থেকে বেরিয়ে আসছে মাটির সোঁদা ঘ্রাণ।

দূরপ্রান্তের দেয়ালে ফায়ারপ্লেসটা এত বড় যে আস্ত একটা গরুও রোস্ট করা যাবে। সেদিকে হেঁটে গিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে বসল বাটলার, আগুন জ্বালল সাজিয়ে রাখা কাঠে। দেখতে দেখতে লকলকিয়ে উঠল কমলা শিখা।

সিধে হলো বাটলার, টেনে-টুনে ঠিক করল সুট। 'আপনারা আরাম করে বসুন। আমার মনিব এখনই আসছেন,' কথাটা বলে চলে গেল সে।

ড্রইং রুমের সব ফার্নিচারই অ্যান্টিক– তিনটে ভেলভেট ডিভান, কয়েকটা রকার, একজোড়া পাথুরে আসন, গোটা পাঁচেক কাঠের আরামকেদারা। সোফিয়া সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে আগুনটার ডানে বসবে, না বামে।

জ্যাকেটের মোড়ক থেকে ক্রিপটেক্স বক্স বের করে একটা ভেলভেট ডিভানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ঝুঁকে ডিভানের তলায় ঢুকিয়ে দিল হাতের বাক্স। ঝেড়েঝুড়ে পরল আবার জ্যাকেটটা, সোফিয়ার চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসল, বসল ওই ডিভানের উপরেই।

ওখানে, ওর পাশে, সিদ্ধান্ত নিল সোফিয়া। এগিয়ে এসে রানার গা ঘেঁষে বসল। চারদিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখছে। দেয়ালে ঝুলছে পুরনো এক ফ্রেঞ্চ শিল্পীর ছবি। পেইন্টারের নাম, যতদূর মনে করতে পারল সোফিয়া– নিকোলাস পুসা। ওর দাদুর পছন্দের শিল্পীদের মধ্যে পুসার স্থান দ্বিতীয়।

ফায়ারপ্লেসের মাথা, অর্থাৎ ম্যানটেল থেকে কামরার উপর নজর রাখছে জিপসাম-এর তৈরি আইসিস-এর একটা স্ট্যাচু।

মিশরীয় দেবীর নীচে, ফায়ারপ্লেসের দু'পাশে, একজোড়া ধাতব স্ট্যান্ড-এর মাথায় রয়েছে গারগয়েল– শরীর দুটো মানুষের, তবে বাকি সব পশুর মত। ছোটবেলায় গারগয়েল দেখে খুব ভয় পেত সোফিয়া। তবে তার সেই ভয় এক বৃষ্টির দিনে নটরডেম ক্যাথেড্রাল-এ নিয়ে গিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন দাদু।

'প্রিন্সেস, দেখো কেমন হাস্যকর প্রাণী ওগুলো,' দাদু তাকে বলেছেন, হাত তুলে দেখিয়েছেন গারগয়েলের মুখ থেকে বৃষ্টির পানি বেরিয়ে আসছে। 'শুনতে পাচ্ছ, ওদের গলা থেকে কেমন মজার শব্দ বেরিয়ে আসছে? ওরা গার্গল করছে, আর সেজন্যেই

অমন হাস্যকর নাম দেয়া হয়েছে ওদেরকে– গারগয়েল।' তারপর আর কখনও ওগুলোকে ভয় পায়নি সোফিয়া।

স্মৃতিটা মধুর, কিন্তু তারপরই শোকে ও হতাশায় মুষড়ে পড়ল সোফিয়া। বাস্তবতা হলো, তার দাদুকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি আর কোনও দিন ফিরবেন না।

ডিভানের তলায় লুকিয়ে রাখা ক্রিপটেক্স বক্সটার কথা ভাবল সোফিয়া। সার হিউম কি জানেন কীভাবে খুলতে হয় ওটা? তাঁকে জিজ্ঞেস করাটা কি উচিত হবে? দাদুর শেষ কথা ছিল: মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করো। আর কারও সাহায্য চাওয়ার কথা বলে যাননি তিনি।

'রানা, মাই ডিয়ার!' ওদের পিছন থেকে ভেসে এল ভরাট কণ্ঠস্বর। 'আপনি দেখছি পরমাসুন্দরী এক কুমারীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!'

দাঁড়াল রানা। লাফ দিয়ে সিধে হলো সোফিয়াও। বাঁক নিয়ে উঠে যাওয়া একপ্রস্থ সিঁড়ির মাথার দিক থেকে আওয়াজটা এসেছে। ছায়া থেকে বেরিয়ে আসছে একটা মূর্তি, এই মুহূর্তে শুধু কাঠামোটা পরিষ্কার।

'গুড ইভনিং,' গলা চড়িয়ে বলল রানা, 'সার হিউম, মে আই প্রেযেন্ট মাদামোয়াযেল সোফিয়া ক্লাউডেল।'

'অ্যান অনার।' আলোয় বেরিয়ে এলেন হিউম।

'উপদ্রবটা সহ্য করছেন, সেজন্যে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব,' বলল সোফিয়া, এতক্ষণে দেখতে পাচ্ছে ভদ্রলোক মেটাল ব্রেইস পরেছেন, বগলের নীচে ক্রাচ। একটা একটা করে ধাপ বেয়ে নামছেন। 'সত্যি অনেক রাত হয়ে গেছে।'

'এতই রাত, মাই ডিয়ার লেডি, এটাকে সকাল বলাই ভাল।' হেসে উঠলেন হিউম। 'আপনি কি মার্কিন?'

মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'ফ্রেঞ্চ।'

'আপনার ইংরেজি কিন্তু দারুণ।'

'ধন্যবাদ। আমি পড়াশোনা করেছি ব্রিটেনে।'

'আচ্ছা, এতক্ষণে বোঝা গেল।' সিঁড়ির গোড়ায় নেমে এলেন হিউম। 'রানা হয়তো আপনাকে বলেছেন অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করেছি আমি।' তাঁর মাথায় একরাশ এলোমেলো লালচে চুল। নীল চোখে কৌতুকের ঝিলিক। প্যান্ট ও ঢোলা সিল্ক শার্ট পরেছেন, শার্টের উপর রয়েছে একটা ভেস্ট।

পায়ে অ্যালুমিনিয়াম ব্রেইস থাকলেও, তাঁর হাঁটার মধ্যে এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। এগিয়ে এসে রানার দিকে একটা হাত বাড়ালেন হিউম। 'রানা, আপনার ওজন বোধহয় আরও কমেছে।'

'তবে আপনারটা বেড়েছে।' হাসল রানা।

পেটের উপর একবার হাত বুলালেন হিউম। 'আজকাল কিচেনের দিকে মনোযোগটা বেশি দেয়া হয়ে যাচ্ছে সোফিয়ার দিকে ঘুরে নরম ভঙ্গিতে ধরলেন তার হাতটা, মাথা নিচু করে নিঃশ্বাস ফেললেন আঙুলের উপর, তারপর সিধে হয়ে ফি লেডি।'

চট্ করে একবার রানার দিকে তাকাল সোফিয়া।

এই সময় চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ফিরে এল বাট ফায়ারপ্লেসের সামনে রাখা একটা টেবিলে সেগুলো সাজাচ্ছে সে

'ও আমার ম্যানসার্ভেন্ট,' বললেন হিউম। 'লুই লেভাউ'

রোগা-পাতলা বাটলার ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে আবার গেল।

'লায়ন শহরের লোক আমাদের লেভাউ,' ফিসফিস হিউম। 'তবে সস-টা খুব ভাল বানায়।'

একটু হাসল রানা।

সার হিউমের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। 'খারাপ কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে দুজনেই খুব জোর নাড়া খেয়েছেন।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'রাতটা আমাদের খুব ইন্টারেস্টিং কাটছে, সার হিউম।'

'সন্দেহ নেই। রাত দুপুরে দরজায় এসে গ্রেইলের ক বললেন। এবার বলুন, ব্যাপারটা আসলে কী?'

'সার হিউম,' বলল রানা। 'আমরা আপনার সঙ্গে প্রায়রি অভ সায়ান নিয়ে আলাপ করতে চাই।'

ঘন ঝোপের মত ভ্রূ কৌতূহলে কুঁচকে উঠল, রানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সার হিউম। 'পাহারাদার। তার মানে ব্যাপারটা আসলেই গ্রেইল নিয়ে। বলছেন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে এসেছো নতুন কিছু?'

'হয়তো। আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত নই। আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য পেলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।'

দু'হাতের আঙুল কচলাচ্ছেন সার হিউম। 'মাসুদ রানা, দি গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারার, তথ্য দেয়ার কথা বলে আদায় করতে চাইছেন। ও.কে., বান্দা হাজির। বলুন, কী জানতে চান।'

'আমি চাইছি আপনি যদি দয়া করে হোলি গ্রেইলের আসল রূপটা আমাদেরকে ব্যাখ্যা করেন।'

স্থির হয়ে গেলেন সার হিউম। 'তাঁর জানা নেই?'

মাথা নাড়ল রানা।

সার হিউমের মুখে ছড়াতে শুরু করা হাসিটা প্রায় অশ্লীল। 'রানা, আপনি একজন ভার্জিনকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!'

দ্রুত সোফিয়ার দিকে তাকাল রানা। 'কিছু মনে করবেন না, প্লিজ,' তাড়াতাড়ি বলল ও। 'ভার্জিন শব্দটা গ্রেইল সন্ধানীরা একটা বিশেষ টার্ম হিসেবে ব্যবহার করে, ওটা সম্পর্কে আসল কথাটা যারা শোনেনি, তাদেরকে বোঝাবার জন্যে।'

ব্যগ্র একটা ভাব নিয়ে সোফিয়ার দিকে তাকালেন সার হিউম। 'কতটুকু জানেন, মাই ডিয়ার?'

রানার কাছ থেকে যেটুকু শুনেছে বলল সোফিয়া– প্রায়রি অভ সায়ান, নাইটস টেম্পলার, স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্টস ও হোলি

গ্রেইল। হোলি গ্রেইল নাকি আদৌ কোনও াপ নয়, অন্য কিছু।

'ব্যস, এইটুকু?' চোখে তিরস্কার নিয়ে রানার দিকে তাকালেন হিউম। 'আমি ভেবেছিলাম আপনি নিপাট একজন ভদ্রলোক। আপনি তাঁকে ক্লাইমেক্স থেকে বঞ্চিত করেছেন।'

আড়ষ্ট বোধ করছে রানা।

সার হিউম এরইমধ্যে তাঁর কৌতু ও ঝিলিক ভরা দৃষ্টি দি.. গেঁথে ফেলেছেন সোফিয়াকে। 'আপনি একজন গ্রেইল ভার্জিন, মাই ডিয়ার। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন, আপনার এই প্রথম অভিজ্ঞতা জীবনে কখনও ভুলবেন না।'

রানার পাশে ডিভানে বসে চা-বিস্কিট খাচ্ছে সোফিয়া, চোখে-মুখে স্বস্তির ভাব। খোলা ফায়ারপ্লেসের সামনে পায়চারি করছেন সার হিউম, নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখটা, তাঁর পায়ের ব্রেইস মেঝেতে লেগে ধাতব আওয়াজ তুলছে।

'হোলি গ্রেইল,' বললেন তিনি, কণ্ঠস্বরে ভাষণ দেওয়ার সুর। 'প্রায় সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করে কোথায় ওটা। এই একটা প্রশ্নের উত্তর আমি বোধহয় কোনওদিন দেব না।' মাথা ঘুরিয়ে সরাসরি সোফিয়ার দিকে তাকালেন তিনি। 'যা-ই হোক, আরও অনেক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলোঃ হোলি গ্রেইল কি।'

সোফিয়া অনুভব করল তার দুই পুরুষ সঙ্গীর একজনের মধ্যে শিক্ষকসুলভ গাম্ভীর্য, আরেকজনের মধ্যে ছাত্রসুলভ মনোযোগ দেখা দিয়েছে।

'গ্রেইলকে ভালভাবে বুঝতে হলে,' বলে চলেছেন সার হিউম, 'আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে বাইবেল কী। নিউ টেস্টামেন্ট সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনি?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোফিয়া। 'আসলে... কিছুই জানি না। আমি এমন একজনের কাছে মানুষ হয়েছি, যিনি লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে পুজো করতেন।'

শুনে খুশি হলেন সার হিউম। 'আলোকিত একটা আত্মা। সত্যি দারুণ! তা হলে তো আপনার জানার কথা যে, হোলি গ্রেইলকে যারা পাহারা দিয়েছেন, তাদের একজন ছিলেন লিওনার্দো। এবং তিনি তাঁর শিল্পকর্মে বহু সূত্র লুকিয়ে রেখে গেছেন।'

'হ্যাঁ, রানা আমাকে বলেছেন।'

'আর নিউ টেস্টামেন্ট সম্পর্কে দ্য ভিঞ্চির দৃষ্টিভঙ্গি?'

'কিছুই জানি না।'

কামরার আরেকদিকে ছুটে গেল সার হিউমের দৃষ্টি। হাত তুলে বুকশেলফটা দেখালেন তিনি। 'আপনি কিছু মনে করবেন, রানা? বটম শেলফে। লা স্টোরিয়া দ্য লিওনার্দো।'

ডিভান ছেড়ে উঠল রানা, বুক শেলফ থেকে মোটা একটা ছবির বই নিয়ে ফিরে এসে দুজনের মাঝখানে রাখল।

ওদের সামনে পায়চারি থামালেন সার হিউম, ঝুঁকে সোফিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন বইটা, তারপর কাভারের উল্টোপিঠে ছাপা উদ্ধৃতিগুলোর দিকে আঙুল তাক করলেন। 'ঈশ্বর প্রসঙ্গে চিন্তা, দ্য ভিঞ্চির নোটবুক থেকে নেয়া,' বলে বিশেষ একটা উদ্ধৃতির দিকে আঙুল তাক করলেন তিনি। 'আমাদের আলোচনায় এগুলো সহায়ক হবে বলে মনে করি।'

উদ্ধৃতিটা পড়ল সোফিয়া–

Many have made a trade of
and false miracles, dec ivi
--LEONARDO DA VI

অনুবাদ করলে দাঁড়ায়:

বিভ্রান্তি ও মিথ্যে অলৌকিক ঘটনাকে পুঁজি করে অনেকেই ব্যবসা করেছে, প্রতারিত হয়েছে নির্বোধ জনগণ।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

'এখানে আরেকটা,' দ্বিতীয় উদ্ধৃতির দিকে আঙুল তাক করলেন স্যার হিউম।

Blinding ignorance
O!

অনুবাদ:
অন্ধ করে রাখা অজ্ঞতা আমাদেরকে বিপথে নিয়ে যায়। ও, হতভাগ্য মানুষ, তোমরা চোখ খোলো!
–লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

'বাইবেল সম্পর্কে লিওনার্দোর চিন্তা-ভাবনার শুরুতেই রয়েছে হোলি গ্রেইল প্রসঙ্গ। সত্যিকার গ্রেইল তিনি পেইন্টও করেছিলেন, একটু পরেই আমি আপনাকে সেটা দেখাচ্ছি। তবে তার আগে বাইবেল সম্পর্কে কথা বলব আমরা।' হাসলেন স্যার হিউম। 'আর বাইবেল সম্পর্কে যা জানার, তার সবই আমরা জানতে পারি চার্চ থেকে ডিগ্রি পাওয়া ডক্টর মার্টিন পার্সি-র একটি বাক্য থেকে– "বাইবেল স্বর্গ থেকে ফ্যাক্স করে পাঠানো হয়নি"'

'মাফ করবেন... ঠিক বুঝলাম না।'

'বাইবেল মানুষের তৈরি, মাই ডিয়ার। ঈশ্বরের কিছু না। বাইবেল যাদুমন্ত্রবলে আকাশ থেকে পড়েনি। মহা-হাঙ্গামার সময়কার ঐতিহাসিক রেকর্ড হিসেবে মানুষ ওটাকে তৈরি করে। এবং গোছানো হয়েছে অসংখ্য অনুবাদ, সংযোজন ও সম্পাদনার মাধ্যমে। এই বইয়ের চূড়ান্ত কোনও সংস্করণ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না।'

'বেশ।'

'যিশু খ্রিস্ট ঐতিহাসিক একটি চরিত্র। বিস্ময়কর প্রভাব সেই চরিত্রের। তাঁর মত প্রেরণার উৎস ও রহস্যময় নেতা ইতিহাসে

সম্ভবত দ্বিতীয়টি আর দেখা যায়নি। প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা হিসেবে বহু রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন যিশু, অনুপ্রাণিত করেছেন লক্ষ-কোটি মানুষকে, প্রতিষ্ঠিত করেছেন নতুন দর্শন। কিং সলোমন ও কিং ডেভিড-এর বংশধারার একজন হিসেবে ইহুদিদের রাজ-সিংহাসন দাবি করার ন্যায্য অধিকার ছিল যিশুর। বোঝাই যায়, গোটা এলাকা জুড়ে হাজার হাজার ভক্ত ও অনুসারী তাঁর জীবনের প্রতিটি বিষয় রেকর্ড করেছে।'

চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার জন্য পায়চারি থামালেন সার হিউম, তারপর কাপটা ম্যানটেল-এ রেখে দিলেন।

'যিশুর কতগুলো গ্রহণযোগ্য শুভ-সংবাদ, অর্থাৎ গসপল প্রচলিত ছিল জানেন? আশিটারও বেশি। অথচ সেগুলো থেকে মাত্র অল্প কিছু নিউ টেস্টামেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়– তার মধ্যে ম্যাথিউ, মার্ক, লিউক ও জন-এর বাছাই করা গসপেল ছিল।'

'কে সিদ্ধান্ত নেয় কোন্ গসপেল অন্তর্ভুক্ত হবে?' সোফিয়া জানতে চাইল

সার হিউম যেন উৎসাহে একেবারে টগবগিয়ে উঠলেন। 'আরে, ক্রিস্টিয়ানিটির মূল গোলমালটাই তো এখানে! আমরা আজ যেটাকে বাইবেল বলে জানি, সেটি সঙ্কলন করেছেন পেইগান অর্থাৎ একজন মূর্তিপূজক– রোমান সম্রাট কনস্ট্যানটাইন দি গ্রেট।'

'কিন্তু আমি জানতাম কনস্ট্যানটাইন খ্রিশ্চান ছিলেন।'

'নামকাওয়াস্তে!' সার হিউমের কণ্ঠে শ্লেষ। 'সারাটা জীবন পেইগান ছিলেন তিনি। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেয়া হয়, যখন প্রতিবাদ জানাবার শক্তি ছিল না তাঁর, ছিলেন মৃত্যুশয্যায়। কনস্ট্যান-টাইনের সময়ে সূর্য-পূজা ছিল রোমের সরকারী ধর্ম– দ্য কাল্ট অভ সল ইনভিক্টাস, অর্থাৎ ইনভিনসিবল সান– আর কনস্ট্যানটাইন ছিলেন এই কাল্ট-এর প্রধান পুরোহিত।

'সে সময় ধর্মীয় একটা ঘূর্ণিঝড় গ্রাস করে নিচ্ছিল রোমকে।

ক্রুসে বিদ্ধ করার তিনশো বছর পর যিশু খ্রিস্টের শিষ্যের সংখ্যা হু-হু করে বাড়তে শুরু করে। খ্রিশ্চান ও পেইগানরা মেতে ওঠে যুদ্ধে, ফলে আশঙ্কা দেখা দেয়, রোম ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাবে। এরকম অবস্থায় কিছু একটা করার কথা ভাবতে বাধ্য হন কনস্ট্যানটাইন।

'৩২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, জনগণকে এক করার জন্যে রোমকে একটিমাত্র ধর্মের আওতায় আনতে হবে। ক্রিস্টিয়ানিটির আওতায়। যদিও তিনি নিজে তখনও খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেননি।'

সোফিয়া মানতে পারছে না। 'কেন একজন পেইগান সম্রাট ক্রিস্টিয়ানিটিকে সরকারী ধর্ম হিসেবে বেছে নেবেন?'

হাসলেন সার হিউম। 'কনস্ট্যানটাইন অত্যন্ত চতুর মানুষ ছিলেন। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন, ক্রিস্টিয়ানিটি সব দখল করে নিচ্ছে, কাজেই তিনি স্রেফ যে ঘোড়া জিততে যাচ্ছে, সেটার পক্ষে বাজি ধরলেন। পেইগান সিম্বল, তারিখ, রীতি, আচার ইত্যাদির সঙ্গে খ্রিশ্চান ঐতিহ্যের ফিউশন ঘটিয়ে নতুন একটা হাইব্রিড ধর্ম দাঁড় করান কনস্ট্যানটাইন, সেটা যাতে দু'পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়।'

'খ্রিশ্চান সিম্বলজিতে পেইগান ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই,' বলল রানা। 'মিশরীয় সান ডিস্ক হয়ে গেল ক্যাথলিক সেইন্টদের মাথার পিছনে বলয় আকৃতির প্রভা। প্রাচীন ছবিতে দেখা যাচ্ছে জাদুবলে গর্ভে ধারণ করা পুত্রসন্তান হোরাসকে কোলে নিয়ে সেবা-যত্ন করছেন আইসিস, সেই ছবিরই হুবহু প্রতিফলন দেখা গেল ভার্জিন মেরি-র আধুনিক ইমেজে, তিনিও জাদুবলে পাওয়া পুত্রসন্তান যিশুকে কোলে নিয়ে আদর-যত্ন করছেন। আসলে ক্যাথলিক ধর্মীয় রীতিনীতি প্রায় সবই– বিশপের পরিচ্ছদ, বেদি, প্রার্থনা করার ধরন, কমিউনিয়ন– প্রায় সবই সরাসরি রহস্যময় পেইগান ধর্মগুলো থেকে নেয়া হয়েছে।'

শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সার হিউম আবার শুরু করলেন, 'নিজস্ব বলতে ক্রিস্টিয়ানিটির কিছুই নেই। খ্রিস্টপূর্ব যুগের গড মেথ্রাস– ঈশ্বরের পুত্র এবং দুনিয়ার আলো বলা হত তাঁকে– জন্মেছিলেন ২৫ ডিসেম্বর, মারা যাবার পর কবর দেয়া হয় একটা পাথুরে সমাধিতে, এবং তিনদিন পর আবার তিনি পুনর্জীবিত হন। প্রসঙ্গত অসিরিস, অ্যাডনিস ও ডায়োনিসিয়াস-এর জন্মদিনও ছিল ২৫ ডিসেম্বর। এমনকী ক্রিস্টিয়ানিটির সাপ্তাহিক ছুটির দিনটিও পেইগানদের কাছ থেকে ধার করা।'

'মানে?'

'প্রথম দিকে খ্রিশ্চানরা ইহুদিদের সাপ্তাহিক ছুটি ও প্রার্থনার দিন শনিবারকেই গ্রহণ করেছিল,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা। 'কিন্তু কনস্ট্যানটাইন সেটাকে বাতিল করে পেইগানদের সূর্য-পুজোর দিনটাকে বেছে নেন।' থামল ও, নিঃশব্দে হাসছে, 'সারা দুনিয়ার লক্ষ-কোটি খ্রিশ্চান, যারা রোববারে চার্চে যায়, আজও জানে না যে, এক অর্থে পেইগান সূর্যকে সাপ্তাহিক পুজো দিতে যাচ্ছে তারা।'

'আর আপনারা বলছেন এ-সবের সঙ্গে গ্রেইলের সম্পর্ক আছে?' জানতে চাইল সোফিয়া, তার মাথা ঘুরছে।

'ঠিক তাই,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন সার হিউম। 'ধর্মের মিশ্রণ ঘটাবার সময় নতুন খ্রিশ্চান ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন বোধ করেন কনস্ট্যানটাইন। খ্রিশ্চানদের বিশ্ব সম্মেলন ডাকেন তিনি, যে সম্মেলন কাউন্সিল অভ নাইসিয়া নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।'

নামটা সোফিয়া শুনেছে বটে, তবে শুধু নাইসিন নীতিমালার জন্মস্থান হিসাবে।

'ওই সম্মেলনে,' বলে চলেছেন সার হিউম, 'ক্রিস্টিয়ানিটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক হয়, তারপর নেয়া হয় ভোট– এভাবেই নির্ধারণ করা হয় ইস্টার-এর তারিখ, বিশপ-এর

ভূমিকা, সংস্কার এবং যিশু খ্রিস্টের স্বর্গীয় সত্তা।'

সোফিয়া বলল, 'বুঝলাম না। যিশুর স্বর্গীয় সত্তা মানে?'

'মাই ডিয়ার লেডি,' ঘোষণার ঢঙে বললেন সার হিউম, 'ইতিহাস বলছে ওই মুহূর্ত পর্যন্ত যিশুকে দেখা হত একজন মরণশীল পয়গম্বর হিসেবে... মহান ও ক্ষমতাবান একজন মানুষ, তবে শুধু মানুষই। মরণশীল।'

'ঈশ্বরের পুত্র নন?'

'না!' সার হিউমের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক দৃঢ়। 'যিশু "ঈশ্বরের পুত্র" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন কাউন্সিল অভ নাইসিয়া-র প্রস্তাব ভোটে পাশ হবার পর।'

'এক মিনিট। আপনি বলতে চাইছেন যিশুর বত্ব মানুষের ভোটাভুটির ফল?'

'আমি কেন বলতে চাইব, আমি শুধু বাস্তব সত্যটা বর্ণনা করছি,' বললেন সার হিউম। 'যা-ই হোক, রোমান সাম্রাজ্যকে এক করতে ও নতুন ক্ষমতার ঘাঁটি হিসেবে ভ্যাটিকানকে গড়ে তুলতে যিশু খ্রিস্টকে দেবত্ব দান করাটা খুবই জরুরি ছিল। সরকারীভাবে যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে ঘোষণা করে কনস্ট্যানটাইন তাঁর মধ্যে এমন স্বর্গীয় মহিমা আরোপ করলেন, যার অস্তিত্ব দুনিয়ার পরও বহাল থাকবে, যে অস্তিত্বের ক্ষমতা চ্যালেঞ্জযোগ্য নয়। এর ফলে ক্রিস্টিয়ানিটির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জেতা পেইগানদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। যিশুর ভক্তরা তখন থেকে প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ধারা, অর্থাৎ রোমান ক্যাথলিক চার্চ-এর মাধ্যমে নিজেদেরকে পাপমুক্ত করার সুযোগ পেল।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সোফিয়া।

নীরব শ্রোতা রানা। মুখে স্মিত হাসি।

'গোটা ব্যাপারটা ছিল ক্ষমতার খেলা,' বলে চলেছেন সার হিউম। 'মেসায়া, অর্থাৎ স্বর্গীয় ত্রাণকর্তা হিসেবে চার্চ ও রাষ্ট্রের জন্যে খুবই জরুরি ছিলেন যিশু। অনেক পণ্ডিত মনে করেন,

প্রথমদিকের চার্চ আসলে যিশুর কাছ থেকে তাঁর ভক্তদের কেড়ে নেয়, রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে দেয়া তাঁর মেসেজ হাইজ্যাক করে, দেবত্বের দুর্ভেদ্য আবরণ দিয়ে নাগালের বাইরে সরিয়ে দেয় তাঁকে। উদ্দেশ্য– তাঁকে ব্যবহার করে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করা। এ বিষয়ে বেশ কয়েকটা বই লিখেছি আমি।'

'নিশ্চয়ই ধার্মিক খ্রিশ্চানরা এর ফলে আপনার প্রতি চরম ঘৃণা প্রকাশ করে?'

'না! কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন সার হিউম। 'শিক্ষিত খ্রিশ্চানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাঁদের বিশ্বাস বা ধর্মের ইতিহাস জানেন। যিশু আসলেও মহান এক ক্ষমতাবান মানুষ ছিলেন। কনস্ট্যানটাইনের রাজনৈতিক চাতুরী যিশুর জীবনের রাজকীয় গৌরব ও মর্যাদার দিকগুলো এতটুকু ম্লান করতে পারেনি। কেউ বলছে না যিশু ভণ্ড ছিলেন, লক্ষ-কোটি মানুষকে সমৃদ্ধ জীবনের জন্য অনুপ্রাণিত করেননি। আমরা শুধু বলছি যে, যিশুর বিরাট প্রভাব ও গুরুত্বকে নিজের কাজে লাগিয়েছেন কনস্ট্যানটাইন, এবং পরবর্তীতে প্রিস্টরা। আর তা করতে গিয়ে ক্রিস্টিয়ানিটিকে যে আকৃতি ও অবয়ব দিয়েছেন তিনি, আজ আমরা ঠিক সেটাই দেখছি, আসলটা নয়।'

সামনে রাখা বইটার দিকে তাকাল সোফিয়া। দ্য ভিঞ্চির আঁকা হোলি গ্রেইলের ছবি দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে সে।

'প্রহসনটা কোথায় বলি,' আবার মুখ খুললেন সার হিউম, কথা বলছেন দ্রুত। 'মৃত্যুর তিনশো পঁচিশ বছর পর সম্রাট কনস্ট্যানটাইন যিশুর মর্যাদা বাড়িয়ে তাঁকে দেবত্বের পর্যায়ে নিয়ে গেলেও, মরণশীল একজন মানুষ হিসেবে হাজার হাজার তথ্য-প্রমাণ ও দলিলের অস্তিত্ব তো রয়েই গিয়েছিল। কনস্ট্যানটাইন জানতেন নতুন করে ইতিহাস লিখতে হলে কঠোর হতে হবে তাঁকে।' থেমে সোফিয়ার দিকে তাকালেন তিনি। 'কনস্ট্যানটাইন একটা কমিশন গঠন করে টাকা ঢাললেন, এভাবে তৈরি করা হলো

নতুন একটা বাইবেল, যে বাইবেলে মানুষ-যিশুর বাণী থাকল না, যে বাইবেলে শুধু সেই সব গসপেল থাকল, যেগুলো তাঁকে ঈশ্বরতুল্য করে তোলে। আগের সমস্ত গসপেল বাতিল করা হলো, তারপর এক জায়গায় জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলা হলো সব।

'কেউ যদি কনস্ট্যানটাইনের সঙ্কলিত গসপেল ছাড়া অন্য গসপেল বেছে নিত, তাকে হেরেটিক, অর্থাৎ অবিশ্বাসী বলে নিন্দা করা হত। সেই মুহূর্ত থেকে ওই শব্দটি ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। ল্যাটিন ভাষায় haereticus-এর মানে হলো "বাছাই করা"। যারা যিশুর মূল ও খাঁটি ইতিহাস বেছে নিল তারাই হলো দুনিয়ার প্রথম অবিশ্বাসী।

'ঐতিহাসিকদের সৌভাগ্যই বলতে হবে,' সার হিউম বলে চলেছেন, 'কনস্ট্যানটাইন যে-সব গসপেল ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, তার মধ্য থেকে কিছু রক্ষা পায়। ১৯৫০ সালে ডেড সি স্ক্রোল পাওয়া যায় যুডিয়ান মরুর কামরান এলাকায়, একটা গুহার ভেতর। তার আগে, ১৯৪৫ সালে ন্যাগ হামাদি-তে পাওয়া গেছে কপটিক স্ক্রোল। গ্রেইলের সত্য কাহিনি ছাড়াও, এই দলিলগুলোয় যিশুর মানবিক দিকগুলোর বিশদ বিবরণ আছে। কিন্তু ভ্যাটিকানের সার্বক্ষণিক চেষ্টা, স্ক্রোলগুলো কিছুতেই যাতে প্রকাশ না পায়।'

'উপসংহারটা তা হলে কী দাঁড়াল?' জানতে চাইল সোফিয়া।

'হোলি গ্রেইলের প্রচলিত গল্পটা মিথ্যে।'

হাত বাড়িয়ে বইটা নিয়ে মাঝখানে খুললেন সার হিউম, পাতা ওল্টাচ্ছেন। 'এখন আমি চাই, দ্য ভিঞ্চির আঁকা হোলি গ্রেইলের পেইন্টিং দেখার আগে, এটায় একবার চট করে চোখ বুলিয়ে নিন আপনি।' খোলা বইটা সোফিয়ার সামনে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। 'আশা করি এই ফ্রেসকো আপনার পরিচিত?'

ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কৌতুক করছেন, তাই না? সর্বকালের বিখ্যাত ফ্রেসকোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সোফিয়া– লাস্ট

সাপার– দা ভিঞ্চির কিংবদন্তিতুল্য পেইন্টিং, মিলান মিউজিয়ামের দেয়ালে যেটা ঝুলছে। কালের আঁচড়ে ম্লান হয়ে আসা ফ্রেসকোয় যিশু আর তাঁর শিষ্যদের দেখা যাচ্ছে, ঠিক যে মুহূর্তে যিশু ঘোষণা করলেন উপস্থিত শিষ্যদের মধ্যে কেউ একজন তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

'হ্যাঁ, এই ছবি আমি চিনি,' বলল সোফিয়া।

'তা হলে, দয়া করে আপনি কি আমাকে এ একটু সাহায্য করবেন? চোখ দুটো একবার বন্ধ করুন।'

অস্বস্তি নিয়ে চোখ বুজল সোফিয়া।

'যিশু কোথায় বসে আছেন?' প্রশ্ন করলেন সার হিউম

'মাঝখানে।'

'দারুণ। এবার বলুন, তিনি এবং তাঁর ভক্তরা ছিঁড়ছেন ও খাচ্ছেন?'

'রুটি।' কে না জানে, ভাবল সোফিয়া।

'ওহ্, সত্যি দারুণ। আর কী পান করছেন?'

'ওয়াইন।'

'খুব ভাল। এবার শেষ ─ন। টেবিলে আপনি কটা ওয়াইনের গ্লাস দেখেছেন?'

চুপ করে আছে সোফিয়া, ভাবছে প্রশ্নটার মধ্যে কী যেন একটা চালাকি আছে। মনে পড়ল কোথায় যেন পড়েছে– *এবং ডিনারের পর ওয়াইনের কাপটা তুললেন যিশু, শিষ্যদের সঙ্গে ভাগ করে খেলেন।* 'কাপ ছিল একটা,' বলল সে। 'ওটাকেই চ্যালেস বলে।' *যিশুর কাপ। হোলি গ্রেইল।* 'যিশু একটাই ওয়াইনের চ্যালেস সবাইকে দেন, আধুনিক খ্রিশ্চানরা কমিউনিয়ান-এ যেমনটি করে থাকেন।'.

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সার হি─ । 'চোখ খুলুন।'

খুলল সোফিয়া।

সার হিউম হাসছেন।

চোখ নামিয়ে পেইন্টিংটার দিকে তাকাল সোফিয়া, বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে দেখল যিশু সহ টেবিলের প্রত্যেকের হাতে একটা করে ওয়াইনের গ্লাস রয়েছে। সব মিলিয়ে তেরোটা কাপ। আরও ব্যাপার হলো, কাপগুলো আকারে খুদে, হাতলবিহীন ও কাঁচের তৈরি। ছবিটার থাও কোনও চ্যালেস নেই। অর্থাৎ হোলি গ্রেইল নেই।

সার হিউমের চোখের তারায় ঝিক করে উঠল উল্লাস। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত, তাই না? বাইবেল ও গ্রেইল সম্পর্কে প্রচলিত জনশ্রুতিতে ব রয়েছে এই বিশেষ মুহূর্তটিতেই হোলি গ্রেইল পৌঁছায়। তার ..ন কি, দ্য ভিঞ্চি যিশুর ঁকতে ভুলে গেছেন?'

'আর্ট স্কলাররা নিশ্চয়ই ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন?'

'শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, দ্য ভিঞ্চি এখানে উদ্ভট সব কাণ্ড করে রাখলেও, বেশিরভাগ স্কলার সে-সব হয় লক্ষ করেননি, কিংবা গুরুত্ব দেননি। এই ফ্রেসকো, আসলে, হোলি গ্রেইল রহস্যের মূল চাবি। লাস্ট সাপার-এ, সবার চোখের সামনে, সব সূত্র দিয়ে গেছেন দ্য ভিঞ্চি।'

ব্যাকুল দৃষ্টিতে ছবিটার উপর চোখ বুলাচ্ছে সোফিয়া। 'এ পেইন্টিং বলছে, হোলি গ্রেইল কী জিনিস?' জানতে চাইল সে।

'কী জিনিস নয়,' ফিসফিস করলেন সার হিউম। 'বলুন কে। হোলি গ্রেইল কোনও জিনিস নয়। ওটা, আসলে... একজন মানুষ।'

দুই

দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে সার হিউমের দিকে তাকিয়ে থাকল সোফিয়া, তারপর রানার দিকে ঘাড় ফেরাল। 'হোলি গ্রেইল একজন মানুষ?'

'আসলে বলা উচিত, একজন মহিলা,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা।

সোফিয়াকে স্তম্ভিত দেখাচ্ছে।

'আপনি, সার,' রানার দিকে ফিরে বললেন হিউম, 'সিম্বলজি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। এখন বোধহয় আপনার ওই বিদ্যার সাহায্যে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা হতে পারে, তা না হলে আপনার সঙ্গিনীর কাছে কিছুই পরিষ্কার হবে না।' একটা টেবিল থেকে এক প্রস্থ কাগজ নিলেন তিনি, হেঁটে এসে সেটা রানার সামনে রাখলেন।

পকেট থেকে কলম বের করল রানা। 'সোফিয়া, নারী ও পুরুষের আধুনিক আইকন সম্পর্কে আপনি পরিচিত?' জিজ্ঞেস করল ও। তারপর কমন মেইল সিম্বল ♂ আঁকল, তারপর পাশেই আঁকল ফিমেল সিম্বল ♀।

'অবশ্যই চিনি,' বলল সোফিয়া।

'এগুলো নারী ও পুরুষের প্রতিনিধিত্বকারী অরিজিনাল সিম্বল নয়। অনেক মানুষ ভুল করে ধরে নেয় মেইল সিম্বল ঢাল ও বল্লম থেকে নেয়া হয়েছে, আর সৌন্দর্য প্রতিফলিত হয় এমন একটা

আয়না থেকে নেয়া হয়েছে ফিমেল সিম্বল। আসলে গ্রহ-ঈশ্বর মঙ্গল ও গ্রহ-ঈশ্বরী ভিনাস-এর প্রতিনিধিত্বকারী প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রের সিম্বল থেকে এগুলোর উৎপত্তি। অরিজিনাল সিম্বলগুলো এখনকার চেয়ে অনেক সহজ ছিল।'

কাগজটার উপর আরেকটা আইকন আঁকল রানা।

Λ

'শুরুতে এটা ছিল মেইল সিম্বল,' বলল রানা। 'একটা মেইল সেক্স অরগান।'

'দেখেই বোঝা যায়,' মন্তব্য করল সোফিয়া।

'তা বটে,' সায় দিয়ে বললেন সার হিউম।

'এই আইকনটা ব্লেড নামে পরিচিত ছিল,' বলল রানা। 'প্রতিনিধিত্ব করত আক্রমণ ও পৌরুষ-এর। ঠিক এই লিঙ্গ প্রতীকই কিন্তু আজও ব্যবহার করা হচ্ছে আধুনিক সেনাবাহিনীর ইউনিফর্মে, পদমর্যাদা চিহ্নিত করার জন্যে।'

'ঠিক তাই।' নিঃশব্দে হাসছেন সার হিউম। 'যত বেশি লিঙ্গ তত বেশি উঁচু পদ।'

শুনতে না পাওয়ার ভান করে বলে চলেছে রানা, 'এর ঠিক বিপরীতটা হলো ফিমেল সিম্বল।' কাগজে আরেকটা সিম্বল আঁকাল ও। 'এটাকে চ্যালেস বলে।'

V

মুখ তুলল সোফিয়া, চোখ ভরা বিস্ময়।

রানা বুঝতে পারল, মিলটা দেখতে পাচ্ছে সোফিয়া। 'চ্যালেস,' বলল ও, 'একটা কাপ বা জলযান-এর মত দেখতে, তবে তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ– ওই আকৃতি জরায়ুর সঙ্গে মিলে যায়।

সিম্বলটা নারীত্ব, মাতৃত্ব ও উর্বরতাকে বোঝায়।' রানা এখন সোফিয়ার দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে। 'সোফিয়া, প্রচলিত কিংবদন্তি হলো, হোলি গ্রেইল নৌকার মত দেখতে জলযান-একটা কাপ। তবে গ্রেইলকে চ্যালেস বলা হয়েছে রূপক হিসেবে, হোলি গ্রেইলের আসল প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্যে। অর্থাৎ, কিংবদন্তিতে চ্যালেসকে ব্যবহার করা হয়েছে চিত্রকল্প হিসেবে, আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছুকে বোঝাতে গিয়ে।'

'একজন নারী?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

'হ্যাঁ,' বলে উঠলেন স্যার হিউম। 'গ্রেইল সত্যি সত্যিই মাতৃত্বের প্রাচীন প্রতীক, আর হোলি গ্রেইল পবিত্র নারীত্ব ও দেবীর প্রতিনিধিত্ব করছে। তবে এই সাংকেতিক অর্থ অতীতের গর্ভে হারিয়ে গেছে। সেজন্যে চার্চ দায়ী, তারাই সযত্নে এ-সব মুছে ফেলেছে। নারীর জীবন সৃষ্টির ক্ষমতাকে একসময় অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞান করা হত, তবে পুরুষশাসিত চার্চের উত্থানের জন্য ব্যাপারটা ছিল বিরাট হুমকি, আর তাই পবিত্র নারীকে ডাইনী আখ্যায়িত করা হলো, বলা হলো অপরিচ্ছন্ন।

'ঈশ্বর নন, মানুষই "আদি পাপ"-এর ধারণা সৃষ্টি করেছিল। বলা হলো ইভ আপেলের স্বাদ নিয়ে মানবজাতির অধঃপতন ঘটিয়েছেন। যে নারী একসময় ছিল পবিত্র জীবনদানকারিণী, এখন সে শত্রু।

'নারী জীবন নিয়ে আসে, এই ধারণাটি প্রাচীন ধর্মগুলোর মূল ভিত্তি ছিল। সন্তানপ্রসব রহস্যময়, আর সেই রহস্যের ছিল প্রচণ্ড একটা শক্তি। দুঃখজনক হলো, খ্রিশ্চান দর্শন সিদ্ধান্ত নিল বায়োলজিকাল সত্যকে অগ্রাহ্য করে নারীর সৃষ্টি করার ক্ষমতা অস্বীকার করবে, পুরুষকে বানাবে "স্রষ্টা"। জেনেসিস বলছে, অ্যাডাম-এর পাঁজর থেকে তৈরি করা হয়েছে ইভকে। নারীকে পুরুষের একটা অঙ্গ বানিয়ে ফেলা হলো, তার আর স্বাধীন সত্তা বলে কিছু থাকল না। পুরুষের অঙ্গ, তাও আবার পাপে ভরা।

জেনেসিস থেকেই শুরু হলো দেবী যুগের সমাপ্তি পর্ব।'

'গ্রেইল,' বলল রানা, 'হারিয়ে যাওয়া পবিত্র নারীসত্তার প্রতীক। ক্রিস্টিয়ানিটি যখন হাজির হলো, পেইগান ধর্মগুলো কিন্তু সহজে হার মানল না। কিংবদন্তিতে হারানো গ্রেইল খোঁজার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো আসলে ছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত পবিত্র নারীসত্তা খুঁজে পাবার গোপন চেষ্টা।'

মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'দুঃখিত, আপনি যখন বললেন হোলি গ্রেইল একজন মহিলা, আমি ধরে নিয়েছিলাম সত্যিকার কোনও মহিলা।'

'সত্যিকারের নয় তো কি!' বলে উঠলেন সার হিউম। 'তাও যে-কোনও মহিলা নন,' বললেন সার হিউম, উত্তেজিত হয়ে উঠে আবার পায়চারি শুরু করলেন। 'এই মহিলার মধ্যে এমন এক আশ্চর্য রহস্য আছে, যা প্রকাশ পেলে ক্রিস্টিয়ানিটির মূল ভিতটাই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে!'

সোফিয়াকে আবেগে অস্থির দেখাল। 'ইতিহাসে এই মহিলার পরিচিতি আছে?'

'আছে বইকি, ভালই পরিচিতি আছে,' বলে মেঝেতে ক্রাচের শব্দ তুলে হল-এর দিকে ঘুরে গেলেন সার হিউম। 'এখন যদি আমরা স্টাডিতে গিয়ে বসতে পারি, সার,' রানাকে লক্ষ্য করে বললেন তিনি, 'মিস সোফিয়াকে আমার দ্য ভির্জিন পেইন্টিং দেখানোর সুযোগ হয়।'

পঁচিশ ফুট দূরে, কিচেনে, বাড়ির ম্যানসার্ভেন্ট লুই লেভাউ একটা টেলিভিশনের সামনে দাঁড়িয়ে খবর শুনছে। খবরে এই মুহূর্তে দুই তরুণ-তরুণীর ফটো ব্রডকাস্ট করা হচ্ছে। লেভাউ দেখল খানিক আগে সে যাদেরকে চা পরিবেশন করেছে ছবি দুটো তাদেরই।

জরিখ ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক-এর প্যারিস শা । রোডরকের সামনে

দাঁড়িয়ে লেফটেন্যান্ট রাউল চিন্তা করছে সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে পৌঁছাতে এত দেরি করছেন কেন ক্যাপটেন অকটেভ? তার দৃঢ় বিশ্বাস ব্যাঙ্কাররা কিছু একটা গোপন করছে। প্রশ্নের জবাবে বারবার একই কথা বলছে তারা, মসিয়ো রানা ও মাদামোয়াযেল সোফিয়া ব্যাঙ্কে একবার এসেছিল বটে, কিন্তু সঙ্গে যথাযথ অ্যাকাউন্ট আইডেনটিফিকেশন না থাকায় তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তা-ই যদি হবে, ভাবছে রাউল, ব্যাঙ্কের ভেতর আমাদেরকে ঢুকতে দিচ্ছে না কেন?

এই সময় হঠাৎ রাউলের সেলুলার ফোন বেজে উঠল। কলটা আসছে লুভার মিউজিয়ামের কমান্ড পোস্ট থেকে।

'আমরা কি সার্চ ওয়ারেন্ট যোগাড় করতে পেরেছি?' জানতে চাইল রাউল।

'ব্যাঙ্কের কথা ভুলে যান, লেফটেন্যান্ট,' অপরপ্রান্ত থেকে এজেন্ট জানাল। 'এইমাত্র একটা টিপস পেয়েছি আমরা। মসিয়ো রানা আর মাদমোয়াযেল সোফিয়া ঠিক কোথায় লুকিয়ে আছেন আমরা জানি।'

নিজের গাড়ির হুডে ধপাস করে বসে পড়ল রাউল। 'ঠাট্টা করছেন না তো?'

'ওই লোকেশনের ঠিকানা রয়েছে আমার হাতে। জায়গাটা ভার্সেই-এর কাছাকাছি কোথাও।'

'ক্যাপটেন অকটেভ ব্যাপারটা জানেন?'

'এখনও জানেন না। ফোনে জরুরি একটা আলাপ করছেন তিনি।'

'আমি রওনা হয়ে গেলাম। ক্যাপটেন ফ্রি হওয়ামাত্র জানান তাঁকে।' ঠিকানাটা খসখস করে লিখে নিয়েই গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল রাউল। ব্যাঙ্ক থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে আসার পর সে ভাবল, জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল মসিয়ো রানার লোকেশন কে

দিল ডিসিপিজে-কে। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। সে তার জীবনের সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ কাজটা করতে চলেছে।

মসিয়ো মাসুদ রানাকে অ্যারেস্ট করা চাট্টিখানি কথা নয়।

রেডিও মেসেজ পাঠিয়ে পাঁচটা পুলিশ কারকে ডাকল রাউল। ঠিকানা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে পৌঁছাতে বলল ড্রাইভারদের। 'সাইরেন বাজাবে না। মসিয়ো রানা যেন কিছুতেই টের না পান যে আমরা আসছি।'

চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। কালো একটা অডি কার। গ্রাম্য রাস্তা ছেড়ে সবুজ মাঠের কিনারায়, গাছের ছায়ায় থামল। দরজা খুলে নীচে নামল লেবরান।

বিরাট মাঠটা রট-আয়রনের বেড়া দিয়ে ঘেরা, তার ফাঁক দিয়ে দূরের শ্যাতো ভিলেটি-র দিকে তাকাল সে। ঢালের মাথায় চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে সেটা।

শ্যাতোর নীচতলায় সবগুলো আলো জ্বলছে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়, আপনমনে হেসে উঠে ভাবল লেবরান, বিশেষ করে রাতের এই সময়ে। লালিক তাকে যে ঠিকানা দিয়েছেন, বোঝাই যাচ্ছে সেটা নির্ভুল। মনে মনে শপথ নিল লেবরান, *কিস্টোন না নিয়ে এই বাড়ির ত্রিসীমানা ছেড়ে এক পা-ও নড়ব না। বিশপ ও লালিককে কোনও অবস্থাতেই আমি হতাশ করব না।*

পিস্তলের তেরো রাউন্ড ক্লিপটা চেক করল লেবরান, তারপর বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভিতর দিকের ভিজে জমিনে ফেলে দিল। বেড়ার মাথাটা ধরে উপরে উঠল সে, লাফ দিয়ে পিস্তলটার পাশে নামল। পিস্তল তুলে নিয়ে ঘাস মোড়া ঢালের দিকে এগোল সে দৃঢ় পদক্ষেপে।

তিন

এরকম স্টাডি রুম আগে কখনও দেখেনি সোফিয়া। যে-কোনও সুসজ্জিত অফিস স্পেসের চেয়ে ছয় কি সাতগুণ বড়। একটা অংশকে দেখে মনে হলো সায়েন্স ল্যাবরেটরি। লাইব্রেরিটাকে আর্কাইভ বললেই বেশি মানায়।

মাথার উপর তিনটে ঝাড়বাতি ঝুলছে। টাইলস মোড়া মেঝেতে দ্বীপপুঞ্জের মত ছড়িয়ে রয়েছে বই, শিল্পকর্ম, আর্টিফ্যাক্ট ভর্তি ওঅর্কটেবিল। আরেক দিকে দেখা যাচ্ছে রাশি রাশি ইলেকট্রনিক গিয়ার– কমপিউটার, প্রজেক্টর, মাইক্রোস্কোপ, কপি মেশিন ও ফ্ল্যাটবেড স্ক্যানার।

'বলরুমকে স্টাডি বানিয়েছি,' বললেন সার হিউম। 'নাচানাচি করার সুযোগ খুব কমই পাই আমি।'

'এখানে আপনি কাজ করেন?' জানতে চাইল সোফিয়া।

মাথা ঝাঁকালেন সার হিউম। 'সত্যকে জানা আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছে,' বললেন তিনি। 'আর স্যাংগ্রিয়াল হলো আমার সবচেয়ে প্রিয় মিসট্রেস।'

হোলি গ্রেইল একজন মহিলা, ভাবল সোফিয়া, তার মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে। 'বলছেন এই মহিলার ছবি আছে আপনার কাছে। আর এই মহিলাই আসলে হোলি গ্রেইল?'

'হ্যাঁ। তবে তিনি যে গ্রেইল এটা আমি কেন বলব! বলছেন স্বয়ং যিশু।'

'পেইন্টিংটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

'উম্‌ম্‌...' সার হিউম এমন ভান করলেন, যেন ভুলে গেছেন। 'হোলি গ্রেইল। স্যাংগ্রিয়াল। চ্যালেস।' অকস্মাৎ ঘুরে দূরপ্রান্তের দেয়ালের দিকে আঙুল তাক করলেন তিনি। দেয়ালটায় ঝুলছে দ্য লাস্ট সাপার-এর আট ফুট লম্বা একটা প্রিন্ট। সেই একই ছবির হুবহু প্রতিরূপ, এতক্ষণ ধরে যেটাকে দেখছিল সোফিয়া। 'ওই যে তিনি!'

সোফিয়া পরিষ্কার বুঝতে পারছে, কিছু একটা বুঝতে ভুল করেছে সে। 'এই ছবিটাই তো খানিক আগে আমাকে আপনি দেখিয়েছেন।'

চোখ মটকালেন সার হিউম। 'জানি, তবে এনলার্জমেন্ট আরও অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। আপনার কি মনে হয়?'

অসহায় একটা ভঙ্গি করে রানার দিকে তাকাল সোফিয়া। 'আমি আসলে খেই হারিয়ে ফেলেছি।'

হাসল রানা। 'আসল কথা হলো, হোলি গ্রেইলকে সত্যি সত্যি লাস্ট সাপার-এ দেখা গেছে। লিওনার্দো তাঁকে চোখে পড়ার মত করে এঁকেছেন।'

'দাঁড়ান,' বলল সোফিয়া। 'আপনি বলেছেন হোলি গ্রেইল একজন মহিলা। অথচ লাস্ট সাপার আঁকা হয়েছে তেরোজন পুরুষকে নিয়ে।'

'তাই কি?' সার হিউম তাঁর ধনুকের মত ভ্রূ আরও বাঁকা করলেন। 'কাছ থেকে ভাল করে দেখুন।'

অনিশ্চিত একটা ভাব নিয়ে ছবিটার দিকে এগোল সোফিয়া। তেরোজন মানুষকে খুঁটিয়ে দেখছে– মাঝখানে রয়েছেন যিশু খ্রিস্ট; ছ'জন শিষ্য তাঁর বাম দিকে, বাকি ছ'জন তাঁর ডানদিকে। 'ওঁরা সবাই পুরুষ,' দৃঢ় কণ্ঠে জানাল সে।

'তাই কি?' প্রশ্নটা আবার করলেন সার হিউম। 'সম্মানের আসনে যিনি বসে আছেন, প্রভুর ডানদিকে, তাঁর ব্যাপারটা কী?'

যিশুর ঠিক ডানপাশে বসা ব্যক্তিকে ভালভাবে পরীক্ষা করল সোফিয়া। মানুষটার মুখ ও শরীর যাচাই করবার সময় বিস্ময়ের একটা প্রবল ঢেউ জাগল তার ভিতরে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাথায় লম্বা লাল চুল দেখা যাচ্ছে। সরু দুটো হাত ভাঁজ করা। স্তনের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। সন্দেহ নেই... একজন নারী।

'আরে, এ তো মহিলাই!' সোফিয়া স্তম্ভিত।

সার হিউম হাসছেন। 'অবাক কাণ্ড, সত্যিই অবাক কাণ্ড! বিশ্বাস করুন, ব্যাপারটা কোনও ধরনের ভুল নয়। লিওনার্দোর মত দক্ষ পেইন্টার দুই লিঙ্গের পার্থক্যটুকু নিশ্চয়ই বুঝতেন।'

যিশুর পাশের আসনে বসা মহিলার উপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না সোফিয়া। *লাস্ট সাপার হওয়ার কথা তেরোজন লোককে নিয়ে। মহিলাটি তা হলে কে?* এই ক্লাসিক ইমেজ বহুবার দেখেছে সোফিয়া, অথচ এত বড় একটা বৈসাদৃশ্য তার চোখে আগে ধরা পড়েনি।

'আপনার একার নয়,' যেন সোফিয়ার মনের কথা পড়তে পেরেই বললেন সার হিউম। 'সবার চোখকেই ফাঁকি দিয়ে গেছে ব্যাপারটা। আগে থেকে মনে গেঁথে যাওয়া বিশ্বাস খুব বেশি শক্তিশালী হলে এটা হয়, চোখের রিপোর্ট মস্তিষ্ক গ্রহণ করে না।'

'তাই বলে...' কথা শেষ না করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোফিয়া।

'ভদ্রমহিলাকে এতদিন দেখতে না পাবার আরও কারণ আছে,' বললেন সার হিউম। 'আর্ট বুকের অনেক ফটোগ্রাফই ১৯৫৪-র আগে তোলা, তখনও ধুলো-ময়লার নীচে ছবির অনেক খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্ম বিবরণ চাপা পড়ে ছিল। ছবিটাকে রক্ষা করার স্বার্থে আঠারো শতকে বেশ কয়েকবার রিপেইন্টিং-ও করা হয় আনাড়ী পেইন্টারদেরকে দিয়ে। এতদিনে, অবশেষে, পরিষ্কার করা হয়েছে ফ্রেসকো; এখন দেখা যাচ্ছে দ্য ভিঞ্চির ব্যবহার করা

অরিজিনাল রঙের স্তর।'

ছবিটার আরও সামনে সরে এল সোফিয়া। যিশুর ডানদিকে বসা মহিলার বয়স বেশি নয়, অবশ্যই তরুণী তিনি, চেহারায় পূত-পবিত্র একটা ভাব স্পষ্ট; ভাব-গম্ভীর শান্ত মুখ, ভারি সুন্দর লাল চুল, হাত দুটো মার্জিত ভঙ্গিতে ভাঁজ করা। *কী সেই ক্ষমতা, যা দিয়ে এই তরুণী একা চার্চকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারেন?*

'কে ইনি?' জানতে চাইল সোফিয়া।

'ভদ্রমহিলার নাম,' বললেন সার হিউম, 'মেরি ম্যাগডেলেন।'

ঝট করে ঘাড় ফেরাল সোফিয়া। 'সেই বেশ্যা মেয়েটি?'

অকস্মাৎ দম আটকালেন সার হিউম, শব্দটা যেন ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করেছে তাঁকে। 'ম্যাগডেলেন বেশ্যা ছিলেন না। এই দুর্ভাগ্যজনক ভুল ধারণার জন্যে দায়ী সেই সময়কার চার্চ। মেরি ম্যাগডেলেন-এর বিপজ্জনক রহস্য ধামাচাপা দেয়ার জন্যে তাঁকে কলঙ্কিত করার দরকার ছিল তাদের।'

'কী সেই রহস্য?'

'হোলি গ্রেইল হিসেবে তাঁর ভূমিকা।'

'কী ভূমিকা?'

'আগেই জানিয়েছি,' ব্যাখ্যা করলেন সার হিউম, 'মরণশীল পয়গম্বর যিশু আসলে স্বর্গীয় অস্তিত্ব, দুনিয়ার মানুষকে প্রথম যুগের চার্চের এটা বোঝাবার দরকার ছিল। সেজন্যে যে-সব গসপেল যিশুর পার্থিব জীবনের দিকগুলো তুলে ধরে সেগুলোকে বাইবেল থেকে বাদ দিতে হয়। প্রথম দিকের সম্পাদকদের জন্যে দুঃখজনক বলতে হবে, গসপেলগুলোয় বিশেষ একটি বিপজ্জনক জাগতিক বিষয় ঘুরেফিরে বারবার আসতেই থাকে। মেরি ম্যাগডেলেন।' দম নিলেন তিনি। 'আরও স্পষ্ট করে বললে—যিশুর সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রসঙ্গটা।'

'বলেন কী!' বিস্ফারিত চোখে রানার দিকে তাকাল সোফিয়া,

তারপর আবার সার হিউমের দিকে ফিরল।

'এর মধ্যে বানোয়াট কিছু নেই,' বললেন সার হিউম। 'এ হিস্টরিকাল রেকর্ড। এবং দ্য ভিঞ্চি অবশ্যই এই ফ্যাক্ট সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর আঁকা লাস্ট সাপার আসলে দর্শকদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলছে, যিশু ও ম্যাগডেলেন স্বামী-স্ত্রী ছিলেন।'

ছবিটার দিকে আবার তাকাল সোফিয়া।

সার হিউমও সেটার দিকে হাত তুললেন। 'লক্ষ করুন, যিশু ও ম্যাগডেলেন কেমন অদ্ভুত মিল রেখে একই রঙের কাপড় পরেছেন।'

নিজেকে সোফিয়ার সম্মোহিত লাগছে। সন্দেহ নেই ওঁদের কাপড়ের রঙ উল্টোভাবে মিলে যায়– যিশু পরেছেন লাল রোব ও নীল ক্লোক, মেরি ম্যাগডেলেন পরেছেন নীল রোব ও লাল ক্লোক।'

'আরও অদ্ভুত ব্যাপারে নজর দেয়া যাক,' বললেন সার হিউম। 'লক্ষ করুন, যিশু আর তাঁর স্ত্রীকে দেখে মনে হচ্ছে নিতম্বের কাছে জোড়া লেগে আছেন তাঁরা, এবং কাত হয়ে আছেন পরস্পরের উল্টোদিকে, উদ্দেশ্য যেন নিজেদের মাঝখানে পরিষ্কার রেখায় একটা নেগেটিভ জায়গা তৈরি করা।'

রেখাটার উপর সার হিউম আঙুল বুলাবার আগেই পরিষ্কার দেখতে পেল সোফিয়া– পেইন্টিং-এর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা V আকৃতি। একটু আগে গ্রেইল, চ্যালেস ও মেয়েদের জরায়ু বোঝাবার জন্যে যে সিম্বলটা এঁকেছিল রানা, এটাও সেই একই জিনিস।

'সবশেষে,' বললেন সার হিউম, 'মানুষগুলোকে না দেখে আপনি যদি ছবিটার লে-আউট ও সেকশনগুলোর দিকে আলাদা ভাবে তাকান, দেখবেন আরেকটা পরিচিত আকৃতি আপনার চোখে ধরা দেবে।' দম নিলেন তিনি। 'বর্ণমালার একটি অক্ষর।'

সঙ্গে সঙ্গে সেটা দেখতে পেল সোফিয়া। অক্ষরটা তার চোখে ধরা দেবে, এটা আসলে কমিয়ে বলা। হঠাৎ করে ওই একটা হরফই শুধু দেখতে পাচ্ছে সোফিয়া, আর কিছু তার চোখে পড়ছে না। ছবির ঠিক মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে নিখুঁতভাবে তৈরি একটা হরফ M।

'এতটা নিখুঁত, এ কি কাকতালীয় হতে পারে?' জিজ্ঞেস করলেন সার হিউম।

হাঁ হয়ে গেছে সোফিয়া। 'কী মানে ওটার? ওটা কারণে আছে ওখানে?'

মুচকি হেসে শ্রাগ করলেন সার হিউম। 'ষড়যন্ত্রকারীরা বলবে ওটা ওখানে আছে Matrimonio অর্থাৎ বিয়ে, অথবা Mary Magdalene-এর প্রথম অক্ষর হিসেবে। আসলে, কেউ কিছু জানে না। শুধু একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে, ওখানে একটা লুকানো M আছে। গ্রেইল সংক্রান্ত অসংখ্য কাজের ভেতর লুকানো এই এম হরফটা দেখতে পাওয়া যায়– তা সে ওয়াটারমার্ক-এ হোক, কিংবা আন্ডারপেইন্টিং অথবা শব্দগঠনের চাতুরীর মধ্যেই হোক। সবচেয়ে স্পষ্ট M-টা চোখে পড়ে লন্ডনে, "আওয়ার লেডি অভ প্যারিস"-এর বেদিতে, যেটার ডিজাইন তৈরি করেছেন প্রায়রি অভ সায়ান-এর সাবেক এক গ্র্যান্ড মাস্টার জাঁ কক্‌তো।'

তথ্যটার ওজন অনুভব করছে সোফিয়া। তারপর বলল, 'স্বীকার করছি লুকানো হরফটা মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব এনে দিচ্ছে, তবে কেউ কি বলছে ওটাই প্রমাণ যে, যিশুর সঙ্গে ম্যাগডেলেনের বিয়ে হয়েছিল?'

'না, তা কেউ বলছে না।' বই ভর্তি একটা টেবিলের দিকে এগোচ্ছেন সার হিউম। 'আগেই বলেছি, যিশু আর মেরি ম্যাগডেলেনের বিয়েটা ঐতিহাসিক নথির একটা অংশ।' বইয়ের স্তূপ ঘাঁটতে শুরু করলেন তিনি। 'তা ছাড়া, বাইবেলের দৃষ্টিতে

খা অবিবাহিত যিশুর চেয়ে অনেক বেশি গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বহন করেন বিবাহিত যিশু।'

'কী রকম?'

সার হিউমকে বই নিয়ে ব্যস্ত দেখে উত্তরটা রানা দিল, 'যিশু ইহুদি ছিলেন, তাই। সে সময়কার সামাজিক রীতি অনুসারে একজন ইহুদির অবিবাহিত থাকাটা একরকম নিষিদ্ধই ছিল। ইহুদিদের প্রথা অনুসারে ব্রহ্মচর্য নিন্দনীয়, এবং ইহুদি বাবার দায়িত্ব হলো ছেলের জন্যে যথাযোগ্য একটি স্ত্রী খুঁজে বের করা। যিশু যদি বিবাহিত না হতেন, বাইবেলের অন্তত একটা গসপেলে ব্যাপারটা জানানো হত, সেই সঙ্গে ব্যাখ্যা থাকত কী কারণে তাঁর এই অস্বাভাবিক অবস্থা।'

চামড়া দিয়ে বাঁধানো বিরাট পোস্টার আকৃতির একটা বই খুঁজে বের করলেন সার হিউম, অ্যাটলাস-এর মত দেখতে। কাভারে লেখা রয়েছে– Gnostic Gospel। টান দিয়ে ওটা খুললেন সার হিউম, ডিভান ছেড়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল রানা ও সোফিয়া।

সোফিয়া দেখল বইটার ভিতরে ফটোগ্রাফ রয়েছে, সম্ভবত প্রাচীন ডকুমেন্ট-এর ম্যাগনিফাই করা প্যারাগ্রাফ– ছেঁড়াখোঁড়া প্যাপিরাসের উপর হাতে লেখা টেক্সট। প্রাচীন ভাষাটা চিনতে পারল না সে, তবে মুখোমুখি পৃষ্ঠায় অনুবাদ দেয়া আছে।

'মনে আছে তো, ন্যাগ হামাদি ও ডেড সি স্ক্রোল-এর কথা বলেছিলাম?' সোফিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন সার হিউম। 'এগুলো সেই স্ক্রোল-এর ফটোকপি। খ্রিশ্চান যুগের প্রথমদিককার রেকর্ড। বিপদের কথা হলো, বাইবেলে যে-সব গসপেল আছে তার সঙ্গে এগুলো মেলে না।' পাতা উল্টে বইটার মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে একটা প্যাসেজের দিকে আঙুল তাক করলেন তিনি। 'শুরু করার জন্যে গসপেল ফিলিপ সবসময় আদর্শ।'

প্যাসেজটুকু পড়ল সোফিয়া:

And the companion of the Saviour i. a
Christ loved he ore than all the di. les a
to kis. r fte er mout The r st of t
were ffe it an ex ressed disapproval.
o you love her more than all
us?"

লেখাটা সোফিয়াকে বিস্মিত করছে ঠিকই, তবে এতে তার প্রশ্নের জবাব নেই, কৌতূহলও মিটছে না। 'কই, এখানে তো বিয়ের কথা কিছু লেখা নেই,' বলল সে।

'আমি বলি আছে,' হেসে উঠে প্রথম লাইনটার দিকে আঙুল তুললেন সার হিউম। 'সে-সময় কম্প্যানিয়ন [সঙ্গিনী] শব্দটা আসলে স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে ব্যবহার করা হত।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

প্রথম লাইনটা আবার পড়ল সোফিয়া। *এবং ত্রাণকর্তার সঙ্গিনী ছিলেন মেরি ম্যাগডেলেন।*

পাতা উল্টে বইটার আরও কয়েকটা জায়গায় আঙুল বুলাচ্ছেন সার হিউম, সোফিয়া অবাক হয়ে দেখল প্রতিটি লেখায় আভাস দেওয়া হয়েছে যে যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে মেরি ম্যাগডেলেনের রোমান্টিক সম্পর্ক ছিল।

প্যাসেজগুলো পড়বার সময় এক রাগী প্রিস্টের কথা মনে পড়ে গেল সোফিয়ার। তখন স্কুলে পড়ত সে।

একদিন বাড়ির সদর দরজায় দমাদম ঘুসির আওয়াজ শুনে কবাট খুলল সোফিয়া, দেখল একজন প্রিস্ট ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছেন।

'এটা কি ল্যাক বেসনের বাড়ি?' বেসুরো গলায় জানতে চাইলেন প্রিস্ট। 'এখানে যে আর্টিকেল লিখেছেন তিনি, সেটা

নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।' হাতে ধরা খবরের কাগজটা উঁচু করে দেখালেন।

দাদুকে ডেকে আনল সোফিয়া। ভদ্রলোককে নিয়ে স্টাডিতে ঢুকলেন দাদু, দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। সোফিয়া ভাবল, দাদু খবরের কাগজে কিছু লিখেছেন? এক ছুটে কিচেনে চলে এল সে, সকালের দৈনিক কাগজটার পাতা ওল্টাচ্ছে।

দ্বিতীয় পাতায় একটা প্রবন্ধের শিরোনামে দাদুর নাম পেল সোফিয়া। লেখাটার সবটুকু বুঝল না সে, তবে তার মনে হলো প্রিস্টদের চাপে পড়ে "দি লাস্ট টেম্পটেশন অভ ক্রাইস্ট" নামে একটি মার্কিন ছায়াছবি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ফ্রেঞ্চ সরকার। ছবিটার অপরাধ হলো, তাতে দেখানো বা বলা হয়েছে মেরি ম্যাগডেলেন নামে এক মহিলার সঙ্গে যিশুর যৌন সম্পর্ক ছিল। সোফিয়ার দাদু চার্চের গোঁয়ার্তুমির নিন্দা করে বলেছেন, ছবিটা নিষিদ্ধ করা সরকারের ভুল হয়েছে।

সোফিয়া ভাবল, প্রিস্ট যে খেপবেন এ তো জানা কথা।

'এটা পর্নোগ্রাফি! ধর্মকে অপমান করা ছাড়া কিছু নয়!' চিৎকার করতে করতে স্টাডি থেকে বেরিয়ে এলেন প্রিস্ট, ঝড়ের বেগে সদর দরজার দিকে এগোচ্ছেন। 'কীভাবে আপনি এটাকে সমর্থন করতে পারলেন!'

প্রিস্ট চলে যাওয়ার পর কিচেনে ঢুকলেন দাদু, সোফিয়াকে খবরের কাগজের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকতে দেখে ভ্রূ কোঁচকালেন। 'তুমি দেখছি সময় নষ্ট করোনি।'

সোফিয়া জানতে চাইল, 'তোমার ধারণা, যিশুর সত্যি কোনও গার্লফ্রেন্ড ছিল?'

'না, ডিয়ার, আমি বলেছি আমরা কী উপভোগ করব না করব তা চার্চের ঠিক করে দেওয়া উচিত নয়।'

'যিশুর কি সত্যিই কোনও গার্লফ্রেন্ড ছিল?' প্রশ্নটা আবার করল সোফিয়া।

কথা না বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন দাদু। তারপর জানতে চাইলেন, 'থাকাটা কি খুব খারাপ?'

একটু চিন্তা করে নিয়ে সোফিয়া বলল, 'আমার খারাপ লাগবে'

সার হিউম এখনও বলে চলেছেন: 'মেরি ম্যাগডেলেন আর যিশুর বিয়ের পক্ষে হাজার হাজার প্রমাণ আছে, সে-সব বলে আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাইছি না আমি। তারচেয়ে মেরি ম্যাগডেলেন-এর এই গসপেলটা পড়ুন।' পাতা উল্টে আরেকটা প্যাসেজ দেখালেন তিনি।

সোফিয়ার জানা ছিল না ম্যাগডেলেনেরও গসপেল আছে। টেক্সটা পড়ল সে। অনুবাদ করলে এরকম দাঁড়ায়:

এবং পিটার বললেন, 'ত্রাণকর্তা কি সত্যি আমাদের
অজ্ঞাতসারে কোনও মহিলার সঙ্গে কথা বলেছেন?
আমরা কি ঘুরে গিয়ে তাঁর কথায় কান দিতে যাচ্ছি?
তিনি কি আমাদের চেয়ে তাঁকে বেশি পছন্দ করেছেন?'
এবং লেভি জবাব দিলেন, 'পিটার, তোমার মেজাজ
সব সময় চড়ে থাকে। এখন দেখছি শত্রু ধরে নিয়ে
এক মহিলার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছ তুমি। ত্রাণকর্তা
যদি তাঁকে মর্যাদা দান করেন, তুমি তাঁকে বাতিল করার
কে? ত্রাণকর্তা নিশ্চয়ই তাঁকে খুব ভাল করে চেনেন।
সেজন্যেই তিনি আমাদের চেয়ে বেশি ভালবাসেন তাঁকে।'

'ওঁরা যে মহিলাকে নিয়ে কথা বলছেন,' ব্যাখ্যা করলেন সার হিউম, 'তাঁর নাম মেরি ম্যাগডেলেন। বোঝাই যাচ্ছে, পিটার তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত।'

'কারণ যিশু মেরিকে বেশি পছন্দ করতেন?'

'না, শুধু এই একটা কারণে নয়। স্নেহ-ভালবাসার চেয়েও অনেক বড় কারণ ছিল। সময়ের ওই পর্যায়ে যিশু সন্দেহ করছিলেন খুব শিগগির তাঁকে ধরে ক্রুসে তোলা হবে। কাজেই তিনি যখন থাকবেন না তখন তাঁর চার্চকে কীভাবে চালিয়ে নিতে হবে সে-ব্যাপারে তিনি কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন মেরি ম্যাগডেলেনকে। তার ফলেই পিটারের মনে এই চিন্তা আসে যে একটা মেয়েকে তাঁর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন যিশু। স্বীকার না করে উপায় নেই যে পিটার খানিকটা নারীবিদ্বেষী ছিলেন।'

সার হিউমের বক্তব্য ঠিকমত বুঝতে চেষ্টা করছে সোফিয়া। 'ইনি সেইন্ট পিটার। যে ভিত-এর ওপর নিজের চার্চ তৈরি করেন যিশু।'

'হ্যাঁ, ইনিই তিনি; তবে এক জায়গায় একটু ভুল হচ্ছে। পরিবর্তন করা হয়নি এমন গসপেল বলছে, ক্রিশ্চান চার্চ কীভাবে গড়ে তোলা হবে তার নির্দেশ যিশু পিটারকে দিয়ে যাননি। দিয়ে গেছেন মেরি ম্যাগডেলেনকে।'

মুখ তুলে সার হিউমের দিকে তাকাল সোফিয়া। 'আপনি বলতে চাইছেন ক্রিশ্চান চার্চকে একজন মহিলার চালিয়ে নিয়ে যাবার কথা?'

'প্ল্যানটা তা-ই ছিল। আদি ও অকৃত্রিম নারীবাদী ছিলেন যিশু। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর চার্চের ভবিষ্যৎ ম্যাগডেলেনের হাতে থাকুক।'

রানা বলল, 'কিন্তু পিটার বোধহয় ব্যাপারটাকে ভালভাবে নেননি।' লাস্ট সাপার-এর দিকে হাত তুলল ও। 'পিটারের দিকে তাকান, তা হলেই বুঝতে পারবেন।'

আবার ভাষা হারিয়ে ফেলল সোফিয়া। পেইন্টিং-এ দেখা যাচ্ছে মেরি ম্যাগডেলেনের দিকে মারমুখো হয়ে ঝুঁকে রয়েছেন পিটার. তাঁর হাতের ধারাল কিনারা মহিলার ঘাড়ের পিছনে কোপ

মারার ভঙ্গিতে স্থির। 'ম্যাডোনা অভ দ্য রকস'-এও ঠিক এরকম আক্রমণাত্মক অবস্থায় দেখা গেছে তাঁকে।

'এদিকেও সেই একই দৃশ্য,' বলল রানা, পিটারের কাছাকাছি শিষ্যদের ভিড়ের দিকে আঙুল তুলল। 'বিপজ্জনক, তাই না?'

একটু ঝুঁকল সোফিয়া, দেখল শিষ্যদের ভিড় থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসেছে। 'ওই হাতটায় কি ওটা? ছোরা দেখতে পাচ্ছি মনে হয়?'

'হ্যাঁ, ছোরাই দেখছেন আপনি। তবে আপনার জন্যে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছে। হাতগুলো গুণলে দেখতে পাবেন, ওটা কারও হাত নয়। ওই হাতটার মালিকের শরীর দেখা যাচ্ছে না। অজ্ঞাতপরিচয় কারও হাত।'

'দুঃখিত,' বলল সোফিয়া, তার মাথার ভিতর সব যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। 'এখনও আমি বুঝতে পারছি না, এ-সব কীভাবে মেরি ম্যাগডেলেনকে হোলি গ্রেইল বানাল।'

'বলছি,' বলে টেবিলটার দিকে আরেকবার ঘুরে গেলেন সার হিউম। এবার বংশ তালিকার বড় একটা চার্ট টেনে নিলেন তিনি, মেলে ধরলেন সোফিয়ার সামনে। 'খুব কম লোকেই জানে যে যিশুর ডান হাত হবার আগে থেকেই মেরি ম্যাগডেলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন মহিলা ছিলেন।'

বংশ তালিকার শিরোনামটা পড়ল সোফিয়া।

বেঞ্জামিন উপজাতি

'এখানে মেরি ম্যাগডেলেন,' বংশতালিকার মাথার কাছে ভুল রেখে বললেন সার হিউম।

'তিনি বেঞ্জামিন ঘরানার মেয়ে ছিলেন?' সোফিয়াকে বিস্মিত দেখাল।

'হ্যাঁ, রাজবংশের মেয়ে।'

'কিন্তু আমার ধারণা তিনি খুব গরিব ছিলেন।'

ঠোঁটে তিক্ত হাসি নিয়ে সার হিউম মাথা নাড়লেন, বললেন, 'মেরি ম্যাগডেলেনকে বেশ্যা বলে মিথ্যে অপবাদ দেয়ার উদ্দেশ্য: তাঁর শক্তিশালী পারিবারিক বংশধারার ইতিহাস মুছে ফেলা।'

'ম্যাগডেলেনের শরীরে রাজবংশের রক্ত থাকলে চার্চের কী আসে যায়?'

মাথা নাড়লেন সার হিউম। 'ম্যাগডেলেনের রাজরক্ত চার্চকে ততটা উদ্বিগ্ন করেনি,' বললেন তিনি। 'তাদেরকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয় তাঁর সঙ্গে যিশুর মিলনটা– যার নিজের শরীরেও রয়েছে রাজরক্ত।'

মন দিয়ে শুনছে সোফিয়া।

'আপনি হয়তো জানেন যে "বুক অভ ম্যাথিউ" আমাদেরকে বলছে যিশু ছিলেন ডেভিড ঘরানার মানুষ। রাজা সলোমন বংশধারার একজন– ইহুদিদের রাজা। প্রভাবশালী বেঞ্জামিন ঘরানায় বিয়ে করে দুটো রাজরক্তের মধ্যে ফিউশন ঘটান যিশু, তৈরি করেন মজবুত একটা রাজনৈতিক জোট, ফলে সিংহাসন দাবি করার আইনসঙ্গত একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, ফিরে আসার সম্ভাবনা দেখা দেয় সলোমনের আমলে প্রচলিত রাজা নির্বাচনের ধারা।'

সোফিয়ার মনে হলো এতক্ষণে বোধহয় ভদ্রলোক আসল কথায় আসছেন।

সার হিউমকে এখন উত্তেজিত দেখাচ্ছে। 'হোলি গ্রেইলের কিংবদন্তি আসলে রাজরক্তের কিংবদন্তি। হোলি গ্রেইল কিংবদন্তি যখন "যিশুর রক্ত ধারণ করার চ্যালেস"-এর কথা বলে...ওটা তখন, আসলে, মেরি ম্যাগডেলেনের কথা বলে– যে নারীর জরায়ু যিশুর রাজরক্ত ধারণ করেছিল।'

কথাটা সোফিয়ার মাথায় ঠিক মত বসবার আগে বলরুমের চারধারে যেন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল। *যিশুর*

রাজরক্ত ধারণ করেছেন মেরি ম্যাগডেলেন? 'কিন্তু তা কীভা সম্ভব, যদি না...' থেমে রানার দিকে তাকাল সোফিয়া।

রানার মুখে নরম হাসি। 'যদি না তাঁদের সন্তান থাকে।'

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সোফিয়া।

'কী আশ্চর্য, তাই না?' হাসছেন সার হিউমও। 'মানুষের ইতিহাসে এরচেয়ে বড় ধামাচাপা দেয়ার ঘটনা আর বোধহয় ঘটেনি। যিশু শুধু বিয়েই করেননি, তিনি সন্তানের বাবাও হয়েছিলেন। মাই ডিয়ার, মেরি ম্যাগডেলেন ছিলেন হোলি ভেসেল। তিনিই চ্যালেস, যে চ্যালেস যিশু খ্রিস্টের রাজরক্ত ধারণ করেছিল।'

সোফিয়ার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। 'কিন্তু এত বড় একটা রহস্য এত বছর ধরে কীভাবে চেপে রাখা সম্ভব?' তা প্রশ্নের সুরে অবিশ্বাস।

'কী বলেন!' যেন আকাশ থেকে পড়লেন সার হিউম। 'চেপে রাখা হয়নি তো। যিশুর রাজ রক্তধারা দীর্ঘকাল টিকে থাকা কিংবদন্তির অন্যতম উৎস– হোলি গ্রেইল। শত শত বছর ধরে মেরি ম্যাগডেলেনের গল্প বিভিন্ন ভাষায় ও প্রসঙ্গে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। চোখ খুললেই দেখতে পাবেন সব জায়গায় তাঁর কথা আছে।'

'আর স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট?' জানতে চাইল সোফিয়া। 'যিশু রাজরক্ত বহন করতেন, এর প্রমাণ আছে ওগুলোয়?'

'আছে বইকি।'

'তার মানে পুরোটা হোলি গ্রেইল কিংবদন্তি আসলে রাজরক্ত নিয়ে?'

'একেবারে ঠিক,' বললেন সার হিউম। 'স্যাংগ্রিয়াল শব্দটা এসেছে San Great, অর্থাৎ হোলি গ্রেইল থেকে। তবে ওটার অতি প্রাচীন রূপটা এসেছে অন্য একটা স্পট থেকে।' একটুকরো ছেঁড়া কাগজে কিছু লিখলেন তিনি, তারপর সেটা সোফিয়ার হাতে

ধরিয়ে দিলেন।

তাঁর লেখাটা পড়ল সোফিয়া।

Sang Real

অনুবাদটা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারল সোফিয়া।

স্যাং রিয়াল-এর অর্থ রাজরক্ত।

চার

২৪৩/ এ, লেক্সিংটন এভিনিউ, নিউ ইয়র্ক সিটি– অপাস ডেই-এর নতুন কনফারেন্স সেন্টার ও হেডকোয়ার্টার। লবিতে বসা রিসেপশনিস্ট লোকটা টেলিফোনে বিশপ মার্সেল বেলমন্ডের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে আশ্বস্ত বোধ করল। 'গুড ইভনিং, সার।'

বিশপ জানতে চাইলেন, 'আমার জন্যে কোনও মেসেজ আছে?' কথার সুরে অস্বাভাবিক উদ্বেগ।

'জী, সার, আছে। আপনি কল করায় ভাল হলো, আপনার অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করে করে হয়রান হয়ে গেছি। আপনাকে দেয়ার জন্যে আধ ঘণ্টা আগে জরুরি একটা ফোন মেসেজ পেয়েছি আমি।'

'আচ্ছা?' খবরটা শুনে স্বস্তি বোধ করলেন বিশপ বেলমন্ড। 'কার মেসেজ, নাম বলা হয়েছে?'

'শুধু একটা নম্বর, সার। কোনও নাম নয়।' রিসেপশনিস্ট নম্বরটা জানাল।

বিশপ প্রশ্ন করলেন, 'প্রিফেক্স থারটি-টু? তার মানে ফ্রান্সে নাকি?'

'জী, প্যারিসে, সার। কলার বলেছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগাযোগ করাটা জরুরি।'

'ধন্যবাদ,' বলে লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিলেন বিশপ বেলমন্ড।

রিসিভার নামিয়ে রাখবার সময় রিসেপশনিস্ট ভাবল, বিশপ বেলমন্ডের ফোন কানেকশনে যান্ত্রিক শব্দজট খুব বেশি মনে হলো কেন? বিশপের ডেইলি শেডিউলে দেখা যাচ্ছে চলতি হপ্তার ছুটির সময় নিউ ইয়র্কে থাকার কথা তাঁর, অথচ কথা বললেন যেন দুনিয়ার আরেক প্রান্ত থেকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিষয়টা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করল সে। গত কয়েক মাস ধরে কেমন যেন অদ্ভুত আচরণ করছেন বিশপ বেলমন্ড।

রোমের চার্টার এয়ারপোর্টে পৌঁছাচ্ছে বিশপ বেলমন্ডের ফিয়াট। *লালিক আমার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছেন,* ভাবলেন তিনি। আজ রাতে নিশ্চয়ই প্যারিসে ভাল কিছু ঘটেছে।

সদ্য পাওয়া নম্বরটা সেল ফোনে টিপছেন বিশপ, আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে প্যারিসে পৌঁছে যাবেন ভেবে উত্তেজনা বোধ করছেন– সকাল হওয়ার আগেই। এখানকার রানওয়েতে তাঁর জন্য একটা চার্টার প্লেন অপেক্ষা করছে।

অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে। সাড়া দিল একটি নারীকণ্ঠ। 'ডাইরেকশন সেনট্রেইলি পুলিশ জুডিশিয়ারি।'

ইতস্তত করছেন বিশপ বেলমন্ড। তিনি ঠিক এরকম কিছু আশা করেননি। 'ইয়ে, মানে.. আমাকে কি এই নম্বরে ফোন করতে বলা হয়নি?'

নারীকণ্ঠ জানতে চাইল, 'আপনার নাম?'

বিশপ বেলমন্ড সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না নিজের পরিচয় প্রকাশ করবেন কি না। *ফ্রেঞ্চ জুডিশিয়ারি পুলিশ?*

মেয়েটি তাগাদা দিল। 'মসিয়ো, আপনার নামটা, প্লিজ?'

'বিশপ মার্সেল বেলমন্ড।'

'একটু ধরুন।' লাইন থেকে ক্লিক করে একটা আওয়াজ ভেসে এল।

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করবার পর লাইনে এবার একজন পুরুষ এল। তার কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও উদ্বিগ্ন। 'বিশপ, শেষ পর্যন্ত যা হোক আপনাকে পাওয়া গেল। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।'

ল্যাংগ্রিয়াল... স্যাং রিয়াল...স্যান গ্রেইল.. রয়াল ব্লাড...হোলি গ্রেইল। এগুলো সব একই সূত্রে গাঁথা।

হোলি গ্রেইল হলো মেরি ম্যাগডেলেন...যিশুর রাজরক্ত যিনি গর্ভে ধারণ করেছেন।

সোফিয়ার মনে হলো, সার হিউম আর রানা আশ্চর্য সব প্রমাণ ও দলিল দেখিয়ে যেটা তাকে বোঝাতে চাইছেন তা যেন আরও বেশি দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে তার কাছে।

'আরেকটা কথা, মাই ডিয়ার,' বললেন সার হিউম, ক্রাচে ভর দিয়ে একটা বুকশেলফের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। 'হোলি গ্রেইল সম্পর্কে সত্যি কথাটা দুনিয়ার মানুষকে একা শুধু লিওনার্দো জানাতে চাননি। যিশুর বংশধর সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক বিশদভাবে লিখে গেছেন।' কয়েক ডজন বইয়ের উপর আঙুল বুলালেন তিনি।

কয়েকটা বইয়ের নাম পড়ল সোফিয়া:

দ্য টেম্পলার রেভেলেইশন: অজ্ঞাতপরিচয় যে-সব অভিভাবক যিশুর সত্যিকার পরিচয় জানেন

দ্য উওম্যান উইথ দি অ্যালাবাস্টার জার: মেরি ম্যাগডেলেন ও হোলি গ্রেইল

দ্য গডেস ইন দ্য গসপেলস: পবিত্র নারীসত্তা উদ্ধার

'সম্ভবত এই বইটা সবচেয়ে বেশি পরিচিত,' বললেন সার হিউম, শেলফ থেকে নরম তুলতুলে একটা বই বের করে সোফিয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, যদিও হার্ডকাভার সংস্করণ।

প্রচ্ছদে লেখা রয়েছে–

হোলি ব্লাড, হোলি গ্রেইল: আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার

'ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার? কই, আমি তো এটার নাম শুনিনি।'

'তখন আপনি ছোট। উনিশশো আশির দিকে বেশ ভাল আলোড়ন তুলেছিল বইটা। মূল থিসিসটা যুক্তিনির্ভর; অবশেষে যিশুর বংশধারাকে মূলধারায় নিয়ে আসতে পেরেছেন লেখকরা।'

সোফিয়া জানতে চাইল, 'এই বই বেরুবার পর চার্চের কি প্রতিক্রিয়া হলো?'

'ভয়ানক খেপে উঠল তারা,' বললেন সার হিউম। 'যিশুর বাচ্চা? এটা সত্যি হলে যিশুর স্বর্গীয় ভাবমূর্তি থাকে আর? থাকে খ্রিশ্চান চার্চ?'

'পাঁচ পাপড়ির গোলাপ,' বলল সোফিয়া, হঠাৎ বইটার শিরদাঁড়ার দিকে আঙুল তুলল। এখানেও সেই একই ডিজাইন দেখা যাচ্ছে, রোযউড বক্সে যেমন দেখা গেছে।

রানার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলেন সার হিউম। 'আপনার সঙ্গিনীর চোখ আছে, সার।' সোফিয়ার দিকে ফিরলেন। 'ওটা গ্রেইল-এর প্রায়রি সিম্বল। মেরি ম্যাগডেলেন। চার্চ যেহেতু তাঁর নাম ব্যবহার করা যাবে না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে, ফলে তাঁর অনেক ছদ্মনাম তৈরি হয়ে যায়– চ্যালেস, হোলি গ্রেইল এবং রোয।'

দম নেওয়ার জন্য একটু থামলেন তিনি।

তারপর আবার শুরু করলেন। 'গোলাপের সঙ্গে পাঁচকোনা ভিনাস ও গাইডিং কম্পাস-এর সম্পর্ক আছে। ভাল কথা– ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ সহ আরও অনেক ভাষায় রোয শব্দটা আছে।'

রানা বলল, 'Rose শব্দটা আবার Eros-এর অ্যানাগ্রাম– সকাম ভালবাসার গ্রিক দেবতা।'

'গোলাপ সব সময় নারীর যৌনতার সিম্বল হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে,' বললেন সার হিউম। 'দেবী পুজো হত এমন সব প্রাচীন ধর্মে পাঁচটি পাপড়ি নারীর পাঁচটি স্টেশন-এর প্রতিনিধিত্ব করত– জন্ম, রজোদর্শন, মাতৃত্ব, আর্তবক্ষয় ও মৃত্যু। আর আধুনিক কালে তো ফুটন্ত গোলাপের সঙ্গে নারীত্বের মিল অনেক বেশি চাক্ষুষযোগ্য বলে বিবেচিত।' চট করে একবার রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'আমাদের সৌখিন সিম্বলজিস্ট হয়তো ভাল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।'

ইতস্তত করছে রানা।

'মাই গড!' চেহারাটা বেজার করে তুললেন সার হিউম। 'আপনারা, এশিয়ানরা, এত লাজুক!' সোফিয়ার দিকে তাকালেন তিনি। 'আপনার বন্ধু যে কথাটি বলতে লজ্জা পাচ্ছেন– ফুটন্ত ফুল দেখতে স্ত্রীযোনির মত; পবিত্র ও সুন্দরতম প্রস্ফুটন, যেখান দিয়ে মানবজাতি পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে।'

'মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি,' তাড়াতাড়ি বলল সোফিয়া। 'যিশু বাবা হয়েছিলেন?'

'অবশ্যই,' বললেন সার হিউম। 'এবং মেরি ম্যাগডেলেন ছিলেন সেই আধার বা গর্ভ, যিনি তাঁর রাজকীয় ধারাকে বহন করেছেন। প্রায়রি অভ সায়ান আজও মেরি ম্যাগডেলেনকে দেবী, হোলি গ্রেইল, গোলাপ ও অলৌকিক জননী জ্ঞানে পুজো করে।'

আবার বেযমেন্টের সেই গোপন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ফিরে গেল সোফিয়ার মনটা।

'প্রায়রি অনুসারে,' বলে চলেছেন সার হিউম, 'যিশুকে ক্রুসে তোলার সময় মেরি ম্যাগডেলেন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। প্রসবের অপেক্ষায় থাকা যিশুর সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভেবে পবিত্র ভূমি ছেড়ে পালিয়ে না গিয়ে তাঁর সামনে অন্য কোনও পথ খোলা ছিল

না। যিশুর বিশ্বস্ত আংকেল আরিমাথিয়া-র জোসেফ-এর সাহায্যে গোপনে ফ্রান্সে চলে আসেন মেরি ম্যাগডেলেন। ফ্রান্সকে তখন গল্ বলা হত। ওখানে তিনি ইহুদি সমাজে নিরাপদ আশ্রয় পান। এই ফ্রান্সেই যিশুর কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। নাম রাখা হয় সারাহ্।'

'প্রায়রি সত্যি সত্যি শিশুর নামও জেনেছে?'

'শুধু নাম নয়, আরও অনেক কিছু জেনেছে। ইহুদি আশ্রয়দাতারা মেরি ম্যাগডেলেন আর সারাহ্-র জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় টুকে রাখে। ভুলে গেলে চলবে না, ম্যাগডেলেনের সন্তান ইহুদি রাজবংশের সঙ্গে সংযুক্ত– ডেভিড আর সলোমনের সঙ্গে। সে যুগের অসংখ্য স্কলার ফ্রান্সে মেরি ম্যাগডেলেনের জীবনযাপন সম্পর্কে সব কথা লিখে রেখে গেছেন, সারাহ্-র জন্ম ও তার বংশধারা সহ।'

চমকে উঠল সোফিয়া। 'যিশু খ্রিস্টের বংশতালিকা? আপনি বলছেন সত্যি এ-ধরনের কিছুর অস্তিত্ব আছে?'

'আছে বইকি। স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্টে, একটা কর্নারস্টোন-এ রয়েছে যিশুর বংশতালিকার স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা তালিকা।'

'কিন্তু তা দিয়ে কী হবে?' প্রশ্ন করল সোফিয়া। 'ওটা তো কোনও প্রমাণ নয়। ঐতিহাসিকরা ওটার সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেন না।'

'সে-কথা যদি বলেন, ও.ও তো বাইবেলের সত্যতা প্রমাণ করতে পারবে না।'

'কী বলতে চা

'বলতে চাই যে ইতিহাস সব সময় বিজয়ীরা লেখে। দুটো সং তির মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে, পরাজিত পক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, যারা জেতে তারাই ইতিহাস লেখে– সে-সব বইয়ে নিজেদের আদর্শের কথা ফলাও করে প্রচার করা হয়, হেয় ও অবমূল্যায়ন করা হয় পরাজিত শত্রুকে। ইতিহাসের প্রবণতাই হলো সব সময়

একপেশে বর্ণনা দেয়া।'

সোফিয়া আগে কখনও এভাবে চিন্তা করেনি।

'স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্টে যিশুর গল্পের আরেকটা দিক তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে আপনি কোন্ গল্পটা সত্যি বলে মানবেন সেটা আপনার বিশ্বাস, ব্যক্তিগত পঠনপাঠন ও গবেষণার ওপর নির্ভর করে। তবে তথ্যগুলো হারিয়ে যায়নি, টিকে আছে আজও।

'স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্টে রয়েছে হাজার হাজার পৃষ্ঠা ভর্তি তথ্য। স্যাংগ্রিয়াল ট্রেজার যারা দেখেছে তাদের ভাষ্য হলো, ওগুলো প্রকাণ্ড আকারের চারটে ট্রাঙ্কে ভরে বহন করতে হত। *সম্পূর্ণ নির্ভেজাল ডকুমেন্টের আধার*, এরকম খ্যাতি ছিল ট্রাঙ্কগুলোর– অসম্পাদিত, অপরিশোধিত কনস্ট্যানটাইন-পূর্ব যুগের কয়েক হাজার পৃষ্ঠা ডকুমেন্ট, লিখেছে যিশুর প্রথমদিকের শিষ্যরা, যারা তাঁকে সবদিক থেকে পুরোদস্তুর মানব, শিক্ষক ও প্রেরিত পুরুষ বলে মনে করত।

'আরও গুজব আছে যে ওই ট্রেজারের অংশবিশেষকে Q ডকুমেন্ট বলা হয়– এই পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব এমনকী ভ্যাটিকানও অস্বীকার করে না। বলা হয় ওই বইটা তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত, যিশুর নিজের হাতে লেখা।'

'যিশু নিজে লিখেছেন?'

'না-লেখার কী আছে?' বললেন সার হিউম। 'নিজের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার কথা কেন যিশু লিখবেন না? তখনকার দিনে প্রায় সবাই নিজের সময়ের কথা লিখত। ওই ট্রেজারে তাজা বোমার মত আরেকটা ডকুমেন্ট আছে, *ম্যাগডেলেন ডায়েরি* নামে– মেরি ম্যাগডেলেনের ব্যক্তিগত রোজনামচা, তাতে যিশুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক; যিশুকে ক্রুসে তোলা, ফ্রান্সে কীভাবে তাঁর সময় কাটে ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া আছে।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সোফিয়া। 'আর নাইটস্ টেম্পলার এই চার ট্রাঙ্ক ভর্তি ট্রেজার পেয়েছে সলোমনের সমাধির তলায়?'

'হ্যাঁ। ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে এই ডকুমেন্ট খুঁজে ফিরছে গ্রেইল সন্ধানী ও ভক্তরা।'

'কিন্তু আপনি বলেছেন হোলি গ্রেইল বলতে বোঝায় মেরি ম্যাগডেনেল। লোকজন যদি ডকুমেন্ট খোঁজে, তা হলে কেন বলছেন তারা হোলি গ্রেইল খুঁজছে?'

সোফিয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন সার হিউম, তাঁর চোখে-মুখে নরম ভাব ফুটল। 'কারণ হোলি গ্রেইল যেখানে লুকানো আছে সেখানে একটা পাথরের কফিনও আছে।'

ভবনের বাইরে গাছপালার ভিতর দিশেহারা বাতাস যেন হাহাকার করছে।

সার হিউম এখন আরও শান্ত সুরে কথা বলছেন। 'হোলি গ্রেইল সার্চ করার উদ্দেশ্য হলো মেরি ম্যাগডেনেলের কঙ্কালের সামনে হাঁটু গেড়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পাওয়া– নির্বাসিত, পবিত্র নারীসত্তার পায়ের সামনে প্রার্থনায় বসতে পারার অভিযান।'

অপ্রত্যাশিত বিস্ময় অনুভব করল সোফিয়া। 'হোলি গ্রেইল আসলে লুকানো আছে... একটা কবরে?'

সার হিউমের নীল চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। 'হ্যাঁ। ওই সমাধিতে মেরি ম্যাগডেনেলের মরদেহ আছে, আর আছে কিছু ডুকুমেন্ট, যাতে তাঁর জীবনের সত্যকাহিনি বলা হয়েছে। মেরি ম্যাগডেলেন, মিথ্যে অপবাদের শিকার এক রানি, কবরে শুয়ে আছেন তাঁর পরিবারের বৈধ ক্ষমতার দাবির সপক্ষে প্রমাণ নিয়ে।'

নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য সার হিউমকে একটু সময় দিল সোফিয়া। এখন পর্যন্ত তার দাদুর ব্যাপারটা খুব একটা অর্থবহ মনে হচ্ছে না। 'এতদিন ধরে প্রায়রির সদস্যরা,' অবশেষে বলল সে, 'স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট ও মেরি ম্যাগডেলেনের সমাধি রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করে আসছে?'

মাথা ঝাঁকালেন সার হিউম। 'হ্যাঁ। তবে ব্রাদারহুডের আরও

গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ ছিল– বংশধারাটিকে রক্ষা করা। যিশুর পরিবার অন্তহীন বিপদের মধ্যে ছিল। চার্চ ভয় পেত যিশুর পরিবারকে যদি বাড়তে দেয়া হয় তা হলে ম্যাগডেলেন ও যিশুর রহস্য একসময় আর গোপন থাকবে না, এবং সেটা মূল ক্যাথলিক মতবাদের বিরুদ্ধে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। ক্যাথলিক মতবাদ হলো– যিশু স্বর্গীয় মেসায়া, অর্থাৎ ত্রাণকর্তা, যিনি নারীসংসর্গ করেন না।' সার হিউম দম নিলেন। 'তা সত্ত্বেও যিশুর ধারা ফ্রান্সে গোপনে বড় হতে থাকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত, তারপর ফ্রেঞ্চ রাজরক্তের সঙ্গে মিশে "মেরভিনযিয়ান" ব্লাডলাইন নামে নতুন একটা ধারা তৈরি করে।'

খবরটা বিস্মিত করল সোফিয়াকে। মেরভিনযিয়ান শব্দটির সঙ্গে ফ্রান্সের সব ছাত্র পরিচিত। 'ওদের হাতে প্যারিসের পত্তন হয়।'

'হ্যাঁ। ফ্রান্সে গ্রেইল কিংবদন্তি এত সমৃদ্ধ হবার সেটাও একটা কারণ। ভ্যাটিকান তাদের অনেক গোপন গ্রেইল অভিযান চালিয়েছে এখানে, লক্ষ্য ছিল রাজরক্তের ধারাকে মুছে ফেলা। কিং ডাগোবার্ট-এর কথা শুনেছেন?'

ইতিহাসের ক্লাসে নামটা শুনেছে বলে অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল সোফিয়ার। 'ডাগোবার্ট সম্ভবত মেরভিনযিয়ান রাজা ছিলেন। ঘুমের মধ্যে তাঁর চোখে ছুরি মারা হয়।'

'ভ্যাটিকানই তাঁকে এভাবে খুন করায়। সাত শতাব্দীর শেষদিকের কথা। ডাগোবার্ট মারা যাওয়ায় মেরভেনযিয়ান রক্তধারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ভাগ্যক্রমে ডাগোবার্টের ছেলে সিগিসবার্ট গোপনে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন, ফলে তাঁর মাধ্যমেই রক্ষা পায় ধারাটা, পরে তাঁর নামের সঙ্গে যোগ হয় আরেকটা নাম– গডফ্রই দো বুইঅঁ। এই ফরাসী রাজা দি প্রায়রি অভ সায়ান প্রতিষ্ঠা করেন, জেরুজালেমে শহরটা দখল করে নেয়ার পরপরই।'

'এই একই ব্যক্তি,' জানাল রানা, 'নাইট টেম্পলারকে সলোমনের সমাধির নীচে থেকে স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট উদ্ধার করার নির্দেশ দেন, যাতে মেরভিনযিয়ানদেরকে প্রমাণ দেয়া যায় যে তাঁদের বংশধারার সঙ্গে যিশু খ্রিস্টের সরাসরি সম্পর্ক আছে।'

বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকালেন সার হিউম। 'আধুনিক প্রায়রি অভ সায়ানের কাঁধে তিনটে কঠিন গুরুদায়িত্ব চাপে। এক, ব্রাদারহুডকে স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট রক্ষা করতে হবে। দুই, রক্ষা করতে হবে মেরি ম্যাগডেলেনের সমাধি। তিন, রক্ষা ও প্রতিপালন করতে হবে যিশুর বংশধারা– অল্প কিছু রাজকীয় মেরভিনযিয়ান বংশধর, আধুনিক কালে যারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছেন।'

সোফিয়ার কানের ভিতরটা ভোঁ ভোঁ করছে। *ওঁরা বলছেন যিশুর বংশধররা নাকি আধুনিক যুগেও টিকে আছে!* দাদুর কণ্ঠস্বর আবার তার কানে ফিসফিস করল: *প্রিন্সেস, তোমার পরিবার সম্পর্কে সত্যি কথাটা আমাকে বলতে হবে।*

সোফিয়ার গায়ের ত্বক শিরশির করে উঠল।

রাজরক্ত! প্রিন্সেস সোফিয়া!

'সার হিউম, সার,' দেয়ালে আটকানো ইন্টারকম থেকে ম্যানসার্ভেন্ট লুই লেভাউ-এর যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'দয়া করে আপনি যদি এক মিনিটের জন্যে কিচেনে আসতে পারতেন।'

ভয়ানক বিরক্ত হলেন সার হিউম। হেঁটে ইন্টারকমের সামনে চলে এলেন তিনি, সুইচ টিপে বললেন, 'লুই, তুমি জানো অতিথিদের সঙ্গে আমি একটা জরুরি বিষয়ে আলোচনা করছি...'

'মাফ করবেন, সার। আমাকে এখনই আপনার সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'হুম!' বিরক্তি চেপে রাখতে বাধ্য হলেন সার হিউম। 'ঠিক আছে, বলো। সংক্ষেপে।'

'আমাদের ঘরোয়া একটা ব্যাপার, সার। অতিথিদের বিরক্ত

করাটা উচিত হবে না।'

সার হিউমকে বিমূঢ় দেখাল। 'অথচ বলছ কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না?'

'না, সার। কথাটা বলতে আমার এক মিনিটও লাগবে না।'

'মাফ করবেন, এখনই ফিরছি,' বলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে এগোলেন সার হিউম।

সোফিয়ার সারা শরীর অবশ লাগছে। সার হিউমকে বলরুম থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল সে।

'কী ভাবছেন বুঝতে পারছি,' সোফিয়াকে বলল রানা। 'আপনার দাদু প্রায়রির সদস্য, তিনি আপনার পরিবার সম্পর্কে গোপন কিছু কথা আপনাকে বলতে চেয়েছিলেন, এ-সব শুনে প্রশ্নটা আমার মাথাতেও এসেছিল। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আপনার বা দাদুর নাম মেলে না। মেরভিনযিয়ানদের মাত্র দুটো ডাইরেক্ট লাইন টিকে আছে। দুটো পরিবারই আত্মগোপন করে আছে, সম্ভবত প্রায়রিই তাদেরকে প্রোটেকশন দিচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া, তাদের পরিবারে এই নামে কেউ নেই।

একটু পরেই করিডর থেকে ক্রাচের খট-খট আওয়াজ ভেসে এল। অস্বাভাবিক দ্রুত হাঁটছেন সার হিউম। স্টাডিতে ঢোকার পর দেখা গেল ভয়ানক গম্ভীর হয়ে আছেন তিনি।

'মিস্টার রানা, আপনার কাছ থেকে আমি একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আশা করছি,' ঠাণ্ডা সুরে বললেন সার হিউম। 'আজ রাতে আপনি আমাকে সত্যি কথা বলেননি।'

পাঁচ

সম্পূর্ণ শান্ত রানা। 'আমাকে ফাঁসানো হয়েছে, সার হিউম।'

সার হিউমের কণ্ঠস্বর নরম হলো না। 'মিস্টার রানা, ফর গড'স সেক, আপনাদের ছবি দেখাচ্ছে টিভিতে! জানেন, দুজনকেই খুঁজছে কর্তৃপক্ষ?'

'জানি।'

'তার মানে আপনি আমার বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছেন। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, এরকম একটা গুরুতর অপরাধ করে আমার বাড়িতে চলে আসতে আপনার বাধল না?'

'আপনি শান্ত হন,' আশ্বস্ত করবার সুরে বলল রানা। 'আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমি কাউকে খুন করিনি।'

'ল্যাক বেসন খুন হয়েছেন, পুলিশ বলছে কাজটা আপনি করেছেন।' বিষণ্ন দেখাল সার হিউমকে। 'শিল্পের এত বড় একজন সমঝদার, বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল...'

'সার?' এবার ম্যানসার্ভেন্ট লুই লেভাউ উদয় হলো, সার হিউমের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, হাত দুটো বুকে ভাঁজ করা। 'ওঁদেরকে আমরা এবার বেরিয়ে যাবার পথ দেখিয়ে দেব?'

'অনুমতি দিন,' রানার চোখে চোখ রেখে বললেন সার হিউম, ক্রাচে ভর দিয়ে কামরার আরেক দিকে হেঁটে গিয়ে কাঁচ লাগানো একটা দরজার তালা খুললেন, যেখান দিয়ে সাইড লনে বেরিয়ে যাওয়া যায়। 'আপনাদের গাড়ি খুঁজে নিয়ে দয়া

করে বিদায় নিন, প্লিজ।'

সোফিয়া নড়ল না। 'আমাদের কাছে প্রায়রি কিস্টোন সম্পর্কে তথ্য আছে।'

কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন সার হিউম। তারপর চোখে-মুখে তিরস্কার ফুটল। 'মরিয়া হয়ে প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছেন। মিস্টার রানা খুব ভাল করে জানেন কীভাবে খুঁজছি ওটা আমি।'

'সোফিয়া সত্যি কথা বলছেন,' বলল রানা। 'আপনার কাছে এত রাতে আসার সেটাই কারণ। কিস্টোনটা নিয়ে আলাপ করব।'

এবার সরাসরি নাক গলাল ম্যানসার্ভেন্ট। 'হয় বিদায় হন, তা না হলে কর্তৃপক্ষকে খবর দিচ্ছি আমি।'

'সার হিউম,' ফিসফিস করল রানা, 'আমরা জানি কোথায় আছে ওটা।'

সার হিউম একটু যেন টলে উঠলেন।

লুই এবার গট গট করে কামরার মাঝখানে চলে এল। 'এখনই চলে যান! তা না হলে আমি পুলিশ ডাকতে...'

'লুই! যাও এখন!' মেঝেতে ক্রাচের আওয়াজ তুলে একটু এগিয়ে ধমক দিলেন চাকরকে সার হিউম। 'আমাদেরকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও।'

চাকরটার চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'সার? আমি প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হচ্ছি। এরা মানুষ ভাল...'

'ব্যাপারটা আমি সামলাচ্ছি।' হাত তুলে বাইরের করিডরটা দেখিয়ে দিলেন সার হিউম।

অস্বস্তিকর একটা নীরব মুহূর্ত কাটার পর বিতাড়িত কুকুরের মত কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল লুই।

ধীরে ধীরে ওদের দিকে ফিরলেন সার হিউম। এখনও তাঁকে কঠোর দেখাচ্ছে। হুমকি দিলেন, 'ফালতু কিছু যেন না হয়! বলে

ফেলুন, প্রায়রি কিস্টোন সম্পর্কে কী জানেন আপনারা?'

স্টাডি রুমের বাইরে, ঘন ঝোপের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুরোহিত লেবরান। হাতে শক্ত করে ধরা পিস্তল, কাঁচের দরজা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে বাড়ির ভিতরে। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে শ্যাতোর চারদিকে একটা চক্কর দেওয়ার সময় বিরাট স্টাডিতে রানা আর সোফিয়াকে কথা বলতে দেখেছে সে।

স্টাডিতে ঢুকতে যাচ্ছিল লেবরান, এই সময় বগলে ক্রাচ নিয়ে এক লোককে ভিতরে ঢুকতে দেখল সে; রানার উদ্দেশে চিৎকার শুরু করলেন তিনি, গ্লাস ডোর খুলে দিয়ে বিদায় নিতে অনুরোধ জানালেন অতিথিদের।

এই সময় তরুণীটি কিস্টোন-এর কথা বলল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল পরিস্থিতি। চিৎকার-চেঁচামেচির বদলে শুরু হলো ফিসফাস। মেজাজ নরম হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল গ্লাস ডোর।

ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছে লেবরান। তার মনে কোনও সন্দেহ নেই এই শ্যাতোর ভিতরেই কোথাও আছে কিস্টোনটা। ঝোপ থেকে বেরিয়ে গ্লাস ডোরটার দিকে সাবধানে এগোল সে। ওরা কে কী বলছে শুনতে হবে।

'গ্র্যান্ড মাস্টার?' স্তম্ভিত দেখাল সার হিউমকে। 'ল্যাক বেসন?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া।

'কিন্তু সেটা তো কোনওভাবেই আপনার জানার কথা নয়!'

'আমি ল্যাক বেসনের নাতনি।'

স্থির হয়ে গেলেন সার হিউম। 'কথাটা আবার বলুন, আমি নিশ্চয়ই শুনতে ভুল করেছি।'

'ল্যাক বেসন আমার নানা।'

মেঝেতে ক্রাচের কর্কশ আওয়াজ তুলে একটু পিছিয়ে গেলেন সার হিউম, ঝট করে রানার দিকে তাকালেন। উত্তরে মাথা

ঝাঁকাল রানা। আবার সোফিয়ার দিকে ফিরলেন তিনি। 'মিস সোফিয়া, আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। এ যদি সত্যি হয়, তা হলে আপনার ক্ষতির জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত। প্রায়রির সম্ভাব্য সদস্যদের একটা তালিকা আছে আমার কাছে, তাতে ল্যাক বেসনের নামও আছে। কিন্তু আপনি বলছেন গ্র্যান্ড মাস্টার? এ হজম করা সত্যি কঠিন!'

অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলেও, হঠাৎ থেমে আবার বললেন তিনি, 'কোনওভাবেই মেলাতে পারছি না। যদি ধরেও নিই আপনার দাদু... অর্থাৎ, নানা গ্র্যান্ড মাস্টার ছিলেন, কিস্টোনটা নিজের হাতে বানিয়েছেন, কখনওই তিনি আপনাকে বলে যাবেন না কীভাবে ওটা পাওয়া যাবে। কারণ ব্রাদারহুডের পরম ট্রেজারের হদিস বাতলে দেবে ওই কিস্টোন। নাতনি হন আর যা-ই হন, আপনি কিছুতেই এই তথ্য পাবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।'

'মসিয়ো বেসন তথ্যটা দিয়ে গেছেন মারা যাবার সময়,' বলল রানা। 'আর কোনও উপায় ছিল না তাঁর।'

'উপায়ের তাঁর দরকারই ছিল না,' যুক্তি দেখালেন সার হিউম। 'রহস্যটা তিনজন সেনিশ্যাল-এরও জানা আছে। সিস্টেমটার এটাই হলো সৌন্দর্য। তিনজনের একজন গ্র্যান্ড মাস্টার হিসেবে উদয় হবে, পদমর্যাদা বাড়িয়ে একজনকে তুলে আনা হবে শূন্যস্থানে, তখন সে-ও জানবে কিস্টোনের রহস্য।'

'আপনি বোধহয় টিভির পুরো খবরটা শোনেননি,' বলল সোফিয়া। 'আমার দাদু ছাড়াও, আরও তিনজন প্রভাবশালী প্যারিযিয়ান খুন হয়েছেন আজ রাতে। লাশ দেখে বোঝা যায়, খুন করার আগে তাদেরকে ইন্টারোগেট করা হয়েছে।'

সার হিউমের চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'আপনার ধারণা তারা সবাই...'

'সেনিশ্যাল,' বলল রানা।

'না, কীভাবে! প্রায়রি অভ সায়নের টপ চারজনের নাম একজন খুনির পক্ষে কীভাবে জানা সম্ভব? আমার কথা ধরুন, কয়েক যুগ ধরে ওদেরকে নিয়ে রিসার্চ করছি আমি, অথচ প্রায়রির কোনও সদস্যের নাম জানি না। এটা কীভাবে মেনে নিই বলুন, এক রাতের মধ্যে গ্র্যান্ড মাস্টারসহ তিন সেনিশ্যালের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেল, এবং তাদের সবাইকে মেরেও ফেলা হলো?'

'ব্যাপারটা একদিনে ফাঁস হয়নি,' বলল রানা। 'এই খুনের প্ল্যান অনেকদিন আগেই করা হয়েছে। ধৈর্যের সঙ্গে প্রায়রির ওপর নজর রাখছিল একটা গ্রুপ, তারপর হামলাটা চালিয়েছে– এই আশায় যে টপ চারজন কিস্টোনের লোকেশন বলে দেবে।'

'কিন্তু তাঁদের কেউ তো মুখ খুলবেন না।' এখনও ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছেন না সার হিউম। 'গোপন রাখার শপথ নেয়া আছে তাঁদের। এমনকী মৃত্যুর মুখেও।'

'কিন্তু এভাবে ভেবে দেখুন: তথ্যটা সঙ্গে নিয়ে যদি মারা যায় সবাই, তাতে কী লাভ হবে?' জানতে চাইল রানা।

হাঁপিয়ে ওঠার মত আওয়াজ বেরুল সার হিউমের গলা থেকে। 'কিস্টোনের লোকেশন কেউ কোনওদিন জানতে পারবে না– এটুকুই লাভ!'

'সেই সঙ্গে হোলি গ্রেইলও চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে,' বলল রানা।

ওর উচ্চারিত শব্দের আঘাতে সার হিউম যেন টলে উঠলেন, তারপর ধপ্ করে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন।

তাঁর দিকে এগিয়ে এল সোফিয়া। 'শেষনিঃশ্বাস পড়তে যাচ্ছে, এরকম সময়ে ব্রাদারহুডের বাইরের একজনকে গোপন রহস্যটা জানাতে বাধ্য হয়েছেন দাদু। যাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন। তাঁর পরিবারের একজনকে।'

'কিন্তু কার এত সাহস? কার এত শক্তি?' থরথর করে

কাঁপছেন সার হিউম। 'এ নিশ্চয়ই প্রায়রির সেই পুরানো শত্রু, চার্চ।'

রানা বলল, 'এটা ঠিক যে রোম কয়েক শো বছর ধরে গ্রেইল খুঁজছে।'

ভ্রূ কুঁচকে সন্দেহ প্রকাশ করল সোফিয়া। 'চার্চ আমার দাদুকে খুন করেছে?'

'নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্যে চার্চ যে এই প্রথম মানুষ খুন করছে তা তো নয়,' বললেন সার হিউম। 'হোলি গ্রেইলের সঙ্গে যে ডকুমেন্ট আছে সেটা তাজা বোমার মত, বহু বছর ধরে সেটাকে ধ্বংস করতে চাইছে ভ্যাটিকান।'

এরকম নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য চার্চ দায়ী, সোফিয়ার মত রানাও এটা ঠিক মেনে নিতে পারছে না। সেটা বুঝতে পেরে সার হিউম আবার বললেন, 'গ্রেইল রহস্য ফাঁস হয়ে গেলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি কার? চার্চের। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যদি প্রমাণ করা যায় যে যিশু সম্পর্কে চার্চের গল্প সত্যি নয়, একদম বানোয়াট, তা হলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? দু'হাজার বছর পর এই প্রথম খ্রিস্টধর্মের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দেবে।'

'কিন্তু কাজটা যদি চার্চ করেও থাকে, ঠিক এই সময়ে কেন?' জানতে চাইল সোফিয়া। 'এত বছর পরেই বা কেন? তা ছাড়া, প্রায়রি তো কারও কোনও ক্ষতি করেনি, তারা শুধু স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে। চার্চের জন্যে ইমিডিয়েট কোনও হুমকি ছিল না তারা।'

'মিস্টার রানা, সার, আপনি নিশ্চয়ই প্রায়রির মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানেন?' প্রশ্ন করলেন সার হিউম।

দম আটকে রেখে জবাব দিল রানা, 'জানি।'

'মিস সোফিয়া,' বললেন সার হিউম, 'প্রায়রির সঙ্গে চার্চের বহু বছর আগেই অঘোষিত একটা সমঝোতা হয়ে আছে। সেটা হলো, চার্চ প্রায়রিকে আক্রমণ করবে না, আর প্রায়রি স্যাংগ্রিয়াল

ডকুমেন্ট ফাঁস করবে না।' একটু বিরতি নিলেন তিনি। 'তবে দেখা গেছে রহস্যটা প্রকাশ করে দেয়ার একটা প্ল্যান সব সময় থাকে প্রায়রির। ইতিহাসের একটি বিশেষ তারিখ হাজির হলে ব্রাদারহুড মুখ খুলবে, সেদিন স্যাঙগ্রিয়াল ডকুমেন্ট প্রকাশ করবে তারা, দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দেবে যিশু খ্রিস্টের সত্যিকার পরিচয়।'

ধীরে ধীরে বসল সোফিয়া। সার হিউমের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রয়েছে। 'আপনার ধারণা, সেই তারিখ কাছে চলে এসেছে? আর চার্চ সেটা জানে?'

'অসম্ভব নয়। কাজেই মরিয়া হয়ে চার্চ হামলা শুরু করতেও পারে।'

'নির্দিষ্ট তারিখ জেনে ফেলবে, চার্চের পক্ষে তা সম্ভব মনে করেন?' সার হিউমকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওটা তো অত্যন্ত গোপনীয় একটা তথ্য হবে, তাই না?'

'প্রায়রির সদস্যদের পরিচয় জানতে পারলে তারিখ জানাটা অসম্ভব হবে কেন? নির্দিষ্ট তারিখ যদি না-ও জানে, বুঝতে পারছে সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

সোয়েটারের পকেট থেকে ধীরে ধীরে ক্রুশ আকৃতির চাবিটা বের করে সার হিউমের সামনে ধরল সোফিয়া।

সেটা নিয়ে পরীক্ষা করলেন সার হিউম। 'ওহ্, গড! এটা তো প্রায়রি সিল। এ আপনি কোথায় পেলেন?'

'মারা যাবার আগে, আজ রাতেই, দাদু এটা আমাকে দিয়ে গেছেন,' বলল সোফিয়া।

চাবিটায় আঙুল বুলাচ্ছেন সার হিউম। 'চার্চের চাবি?'

বড় করে শ্বাস নিল সোফিয়া। 'এই চাবি কিস্টোনের সন্ধান দেবে।'

ঝট করে মাথা তুললেন সার হিউম, চোখে- খ অবিশ্বাস। 'অসম্ভব! কোন্ চার্চটা মিস করেছি আমি? ফ্রান্সে এমন কোনও চার্চ

নেই যেটা আমি সার্চ করিনি!'

'জিনিসটা চার্চে নেই,' বলল সোফিয়া। 'আছে একটা সুইস ডিপজিটরি ব্যাঙ্কে।'

হাঁ হয়ে গেলেন সার হিউম। 'কিস্টোন একটা ব্যাঙ্কে আছে?' রানার দিকে ফিরলেন তিনি।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'একটা ভল্টে।'

'ভল্টে? ব্যাঙ্ক ভল্টে?' প্রবল বেগে মাথা নাড়লেন সার হিউম। 'অসম্ভব, এ স্রেফ হতেই পারে না! কিস্টোন লুকিয়ে রাখার কথা গোলাপ প্রতীকের নীচে।'

'তাই আছে,' জানাল রানা। 'পাঁচ পাপড়ির গোলাপ খোদাই করা একটা রোযউড বাক্সের ভেতরে।'

সার হিউমকে বজ্রাহত দেখাল। একটা ঢোক গিললেন তিনি। 'আপনারা কিস্টোন দেখেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'ব্যাঙ্কটায় আমরা গেছি।'

ওদের দিকে এগিয়ে এলেন সার হিউম, ভয়ে বন্য দেখাচ্ছে তাঁর চোখ দুটোকে। 'মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, কিছু একটা করতে হবে আমাদেরকে। কিস্টোন খুব বিপদে আছে! ওটাকে রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। ওহ্ গড, যদি আরও চাবি থাকে তা হলে কী হবে! হয়তো ওদের তিনজনের কাছে আরও চাবি ছিল, খুন করার পর নিয়ে গেছে। আপনাদের মত চার্চও যদি ব্যাঙ্কের ঠিকানা পেয়ে যায়...'

'এখন আর লাভ নেই,' বলল সোফিয়া। 'কিস্টোনটা আমরা নিয়ে এসেছি।'

'কী! লুকানো জায়গা থেকে কিস্টোন আপনারা সরিয়ে ফেলেছেন?'

'চিন্তার কিছু নেই,' সার হিউমকে আশ্বস্ত করল রানা। 'সেটা এখনও খুব নিরাপদ জায়গায় লুকানো আছে।'

'সত্যিই কি তাই?' বিশ্বাস করতে পারছেন না সার হিউম।

'সেটা আসলে নির্ভর করে,' বলল রানা, হাসি চেপে রাখতে পারছে না, 'ডিভানের তলাটা কতদিন পরপর আপনি পরিষ্কার করান তার ওপর।'

শ্যাতো ভিলেটির বাইরে বাতাসের গতি বেড়ে গেছে। জানালার সামনে দাঁড়ানো লেবরানের আলখেল্লা পতাকার মত পতপত করছে। ভিতরে ওরা কে কী বলছে শোনা না গেলেও, কিস্টোন শব্দটা অস্পষ্টভাবে বেশ কয়েকবারই তার কানে এসেছে।

সন্দেহ নেই, ভিতরেই আছে ওটা।

লালিকের দেওয়া নির্দেশ পরিষ্কার মনে আছে লেবরানের। *শ্যাতো ভিলেটিতে ঢুকবে। কিস্টোনটা নেবে। কাউকে আহত করবে না।*

তারপর হঠাৎ করে রানাসহ বাকি দুজন অন্য একটা কামরায় চলে গেল, যাওয়ার সময় নিভিয়ে দিয়ে গেল স্টাডির সব আলো। সাপের মত নিঃশব্দে গ্লাস ডোরটার দিকে এগোল লেবরান। দরজার কবাট খোলা পেয়ে সাবধানে ঢুকে পড়ল অন্ধকার স্টাডিতে। আরেক কামরা থেকে কথাবার্তার অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে।

পকেট থেকে পিস্তলটা বের করল লেবরান। সেফটি অফ করে আরেকটা দরজার দিকে এগোল সে। করিডরে বেরুবে।

সার হিউমের শ্যাতো ভিলেটি। ড্রাইভওয়ের মুখে একা দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে লেফটেন্যান্ট ডুফি রাউল। এলাকাটা নির্জন। বহুদূর পর্যন্ত অন্ধকার। চারপাশে প্রচুর ফাঁকা জায়গা।

ব্যবধান রেখে বেড়া বরাবর দাঁড়িয়ে রয়েছে জুডিশিয়ারি পুলিশের সাত-আটজন লোক। তাদেরকে দেখছে রাউল। বেড়া টপকে বাড়িটা ঘিরে ফেলতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না তাদের। মসিয়ো রানা লুকাবার জন্য খুব ভাল একটা জায়গা বেছে

নিতে পারেননি, ভাবল সে।

এই সময়, অবশেষে, ক্যাপটেন অকটেভের ফোন এল। তবে খবরটা শুনিয়ে তাঁকে খুশি করতে পারল না রাউল।

'মসিয়ো রানার খোঁজ পাওয়া গেছে, এটা আমাকে কেউ জানায়নি কেন?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'আপনি ফোনে কথা বলছিলেন, আর...'

'তুমি এখন ঠিক কোথায়, লেফটেন্যান্ট রাউল?'

ঠিকানা, সার হিউম ব্রিটিশ নাগরিক, মসিয়ো রানা গাড়িটা সিকিউরিটি গেটের ভিতরে রেখেছেন ইত্যাদি আরও কিছু তথ্য বলে গেল রাউল।

'তুমি কিছু করবে না,' বললেন অকটেভ। 'আমি আসছি। এই ব্যাপারটা আমি নিজে ডিল করব।'

মুহূর্তের জন্য হাঁ হয়ে গেল লেফটেন্যান্ট। 'কিন্তু ক্যাপটেন, এখানে পৌঁছাতে আরও অন্তত বিশ মিনিট লাগবে আপনার! আমরা সব মিলিয়ে আটজন, তার মধ্যে চারজনের কাছে ফিল্ড রাইফেল ও সাইড আর্মস আছে।'

'আমার জন্যে অপেক্ষা করো।'

'ক্যাপটেন, ভেবে দেখেছেন, মসিয়ো রানা যদি ওখানে কাউকে জিম্মি করে থাকেন তা হলে কী হবে? তিনি যদি আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে পায়ে হেঁটে পালাতে চেষ্টা করেন? আমার লোকেরা নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে...'

'লেফটেন্যান্ট রাউল, আমি না পৌঁছানো পর্যন্ত তুমি কোনও অ্যাকশন নেবে না। এটা আমার অর্ডার।'

হতভম্ব লেফটেন্যান্ট বোতাম টিপে ফোন বন্ধ করে দিল। চিন্তা করছে, কী কারণে ক্যাপটেন অপেক্ষা করতে বলছেন তাকে? হঠাৎ ব্যাপারটা ধরতে পারল সে। ক্যাপটেন গর্ব করতে পছন্দ করেন, পছন্দ করেন প্রশংসা পেতে। মসিয়ো রানাকে তিনি নিজে অ্যারেস্ট করে কৃতিত্ব নিতে চান। টিভির পরদায় যেন অনেকক্ষণ

দেখানো হয় তাঁকেও।

'লেফটেন্যান্ট!' ফিল্ড এজেন্টদের একজন ছুটে এল রাউলের দিকে। 'আমরা একটা গাড়ি পেয়েছি।'

এজেন্টের পিছু নিল রাউল, ড্রাইভওয়ে ছেড়ে পঞ্চাশ গজ এগিয়ে এল। রাস্তার ওপাশে, চওড়া কাঁধের দিকে হাত তুলল এজেন্ট। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে লুকানো, কালো একটা অডি কার রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে হুডে হাত রাখল লেফটেন্যান্ট, এখনও গরম।

'সন্দেহ নেই এটায় চড়েই মসিয়ো রানা ও মাদামোয়াযেল সোফিয়া এখানে এসেছেন,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'রেন্টাল কোম্পানি কী বলে খবর নাও। খোঁজ নাও চুরি করা কি না।'

'জী, মসিয়ো।'

বেড়ার কাছ থেকে আরেক এজেন্ট হাতছানি দিয়ে ডাকল রাউলকে। 'লেফটেন্যান্ট, এটা দিয়ে একবার দেখুন।' রাউলের হাতে একটা নাইট ভিশন বিনকিউলার ধরিয়ে দিল সে। 'ড্রাইভওয়ের মাথার দিকে তাকান, গাছপালার ভেতরে।'

ঢালের মাথার উপর বিনকিউলার তাক করল লেফটেন্যান্ট, তারপর ইমেজ ইনটেনসিফায়ার ডায়াল অ্যাডজাস্ট করল। ধীরে ধীরে সবুজাভ আকৃতিগুলো ফোকাসে চলে এল। ড্রাইভওয়ের বাঁকটা দেখতে পেল সে, সেটা ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে দৃষ্টি, এভাবে পৌঁছে গেল গাছপালার ছোট একটা ভিড়ে। ওখানে, ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা আর্মার ক্যার। আজ রাতেই হুবহু এরকম একটা আর্মার কারকে ডিপজটরি ব্যাঙ্ক অভ জুরিখ থেকে বেরুবার অনুমতি দিয়েছিল সে। কাকতালীয় ব্যাপার? মনে হয় না।

'সম্ভবত এটায় চড়েই,' বলল এজেন্ট, 'মসিয়ো রানা ও মাদামোয়াযেল ব্যাঙ্ক থেকে পালিয়ে এসেছেন।'

বোবা হয়ে গেছে রাউল। রোডব্লকে থামানো আর্মার ট্রাকের

ড্রাইভারের কথা মনে আছে তার। লোকটার কবজিতে রোলেক্স ছিল। ইস, কার্গো হোল্ডটা চেক করা হয়নি!

বিশ্বাস করতে না পারলেও, কথাটা সত্যি– ব্যাঙ্কের কেউ একজন মসিয়ো রানা আর মাদামোয়াযেল সোফিয়া সম্পর্কে ডিসিপিজে-কে মিথ্যে কথা বলেছে, এবং তাঁদেরকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। কিন্তু কে? কেন? রাউল ভাবল, এ-কারণেই ক্যাপটেন অকটেভ তাকে কোনও অ্যাকশন নিতে মানা করেননি তো?

প্রশ্ন আরও একটা আছে। ওরা দুজন যদি আর্মার কার নিয়ে এসে থাকে, অডি নিয়ে তা হলে কে এসেছে?

কয়েকশো মাইল দক্ষিণে। চার্টার করা একটা বিচক্রাফট প্লেন উত্তরদিকে ছুটছে। আকাশ শান্ত হলেও বিশপ মার্সেল বেলমন্ড মুখের সামনে একটা এয়ারসিকনেস ব্যাগ খামচে ধরে আছেন, জানেন, যে-কোনও মুহূর্তে বমি করে ফেলবেন। তার কারণ হলো, প্যারিস থেকে মোটেও ভাল খবর পাননি তিনি।

প্লেনের ছোট্ট কেবিনে একা বসে আঙুলে পরা নীলচে-বেগুনি অ্যামেথিস্ট বসানো সোনার আংটিটা নাড়াচাড়া করছেন বেলমন্ড, ভয় ও হতাশার সঙ্গে যুঝছেন। *প্যারিসে সব কিছু ভেস্তে গেছে।* চোখ বুজে প্রার্থনা শুরু করলেন তিনি: প্রভু, ভিগো অকটেভ সব যেন সামলে নিতে পারেন।

ছয়

ডিভানে বসে আছেন সার হিউম, কোলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন কাঠের বাক্সটা। ঢাকনির উপর খোদাই করা গোলাপের নকশা থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছেন না।

'ঢাকনিটা খুলুন,' ফিসফিস করল সোফিয়া, তাঁর দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, রানার পাশে।

হাসলেন সার হিউম। *তাগাদা দিয়ো না তো!* এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই কিস্টোন খুঁজছেন তিনি, কাজেই এই মুহূর্তের প্রতিটি মিলিসেকেন্ড উপভোগ করতে চাইছেন।

'এই গোলাপই,' বললেন সার হিউম, 'হোলি গ্রেইল, আর হোলি গ্রেইলই মেরি ম্যাগডেলেন। রোয হলো কম্পাস, যেটা পথ দেখায়।' গোটা ফ্রান্সের সব চার্চ ও ক্যাথেড্রালে গেছেন তিনি, রোয উইন্ডোর নীচে কয়েকশো খিলানে তল্লাশি চালিয়েছেন, সময় লেগেছে বছরের পর বছর।

ধীরে ধীরে ঢাকনি খুলে সেটা উপরে তুললেন সার হিউম।

ভিতরের জিনিসটা দেখামাত্র তাঁর মনে হলো, এটা কিস্টোন না হয়ে যায় না। একটা পাথুরে সিলিন্ডার ওটা, হরফ খোদাই করা পরস্পর সংযুক্ত ডায়াল সহ। জিনিসটা অত্যন্ত পরিচিত মনে হলো তাঁর।

'দ্য ভিঞ্চির ডায়েরিতে পাওয়া নকশা দেখে ডিজাইন করা,' বলল সোফিয়া। 'এগুলো আমার দাদু শখ করে বানাতেন।'

আরে, তাই তো! সার হিউমের মনে পড়ল দ্য ভিঞ্চির স্কেচ ও ব্লুপ্রিন্টগুলো দেখেছেন তিনি। *হোলি গ্রেইল পাওয়ার চাবিকাঠি লুকানো আছে এই পাথরটার ভিতরে।* বাক্স থেকে ভারী ক্রিপটেক্সটা তুললেন তিনি। যদিও জানা নেই কীভাবে খুলতে হবে সিলিন্ডারটা, তবু মনে হলো এটার ভিতরেই নিহিত রয়েছে তাঁর নিয়তি।

ব্যর্থতার মুহূর্তে নিজেকে বহুবার প্রশ্নটা করেছেন সার হিউম, তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম কখনও কি সার্থক হবে? সে-সন্দেহ এখন নেই। প্রাচীন প্রবাদটা মনে পড়ল তাঁর:

গ্রেইলকে তুমি খুঁজে পাবে না, গ্রেইলই তোমাকে খুঁজে নেবে।

আজ রাতে, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, হোলি গ্রেইল হাতে পাওয়ার চাবিকাঠিটা সদর দরজা দিয়ে সরাসরি তাঁর বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

ক্রিপটেক্স নিয়ে ডিভানে বসে আছে রানা আর সার হিউম, কথা হচ্ছে ভিনিগার, ডায়াল, সম্ভাব্য পাসওয়ার্ড কী হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে।

রোযউড বাক্সটা নিয়ে কামরার আরেক প্রান্তে চলে এল সোফিয়া, আলোকিত একটা টেবিলে দাঁড়িয়ে সেটাকে আরও ভাল করে দেখছে। সার হিউম এইমাত্র এমন কিছু বলেছেন, মাথা থেকে সেটা সরাতে পারছে না সে।

গ্রেইলের চাবি লুকানো আছে গোলাপ প্রতীকের নীচে।

বক্স-এর রোয সিম্বলটা দেখছে সোফিয়া।

রোয-এর নীচে।

হোঁচট খাওয়ার মত একটা আওয়াজ ভেসে এল করিডর থেকে। ঘাড় ফেরাতে ছায়া ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না সোফিয়া। নিশ্চয়ই সার হিউমের সার্ভেন্ট লুই ওখান দিয়ে হেঁটে গেছে। আবার বাক্সটার দিকে মন দিল সে। কাঠের উপর খোদাই

করা গোলাপটার মসৃণ কিনারায় আঙুল বুলাচ্ছে, ভাবছে চাপ দিয়ে বা অন্য কোনওভাবে এটাকে খুলে ফেলা যায় কি না।

কিন্তু না, শিল্পীর কারিগরিদক্ষতা নিখুঁত, অলঙ্কৃত গোলাপ ও সতর্কতার সঙ্গে খোদাই করা ঢালু অংশের মাঝখান দিয়ে একটা রেজার ব্লেডও ঢুকবে কি না সন্দেহ।

বাক্সটা খুলে ঢাকনির ভিতর দিকটাও পরীক্ষা করল সোফিয়া। পুরোটাই মসৃণ। তবে ওটার পজিশন বদলাতে দেখা গেল ঢাকনির তলার দিকে কীসে যেন আলো আটকাচ্ছে। খুদে একটা ফুটো, ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। ঢাকনিটা বন্ধ করে উপর দিক থেকে অলঙ্কৃত সিম্বলটা পরীক্ষা করল সোফিয়া। না, এদিকে কোনও ফুটো নেই।

বাক্সটা টেবিলে রেখে চারপাশে চোখ বুলাল সোফিয়া। কয়েক বান্ডিল কাগজ দেখল, পেপার ক্লিপ দিয়ে আটকানো। একটা জেমস ক্লিপ নিয়ে এসে বাক্সটা খুলল, ভাল করে আবার দেখল ফুটোটা, তারপর ক্লিপটাকে সোজা করে একটা প্রান্ত ফুটোর ভিতর ঢোকাল। ধীরে ধীরে, সাবধানে চাপ বাড়াল সে। প্রায় কোনও চেষ্টাই করতে হলো না, মৃদু আওয়াজ করে কী যেন একটা পড়ল টেবিলে।

ছোট এক টুকরো কাঠ, পাযল পিস-এর মত। কাঠের গোলাপটা ঢাকনি থেকে খসে ডেস্কের উপর পড়েছে।

যেখানে গোলাপটা ছিল ঢাকনির সেই ফাঁকা জায়গাটায় অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সোফিয়া। ওখানে, কাঠের উপর খোদাই করা, পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে দুর্বোধ্য ভাষায় চারটে লাইন লেখা রয়েছে।

এই ভাষা জীবনে কখনও দেখেনি সোফিয়া। হরফগুলো দেখে সেমিটিক বলে মনে হলো, কিন্তু তারপরও ভাষাটা চিনতে পারছে না সে।

তারপর, ঠিক যখন চিনতে শুরু করেছে, পিছনে কিছু

নড়াচড়ার শব্দ সোফিয়ার মনোযোগ কেড়ে নিল।

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল কেউ। তীব্র ব্যথায় জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো তার, হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে মেঝেতে পড়ল, তারপর কাত হয়ে ঢলে পড়ল পুরো শরীর। পড়বার সময় মুহূর্তের জন্য সাদা ভূতের মত একটা কাঠামো দেখতে পেল ও, হাতে উল্টো করে ধরা একটা আগ্নেয়াস্ত্র।

তারপর অন্ধকার হয়ে গেল সব।

সার হিউম আর রানাকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে গেছে পুরোহিত লেবরান। সোফিয়ার দিকে পিছন ফিরে থাকায় তার পরিণতি সম্পর্কে এতক্ষণ কোনও ধারণাই ছিল না ওদের।

রানা দেখল উলের তৈরি আলখেল্লা ও রশির মত পাকানো টাই পরা এক লোক ওদের দিকে পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার সারা শরীরে শ্বেতি, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা সাদা চুল, চোখ দুটো টকটকে লাল। লোকটা কে হতে পারে, রানার কোনও ধারণা নেই।

'আপনারা জানেন কেন আমি এসেছি,' বলল পুরোহিত, গলার আওয়াজ ফাঁপা।

সোফায় পাশাপাশি বসে রয়েছে রানা ও সার হিউম। পুরোহিতের নির্দেশ মত আগেই মাথার উপর হাত তুলেছে দুজনে। এই মাত্র জ্ঞান ফিরে কাতর আওয়াজ করছে সোফিয়া। পুরোহিত একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সার হিউমের কোলের উপর পড়ে থাকা কিস্টোনটার দিকে।

সার হিউম কঠিন সুরে বললেন, 'এটা তুমি খুলতে পারবে না।'

'আমার অভিভাবক লালিক অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ,' জবাব দিল পুরোহিত, একটু একটু করে কাছে সরে আসছে, হাতের পিস্তল

কখনও রানার দিকে ধরছে, কখনও সার হিউমের দিকে।

রানা ভাবছে, লুই কী করছে? সোফিয়ার গোঙানির আওয়াজ তার কানে যাচ্ছে না?

'কে তোমার অভিভাবক?' প্রশ্ন করল রানা। 'আমরা হয়তো টাকা-পয়সা দিয়ে একটা রফা করতে পারি।'

হাসল লেবরান। 'গ্রেইল অমূল্য সম্পদ।' আরও এ সামনে বাড়ল সে।

'তোমার শরীর থেকে রক্ত পড়ছে,' বললেন সার হিউম, আঙুল তুলে গোড়ালির কাছটা দেখালেন। লেবরানের পা বেয়ে রক্তের একটা সরু ধারা নামছে। 'তুমি দেখছি খোঁড়াচ্ছও।'

'আপনার মত,' জবাব দিল পুরোহিত, ইঙ্গিতে সার হিউমের পাশে খাড়া করে রাখা ধাতব ক্রাচটা দেখাল। 'এবার দয়া করে কিস্টোনটা দিন আমাকে।'

'এই কিস্টোন সম্পর্কে জানো তুমি?' প্রশ্ন করলেন সার হিউম, গলার সুরে বিস্ময়।

'আমি কী জানি তা নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না। যা বলছি করুন। ধীরে ধীরে দাঁড়ান, তারপর হাতের ওটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরুন।'

'আমার পক্ষে দাঁড়ানো একটু কঠিন।'

'আমার জন্যে সুখবর। আমি চাই না দ্রুত কেউ কিছু করে বসুক।'

একটা ক্রাচের ভিতর ডান হাতটা গলিয়ে দিলেন সার হিউম, কিস্টোনটা ধরলেন বাম হাতে, তারপর টলমলে ভঙ্গিতে দাঁড়াতে যাচ্ছেন। বাম হাতের তালুতে ভারী সিলিন্ডারটা থাকায় হাতটা ধীরে ধীরে নীচে নামছে তাঁর, ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারবেন না বুঝতে পেরে ডান হাতে ধরা ক্রাচটায় শরীরের সবটুকু ওজন চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি।

আরও কাছে চলে এসে কিস্টোনটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল

লেবরান, অপর হাতের পিস্তল সরাসরি সার হিউমের কপালে তাক করে রেখেছে। হঠাৎ নড়ে উঠলে নার্ভাস পুরোহিত গুলি করে বসতে পারে, সেই ভয়ে সার হিউমের পাশে কাঠ হয়ে বসে আছে রানা।

'এ পেলেও তোমার কোনও কাজে আসবে না,' বললেন হিউম। 'শুধু উপযুক্ত লোকই এটা খুলতে পারবে।'

কে যোগ্য, কে উপযুক্ত তা একমাত্র ঈশ্বরই নির্ধারণ করবেন, ভাবল লেবরান।

'অসম্ভব ভারী এটা,' বললেন সার হিউম, রীতিমত টলছেন তিনি। 'তাড়াতাড়ি নাও, তা না হলে আমার হাত থেকে পড়ে যাবে...'

পাথরটা ধরার জন্য দ্রুত সামনে বাড়ল লেবরান। ঠিক এই সময় সার হিউম ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। বগলের তলা থেকে পিছলে বেরিয়ে এল ক্রাচ; ডান দিকে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছেন তিনি।

না! আঁতকে উঠল লেবরান। পাথরটাকে রক্ষা করার জন্য লাফ দিল সে, ফলে পিস্তল ধরা হাতটা নিচু হয়ে গেল। কিন্তু কিস্টোনটা ইতিমধ্যে তার কাছ থেকে সরে যেতে শুরু করেছে। ডান দিকে পড়ে গেলেন সার হিউম, তাঁর বাম পা পিছন দিকে ঝাপটা মারল, আর বাম হাতের তালু থেকে ডিভানের উপর পড়ে গেল সিলিন্ডারটা। এক সেকেন্ড আগে পতন শুরু হয়েছে ধাতব ক্রাচের, চওড়া একটা বৃত্তরেখা তৈরি করে সরাসরি লেবরানের পায়ে উপর নেমে এল সেটা– কাঁটা লাগানো বেল্টে।

তীক্ষ্ণ কাঁটাগুলো দগদগে ক্ষতের আরও গভীরে ডেবে যাওয়ায় প্রচণ্ড ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল লেবরান। মেঝেতে ঢলে পড়ল সে, চাপ পড়ায় কাঁটাগুলো কাঁচা মাংসের আরও ভিতরে বিঁধল।

লেবরানকে লক্ষ্য করে লাফ দিল রানা। তার পিস্তল ধরা হাতের কবজি আঁকড়ে ধরে মোচড়াচ্ছে। প্রচণ্ড শব্দে গুলি হলো

একটা। কারও কোনও ক্ষতি না করে কাঠের মেঝেতে বিঁধল বুলেট। কাত হয়ে শুয়ে পড়ল লেবরান, পিস্তলটা এখনও তার হাতে রয়ে গেছে।

আবার হাতটা তুলতে যাচ্ছে লেবরান, তার চোয়ালে মোক্ষম এক লাথি মারল রানা।

ড্রাইভওয়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে গুলির আওয়াজ শুনল লেফটেন্যান্ট। ভোঁতা আওয়াজটা যেন তার শিরায় শিরায় আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল। ক্যাপটেন তাকে যে নির্দেশই দিয়ে থাকুন, এই পরিস্থিতিতে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে ওই ষণ্ড মহোদয়ই তার চাকরি খাবেন। শ্যাতোর লোহার গেটের দিকে চোখ রেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে।

'আগে বাড়ো!' নিজের লোকদের নির্দেশ দিল রাউল।

'সোফিয়া আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে,' বলল রানা।

কামরার ভিতর কে যেন ঢুকছে।

সার হিউম চেঁচিয়ে উঠলেন। 'কোথায় ছিলে তুমি?'

ঘরে ঢুকেই আঁতকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে লুই। 'ওহ্ গড! কী হয়েছে, সার? কীভাবে হলো? পুলিশ ডাকছি আমি।'

'থামো!' ধমক দিলেন হিউম। 'পুলিশ ডাকতে হবে না। কাছেপিঠে থাকো, আর দেখো এই দৈত্যটাকে বাঁধার জন্যে কিছু পাও কি না।'

'আর খানিকটা বরফ,' বলল রানা। ইতিমধ্যে সোফিয়াকে মেঝে থেকে তুলে এনে ডিভানে শুইয়েছে ও।

চোখে-মুখে ঠাণ্ডা বরফের ছোঁয়া জ্ঞান ফিরিয়ে আনল সোফিয়ার। চোখ মেলতেই সে দেখতে পেল মেঝেতে প্রকাণ্ড দেহী এক লোক পড়ে রয়েছে– গায়ের চামড়া থেকে শুরু করে চুল পর্যন্ত ধবধবে সাদা তার, মুখটা টেপ দিয়ে বন্ধ করা, হাত

দুটো রশি দিয়ে বাঁধা। তার চিবুকের মাংস ফাঁক হয়ে আছে। ডান উরুর উপর আলখেল্লা ভিজে গেছে রক্তে। তারও জ্ঞান ফিরছে বলে মনে হলো।

পাশে বসা রানার দিকে তাকাল সোফিয়া। 'কে লোকটা? ঘটে...'

তার হাত ধরে মৃদু চাপ দিল রানা। 'উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই।'

'ওই লোক কে তা আমরা জানি না,' বললেন সার হিউম। 'তবে উরুতে কাঁটা লাগানো বেল্ট পরে আছে সে। ওটাকে ডিসিপ্লিন বেল্ট বলে।'

'ওগুলো অপাস ডেই সংগঠনের সদস্যরা পরে,' মৃদুকণ্ঠে সোফিয়াকে বলল রানা। ওর মনে পড়ল, সম্প্রতি অপাস ডেই-এর কয়েকজন সদস্যের কথা মিডিয়াতে প্রচার করা হয়েছে, তারা সবাই বস্টনের ব্যবসায়ী। সহ-ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেছে, তারা তাদের উরুতে কাঁটা লাগানো বেল্ট পরে নিজেদেরকে কষ্ট দেয়।

মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটাও তাই, সন্দেহ নেই, অপাস ডেই-এর সদস্য।

'প্রশ্ন হলো, অপাস ডেই কী কারণে হোলি গ্রেইল খুঁজছে?' জিজ্ঞেস করলেন সার হিউম।

ডিভান ছেড়ে টেবিলটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সোফিয়া। 'আপনারা,' বলল সে, 'এদিকে আসুন।' কাঠের বাক্সটা টেবিলে পড়ে রয়েছে। সেটার পাশ থেকে ঢাকনি থেকে আলাদা করা কাঠের গোলাপটা তুলল সে।

'কী ওটা?' তার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। পিছু নিয়ে সার হিউমও আসছেন।

'বাক্সের একটা খোদাইয়ের কাজ ঢেকে রেখেছিল এটা। আমার ধারণা টেক্সটা হয়তো বলতে পারবে কীভাবে খোলা যায় কিস্টোন।'

রানা আর সার হিউম কিছু বলবার আগেই পাহাড়ী ঢালের নীচে এক সাগর পুলিশ হেডলাম্পের আলো জ্বলে উঠল, সাইরেনের শব্দ বিস্ফোরিত হলো। ড্রাইভওয়ে ধরে এগিয়ে আসছে পুলিশ কারের কনভয়টা।

ভ্রূ কোঁচকালেন হিউম। 'বন্ধুরা, আমাদেরকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। সেটা যতটা সম্ভব দ্রুত হলেই ভাল হয়, তাই না?'

শ্যাতো ভিলেটিতে ঘোড়ার একটা আস্তাবল আছে, তবে সেখানে ঘোড়ার বদলে রাখা আছে দামি সব গাড়ি– ডেইমলার, রোলস-রয়েস, অ্যাস্টন মার্টিন ইত্যাদি।

ওই আস্তাবল থেকে একটা রেইঞ্জ রোভার নিয়ে শ্যাতোর পিছনের খোলা মাঠে বেরিয়ে এসেছে ওরা। গাড়িটা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চালাচ্ছে সার হিউমের ম্যানসার্ভেন্ট লুই লেভাউ। এই মুহূর্তে দীর্ঘ পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নীচে নামছে ওরা। অনেক দূরে জঙ্গলে ঢাকা এবড়োখেবড়ো জমিন দেখা যাচ্ছে।

কোলের উপর কিস্টোন নিয়ে প্যাসেঞ্জার সিটে বসে রয়েছে রানা। ঘাড় ফিরিয়ে ব্যাকসিটে বসা সার হিউম আর সোফিয়ার দিকে তাকাল ও। 'আপনার মাথা কেমন আছে, সোফিয়া?' গলার সুরে উদ্বেগ।

জোর করে একটু হাসল সোফিয়া। 'আগের চেয়ে ভাল, ধন্যবাদ।' ব্যথায় অসুস্থ বোধ করছে সে।

ঘাড় ফিরিয়ে ব্যাক সিটের পিছনে লাগেজ সেকশনে তাকালেন সার হিউম। হাত-পা ও মুখ বেঁধে পুরোহিতকে ফেলে রাখা হয়েছে ওখানে। তার পিস্তলটা হিউমের উরুর উপর পড়ে রয়েছে।

'এরকম একটা বিপদে জড়িয়ে ফেললাম আপনাকে, সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত, সার,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল রানা।

'জড়িয়েছেন বলেই বরং অসংখ্য ধন্যবাদ,' হেসে উঠে

বললেন হিউম। 'সারাটা জীবন ঠিক এটার সঙ্গে জড়াবার জন্যেই তো ছটফট করে মরেছি আমি।' উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে সামনের বনভূমির দিকে তাকালেন, তারপর টোকা দিলেন লুই-এর কাঁধে।

'ইয়েস, সার?'

'মনে রেখো, ব্রেক লাইট জ্বালা চলবে না। প্রয়োজন হলে ইমার্জেন্সি ব্রেক ব্যবহার করবে। বাড়ি থেকে কিছুতেই ওরা যেন আমাদের দেখতে না পায়।'

'ইয়েস, সার।' গিয়ার লো করে স্পিড কমিয়ে সরু একটা ফাঁক গলে বনভূমির ভিতর ঢুকল লুই। মাথার উপর গাছপালা চলে আসায় চাঁদের আলো নীচে নামতে পারছে না। চারদিক গাঢ় অন্ধকার।

জঙ্গলের আরও একটু ভিতরে ঢুকে সার হিউমের নির্দেশে ফগ লাইট জ্বালল লুই। ম্লান হলুদ আলোয় শুধু সামনের পথটা দেখা যাচ্ছে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

'জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে ফাইভে উঠব।'

গোলাপ খোদাই করা কাঠের টুকরোটা জায়গা মত বসিয়ে রাখা হয়েছে। বাক্সটা খুলে ঢাকনি থেকে আবার সেটাকে আলাদা করতে যাচ্ছে রানা, পিছন থেকে ওর কাঁধে একটা হাত রাখলেন সার হিউম।

'ধৈর্য ধরুন, সার,' বললেন তিনি। 'একে অন্ধকার, তার ওপর উঁচু-নিচু রাস্তা, কিছু ভেঙে-টেঙে গেলে দুঃখের সীমা থাকবে না।'

কথাটায় যুক্তি আছে।

পিছন থেকে বন্দি পুরোহিতের গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল। বাঁধন মুক্ত হওয়ার জন্য হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করেছে সে। ঝট্ করে ঘুরে হাতের পিস্তলটা তার দিকে তাক করলেন হিউম। 'আপনার অভিযোগের কারণ আমার বোধগম্য হচ্ছে না, সার। বিনা অনুমতিতে আমার বাড়িতে ঢুকেছেন আপনি, আমার

এক বন্ধুর মাথায় বাড়ি মেরেছেন। আমার এখন অধিকার আছে আপনাকে গুলি করে এই জঙ্গলে ফেলে রেখে যাবার।'

লেবরান শান্ত হয়ে গেল।

'ওকে সঙ্গে আনাটা কি ঠিক হলো?' জানতে চাইল রানা।

'একশোবার ঠিক হয়েছে, সার!' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন হিউম। 'আপনাকে খুনের অপরাধে খোঁজা হচ্ছে, মিস্টার রানা। এই গর্দভটা আপনার মুক্তির টিকিট। আপনাকে খুবই দরকার পুলিশের, তা না হলে সূত্র ধরে আমার বাড়িতে চলে আসত না।'

'আপনাদের সবার সব অসুবিধের জন্য আমি দায়ী,' বলল সোফিয়া। 'আর্মার কারে সম্ভবত ট্র্যান্সমিটার ছিল।'

'পুলিশ আপনাদের খোঁজ পেয়েছে, তাতে আমি আশ্চর্য হইনি; কিন্তু এই অপাস ডেই উপদ্রব কীভাবে জানল আমার বাড়িতে আছেন আপনারা? নিশ্চয়ই পুলিশ, কিংবা জুরিখ ডিপজিটরির সঙ্গে যোগাযোগ আছে তার।'

ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছে রানা। কেন কে জানে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন ক্যাপটেন অকটেভ। ওদিকে ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট ড্যালক্রোজই বা সাহায্য করতে গিয়েও হুট করে ওদের বিরুদ্ধে চলে গেলেন।

'এই পুরোহিত একা নয়, সার,' রানাকে বললেন হিউম। 'এর পেছনে আরও অনেক লোক আছে। আসলে কে দায়ী, কী তার উদ্দেশ্য, এ-সব না জানা পর্যন্ত আপনারা দুজনেই বিপদের মধ্যে আছেন। আশার কথা হলো, আমার পেছনের এই সাদা লোকটা তথ্যগুলো জানে।'

অগভীর পানির উপর দিয়ে ছুটল ওদের গাড়ি। তারপর ঢাল বেয়ে উঠল কিছুটা। নামল তারও বেশি।

গাড়ির ফোন নিয়ে ডায়াল করলেন সার হিউম। 'মার্টিন? ঘুম ভাঙালাম? কী বলো, অবশ্যই। বাজে প্রশ্ন। দুঃখিত। ছোট্ট একটা সমস্যা। আমার চিকিৎসার জন্যে লুইকে নিয়ে আইল-এ পৌঁছাতে

চাইছি। হ্যাঁ, মানে, এখনই। বিশ মিনিটের মধ্যে লিজাকে তৈরি রাখতে পারবে? গুড।' যোগাযোগ কেটে দিলেন তিনি।

'লিজা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার প্লেন। আমরা লন্ডনে যাচ্ছি, সার– যেখানে ফ্রেঞ্চ জুডিশিয়ারি পুলিশ আপনাদের নাগাল পাবে না।'

হেসে ফেলল রানা।

'এটা হাসির কোনও ব্যাপার নয়,' প্রতিবাদের সুরে বলল সোফিয়া। 'ভাল করে ভেবে দেখুন, রানা, আমাদের কি ফ্রান্স ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত হচ্ছে?'

'আমার হাসার কারণ হলো, সার হিউম কী কারণে লন্ডনে যেতে চাইছেন আমি তা জানি।'

'কী কারণে?'

'অনেকেই বিশ্বাস করে গ্রেইলটা গ্রেট ব্রিটেনে আছে,' বলল রানা।

'ঠিক তাই,' সায় দিয়ে বললেন সার হিউম। 'আমরা যদি কিস্টোনটা খুলতে পারি, নিশ্চয়ই একটা ম্যাপ পাব, সেটা দেখলেই জানা যাবে ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা।'

'গ্রেইল যদি ইংল্যান্ডে থাকে, আমাদেরও ওখানেই যাওয়া উচিত,' থেমে থেমে বলল সোফিয়া। 'তবে আপনি কিন্তু, সার, আমাদের জন্যে খুবই বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলছেন। ফ্রেঞ্চ পুলিশ আপনার শত্রু হয়ে গেল।'

'ফ্রান্সে আমার কাজ শেষ। এখানে আস্তানা গেড়েছিলাম কিস্টোনটা পাবার আশায়। সে কাজটা শেষ হয়েছে। শ্যাতো ভিলেটিকে আর কোনদিন দেখতে না পেলে, না-ই পেলাম।'

সোফিয়ার সংশয় তবু যাচ্ছে না। 'আমরা এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি পার হব কীভাবে?'

'একটা এক্সিকিউটিভ এয়ারফিল্ডে যাচ্ছি আমরা। ফ্রেঞ্চ ডাক্তার দেখলেই নার্ভাস হয়ে পড়ি, তাই ট্রিটমেন্টের জন্যে মাসে

দু'বার লন্ডনে যেতে হয় আমাকে। বিশেষ সুযোগ-সুবিধে পাবার জন্যে যাত্রার দু'মাথাতেই ভাল পয়সা ঢালি। মিস্টার রানা, সার, আমরা আকাশে ওঠার পর সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, ল্যান্ড করার পর বাংলাদেশ দূতাবাসের কোনও কর্মকর্তাকে, কিংবা আপনার এজেন্সির লন্ডন শাখার কাউকে এয়ারপোর্টে আপনি দেখতে চান কি না।'

রানা সিদ্ধান্ত নিল, দূতাবাস বা এজেন্সি কারও সাহায্যই নেওয়া চলবে না ওর। বিপদে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু সেটা নিতান্তই ব্যক্তিগত, নিজের চেষ্টায় সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তা ছাড়া, এই মুহূর্তে কিস্টোন, দুর্বোধ্য ভাষা ও গ্রেইল ছাড়া আর কিছুই ভাবতে চাইছে না ও। ছুটির ক'টা দিন এ নিয়েই থাকবে।

'সার?' হঠাৎ মুখ খুলল লুই। 'আপনি কি সত্যি সত্যি চিরকালের জন্যে ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

'অবশ্যই। তবে সেজন্যে তোমার মন খারাপ করতে হবে না। আমার সঙ্গে তুমিও যাচ্ছ। ডেভোনশায়ার-এ একটা ভিলা কেনার প্ল্যান আছে আমার, তুমি ওটা দেখাশোনা করবে। অ্যাডভেঞ্চার, লুই, স্রেফ অ্যাডভেঞ্চার!'

নাকে কফ জমে ওঠায় দম আটকে আসছে পুরোহিতের। টেপ, নিজের সমস্যা বোঝাবার জন্য গোঙাতে শুরু করল সে।

লুই বলল, 'লোকটা না বিষম খেয়ে মারা যায়, সার।'

পিছন দিকে তাকালেন সার হিউম, তারপর পুরোহিতের মুখের টেপটার এক প্রান্ত ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেন।

লেবরানের মনে হলো তার ঠোঁটের উপরে আগুন ধরে গেছে। তবে মুখ দিয়ে ফুসফুসে বাতাস নিতে পারায় ঈশ্বরকে তার পরম সুহৃদ মনে হলো।

'কে আপনাকে পাঠিয়েছে?' জানতে চাইলেন হিউম। 'কার হয়ে আপনি কাজ করেন?'

'আমি ঈশ্বরের কাজ করি,' বলল লেবরান।

রানার লাথি মারার জায়গাটায় আঙুল দিয়ে একটা খোঁচা দিতেই চোখে অন্ধকার দেখল সে। চিবুকের ওখানটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে।

'আপনি অপাস ডেই-এর লোক,' বললেন হিউম।

'আমি কে, সে-সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণাই নেই।'

'অপাস ডেই কিস্টোনটা কেন চাইছে?'

জবাব দেওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই লেবরানের।

আমি ঈশ্বরের কাজ করি। দ্য ওয়ে হুমকির মুখে পড়েছে।

লেবরানের ভয় হচ্ছে, তার মিশন ব্যর্থ হয়ে গেছে। লালিক ও বিশপকে জীবনে আর মুখ দেখাতে পারবে না সে। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব কথা জানাবে, তারও কোনও উপায় নেই। কিস্টোনটা ওদের হাতে পড়ে গেছে!

প্রার্থনা শুরু করল লেবরান: ঈশ্বর, প্লিজ, আমার একটা মিরাকল দরকার!

এখন কিছু জানে না বটে, তবে তার প্রার্থনা যে ঈশ্বর শুনতে পেয়েছেন, টের পাবে সে অচিরেই।

রানাকে অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করছে সোফিয়া। 'কী ব্যাপার? আপনার মুখে অদ্ভুত একটা হাসি দেখলাম।'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা, অনুভব করল ওর চোয়াল শক্ত হয়ে আছে, ধক ধক করছে বুকের ভিতরটা। এইমাত্র অবিশ্বাস্য একটা চিন্তা ঢুকেছে ওর মাথায়। ব্যাপারটা কি এত সহজে ব্যাখ্যা করা সম্ভব?

'আমি আপনার সেল ফোনটা একবার ব্যবহার করতে চাই, সোফিয়া,' বলল রানা।

'এখনই?'

'এইমাত্র আমি একটা অঙ্ক করেছি, উত্তরটা মিলিয়ে দে

ঠিক কি না।'

'কী অঙ্ক?'

'একটু পরেই বলছি। আপনার ফোনটা একবার দরকার।'

সতর্ক ও উদ্বিগ্ন দেখাল সোফিয়াকে। 'আপনাকে বলে দেয়ার দরকার নেই যে ক্যাপটেন অকটেভ হয়তো ট্রেস করছেন, এক মিনিটের বেশি লাইনে না থাকাই ভাল।' নিজের ফোনটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি নাম্বারে ডায়াল শুরু করল রানা। জানে, যে প্রশ্নটা সারারাত বিভ্রান্ত করছে পরবর্তী ষাট সেকেন্ডের মধ্যে তার উত্তর পেয়ে যেতে পারে ও।

সাত

নিউ ইয়র্কে রানার এক বন্ধু আছে, নাম জেফ হুইলম্যান, পেশায় প্রকাশক। নিজের কিছু নোট তাকে পড়তে দিয়েছে ও। সেই সঙ্গে অনুরোধ করে বলেছে– দেখো তো এগুলোর সাহায্য নিয়ে কাউকে দিয়ে একটা বই লেখাতে পার কি না। নোটগুলোয় দেবী-বন্দনার বিবরণ আছে, তার মধ্যে বেশ কিছু অংশ আছে মেরি ম্যাগডেলেনকে নিয়ে। এই মুহূর্তে তাকেই ফোন করছে রানা।

'হুইল? রানা। এক মিনিট কথা বলব। যে নোটগুলো তোমাকে আমি পড়তে দিয়েছিলাম, ওগুলো কি–'

'হ্যাঁ, ওগুলো কয়েকজনের কাছে পাঠিয়েছি,' বলল হুইলম্যান। 'কেন বলো তো?'

'লুভার মিউজিয়ামের কিউরেটার ল্যাক বেসনের কাছে পাঠিয়েছ?'

'পাঠিয়েছি।'

'কবে? কবে পাঠিয়েছ?'

'প্রায় মাসখানেক আগে। আমি ল্যাক বেসনকে এ-ও জানিয়েছিলাম যে তুমি খুব শিগগির প্যারিসে যাচ্ছ, ইচ্ছে করলে আপনারা দুজন কোথাও বসে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করে নিতে পারেন। তোমাকে ফোন করেছিলেন তিনি? এক সেকেন্ড, তুমি না প্যারিস থেকে ফোন করছ?'

'হ্যাঁ। নোটগুলো সম্পর্কে মসিয়ো বেসন তোমাকে কিছু বলেছেন?'

'না, এখনও তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ।'

'রানা–'

যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

রেইন্ড রোভারের ভিতর বেসুরো গলায় হেসে উঠলেন সার হিউম। 'রানা, সার, আপনি বলছেন আপনার লেখা কিছু নোট একটা সিক্রেট সোসাইটির ব্যাপারে নাক গলিয়েছে, আর আপনার প্রকাশক সেগুলো ওই সোসাইটিকেই পড়তে পাঠিয়েছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কাকতালীয় ব্যাপার, ডিয়ার ফ্রেন্ড।' এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন হিউম। 'মিলিয়ন-ডলার কোশ্চেন হলো, প্রায়রির ব্যাপারে আপনার পজিশন অনুকূল, নাকি প্রতিকূল?'

সার হিউম কী বলতে চান পরিষ্কার বুঝল রানা। অনেক ঐতিহাসিক প্রশ্ন করেন, প্রায়রি কী কারণে এখনও স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট লুকিয়ে রেখেছে? অনেক আগেই অন্তত কিছু তথ্য দুনিয়ার মানুষকে জানানো উচিত ছিল।

প্রশ্নটার জবাব দেওয়ার সময় সত্যি কথাই বলল রানা। 'প্রায়রির কোনও ব্যাপারেই আমি কোনও পজিশন নেই না।'

ওর দিকে তাকাল সোফিয়া। 'কিস্টোনের কথা বলেছেন?'

গাল কোঁচকাল রানা। বলেছে। বেশ কয়েকবারই। 'উদাহরণ হিসেবে সম্ভাব্য কিস্টোনের কথা তো আসবেই।'

সোফিয়া বলল, '*P.S. FIND MASUD RA A*-র ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।'

রানার অনুভূতি বলছে, ওর প্রতি ল্যাক বেসনের আগ্রহী হয়ে ওঠার পিছনে অন্য কারণও আছে, তবে তা নিয়ে সোফিয়ার সঙ্গে নিরিবিলিতে আলাপ করতে চায় ও।

একসময় লা বুওজে এয়ারফিল্ডে পৌঁছাল ওদের রেইঞ্জ রোভার। এয়ারস্ট্রিপের শেষ মাথায় একটা হ্যাঙ্গার, সেদিকে এগোচ্ছে লুই।

খাকি ইউনিফর্ম পরা এক লোক বেরিয়ে এল হ্যাঙ্গার থেকে। ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ল সে, তারপর টান দিয়ে প্রকাণ্ড একটা করোগেটেড মেটাল ডোর খুলল। ভিতরে ঝলমল করছে সাদা একটা জেটপ্লেন।

গাড়িটা থামাল লুই।

চকচকে ফিউজিলাজের দিকে চোখ রেখে রানা জানতে চাইল, 'এটাই আপনার লিজা?'

নিঃশব্দে হাসলেন সার হিউম।

গাড়ির দিকে ছুটে এল খাকি উর্দি পরা লোকটা, হেডলাইটের আলো পড়ায় চোখ কুঁচকে রেখেছে। 'সব প্রায় রেডি, সার। তবে এত অল্প সময়ের নোটিসে...' গাড়ির ভিতর থেকে রানা ও সোফিয়াকে নামতে দেখে থেমে গেল সে।

'বন্ধুদের সঙ্গে জরুরি একটা কাজে লন্ডনে যাচ্ছি,' বললেন সার হিউম। 'তাগাদা আছে, কাজেই দেখো কীভাবে তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া যায়।' কথা বলার ফাঁকে গাড়ি থেকে পিস্তলটা বের

করে রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন।

আগ্নেয়াস্ত্র দেখে পাইলটের চোখ বড় হয়ে উঠল। সার হিউমের কাছে হেঁটে এসে ফিসফিস করছে সে, 'মাফ চেয়ে নিচ্ছি, সার, কিন্তু আমার ডিপ্লোম্যাটিক ফ্লাইট আপনাদের মাত্র দুজনকে অ্যালাউ করবে– আপনাকে, আর লুইকে। আপনার বন্ধুদের তো আমি নিতে পারব না।'

'মার্টিন,' সার হিউম বললেন, 'এক হাজার পাউন্ড স্টার্লিং ও লোড করা একটা পিস্তল কী বলছে জানো? বলছে তুমি আমার বন্ধুদের নিতে পারবে।' ইঙ্গিতে রেইঞ্জ রোভারটাকে দেখালেন। 'ওখানে আরও এক লোক আছে, তাকেও।'

হকার জেট এয়ারফিল্ডটাকে পিছনে ফেলে এল।

কেবিনের সামনে একটা মিনি-বোর্ডরুমে বসেছে ও. তিনজন, সুইভেল চেয়ারগুলো মেঝের সঙ্গে গাঁথা।

প্লেনের পিছনদিকের একটা কেবিনের বাইরে পিস্তল হাতে চেয়ারে বসে রয়েছে লুই, কেবিনের মেঝেতে বস্তার মত পড়ে থাকা পুরোহিতকে পাহারা দিচ্ছে।

'বন্ধুরা,' গুরুজনসুলভ গাম্ভীর্যের সঙ্গে আলাপটা শুরু করলেন সার হিউম। 'কোনও সন্দেহ নেই যে এটা আপনাদের অ্যাডভেঞ্চার, আমি স্রেফ অতিথি। শুভানুধ্যায়ী হিসেবে প্রথমেই আমি সাবধান করে দিয়ে বলতে চাই যে আপনারা যে পথে পা ফেলতে যাচ্ছেন সেখান থেকে কিন্তু ফেরত আসা যায় না, সামনে যত বড় বিপদই থাকুক না কেন। মাদামোয়াযেল সোফিয়া, আপনার দাদু আপনাকে এই ক্রিপটেক্সটা দিয়ে গেছেন এই আশায় যে গ্রেইলের রহস্য আপনি গোপন রাখবেন, তাই না?'

'জী।'

'তা হলে ধরে নিতে পারি ট্রেইল আপনাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবেন আপনি।'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া, তবে ওর আগ্রহের আরও একটা কারণ আছে–নিজ পরিবার সম্পর্কে সত্যি কথাটা জানতে চায় ও।

'আজ রাতে আপনার দাদু সহ আরও তিন ব্যক্তি মারা গেছেন,' বলে চলেছেন হিউম। 'মারা গেছেন এই কিস্টোনটাকে চার্চের নাগাল থেকে দূরে রাখার জন্যে। অপাস ডেই এটার কয়েক ইঞ্চির মধ্যে চলে এসেছিল। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আপনার ঘাড়ে একটা গুরুদায়িত্ব চেপেছে।'

আবার মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া।

'আপনার হাতে একটা মশাল ধরিয়ে দেয়া হয়েছে,' বলে যাচ্ছেন সার হিউম। 'আপনাকে দেখতে হবে দু'হাজার বছরের পুরানো শিখাটা কোনও অবস্থাতেই যেন নিভে না যায়। কিংবা মশালটা যেন ভুল কোনও লোকের হাতে না পড়ে। হয় এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার নিজেকেই পালন করতে হবে, নয়ত দায়িত্বটা আর কারও হাতে তুলে দিতে হবে।'

'দাদু ক্রিপটেক্সটা আমাকে দিয়ে গেছেন,' মৃদুকণ্ঠে বলল সোফিয়া। 'কাজেই দায়িত্বটা আমিই পালন করব।'

উৎসাহিত দেখাল সার হিউমকে, তবে একটু যেন দ্বিধা-অনিশ্চয়তায়ও ভুগছেন। 'গুড। জোরাল ইচ্ছেশক্তির প্রয়োজন আছে। তবু, আমার কৌতূহল হচ্ছে– আপনি কি জানেন, কিস্টোনটা খোলার পর আরও অনেক কঠিন পরীক্ষার সামনে পড়তে হবে আপনাকে?'

'কী রকম?'

'কল্পনা করুন আপনার হাতে একটা ম্যাপ চলে এসেছে, তাতে দেখানো হয়েছে কোথায় আছে হোলি গ্রেইল। ওই মুহূর্তে আপনার দখলে এমন একটা সত্য থাকবে, যে সত্য ইতিহাসকে চিরকালের জন্যে বদলে দেয়ার শক্তি রাখে। শত শত বছর ধরে যে সত্যকে খুঁজে ফিরেছে মানুষ, আপনি হবেন সেটার রক্ষক। আপনার ওপর দায়িত্ব চাপবে দুনিয়ার সামনে সেই সত্যকে প্রকাশ

করার। এই কাজ যে করবে অসংখ্য মানুষ তার প্রশংসা করবে, একই সঙ্গে অসংখ্য মানুষ তাকে ঘৃণাও করবে। প্রশ্ন হলো, এ কঠিন কাজ করার শক্তি ও সামর্থ্য সত্যি আপনার আছে কি না।'

এক মুহূর্ত পর জবাব দিল সোফিয়া। 'ঠিক জানি না সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আমারই কি না।'

ভ্রূ কপালে তুললেন সার হিউম। 'তা না হলে কার? কিস্টোনটা আপনার কাছে রয়েছে!'

'কেন, ব্রাদারহুড? তারা তো বহুকাল ধরে রহস্যটা গোপন রাখছে।'

'প্রায়রি?' সার হিউমকে সন্দিহান দেখাল। 'কিন্তু কীভাবে? আজ রাতে তো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে ব্রাদারহুড। তাদের বিরুদ্ধে হয়তো আড়িপাতা যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, কিংবা সংগঠনের ভেতর কোনও স্পাই অনুপ্রবেশ করেছে– সত্যি কী ঘটেছে তা হয়তো কোনওদিনই আমরা কেউ জানতে পারব না– তারই ফলশ্রুতিতে টপ চারজনের পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়। এই পর্যায়ে ব্রাদারহুডের কেউ এগিয়ে আসবে বলে মনে হয় না।'

'আপনার সাজেশনটা বলুন, প্লিজ,' বলল রানা।

'সার, আমার মত আপনিও জানেন, সত্যটার ওপর অনন্তকাল ধুলো জমতে দেয়া কোনওদিনই প্রায়রির উদ্দেশ্য ছিল না। ইতিহাসের সঠিক একটি মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করেছে তারা। পৃথিবী যখন সত্যটা জানার উপযোগী হবে। দুনিয়ার মানুষ যখন ব্যাপারটা হজম করার ক্ষমতা অর্জন করবে।'

রানা জানতে চাইল, 'আপনার বিশ্বাস সেই সময় উপস্থিত হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমার তা-ই বিশ্বাস। প্রায়রি যদি সব বলে ফেলার প্রস্তুতি না নেবে, চার্চ হঠাৎ এখন হামলা করল কেন?'

সোফিয়া বলল, 'পুরোহিত লোকটা কিন্তু এখনও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদেরকে কিছুই জানায়নি।'

'পুরোহিতের উদ্দেশ্যই তো চার্চের উদ্দেশ্য,' বললেন হিউম। 'ডকুমেন্টটা ধ্বংস করে ফেলা। যাই হোক, হোলি গ্রেইলকে রক্ষা করার কাজটা প্রায়রি বিশ্বাস করে আপনাকে দিয়েছে, এই কাজেরই আরেকটা অংশ হলো দুনিয়ার মানুষের সামনে সত্য প্রকাশের তাদের লালিত ইচ্ছেটাকেও আপনি পূরণ করবেন।'

'সার হিউম, এক ঘণ্টা আগেও স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্টের কথা জানতেন না সোফিয়া,' বলল রানা। 'ওকে এক্ষুনি এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে বলাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।'

'চাপ দিয়ে থাকলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী,' বললেন হিউম, 'মিস সোফিয়া। আমি সব সময় চেয়েছি এ-ধরনের ডকুমেন্ট মানুষকে জানিয়ে দেয়া হোক, তবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তটা নির্ভর করবে আপনারই ওপর।'

সোফিয়ার কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট দৃঢ়তা। 'উদ্ধৃতিটা আমার মনে আছে– আপনি গ্রেইল খুঁজে পাবেন না, গ্রেইল আপনাকে খুঁজে নেবে। আমি বিশ্বাস করছি, গ্রেইল আমাকে বিশেষ কোনও কারণে খুঁজে নিয়েছে, এবং যখন সময় আসবে, আমি ঠিকই জানতে পারব কী করতে হবে।'

তার দুই পুরুষ সঙ্গীই বেশ একটু বিস্মিত হলো।

'কাজেই,' বলল সোফিয়া, ইঙ্গিতে রোযউডের বাক্সটা দেখাল। 'আসুন, শুরু করা যাক।'

শ্যাতো ভিলেটির ড্রইং রুমে দাঁড়িয়ে ফায়ারপ্লেসের নিভু নিভু আগুনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে লেফটেন্যান্ট ডুফি রাউল। পাশের রুমে রয়েছেন ক্যাপটেন অকটেভ, আস্তাবল থেকে গায়েব হয়ে যাওয়া রেইঞ্জ রোভারটাকে খুঁজে না পাওয়ায় চিৎকার করে ধমক দিচ্ছেন কাউকে।

ক্যাপটেনের নির্দেশ অমান্য করেছে রাউল; শুধু -ই নয়, দ্বিতীয়বারের মত মসিয়ো রানাকে অ্যারেস্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে,

এ-সব বিষয়ে এখনও তাকে কিছু বলেননি জনাব ষণ্ড। ভাগ্যিস পিটিএস মেঝেতে বুলেটের একটা ফুটো দেখতে পায়, রাউল এখন কৃতিত্ব দাবি করে বলতে পারবে এখানে এক রাউন্ড গুলি করা হয়েছে।

কালো অডি কার সম্পর্কে জানা গেছে ভুয়া নামে ভাড়া করা হয়েছে ওটা, আঙুলের ছাপ্ ইন্টারপোল ডাটাবেজ-এর সঙ্গে মেলানো যায়নি।

দ্রুত পায়ে একজন এজেন্ট ঢুকল ড্রইং রুমে, চোখে জরুরি ভাব। 'ক্যাপটেন অকটেভ কোথায়?' জানতে চাইল সে।

আগুন থেকে চোখ তুলে লেফটেন্যান্ট বলল, 'ক্যাপটেন ফোন করছেন।'

'আমি ফোন করছি না,' ধমকে উঠলেন অকটেভ, দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে এজেন্টের দিকে তাকালেন। 'হ্যাঁ, বলো কী ব্যাপার?'

এজেন্ট বলল, 'মসিয়ো, ডিপজিটরি ব্যাঙ্কের ড্যালক্রোজের সঙ্গে সেন্ট্রালের এইমাত্র আলাপ হয়েছে। তিনি তাঁর বক্তব্য বদলাতে চাইছেন।'

'মানে?' ভ্রূ কোঁচকালেন অকটেভ।

এতক্ষণে লেফটেন্যান্টও চোখ তুলল।

'ড্যালক্রোজ স্বীকার করছেন, আজ রাতে মসিয়ো রানা ও মাদামোয়াযেল সোফিয়া তাঁর ব্যাঙ্কে কিছুটা সময় কাটিয়েছেন।'

'সেটা আমরা আগেই আন্দাজ করেছি,' বললেন ক্যাপটেন। 'ড্যালক্রোজ মিথ্যে বলেছেন কেন?'

'বলছেন একা শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলবেন তিনি, তবে সহযোগিতা করতে পুরোপুরি রাজি।'

'নিশ্চয়ই কিছুর বিনিময়ে। কী সেটা?'

'খবরে তাঁর ব্যাঙ্কের নাম যেন না যায়, সেই সঙ্গে তাঁর হারানো সম্পদ উদ্ধারে আমরা যেন সাহায্য করি। তাঁর কথা শুনে

সন্দেহ হলো, মসিয়ো রানা ও মাদামোয়াযেল সোফিয়া সম্ভবত মসিয়ো বেসনের অ্যাকাউন্ট থেকে কিছু চুরি করেছেন।'

'বলো কী!' আঁতকে উঠল লেফটেন্যান্ট রাউল। 'কীভাবে?'

ক্যাপটেন একচুল নড়লেন না, শুধু তাঁর চোখ জোড়া দ্বিতীয় এজেন্টের দিকে ঘুরে গেল। 'কী চুরি করেছেন তারা?'

'ড্যালক্রোজ ভেঙে কিছু বলেননি, তবে তাঁর কথা শুনে মনে হলো ওগুলো ফেরত পাবার জন্যে সব কিছু করতে পারেন তিনি।'

কিচেন থেকে আরেক এজেন্ট ভিগো অকটেভের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল। 'ক্যাপটেন? একটা নোটবুকে লা বুওজে এয়ার-ফিল্ডের নম্বর পেয়ে ডায়াল করেছি আমি। ওখান থেকে কিছু খারাপ খবর আসছে।'

দুই মিনিট পর। শ্যাতো ভিলেটি ত্যাগ করবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ক্যাপটেন অকটেভ। এইমাত্র জানা গেছে লা বুওজে এয়ারফিল্ডে একটা প্রাইভেট জেট ছিল সার হিউমের, আধ ঘণ্টা আগে টেক অফ করেছে সেটা।

এয়ারফিল্ড থেকে ফোনে বলা হয়েছে প্লেনটা কোথায় গেছে, কজন প্যাসেঞ্জার ছিল ইত্যাদি কিছুই তাদের জানা নেই। এমনকী ফ্লাইট প্ল্যান পর্যন্ত ফাইল করা হয়নি। গোটা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বেআইনী। ক্যাপটেন খুব ভাল করে জানেন যে জায়গামত চাপ দিতে পারলে তাঁর সব প্রশ্নের উত্তরই পাওয়া যাবে।

'লেফটেন্যান্ট রাউল,' ঘেউ ঘেউ করে উঠলেন অকটেভ, দরজার দিকে এগোচ্ছেন। 'আমাকে চলে যেতে হচ্ছে, তাই তোমার হাতে তদন্তের দায়িত্ব না দিয়ে কোনও উপায় দেখছি না। অন্তত একটিবার ভাল কিছু করে দেখাও।'

হকার এখন সিধে হয়ে সোজা ইংল্যান্ডের দিকে ছুটছে। কোল থেকে রোযউডের বাক্সটা তুলে সাবধানে টেবিলের উপর রাখল

রানা। সার হিউম আর সোফিয়া যে যার চেয়ার থেকে আগ্রহের সঙ্গে সামনের দিকে ঝুঁকল।

বাক্সটা খুলে ঢাকনির তলার দিকে, খুদে ফুটোটার প্রতি মনোযোগ দিল রানা। কলমের ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে গোলাপ খোদাই করা কাঠের টুকরোটা আলাদা করতেই বেরিয়ে পড়ল নীচের টেক্সট। ওর আশা, নতুন দৃষ্টিতে তাকালে ভাষাটা দুর্বোধ্য না-ও লাগতে পারে। লেখাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা।

[illegible]

কয়েক সেকেন্ড পর আবার হতাশ বোধ করল রানা। 'নাহ্, এর মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।'

নিজের জায়গা থেকে টেক্সটা দেখতে পাচ্ছে না সোফিয়া। লেখাটার পাঠোদ্ধার হয়ে ওঠেনি, তবে জানে চেষ্টা করলে পারবে।

এখন সার হিউমও টেক্সটার উপর ঝুঁকে পড়েছেন। 'হয়তো প্রাচীন কোনও ভাষা,' মাথা চুলকে বললেন তিনি।

রানা বলল, 'বেশিরভাগ আধুনিক সেমিটিক বর্ণমালায় স্বরবর্ণ নেই, ব্যঞ্জনবর্ণের ভেতরে কিংবা নীচে খুদে ডট বা ড্যাশ ব্যবহার করা হয়।' ওর কপালে চিন্তার রেখা আরও গভীর হচ্ছে। 'এখানে সেরকম কিছু দেখছি না।'

'দিন, আমাকে আরেকবার দেখতে দিন,' বলল সোফিয়া।

তার কথা শুনতে না পাওয়ার ভান করে সার হিউম রানাকে বললেন, 'রানা, আপনি না তখন বলছিলেন দুর্বোধ্য হলেও, ভাষাটা আপনার খুব পরিচিত লাগছে?' বাক্সটা নিজের দিকে

আরও একটু টেনে নিলেন তিনি।

'চেনা চেনা তো লাগছেই, কিন্তু. ধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে গেল রানা।

'রানা?' আবার বলল সোফিয়া। 'দাদুর তৈরি বাক্সটা আরেকবার দেখতে পারি আমি, প্লিজ?'

'অবশ্যই, ডিয়ার,' বলে বাক্সটা সোফিয়ার দিকে ঠেলে দিলেন হিউম, ভাবছেন একজন ব্রিটিশ রয়াল হিস্টোরিয়ান ও একজন সৌখিন সিম্বলজিস্ট যেখানে তল পাচ্ছেন না, সেখানে...

'ও, আচ্ছা,' হেসে উঠে বলল সোফিয়া, বাক্সটা মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরীক্ষা করেই। 'আমি আগেই বুঝেছিলাম।'

'বুঝেছিলেন... কী?' জেরার সুরে জানতে চাইলেন হিউম।

শ্রাগ করল সোফিয়া। 'বুঝেছিলাম এই যে দাদু এই ভাষাটাই ব্যবহার করবেন।'

'তার মানে কি ভাষাটা আপনার পরিচিত? লেখাটা আপনি পড়তে পারবেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন সার হিউম।

'খুব সহজেই,' বলল সোফিয়া। 'দাদু আমাকে এই ভাষা শিখিয়েছেন, আমার যখন মাত্র ছ'বছর বয়স। আমি অনর্গল পড়তে পারি।' সার হিউমের দিকে একটু ঝুঁকল সে। 'না বলে পারছি না, সার, ব্রিটিশ রাজমুকুটের প্রতি আপনার এত আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও ভাষাটা আপনি চিনতে না পারায় আমি সত্যি অবাক হয়েছি।'

'সম্ভবত রিভার্স টেক্সট,' বলল রানা। 'পড়তে হলে একটা আয়না দরকার।'

'না, তার দরকার নেই,' বলল সোফিয়া। 'কাঠের এই ছাল খুব একটা পুরু বলে মনে হচ্ছে না।' দেয়ালে বসানো একটা বাস্কেট লাইটের সামনে রোযউড বক্সটা ধরল সে, ঢা নির ভিতর দিকটা পরীক্ষা করছে।

সোফিয়া জানে দাদু আসলে উল্টো করে লিখতে পারতেন না,

তবে তাকে বোকা বানাবার জন্য স্বাভাবিকভাবে লিখে কাগজটা উল্টো করে রিভার্স ইমপ্রেশন ট্রেসিং করতেন। সোফিয়ার ধারণা, এক্ষেত্রে স্বাভাবিক টেক্সটকে একটা কাঠের টুকরোয় খোদাই করে আগুনে গরম করা হয়েছে, তারপর কাঠের পিছনটা একটা স্যান্ডার মেশিনের সাহায্যে ঘষা হয়েছে যতক্ষণ না সেটা কাগজের মত পাতলা হয়, এবং উড-বার্নিং কাঠের ভিতর দিয়ে দেখা না যায়।

ঢাকনিটা আলোর সামনে ধরতেই সোফিয়া বুঝতে পারল, তার ধারণাই ঠিক। পাতলা কাঠের ভিতর দিয়ে পার হচ্ছে আলো, ঢাকনির তলার দিকে স্ক্রিপ্ট ফুটে উঠেছে উল্টোভাবে।

সঙ্গে সঙ্গে পাঠযোগ্য হয়ে উঠল টেক্সট।

'ইংলিশ,' বেসুরো গলায় বললেন সার হিউম, লজ্জায় ঝুলে পড়ল মাথাটা। 'আমারই মাতৃভাষা!'

প্লেনের পিছনের কেবিনে বসে কান খাড়া করে ওদের আলোচনা শুনতে চেষ্টা করছে লুই লেভাউ, কিন্তু ইঞ্জিনের আওয়াজে তা সম্ভব হচ্ছে না। আজ রাতের পরিস্থিতি মোটেও ভাল লাগছে না তার। পায়ের কাছে পড়ে থাকা হাত-পা ও মুখ বাঁধা পুরোহিতের দিকে তাকাল সে। লোকটা একদম অনড় হয়ে গেছে, যেন নিঃশব্দ প্রার্থনায় মগ্ন।

আট

মাটি থেকে পনের হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ছে ওদের জেট প্লেন। ল্যাক বেসন রচিত মিরর-ইমেজ কবিতা বাক্সটার ঢাকনির ভিতর দিয়ে আলোকিত হয়ে উঠেছে, সেদিকে তাকিয়ে বাস্তব দুনিয়ার কথা আপতত ভুলে গেছে রানা।

an ancient word of wisdom frees this scroll
and helps us keep her scatter'd family whole
a headstone praised by templars is the key
and atbash will reveal the truth to thee

একটুকরো কাগজ যোগাড় করে দ্রুত হাতে ইমেজটা কপি করল সোফিয়া। কাজটা শেষ হতে পালা করে তিনজনই পড়ল ওটা।

এটা এক ধরনের আর্কিওলজিকাল ক্রসওঅর্ড-এর মত; যেন একটা ধাঁধা, ক্রিপটেক্সটা কীভাবে খোলা যাবে তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ধীরে ধীরে কবিতাটা পড়ল রানা।

"এই লেখা প্রকাশ করবে জ্ঞানগর্ভ একটি প্রাচীন শব্দ ...সাহায্য করবে তাঁর বিচ্ছিন্ন পরিবারকে এক রাখতে ...টেম্পলার-প্রশংসিত সমাধিফলকই রহস্যের চাবিকাঠি... এবং সত্য প্রকাশ করবে atbash।"

'এটা পেনটামিটার!' চেঁচিয়ে উঠলেন সার হিউম, রানার দিকে ঝট করে মুখ তুললেন। 'আর পদ্যটা ইংলিশে লেখা!'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ইউরোপিয়ান আর সব সিক্রেট সোসাইটির মত প্রায়রিও ইংরেজিকে ইউরোপের একমাত্র নির্ভেজাল ভাষা হিসাবে বিবেচনা করেছে। ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ ও ইটালিয়ান ভাষা এসেছে ল্যাটিন থেকে। ল্যাটিন ভ্যাটিকানেরও ভাষা। প্রচার-প্রচারণার কাজে ইংরেজিকে কাজে লাগায়নি ভ্যাটিকান।

'এই পদ্যে,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলছেন সার হিউম, 'শুধু গ্রেইলের কথা বলা হয়নি, নাইটস্ টেম্পলার ও মেরি ম্যাগডেলেনের বিচ্ছিন্ন পরিবারের কথাও বলা হয়েছে। এর বেশি আর কি আশা করতে পারি আমরা?'

'কিন্তু, সার, পাসওয়ার্ড কই?' জানতে চাইল সোফিয়া। 'জ্ঞানগর্ভ প্রাচীন শব্দটা পেতে হবে না?'

পেনটামিটার, ভাবছে রানা। পাঁচটা হরফ দিয়ে কত অসংখ্য শব্দই তো তৈরি হতে পারে, যেগুলোকে জ্ঞানগর্ভ বলা যাবে।

'সম্ভবত টেম্পলার-এর সঙ্গে সম্পর্ক আছে এই পাসওয়ার্ডের,' বলল সোফিয়া, টেক্সটের অংশবিশেষ পড়ে শোনাল ওদেরকে। 'টেম্পলার-প্রশংসিত সমাধিফলকই রহস্যের চাবিকাঠি।'

'সার হিউম,' বলল রানা, 'আপনি টেম্পলার বিশেষজ্ঞ। আইডিয়া দিন।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হিউম। 'হেডস্টোন, তাই না? তার মানে কোনও ধরনের কবরকে চিহ্নিত করছে সেটা। টেম্পলার-প্রশংসিত সমাধিফলক মেরি ম্যাগডেলেনের কবর হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনও লাভ হচ্ছে না, কারণ তাঁর কবরটা কোথায় তা আমরা জানি না।'

সোফিয়া বলল, 'শেষ লাইনটা বলছে..

করবে atbash। এই atbash শব্দটা আমি শুনেছি।'

'আশ্চর্য হবার কিছু নেই,' বলল রানা। 'শব্দটা আপনি সম্ভবত ক্রিপটলজি ১০১-এ পেয়েছেন। tbash সাইফার পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন কোডগুলোর একটা।'

আরে, তাই তো! মনে পড়ল সোফিয়ার। বিখ্যাত হিব্রু এনকোডিং সিস্টেম।

শুরুতেই সোফিয়ার ক্রিপটলজি ট্রেনিং-এর একটা অংশ ছিল atbash সাইফার। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ বছর আগের তৈরি সাইফার এটা। ইহুদি ক্রিপটগ্রামের সাধারণ একটা ছক, হিব্রু ভাষার বাইশটা বর্ণমালাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। atbash-এর নিয়ম হলো– প্রথম হরফের বিকল্প সর্বশেষ হরফ, দ্বিতীয় হরফের বিকল্প সর্বশেষ হরফের আগেরটা, এভাবে।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সার হিউম। 'হেডস্টোনে নিশ্চয়ই একটা কোড ওয়ার্ড আছে। প্রথমে আমাদেরকে টেম্পলার-প্রশংসিত ওই হেডস্টোনটা খুঁজে বের করতে হবে।'

রানার গম্ভীর ভাব দেখে সোফিয়া বুঝতে পারছে, টেম্পলার হেডস্টোন খুঁজে পাওয়াটা মোটেও সহজ কাজ হবে না।

atbash-ই চাবি, ভাবল সোফিয়া। কিন্তু তাদের কাছে কোনও দরজা নেই।

তিন মিনিট পর আরও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সার হিউম বললেন, 'আপাতত একটু বিরতি। সেই ফাঁকে লুই ও বন্দিকে একবার দেখে আসি।' চেয়ার ছেড়ে প্লেনের পিছন দিকে চলে গেলেন তিনি।

লা বুওজে এয়ারফিল্ড। নাইট ডিউটিতে আসা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার খালি একটা রেইডার স্ক্রিনের সামনে বসে চোখ বুজে ঢুলছে। তার কামরার দরজা বাইরে থেকে পিটিয়ে প্রায় ভেঙে ফেলল জুডিশিয়ারি পুলিশ।

'সার হিউমের জেট,' কামরার ভিতরে ঢুকে গর্জে উঠলেন ক্যাপটেন অকটেভ। 'কোথায় গেছে?'

কন্ট্রোলার প্রথমে অজুহাত দেখাতে শুরু করল– ব্রিটিশ মক্কেলের স্বার্থ দেখতে হবে তাকে, বিশেষ করে এয়ারফিল্ডের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাস্টমার তিনি।

তাকে থামিয়ে দিয়ে অকটেভ বললেন, 'ঠিক আছে, ফ্লাইট প্ল্যান ছাড়া একটা প্রাইভেট প্লেনকে টেক অফ করতে দেয়ার অপরাধে আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করছি।' এ এজেন্টের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। হাতকড়া নিয়ে এগিয়ে এল এজেন্ট।

আতঙ্কে নীল হয়ে গেল ট্রাফিক কন্ট্রোলার। 'থামুন!' বলল সে, এখনও আড়চোখে হাতকড়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'আপনাকে আমি শুধু এটুকু জানাতে পারি। চিকিৎসার জন্যে প্রায়ই লন্ডনে যান সার হিউম। কেন্ট-এর বিগিন হিল এক্সিকিউটিভ এয়ারপোর্টে তাঁর একটা হ্যাঙ্গার আছে, লন্ডন শহরের বাইরে।'

'আজ রাতেও কি তাঁর গন্তব্য ওই বিগিন হিল?' জানতে চাইলেন অকটেভ।

'তা আমি জানি না, ক্যাপটেন,' কন্ট্রোলার সত্যি কথাই বলল। 'তবে সর্বশেষ রেইডার রিপোর্টে দেখা গেছে প্লেনটা লন্ডনের দিকেই যাচ্ছে।'

'সঙ্গে কে কে ছিল?'

'কসম খেয়ে বলছি, মসিয়ো, আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।'

হাতঘড়ি দেখলেন অকটেভ। 'যদি বিগিন হিলে যায়, কখন ল্যান্ড করবে?'

রেকর্ড দেখে নিয়ে কন্ট্রোলার জানাল, 'শর্ট ফ্লাইট, মসিয়ো। সাড়ে ছয়টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। ঠিক পনেরো মিনিট পর।'

ভ্রূ কুঁচকে আরেক এজেন্টের দিকে ফিরলেন ক্যাপটেন। 'ফ্লাইটের ব্যবস্থা করো। আমি লন্ডনে যাচ্ছি। আর, স্থানীয় কেন্ট

পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করো। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বা এম-ফিফটিন নয়, লোকাল কেন্ট পুলিশ। লাইন পেলে প্রথমেই জানিয়ে দাও, আমি চাই প্লেনটাকে যেন ল্যান্ড করতে দেয়া হয়। টারমাকে ওটাকে ঘিরে ফেলতে হবে। আমি না পৌঁছানো পর্যন্ত কেউ যেন প্লেন থেকে নামতে না পারে।'

'আপনি একদম চুপচাপ,' সোফিয়াকে বলল রানা, জেট প্লেন হকারের কেবিনে বসে রয়েছে ওরা।

'কিছু না, এই কিছুটা ক্লান্ত,' বলল সোফিয়া। 'আর ওই কবিতা... এখনও খুব বিরক্ত করছে।'

ক্লান্ত রানাও। ওর মনে হলো ইঞ্জিনের একটানা গুঞ্জন ও প্লেনের দোলা ওকে সম্মোহিত করে ফেলছে। প্লেনের পিছন থেকে সার হিউম এখনও ফেরেননি। সোফিয়াকে একা পেয়ে কিছু বলতে চাইছে ও।

'আপনার দাদু আমাদের দুজনকে এক করেছেন, তার আংশিক কারণ আমি বোধহয় জানি,' বলল রানা। 'আমার ধারণা তিনি চেয়েছেন কিছু ব্যাপার আপনাকে আমি ব্যাখ্যা করি।'

'হোলি গ্রেইলের ইতিহাস ও মেরি ম্যাগডেলেন যথেষ্ট নয়?'

রানা ঠিক বুঝতে পারছে না কীভাবে এগোবে। 'আপনাদের মাঝখানের গ্যাপটা। দাদুর সঙ্গে আপনার দশ বছর কথা না বলার কারণটা। আমার ধারণা, তিনি হয়তো আশা করেছেন বিচ্ছেদটা কেন ঘটেছে আমি তা ব্যাখ্যা করতে পারব।'

নিজের সিটে মোচড় খেল সোফিয়া। 'কী ঘটেছে আমি আপনাকে বলিনি।'

তার দিকে সতর্ক চোখে তাকাল রানা।

'আপনি সম্ভবত কোনও ধরনের সেক্স অ্যাক্ট দেখেছেন, তাই না?'

ঝাঁকি খেল সোফিয়া। 'আপনি জানলেন কীভাবে?'

'আপনিই আমাকে বলেছেন, এমন কিছু দেখেছেন যা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় আপনার দাদু একটি সিক্রেট সোসাইটির সদস্য ছিলেন। দৃশ্যটা আপনাকে এতটাই ডিসটার্ব করে যে সেই থেকে দাদুর সঙ্গে আপনি কোনও সম্পর্কই রাখেননি। আপনি কী দেখেছেন কল্পনা করতে দ্য ভিঞ্চির ব্রেন দরকার হয় না।'

কথা না বলে তাকিয়ে থাকল সোফিয়া।

'সময়টা কি মার্চের মাঝামাঝি ছিল?' জানতে চাইল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু না বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সোফিয়া। 'বসন্তের ছুটিতে ভার্সিটি থেকে বাড়ি ফিরি আমি। সময়ের কদিন আগেই চলে আসি।'

'আপনি আমাকে সব কথা বলবেন?'

'না বলাটাই উচিত।' হঠাৎ রানার দিকে ফিরল সোফিয়া, আবেগ উথলে উঠছে দু'চোখে। 'কী দেখেছি আমি জানি না।'

'নারী আর পুরুষ, দু'দলই ছিল?'

একটু পর মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'হ্যাঁ।'

'সাদা ও কালো কাপড় পরা?'

চোখ মুছল সোফিয়া, তারপর মাথা ঝাঁকাল, নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। 'মেয়েদের পরনে ছিল সাদা শিফনের গাউন, পায়ে সোনালি জুতো। হাতে ছিল সোনালি গোলক। পুরুষরা পরেছিল কালো টিউনিক ও কালো জুতো।'

আবেগ ও উত্তেজনা গোপন করে রাখছে রানা। কী শুনছে বিশ্বাস করতে পারছে না। সোফিয়া জানে না দু'হাজার বছর আগে পবিত্র হিসাবে বিবেচিত একটা অনুষ্ঠান চাক্ষুষ করেছে সে। 'আর মুখোশ?' শান্তসুরে প্রশ্ন করল ও। 'অ্যানড্রজিনাস মাস্ক? মানে, এমন মুখোশ, দেখে পুরুষ কিংবা নারী দুটোই মনে হতে পারে?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'হ্যাঁ! সবাই। একই ধরনের মুখোশ সবার মুখে। মেয়েরা সাদা, পুরুষরা কালো।'

এই অনুষ্ঠানের বিবরণ পড়া আছে রানার, এর রহস্যময় উৎস

সম্পর্কে ধারণা রাখে। 'এটাকে হাইরস গ্যামোস বলে,' নরম সুরে বলল ও। 'দু'হাজার বছরেরও আগের একটা ধর্মীয় আচার। মিশরীয় পুরুষ ও নারী পুরোহিতরা নিয়মিত এই অনুষ্ঠান করত, নারীর জন্মদান ক্ষমতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।' থামল রানা, সোফিয়ার দিকে একটু ঝুঁকল। 'এর আসল অর্থ বোঝার প্রস্তুতি নেই, এমন কেউ অনুষ্ঠানটা দেখলে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগারই কথা।'

সোফিয়া কিছু বলছে না।

'হাইরস গ্যামোস গ্রিক,' বলে যাচ্ছে রানা। 'অর্থঃ পবিত্র বিয়ে।'

মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'আমি যে আচারটা দেখেছি সেটা বিয়ে ছিল না।'

'বিয়েই, তবে মিলিত হওয়ার মাধ্যমে।'

'আপনি বলতে চাইছেন যৌনাচারের মাধ্যমে।'

'না।'

'না?' সোফিয়ার প্রশ্ন, তার অপলক দৃষ্টি খোঁচা মারছে রানাকে।

পিছু হঠল রানা। 'বেশ... হ্যাঁ, কথার কথা হিসেবে বলা যায়; তবে আজকাল যা বোঝানো হয়, সে অর্থে নয়।'

'কী রকম?'

ব্যাখ্যা করল রানা, সোফিয়া যা দেখেছে সেটাকে যৌনাচার বলে মনে হলেও, হাইরস গ্যামোসের সঙ্গে যৌন ব্যভিচারের কোনও সম্পর্ক নেই। ওটা আসলে একটা আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে– যৌনমিলন এমন একটা কর্ম যার মাধ্যমে নারী ও পুরুষ ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা লাভ করে। প্রাচীন মানুষ বিশ্বাস করত পবিত্র নারীর শারীরিক বৃত্তান্ত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে আধ্যাত্মিকভাবে পুরুষ অসম্পূর্ণ। নারীর সঙ্গে শারীরিক মিলনই আধ্যাত্মিকভাবে সম্পূর্ণ হওয়ার একমাত্র উপায় পুরুষের, এবং এই পথেই একসময় অর্জিত হবে *নোসিস*– স্বর্গীয় জ্ঞান।

সেই আইসিস-এর সময় থেকে যৌনাচার পুরুষের জন্য সেতু হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে, যে একমাত্র সেতুটি তাকে পৃথিবী থেকে পৌঁছে দেবে স্বর্গে।

'নারী-সম্ভোগের মাধ্যমে,' বলল রানা, 'চরমপুলকের এমন একটা মুহূর্তে পৌঁছায় পুরুষ, যখন তার মন সম্পূর্ণ খালি হয়ে যায়, এবং ঈশ্বরকে দেখতে পায় সে।'

ভ্রূ জোড়া কুঁচকে রেখেছে সোফিয়া। সন্দিহান দেখাল তাকে। 'প্রার্থনা হিসেবে যৌনমিলন?'

সোফিয়ার আন্দাজ ঠিক হলেও, উত্তর না দিয়ে রানা শুধু কাঁধ ঝাঁকাল। ফিজিওলজিকাল দৃষ্টিতে দেখলে, পুরুষের চরমপুলকের সঙ্গে সেকেন্ডের ক্ষুদ্র একটা ভগ্নাংশ আসে যখন সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত হয়ে যায় সে। সংক্ষিপ্ত একটা মেন্টাল ভ্যাকিউম। এক ঝলক আলোময় একটি মুহূর্ত, যখন ঈশ্বরকে পলকের জন্য দেখা যেতে পারে। মেডিটেশন-এর গুরুরা যৌনাচার ছাড়াই এই একই ধরনের চিন্তাশূন্য অবস্থায় পৌঁছাতে পারেন; এবং প্রায়ই তাঁরা নির্বাণ লাভের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, যেটাকে অন্তহীন আধ্যাত্মিক চরমপুলক বলে বর্ণনা করা হয়।

সোফিয়ার প্রশ্নের উত্তরে শান্ত সুরে বলল রানা, 'সোফিয়া, প্রথমে মনে রাখতে হবে, সেক্স সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা এখনকার ধারণার ঠিক বিপরীত। যৌনমিলন নতুন প্রাণ নিয়ে আসে– যা কি না চূড়ান্ত মিরাকল– আর মিরাকল সংঘটিত হতে পারে শুধুমাত্র ঈশ্বরের দ্বারা। জরায়ু থেকে প্রাণ জন্ম দেয়ার সামর্থ্য নারীকে দান করেছে পবিত্রতা। একজন ঈশ্বরের মত। যৌন-সঙ্গম হলো মনুষ্য আত্মার দুই অংশের সশ্রদ্ধ মিলন– নারী ও পুরুষের– যার মাধ্যমে পুরুষ আধ্যাত্মিক পূর্ণতা এবং ঈশ্বরের নৈকট্য পেতে পারে। আপনি যা দেখেছেন তার সঙ্গে সেক্সের কোনও সম্পর্ক ছিল না, সম্পর্ক ছিল আধ্যাত্মিকতার। হাইরস গ্যামোস একটি ধর্মীয় আচার, কোনও ধরনের যৌন বিকৃতি নয়। ওটা অত্যন্ত পবিত্র

একটা আয়োজন।'

কথা না বলে আবার চোখ মুছল সোফিয়া।

সামলে ওঠার জন্য তাকে খানিকটা সময় দিল রানা। সন্দেহ নেই ঈশ্বরকে পাওয়ার একটা পথ হলো সেক্স, এই ধারণা প্রথমে মাথাটাকে বিগড়ে দিতে চাইবে।

প্রথমদিকের ইহুদিরাও বিশ্বাস করত যে পবিত্রতম সলোমনের মন্দিরে একা শুধু ঈশ্বর বাস করেন না, সেই সঙ্গে বাস করেন অভিন্ন শক্তির অধিকারিণী তাঁর সঙ্গিনীও– শেকাইনা। আধ্যাত্মিক পূর্ণতা পাওয়ার আশায় মানুষ মন্দিরে আসত হাইরাজিউল, অর্থাৎ যাজিকাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য; তাদের সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হত তারা, স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করত একাত্ম হওয়ার মাধ্যমে।

'সরাসরি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করার জন্যে মানবজাতি যৌনমিলনকে ব্যবহার করবে,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা, 'প্রথমদিকের চার্চ এটাকে ক্যাথলিক ধ্যান-ধারণার প্রতি বিরাট হুমকি বলে মনে করল। ইতিমধ্যে নিজেদেরকে তারা ঈশ্বরের একমাত্র এজেন্ট হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বসেছে। বোধগম্য কারণেই যৌনতাকে নিন্দনীয়, অশুভ, নোংরা, ক্ষতিকর ও পাপকর্ম হিসেবে প্রমাণ করার জন্যে আদাজল খেয়ে নেমে পড়ল তারা। বাকি বড় ধর্মগুলোও অনুসরণ করল তাদেরকে।'

চুপ করে আছে সোফিয়া, তবে রানা উপলব্ধি করল আগের চেয়ে সহজে বুঝতে পারছে সে তার দাদুকে।

প্লেনের ঠাণ্ডা জানালায় কপাল ঠেকিয়ে রানার বলা কথাগুলো হজম করতে চেষ্টা করছে সোফিয়া। তারপর দাদুর কথা ভাবল সে। অনুতপ্ত বোধ করছে। দশ-দশটা বছর বোকার মত পরম এক আত্মীয়র সান্নিধ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে সে। কল্পনার চোখে দাদুর পাঠানো চিঠির স্তূপ দেখতে পেল। চিঠিগুলো খুলে দেখেনি সে।

রানাকে আমি সব কথা বলব, সিদ্ধান্ত নিল সোফিয়া।
শুরু করল ধীরে ধীরে, প্রায় ফিসফিসে গলায়, ভয়ে ভয়ে।
সোফিয়া যেন পরিষ্কার দেখছে ঠিক কী ঘটেছিল সেই রাতে।

প্যারিসের বাড়িতে দাদুকে না পেয়ে নরমান্ডিতে, দাদুর শ্যাতোয় চলে এসেছে সোফিয়া। প্রথমে শ্যাতোটা নির্জন মনে হলো তার। তারপর অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল বেযমেন্ট থেকে বহু লোকের সম্মিলিত গুঞ্জন ভেসে আসছে। তারপর লুকানো দরজাটা দেখতে পেল সে। পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নামছে, প্রতিবার একটা করে ধাপ। মার্চ মাস, ঠাণ্ডা বাতাসে মাটি-মাটি গন্ধ।

সিঁড়ির একটা বাঁকে, ছায়ার ভিতর লুকিয়ে, অচেনা সেই লোকগুলোকে সুর করে গান গাইতে ও দুলতে দেখছে সোফিয়া, তাদের সবার উপর কমলা রঙের মোমবাতির আলো পড়েছে।

স্বপ্ন দেখছি, ভাবল সোফিয়া। এ স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। না, অসম্ভব!

নারী আর পুরুষ গোল হয়ে দাঁড়িয়ে অনবরত দোল খাচ্ছে। কালো, সাদা, কালো, সাদা। মেয়েদের ভারি সুন্দর সিল্ক গাউন ফুলে ফুলে উঠছে যখন তারা ডান হাতের সোনালি গোলক উঁচু করে একযোগে গাইছে, *'শুরুতে আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম, পবিত্র সমস্ত কিছুর প্রারম্ভে। সময়ের তখনও সূচনা ঘটেনি, তারও আগে তোমাকে আমি জঠরে ধারণ করেছি।'*

মেয়েরা তাদের গোলক নামাল, তারপর সবাই যেন একটা ঘোরের মধ্যে আগুপিছু দোল খেতে শুরু করল। সোফিয়ার মনে হলো বৃত্তের মাঝখানে কিছু একটা আছে, সেটাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে তারা সবাই।

কী দেখছে তারা?

সম্মিলিত গলার আওয়াজ আরও চড়ছে, উচ্চারণ হচ্ছে দ্রুততর।

'যে নারীকে আপনি দেখছেন, সে প্রেম!' মেয়েরা গাইল, আবার উঁচু করল হাতের গোলক।

পুরুষরা সাড়া দিল। 'ওই নারী স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত।'

সুরেলা গান আবার একটানা হয়ে উঠল। গলার আওয়াজ ক্রমশ চড়ছে। এক সময় কানের পরদা ফাটার উপক্রম হলো। অংশগ্রহণকারীরা সামনে এগোল, তারপর নতজানু হলো।

এতক্ষণে সোফিয়া দেখতে পেল বৃত্তের মাঝখানে কী রয়েছে।

নিচু, অলঙ্কৃত একটা বেদি। সেই বেদির উপর শুয়ে রয়েছে একজন পুরুষ। লোকটা বিবস্ত্র, শুয়ে আছে চিৎ হয়ে, মুখে কালো একটা মুখোশ। দেখামাত্র শরীরটা, জন্মদাগ সহ, চিনতে পারল সোফিয়া। আরেকটু হলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল সে– দাদু! এই দৃশ্যই কোনওমতে বিশ্বাসযোগ্য নয়, অথচ আরও বাকি আছে।

সোফিয়ার দাদুর উপর চড়ে থাকার ভঙ্গিতে দেখা যাচ্ছে নগ্ন এক মেয়েকে, সাদা মুখোশ পরে আছে সে, মুখোশের পিছনে সোনালি স্রোতের মত দেখাচ্ছে রাশি রাশি চুল। মেয়েটি মোটাসোটা, দৈহিক গঠন নিখুঁত নয়, গানের সুরের সঙ্গে তাল বজায় রেখে দুলছে সে– ল্যাক বেসনের সঙ্গে রতিক্রিয়ায় লিপ্ত।

ঝট করে ঘুরে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছে সোফিয়ার, কিন্তু পারছে না। বহু লোকের সম্মিলিত গানের গুরুগম্ভীর আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলতে শুরু করল, সেই সঙ্গে তার মনে হলো পাথুরে দেয়াল ঘেরা প্রকাণ্ড চেম্বারের ভিতর আটকা পড়ে গেছে সে। একসময় মনে হলো প্রবল উত্তেজনায় গোটা চেম্বার বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে। হঠাৎ করে সোফিয়া উপলব্ধি করল সে ফোঁপাচ্ছে।

ঘুরল সোফিয়া, টলতে টলতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল গ্রাউন্ড ফ্লোরে। গাড়ি চালিয়ে প্যারিসে ফেরার পথে গোটা শরীর থরথর করে কাঁপছিল তার।

নয়

চার্টার করা প্লেন মোনাকো-র মিটমিটে আলোগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে, ঠিক এই সময় ক্যাপটেন অকটেভের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলাপ করলেন বিশপ মার্সেল বেলমন্ড। ফোনের যোগাযোগ কেটে দিয়ে আবার এয়ারসিকনেস ব্যাগের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি। তবে এতটাই হতাশ ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে তাঁর বোধহয় বমি করবার শক্তিও ফুরিয়ে গেছে।

অকটেভের সর্বশেষ রিপোর্ট মোটেও পরিষ্কার নয়।

আসলে ঘটছেটা কী? সবই যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। লেবরানকে আমি কীসের সঙ্গে জড়ালাম? আমিই বা কোন্ গাড্ডায় পড়লাম কে জানে!

পা টলছে, হেঁটে ককপিটে চলে এলেন বিশপ বেলমন্ড। 'আমি আমার গন্তব্য বদলাতে চাই,' পাইলটকে বললেন তিনি।

ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকাল পাইলট। তারপর হেসে উঠে বলল, 'ঠাট্টা করছেন, তাই না?'

'না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লন্ডনে পৌঁছাতে হবে আমাকে।'

গম্ভীর হয়ে উঠল পাইলট। 'ফাদার, এটা একটা চার্টার প্লেন, ট্যাক্সি নয়।'

'আপনাকে আমি বেশি টাকা দেব। কত চান বলুন। লন্ডন আর মাত্র এক ঘণ্টার পথ, ওই একইদিকে– উত্তরে। কাজেই...'

'ব্যাপারটা টাকার নয়, ফাদার, আরও ঝামেলা আছে...'

'দশ হাজার ইউরো। নগদ। এখনই।'

আবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পাইলট। 'কত বললেন? কোন্ ধরনের প্রিস্ট সঙ্গে এত টাকা রাখে?'

নিজের কালো ব্রিফকেসের কাছে ফিরে গেলেন বেলমন্ড, খুললেন সেটা, বেশ কিছু বেয়ারার বন্ড নিয়ে এসে ধরিয়ে দিলেন পাইলটের হাতে।

'কী এগুলো?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল পাইলট।

'দশ হাজার ইউরোর বেয়ারার বন্ড, ভ্যাটিকান ব্যাঙ্ক থেকে ইস্যু করা হয়েছে।'

পাইলটকে সন্দিহান দেখাচ্ছে।

'এটাকে নগদই বলা যায়।'

'শুধু বলা গেলে তো চলবে না, নগদ হতে হবে,' বলে বন্ডগুলো ফেরত দিল পাইলট।

আরও দুর্বল হয়ে পড়লেন বিশপ বেলমন্ড। ককপিটের দরজায় হেলান দিলেন তিনি। 'এটা বাঁচা-মরার প্রশ্ন। আপনি আমাকে সাহায্য করুন, প্লিজ। আমার লন্ডনে পৌছানোটা অত্যন্ত জরুরি।'

বিশপের আঙুলে পরা নীলচে-বেগুনি অ্যামেথিস্ট বসানো সোনার আংটির দিকে তাকিয়ে আছে পাইলট। 'হীরে নাকি? আসল?'

আংটির দিকে তাকালেন বেলমন্ড। মাথা নাড়লেন তিনি। 'এটা কাউকে দেয়া যাবে না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘাড় সোজা করল পাইলট, উইন্ডশিল্ড দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল।

বিষণ্নতায় ডুবে গেলেন বিশপ বেলমন্ড। আবার আংটির দিকে তাকালেন। এই আংটি যত কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে, সবই তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে।

কয়েক মুহূর্ত পর আঙুল থেকে আংটিটা খুলে ইন্সট্রুমেন্ট

প্যানেলের উপর রাখলেন বিশপ রেলমন্ড।

কেবিনে ফিরে এসে সিটে নেতিয়ে পড়লেন তিনি।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল পবিত্র একটা কর্তব্য হিসাবে। অত্যন্ত নিপুণ একটা প্ল্যান ধরে শুরুও করা হয়। কিন্তু এখন সব তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ছে। কেউ বলতে পারে না এর শেষ কোথায়।

হাইরস গ্যামোস, দু'হাজার বছরের পুরানো একটা ধর্মীয় আচার। দশ বছর আগে তারই পুনরাবৃত্তি হতে দেখেছে সোফিয়া। তার সেই অভিজ্ঞতা খানিক আগে রানাকে শোনাল সে।

রানা বুঝতে পারছে, এখনও স্বাভাবিক হতে পারছে না সোফিয়া। সময় একটু লাগারই কথা। সেই ধর্মীয় আচারের মধ্যমণি ছিলেন সোফিয়ার দাদু ল্যাক বেসন, প্রায়রি অভ সায়ান-এর গ্র্যান্ড মাস্টার। স্বনামধন্য সব প্রতিভাদের সঙ্গে তাঁর নামও যোগ হয়। *দ্য ভিঞ্চি, বটিচেলি, আইজ্যাক নিউটন, ভিক্টর হিউগো, জ্যাঁ কঁকতো... ল্যাক বেসন।*

'আপনাকে আমি আর কী বলব ভেবে পাচ্ছি না,' নরম সুরে বলল রানা।

জলপাই-সবুজ চোখ দুটোকে এখন আরও গাঢ় দেখাচ্ছে, জলে ভরা। 'তিনি আমাকে অসম্ভব আদর-যত্নে বড় করেছেন।'

'রিফ্রেশমেন্ট, ডিয়ার ফ্রেন্ডস?' ওদের কাছে আবার ফিরে এলেন সার হিউম, একটা ট্রেতে করে কয়েকটা কোক ও এক বাক্স ক্র্যাকার নিয়ে এসেছেন। 'পুরোহিত বন্ধু এখনও মুখ খুলছেন না,' বললেন তিনি। 'তবে তাঁকে আরও সময় দেয়া দরকার।' একটা ক্র্যাকারে কামড় দিলেন, চোখ নামিয়ে তাকালেন কবিতাটার দিকে। 'কোনও সূত্র পাওয়া গেল? আপনার দাদু এখানে ঠিক কী বলতে চাইছেন আমাদেরকে?' মুখ তুলে সোফিয়ার দিকে তাকালেন।

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল সোফিয়া।

কবিতা লেখা কাগজটা টেনে নিয়ে চোখ বুলাচ্ছেন হিউম, একটা কোক নিয়ে জানালা দিয়ে প্লেনের বাইরে তাকাল রানা, কল্পনার চোখে গোপনীয় ধর্মীয় আচার ও ভাঙতে না পারা কোড-এর রাশি রাশি ছবি দেখতে পাচ্ছে। *টেম্পলার-প্রশংসিত সমাধিফলকই রহস্যের চাবিকাঠি।* কোলায় চুমুক দিল ও। ঠাণ্ডা নয়।

রাতের কালো ঘোমটা দ্রুত ফিকে হয়ে আসছে। ঝলমলে একটা সাগর দেখতে পাচ্ছে রানা, ওদের নীচে বিস্তৃত। ইংলিশ চ্যানেল। আর বেশি দেরি নেই।

টেম্পলার-প্রশংসিত সমাধিফলক।

সাগরকে পিছনে ফেলে এল প্লেনটা, দিনের আলো এখন আরও পরিষ্কার, সেই সঙ্গে রানার মনটাও হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল। 'বললে বিশ্বাস করবেন না,' বলে ওদের দিকে ফিরল ও। 'টেম্পলার হেডস্টোন... ব্যাপারটা আমি ধরে ফেলেছি।'

সার হিউমের চোখ দুটো পিরিচ হয়ে উঠল। 'আপনি জানেন হেডস্টোনটা কোথায়?'

'কোথায় নয়। কী,' বলল রানা।

ভাল করে শোনার জন্য ঝুঁকল সোফিয়া।

'আমার ধারণা, হেডস্টোন বলতে এখানে সত্যি সত্যি একটা পাথুরে মাথা বোঝানো হয়েছে,' ব্যাখ্যা করল রানা, অ্যাকাডেমিক ব্রেকথ্রু করতে পারায় উপভোগ্য উত্তেজনা অনুভব করছে। 'কবর চিহ্নিত করার কোনও পাথর নয়।'

'পাথুরে মাথা? মানে?' জানতে চাইলেন হিউম।

সোফিয়াকেও বিমূঢ় দেখাচ্ছে।

'সার হিউম,' বলে তাঁর দিকে ফিরল রানা। 'ইনকুইজিশন চলার সময় নাইটস টেম্পলারদেরকে সব ধরনের অনৈতিক কাজের জন্যে অভিযুক্ত করেছিল চার্চ, ঠিক?'

'ঠিক। সম্ভাব্য সব রকম অভিযোগ বানায় তারা। সমকাম, ক্রুসের ওপর পেচ্ছাব, শয়তানের পুজো, আরও কত কী.. সে এক লম্বা তালিকা।'

'ওই তালিকায় আরও ছিল *ভুয়া মূর্তির পুজোও*, কেমন? চার্চ আসলে টেম্পলারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে তারা গোপনে ধর্মীয় আচার পালন করছে, সেই আচারের মধ্যে খোদাই করা একটা পাথরকে পুজো করা হচ্ছে... ওটা ছিল একটা পেইগান ঈশ্বর—'

'ও মাই গড, বাফোমেট!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন হিউম। 'আপনি ঠিক ধরেছেন! টেম্পলার-প্রশংসিত একটা হেডস্টোন!'

বাফোমেট ছিল উর্বরতা ও নতুন জন্মদান প্রক্রিয়ার শক্তিস্বরূপ ঈশ্বর। ওই ঈশ্বরের মাথা ছিল ভেড়া কিংবা ছাগলের, প্রাচুর্য ও উৎপাদনের সাধারণ সিম্বল। টেম্পলাররা পাথুরে একটা মাথার মডেলকে মাঝখানে রেখে চক্কর দিয়ে বাফোমেটকে শ্রদ্ধা জানাত, সেই সঙ্গে সুর করে গান গেয়ে প্রার্থনা করত।

চোখে-মুখে উৎসাহ নিয়ে রানা বলল, 'আর গ্রিক ভাষায় Sophia মানে জ্ঞান— আ ওয়ার্ড অভ উইজডম। জ্ঞানগর্ভ একটা শব্দ।'

হঠাৎ করে দাদুর অভাবটা বিরাট এক শূন্যতা সৃষ্টি করল সোফিয়ার বুকে। *দাদু প্রায়রি কিস্টোনে আমার নাম লুকিয়ে রেখে গেছেন!*

কিন্তু আবার ক্রিপটেক্স-এর পাঁচ হরফের ডায়ালটার দিকে তাকাতেই আরেকটা সমস্যা দেখতে পেল সোফিয়া। 'কিন্তু, দাঁড়ান, আমার নামের বানানে হরফ লাগছে ছয়টা!'

সার হিউমের হাসি এতটুকু ম্লান হলো না। 'কবিতাটা আরেকবার দেখুন। আপনার দাদু লিখেছেন, "anci t word, of isdom."

'তো?'

হিউম হেসে উঠলেন। 'প্রাচীন গ্রিক ভাষায় উইজডম শব্দটা লেখা হত এভাবে– S-O-F-I-A।'

ক্রিপটেক্সটা টেনে নিয়ে হরফগুলোর ডায়াল-এ সাজাতে শুরু করল সোফিয়া। উত্তেজনায় তার হাত একটু একটু কাঁপছে। *এই লেখা প্রকাশ করবে জ্ঞানগর্ভ একটি প্রাচীন শব্দ।* তার হাতের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছেন সার হিউম, পাশ থেকে রানাও।

S...O...F...

'সাবধানে,' ফিসফিস করলেন হিউম। 'খু-ব সাবধানে।'

..I...A.

শেষ ডায়ালটা জায়গামত বসাল সোফিয়া। 'ঠিক আছে,' বিড়বিড় করল সে, মুখ তুলে ওদের দিকে তাকাল। 'জিনিসটা আমি খুলছি তা হলে।'

'ভিনিগারের কথা ভুলবেন না,' মনে করিয়ে দিল রানা। 'যতটা পারা যায় সাবধানে।'

সোফিয়া জানে, এটা যদি ছোটবেলায় যে-সব ক্রিপটেক্স খুলেছে সেগুলোর মত হয়, তা হলে ডায়ালগুলোকে এড়িয়ে সিলিন্ডারের দুই প্রান্ত ধরে বিপরীত দিকে ধীরে ধীরে টান দিলেই কাজ হবে। ডায়ালগুলো যদি পাসওয়ার্ডের সঙ্গে যথাযথ মিল রেখে সেট করা হয়ে থাকে, তা হলে একটা প্রান্ত খুলে আসবে।

টানছে সোফিয়া, কিন্তু কিছুই ঘটছে না। আরও একটু জোর দিল সে। হঠাৎ করেই খুলে পড়ল পাথরটা। ভারী প্রান্তটা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়ে গেল তার হাতে। সার হিউম প্রায় লাফ দিয়ে উঠলেন। শেষ মাথার ক্যাপটা টেবিলে রেখে সিলিন্ডারটা কাত করে ভিতরে তাকাবার সময় হার্টরেট বেড়ে গেল সোফিয়ার।

ভিতরে সত্যিই একটা স্ক্রোল রয়েছে!

গোল পাকানো কাগজের ভিতরে উঁকি দিয়ে সোফিয়া দেখতে

পেল কাগজটা জড়ানো হয়েছে সিলিন্ডার আকৃতির একটা জিনিসের গায়ে– ভিনিগার ভর্তি ভাস্কাল, ধরে নিল সে। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ভিনিগারের চারপাশে কাগজটা যেমনটি হওয়ার কথা অর্থাৎ পাতলা প্যাপিরাস নয়, বরং ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি পার্চমেন্ট। ব্যাপারটা অদ্ভুত এই জন্য যে ভিনিগার তো ওই চামড়া গলিয়ে ফেলতে পারবে না।

স্ক্রোলের ভিতরে আবার ভাল করে তাকাতে সোফিয়া বুঝতে পারল জিনিসটা ভিনিগার নয়, অন্য জিনিস।

'কী হলো? স্ক্রোলটা বের করুন।'

ভ্রূ জোড়া কুঁচকে কন্টেইনার থেকে টেনে চামড়া, এবং চামড়া যেটাকে জড়িয়ে আছে সেটা বের করে আনল সোফিয়া।

'এ তো প্যাপিরাস নয়,' বললেন সার হিউম। 'অনেক ভারী মনে হচ্ছে।'

'জানি,' বলল সোফিয়া। 'এটা আসলে প্যাড।'

'কীসের প্যাড? ভিনিগার ভায়ালের?'

'না।' গোল পাকানো স্ক্রোলটা খুলল সোফিয়া, ভিতরে কী আছে দেখাল ওদেরকে। 'এটার প্যাড,' বলল সে।

চামড়ার ভিতর জিনিসটা দেখে হতাশায় ছেয়ে গেল রানার মন।

'খোদা, রহম করো,' বললেন সার হিউম। 'আপনার দাদু মনে হয় আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন!'

রানা দেখল টেবিলে পড়ে রয়েছে আরও একটা ক্রিপটেক্স। আকারে ছোট এটা। কালো অনিক্স পাথরে তৈরি। প্রথমটার ভিতরে লুকানো ছিল দ্বিতীয়টা। সবকিছুতেই জোড়ায় বিশ্বাসী ছিলেন ল্যাক বেসন। সবকিছুরই জোড়া থাকতে হবে। নারী-পুরুষ। সাদার ভিতরে লুকিয়ে আছে কালো।

মানুষ মাত্রই নারী থেকে উৎপন্ন।

সাদা– নারী।

কালো– পুরুষ।

হাত বাড়িয়ে ছোট ক্রিপটেক্সটা তুলল রানা। হুবহু প্রথমটার মতই দেখতে, শুধু আকারে ছোট ও কালো এটা। পরিচিত ছলছল আওয়াজটা শুনতে পেল ও। ভিনিগার ভর্তি ভায়ালটা সম্ভবত এই ছোট ক্রিপটেক্সেই আছে।

'তবে আমরা বোধহয় ঠিক পথেই এগোচ্ছি, তা-ই না, রানা?' জিজ্ঞেস করলেন হিউম, চামড়ার তৈরি পাতাটা বাড়িয়ে ধরলেন ওর দিকে।

কালো চামড়াটা নেড়েচেড়ে দেখল রানা। অলঙ্কৃত হস্তাক্ষরে চার লাইনের আরেকটা কবিতা রয়েছে এখানে। এ-ও সেই আইয়্যামবিক পেনটামিটার ছন্দে লেখা। কবিতাটা কোড করা, তবে শুধু প্রথম লাইনটা অনুবাদ করে পড়তে হলো রানাকে, তাতেই উপলব্ধি করতে পারল ও– সার হিউমের ব্রিটেনে আসবার প্ল্যানটা সুফল বয়ে আনবে।

ইংরেজিতে তরজমা করলে লাইনটা এরকম দাঁড়ায়–

In London lies a knight a Pope interred

বাংলায় অনুবাদ করলে হবে–

একজন নাইটকে লন্ডনে সমাহিত করেছেন পোপ।

কবিতার বাকি অংশ পরিষ্কার আভাস দিচ্ছে, এই নাইট-এর সমাধি শহরেই কোথাও আছে, এবং সেখানে গেলে দ্বিতীয় ক্রিপটেক্স খোলার পাসওয়ার্ডটা পাওয়া যেতে পারে।

মুখ তুলে সার হিউমের দিকে তাকাল রানা। 'আপনার কোনও ধারণা আছে, কোন্ নাইটের কথা বলা হচ্ছে এখানে?'

নিঃশব্দে হাসলেন হিউম। 'বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তবে খুব ভাল করেই জানি কোন্ সমাধিতে ঢু মারতে হবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে, ওদের কাছ থেকে পনের মাইল সামনে, কেন্ট পুলিশের ছয়টা কার বৃষ্টিস্নাত রাস্তা ধরে বিগিন হিল এক্সিকিউটিভ এয়ারপোর্টের দিকে ছুটছে।

দশ

সার হিউমের ফ্রিজ থেকে একটা কোক নিয়ে ঢক ঢক করে গিলছে লেফটেন্যান্ট ডুফি রাউল, হাঁটতে হাঁটতে ড্রইংরুম থেকে স্টাডিতে চলে এল। এখানে পিটিএস এগযামিনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করতে ব্যস্ত।

'কিছু পাওয়া গেল?'

মাথা নাড়ল এগযামিনার। 'নতুন কিছু নয়। সারা বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মাত্র কয়েকজন মানুষের আঙুলের ছাপ।'

'কাঁটা লাগানো বেল্টের প্রিন্ট থেকে কিছু পাওয়া যায়নি?'

'ইন্টারপোল এখনও কাজ করছে।'

ডেস্কে রাখা দুটো এভিডেন্স ব্যাগের দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট। 'ওগুলো কী?'

'অভ্যাস। যা কিছু অদ্ভুত লেগেছে সব ওই দুই ব্যাগে ভরেছি।'

আরেক এজেন্ট বাইরে থেকে মাথা গলাল স্টাডিতে। 'লেফটেন্যান্ট, ক্যাপটেন অকটেভের জন্যে জরুরি একটা ফোন কল এসেছে সুইচবোর্ডে, কিন্তু ওরা তাঁর নাগাল পাচ্ছে না। আপনি রিসিভ করবেন?'

কিচেনে এসে কলটা রিসিভ করল রাউল।

ফোন করেছেন জ্যাক ড্যালক্রোজ। ব্যাঙ্কার ভদ্রলোকের মার্জিত বাচনভঙ্গি গলার উদ্বেগ চেপে রাখতে পারল না। 'কথা

ছিল ক্যাপটেন অকটেভ আমাকে ফোন করবেন। কিন্তু আমি তাঁর কোনও কল পাইনি।'

'তিনি খুব ব্যস্ত,' জানাল রাউল। 'আপনার কোনও সাহায্য দরকার হলে আমাকে বলতে পারেন।'

'বলা হয়েছিল তদন্ত কতটুকু এগোল নিয়মিত জানানো হবে আমাকে।'

মুহূর্তের জন্য রাউলের সন্দেহ হলো, এই গলার আওয়াজ তার চেনা। কিন্তু মনে করতে পারল না কোথায় শুনেছে। 'মসিয়ো ড্যালক্রোজ, প্যারিস ইনভেস্টিগেশনের চার্জে এখন আমিই আছি।' তারপর নিজের পরিচয় দিল সে।

অপরপ্রান্তে দীর্ঘ নীরবতা। তারপর ড্যালক্রোজ বললেন, 'লেফটেন্যান্ট রাউল, আমাকে আরেকটা কল ধরতে হচ্ছে। প্লিজ, এক্সকিউয মি। আমি আপনাকে পরে রিং করব।' লাইন কেটে দিলেন তিনি।

রিসিভারটা আরও কয়েক সেকেন্ড ধরে থাকল রাউল। হঠাৎ মনে পড়ল তার। *ঠিকই ধরেছি, এই গলার আওয়াজ আমি চিনি! আর্মার কার-এর ড্রাইভার! হাতে ছিল নকল রোলেক্স!*

সময় নষ্ট না করে ইন্টারপোল-এর সঙ্গে যোগাযোগ করল লেফটেন্যান্ট রাউল। ওদেরকে জানাল, জ্যাক ড্যালক্রোজকে খুঁজে বের করতে হবে। ব্যাপারটা জরুরি।

'আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ল্যান্ড করতে যাচ্ছি আমরা,' ওদেরকে জানালেন সার হিউম। আনন্দ ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন তিনি। দীর্ঘ প্রবাসী জীবনের ইতি টেনে ফ্রান্স ত্যাগ করেছেন, ব্রিটেনে ফিরছেন বিজয়ী হয়ে– তাঁর সারাজীবনের সাধনা কিস্টোন পাওয়া গেছে!

কিস্টোনটা শেষ পর্যন্ত কোথায় তাঁকে নিয়ে যাবে সেটা অবশ্য এখনও দেখা বাকি। তাঁর দেশেই কোথাও, তবে ঠিক কোথায়

সে-সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই।

একটা ওয়াল প্যানেল খুলে কিছু কাগজ-পত্র বের করলেন হিউম। 'এগুলো আমার আর লুইয়ের পাসপোর্ট।' তারপর পঞ্চাশ পাউন্ড নোট-এর দুটো মোটা বান্ডিল বের করে টেবিলে রাখলেন। 'এগুলো আপনাদের পাসপোর্ট।'

'এয়ারপোর্ট অফিসাররা ঘুষ খাবেন?' চোখে সন্দেহ নিয়ে জানতে চাইল সোফিয়া।

'সবার কাছ থেকে খাবে না,' বললেন সার হিউম। 'এরা সবাই আমাকে চেনে। ফর গড'স সেক, আমি আর্মস স্মাগলার নই!'

'পুরোহিতের ব্যাপারটা কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে?'

'আমার প্রিয় বন্ধু মিস্টার রানা পাইলটের সঙ্গে আলাপ করে একটা প্ল্যান ফাইনাল করেছেন, আমরা সবাই সেটা ফলো করব। ওঁকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন কীভাবে কী করা হবে।'

ঠিক এই সময় প্যাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে পাইলটের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'সার, টাওয়ার থেকে এইমাত্র রেডিও মেসেজ পেলাম। আপনার হ্যাঙ্গারের কাছে কী একটা মেইন্টেন্যান্স প্রবলেম দেখা দিয়েছে, তাই আমাকে সরাসরি টার্মিনাল ভবনের সামনে প্লেন থামাতে বলছে ওরা।'

বিগিন হিল-এ এক যুগেরও বেশি আসা-যাওয়া করছেন সার হিউম, এরকম আগে কখনও হয়নি। 'সমস্যাটা কি, কিছু বলছে?'

'কন্ট্রোলারের কথা পরিষ্কার নয়। পাম্প স্টেশনে গ্যাস লিক না কি যেন। বলছে টার্মিনাল ভবনের সামনে প্লেন থামাতে হবে, পরবর্তী নোটিস না দেয়া পর্যন্ত প্লেন থেকে কেউ বেরুতেও পারবে না। নিরাপত্তার স্বার্থে।'

সার হিউম গলা নামিয়ে রানাকে বললেন, 'আমার হ্যাঙ্গার থেকে পাম্প স্টেশনটা অন্তত আধমাইল দূরে।'

পাইলটও বলল, 'সার, ব্যাপারটা একদমই নিয়মের বাইরে।'

রানা গম্ভীর। 'সন্দেহ নেই, এয়ারপোর্টে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে একদল পুলিশ অপেক্ষা করছে।'

'তার মানে ক্যাপটেন অকটেভ এখনও মনে করছেন রানা আর আমি দাদুকে খুন করেছি,' বলল সোফিয়া।

রানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন সার হিউম। 'সার, পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় আপনার প্ল্যান কি বাতিল হয়ে গেল?'

মাথা নাড়ল রানা। 'প্ল্যান ঠিকই আছে,' বলল ও।

'আমরা অন্য কোনও এয়ারপোর্টে চলে যেতে পারি না?' জানতে চাইল সোফিয়া।

মাথা নাড়লেন সার হিউম। 'ফুয়েলে হয়তো টান পড়বে, কাজেই ঝুঁকিটা নেয়া যায় না।'

'বললাম তো, প্ল্যানটা বাতিল করিনি। এখনই আসছি আমি,' বলে ককপিটের দিকে এগোল রানা। 'পাইলটকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই।'

হকার জেট ল্যান্ড করতে যাচ্ছে।

বিগিন হিল এয়ারপোর্টের এক্সিকিউটিভ সার্ভিস অফিসার জেমস আইভরি কন্ট্রোল টাওয়ারে পায়চারি করছেন, তাকিয়ে আছেন বৃষ্টিস্নাত রানওয়ের দিকে। কী অসম্ভব কথা, কেন্ট পুলিশ বলছে গুরুতর কী একটা অপরাধ সম্পর্কে সার হিউম আর তাঁর সঙ্গীদের জেরা করবে তারা, এমনকী প্রয়োজন হলে অ্যারেস্টও করতে পারে!

সার হিউম তাদের অন্যতম ধনী ও প্রভাবশালী মক্কেল। এয়ারপোর্টে তাঁর নিজস্ব হ্যাঙ্গার আছে। সেই হ্যাঙ্গারে বিরাট একটা জাগুয়ার প্রতিদিন প্রস্তুত রাখা হয়, কয়েকটা দৈনিক পত্রিকা সহ— বিনা নোটিসে হঠাৎ যদি তিনি চলে আসেন, তাই। সাধারণত মাসে দু'বার তিনি আসা-যাওয়া করেন, প্রতিবার কাস্টমসের দু'একজন কর্মকর্তা সশরীরে উপস্থিত থেকে সার

হিউমের সুবিধে-অসুবিধেগুলো দেখেন। এই যেমন, নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ফ্রান্স থেকে কিছু তাজা ফল আনেন তিনি, কর্মকর্তারা দেখেও না দেখার ভান করেন।

সার হিউমের স্বভাবটাই এমন যে যেখানে কোনও প্রয়োজন নেই সেখানেও উপহার বিলি করেন। ফলে এয়ারপোর্ট ও কাস্টমসের লোকেরা তাঁর প্রতি ভারি খুশি।

হঠাৎ কী যে হলো, কেন্ট পুলিশের চিফ ইন্সপেক্টর এয়ারপোর্টে এসে বলছেন টার্মিনাল ভবনের সামনে থামতে হবে প্লেনটাকে। এই মুহূর্তে তাঁর সশস্ত্র একটা গ্রুপ টার্মিনাল ভবনের পাশে অপেক্ষা করছে, প্লেন থামা মাত্র ছুটে গিয়ে ঘিরে ফেলবে।

টারমাক লেবেলে নেমে এসে জেমস আইভরি দেখলেন রানওয়ে স্পর্শ করল হকারের চাকা। নিরাপদ ল্যান্ডিং। ঝকমকে সাদা প্লেনটা ছুটে আসছে টার্মিনাল ভবনের দিকে।

কিন্তু একি, প্লেনের গতি কমছে না! দেখতে দেখতে টার্মিনাল ভবনের পাশে চলে এল হকার, ওটাকে পাশ কাটিয়ে সার হিউমের হ্যাঙ্গারের দিকে চলে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে ভবনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে পুলিশরা। তারা সবাই একযোগে তাকাল জেমস আইভরির দিকে। চিফ ইন্সপেক্টর মিক বুলি বললেন, 'আপনি না বললেন টার্মিনাল ভবনের সামনে থামতে রাজি হয়েছে পাইলট?'

হতভম্ব দেখাচ্ছে আইভরিকে। 'হয়েছে তো!'

মিনিট তিনেক পর দেখা গেল পুলিশ কারের একটা কনভয় দেড় মাইল দূরের হ্যাঙ্গার লক্ষ্য করে ছুটছে। সামনের গাড়িতে চিফ ইন্সপেক্টর মিক বুলির সঙ্গে জেমস আইভরিও রয়েছেন।

পুলিশের কনভয় এখনও সাতশো গজ দূরে, দেখা গেল সার হিউমের জেট প্লেন প্রাইভেট হ্যাঙ্গারের ভিতর অলস ভঙ্গিতে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

খোলা হ্যাঙ্গারের সামনে ব্রেক কষে থামল কনভয়, বাগিয়ে

ধরা অস্ত্র নিয়ে লাফ দিয়ে নীচে নামল পুলিশরা। নামলেন আইভরিও। হ্যাঙ্গারের ভিতর থেকে কান ফাটানো আওয়াজ বেরুচ্ছে, ধীরভঙ্গিতে ঘুরে গিয়ে খোলা সামনের দিকটায় পজিশন নিচ্ছে হকার। একশো আশি ডিগ্রি বাঁক নেওয়া শেষ করে দরজার ঠিক মুখে এসে স্থির হলো জেট। ককপিটের ভিতরে পাইলটকে দেখতে পেলেন আইভরি, বোধগম্য কারণেই ভয়ে ও বিস্ময়ে ঝুলে পড়েছে তার মুখ। প্লেনের সামনে ব্যারিকেড দিয়েছে পুলিশ।

ইঞ্জিন বন্ধ করল পাইলট। হ্যাঙ্গারে ঢুকে প্লেনটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল পুলিশ। চিফ ইন্সপেক্টর মিক বুলি হ্যাচের দিকে এগোলেন, তাঁর পিছু নিলেন আইভরি। কয়েক সেকেন্ড পর ফিউজিলাজের দরজা খুলে গেল।

কেতাদুরস্ত ভাব-ভঙ্গি নিয়ে খোলা দরজায় উদয় হলেন সার আলবার্ট হিউম। প্লেনের ইলেকট্রনিক সিঁড়ি সাবলীল ভাবে নীচে নেমে এল। তাঁর দিকে এতগুলো অস্ত্র তাক করা রয়েছে দেখে শরীরের ভার ক্রাচের চাপিয়ে দিয়ে মাথা চুলকালেন তিনি। 'জেমস, পুলিশ কল্যাণ তহবিল-এর কি কোনও লটারি জিতেছি আমি, বিদেশে থাকার সময়?' গলা শুনে যতটা উদ্বিগ্ন তারচেয়ে অনেক বেশি বিস্মিত মনে হলো তাঁকে।

গলায় আটকানো ব্যাঙটাকে ঢোক গিলে নামাতে চেষ্টা করছেন জেমস আইভরি, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সামনে এগোলেন। 'গুড মর্নিং, সার। ঝামেলা হবার জন্যে দুঃখিত। আমাদের এখানে গ্যাস লিকের একটা ব্যাপার ঘটেছে। আপনার পাইলট কথাটা শুনে টার্মিনাল ভবনের সামনে প্লেন থামাতে রাজি হয়েছিলেন।'

'জানি। আমিই তাকে এখানে চলে আসতে বলি। এমনিতেই জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্টে দেরি হয়ে গেছে আমার। কারও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে এই হ্যাঙ্গারের জন্যে মেলা টাকা দিই আমি। আর গ্যাস লিক না কী যেন বলছ, শুনতে খুব রাবিশ লাগছে

আমার কানে।'

'সার,' সামনে এগিয়ে এসে বললেন চিফ ইন্সপেক্টর। 'আমি অনুরোধ করছি আরও আধঘণ্টা প্লেন থেকে আপনারা কেউ নামবেন না।'

ক্রাচে ভর দিয়ে দ্রুত নীচে নামবার সময় গম্ভীর হলেন সার হিউম। 'তা সম্ভব নয়। আমার একটা মেডিকেল অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।' টারমাকে পা দিলেন তিনি। 'সেটা আমি মিস করতে পারব না।'

নিজের জায়গা বদলে সার হিউমের এগোবার পথ বন্ধ করে দিলেন চিফ ইন্সপেক্টর। 'এখানে আমি এসেছি ফ্রেঞ্চ জুডিশিয়ারি পুলিশের অনুরোধে। তাদের অভিযোগ আপনি এই প্লেনে করে ফেরারি অপরাধী নিয়ে এসেছেন।'

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত মিক বুলির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবার পর হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠলেন সার হিউম। 'বুঝেছি! ওই যে এক ধরনের প্রোগ্রাম আছে, লুকিয়ে রাখা মুভি ক্যামেরা দিয়ে শ্যুট করা হয়, সেরকম কিছু, তাই না? সত্যি দারুণ!'

'সার হিউম, ব্যাপারটা সিরিয়াস,' মিক বুলি দৃঢ়কণ্ঠে বলল। 'ফ্রেঞ্চ পুলিশ আরও অভিযোগ করেছে, আপনার প্লেনে একজনকে জিম্মি করেও রাখা হয়েছে।'

সিঁড়ির মাথায়, দোরগোড়ায় হাজির হলো ম্যানসার্ভেন্ট লুই লেভাউ। 'আমি সার হিউমের এতই অনুগত যে স্বেচ্ছায় জিম্মি হয়েছি। সার আমাকে বিদায় করে দিলেও আমি বিদায় হব না। সার, আমাদের কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে।' চিবুক নেড়ে হ্যাঙ্গারের দূর প্রান্তের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা জাগুয়ারটা দেখাল সে। প্রকাণ্ড গাড়িটায় হোয়াইটওয়াল চাকা লাগানো, জানালায় ঝাপসা কাঁচ। 'আমি গাড়িটা নিয়ে আসি।' সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল সে।

'সার হিউম,' গলা চড়িয়ে, কঠিন সুরে বললেন চিফ

ইন্সপেক্টর। 'আপনাদেরকে আমি যেতে দিতে পারি না। দয়া করে আপনারা প্লেনে ফিরে যান। দুজনেই। ফ্রেঞ্চ পুলিশের একটা গ্রুপ একটু পরেই এখানে ল্যান্ড করতে যাচ্ছে।'

এবার জেমস আইভরির দিকে তাকালেন হিউম। 'জেমস, ব্যাপারটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না? প্লেনে আমাদের সঙ্গে আর কেউ নেই। প্রতিবার যারা থাকি এবারও তারাই আছি– আমি, লুই ও পাইলট। তুমি হয়তো মধ্যস্থতা করতে পার। যাও, প্লেনে উঠে দেখে এস আমরা কাউকে লুকিয়ে রেখেছি কি না।'

আইভরি বুঝলেন, ফাঁদে পড়ে গেছেন তিনি। 'জী, সার। আপনি বললে আমি দেখে আসতে পারি।'

'না, আপনি তা পারেন না!' হুঙ্কার ছেড়ে বললেন মিক বুলি, খুব ভাল করেই জানেন ক্লায়েন্টকে হারাবার ভয়ে ফিরে এসে মিথ্যে রিপোর্ট করবেন আইভরি। 'আমি নিজে দেখব।'

মাথা নাড়লেন সার হিউম। 'না, তা আমি হতে দিতে পারি না, ইন্সপেক্টর। এটা প্রাইভেট প্রপার্টি, সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া প্লেনে আপনি উঠতে পারবেন না। আমি আপনাকে যুক্তিসঙ্গত একটা বিকল্প অফার করছি। ইন্সপেকশনটা মিস্টার জেমস আইভরি করতে পারেন।'

'আমি রাজি নই,' সাফ জানিয়ে দিলেন চিফ ইন্সপেক্টর।

'অনেকক্ষণ ধরে আপনার গোঁয়ার্তুমি সহ্য করছি, ইন্সপেক্টর,' রেগে উঠে বললেন সার হিউম। 'আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা অত্যন্ত জরুরি, তাই আমি যাচ্ছি। আমাকে আটকানো যদি একান্ত দরকার হয়, আপনি গুলি করতে পারেন।' কথা শেষ করে ক্রাচের শব্দ তুলে হাঁটা ধরলেন তিনি, তাঁর পিছু নিল লুই। ইন্সপেক্টরকে পাশ কাটিয়ে বাঁক নিল তারা, হ্যাঙ্গারের শেষ প্রান্তে দাঁড় করানো গাড়িটার দিকে যাচ্ছে।

কেন্ট পুলিশের চিফ ইন্সপেক্টর মিক বুলির মনটা তিক্ততায় ভরে

উঠল। তাঁর দৃষ্টিতে, সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোকজন ধরাকে তো সরা জ্ঞান করেই, নিজেদেরকে তারা আইনের উর্ধ্বে বলেও মনে করে।

কিন্তু তা তাঁরা নন। মিক বুলি সিদ্ধান্ত নিলেন, আজ সেটাই বুঝিয়ে দেওয়া হবে সার হিউমকে। সরাসরি তাঁর পিঠের দিকে পিস্তল তাক করলেন তিনি। 'থামুন!' গর্জে উঠলেন। 'তা না হলে আমি গুলি করব।'

'কে মানা করছে, করুন,' পিছন ফিরে না তাকিয়েই বললেন হিউম, তাঁর হাঁটার গতি এতটুকু শ্লথ হলো না। 'তা হলে আমার লইয়ার ব্রেকফাস্টে বসে খুব মজা করে আপনার টেস্টিকল-ভাজা চিবিয়ে খাবে। আর সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া আমার প্লেনে উঠলে তার ডিনারের মেন্যুতে জায়গা করে নেবে আপনার পিলেটাও।'

ক্ষমতার দাপট দেখে অভ্যস্ত মিক বুলি, প্রতিপক্ষের কথা শুনে এতটুকু বিচলিত হলেন না। এটা ঠিক যে কোনও প্রাইভেট প্লেনে চড়তে হলে সার্চ ওয়ারেন্ট দরকার হয়, কিন্তু এই নিয়ম ভেঙে তিনি যদি প্রমাণ করতে পারেন কোনও ক্রাইম সঙ্ঘটিত হয়েছে তা হলে ব্যাপারটা নিয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন তুলবে না। সার হিউমের আচরণই বলে দিচ্ছে প্লেনে কিছু লুকিয়ে রেখেছেন তিনি।

'থামাও ওদেরকে!' নির্দেশ দিলেন ইন্সপেক্টর। 'আমি প্লেন সার্চ করব।'

তাঁর লোকজন ছুটে গিয়ে ঘিরে ফেলল সার হিউম আর লুইকে, হাতের অস্ত্র বুক ও মাথার দিকে তাক করা।

এবার ঘুরলেন সার হিউম। 'ইন্সপেক্টর, এটাই আপনাকে আমার শেষ ওয়ার্নিং। নিজের ভাল চাইলে আমার প্লেনে ওঠার কথা কল্পনাও করবেন না। উঠলে পরে পস্তাতে হবে।'

হুমকি অগ্রাহ্য করে সাইড আর্ম-এ হাত রেখে সিঁড়ি বেয়ে

উঠে গেলেন ইন্সপেক্টর। হ্যাচের কাছে পৌঁছে প্লেনের ভিতর উঁকি দিলেন তিনি। এক মুহূর্ত ইতস্তত করবার পর কেবিনে ঢুকে পড়লেন। কী ব্যাপার!

ইন্সপেক্টর দেখলেন হতভম্ব চেহারা নিয়ে পাইলট ছাড়া প্লেনে আর কেউ নেই। তারপরও ভাল করে সার্চ করলেন তিনি। নাহ্, পুরো খালি। কাউকে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়নি।

ক্যাপটেন অকটেভ তা হলে কী মনে করে এরকম গুরুতর একটা অভিযোগ করলেন? দেখা যাচ্ছে সার হিউম প্রথম থেকেই সত্যি কথা বলছেন।

প্লেন থেকে বেরিয়ে এসে ইন্সপেক্টর বললেন, 'ওঁদেরকে যেতে দাও। আমরা ভুল খবর পেয়েছিলাম।'

'আমার লইয়ার যোগাযোগ করবে,' চোখ গরম করে মনে করিয়ে দিলেন সার হিউম। 'আর উপদেশ থাকল, ভবিষ্যতে ফ্রেঞ্চ পুলিশের কোনও কথা বিশ্বাস করবেন না।'

জাগুয়ারের দরজা খুলে অপেক্ষা করছে লুই, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ক্রাচ সহ ব্যাকসিটে উঠে বসলেন সার হিউম। ঘুরে এসে ড্রাইভিং সিটে বসল লুই, স্টার্ট দিল। এক মুহূর্ত পর পুলিশদেরকে পাশ কাটিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

কপালের কাছে হাত তুলে জেমস আইভরি স্যালুট করল সার হিউমকে।

'সত্যি দারুণ দেখিয়েছেন আপনি, সার,' ব্যাকসিট থেকে উচ্ছ্বাস ভরা কণ্ঠে বললেন সার হিউম। ইতোমধ্যে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এসেছে জাগুয়ার। গাড়ির ভিতর আলো খুব কম, সিট থেকে ঝুঁকে নিজের পায়ের চারপাশটা দেখবার চেষ্টা করছেন তিনি। 'আপনারা ভাল আছেন তো?'

দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। এখনও সোফিয়া ও হাত-পা-মুখ বাঁধা পুরোহিতের পাশে গাড়ির মেঝেতে গুড়ি

মেরে পড়ে রয়েছে ও।

খালি ও নির্জন হ্যাঙ্গারে ঢুকে প্লেন যখন অলস ভঙ্গিতে ঘুরছিল, এই সময় হ্যাচ খুলে দিয়েছে লুই, সেই সঙ্গে প্লেনটাও ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পুলিশ কনভয় ছুটে কাছে চলে আসছে, কাজেই রানা ও সোফিয়া দুর্জন মিলে পুরোহিতকে টেনে-হিঁচড়ে গ্যাংওয়ে থেকে খুব তাড়াতাড়ি নামিয়ে এনেছে, তারপর তুলে দিয়েছে জাগুয়ারের পিছনে। এরপর প্লেনটা সগর্জনে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দরজার দিকে মুখ করে।

এই মুহূর্তে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসছে রানা ও সোফিয়া। সার হিউমের দুই পাশে লম্বা সিটটায় উঠে বসল ওরা। সহাস্যে মাথা ঝাঁকালেন হিউম, জানতে চাইলেন, 'অতিথিদের আমি ড্রিঙ্ক অফার করতে পারি তো?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বার-এর কেবিনেটটা খুললেন। ছোট তিনটে গ্লাসে খানিকটা করে ব্র্যান্ডি ঢাললেন তিনি।

যে যার গ্লাসে মাত্র একটা করে চুমুক দিয়েছে, সার হিউম কাজের কথা পাড়লেন। 'তো সেই নাইট-এর সমাধি...'

এগারো

'ফ্লিট স্ট্রিটে?' সার হিউমের কথাই পুনরাবৃত্তি করল রানা, ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ফ্লিট স্ট্রিটে আবার কোথায় কার কবর আছে!

নাইটের সমাধি কোথায় পাওয়া যাবে, এ নিয়ে অনেকক্ষণ

ধরেই হেঁয়ালি করছেন সার হিউম। কবিতার অর্থ অনুসারে ছোট ক্রিপটেক্স খোলার সূত্র ওই সমাধিতে পাওয়া যাবে।

ঠোঁটে রহস্যময় হাসি নিয়ে সোফিয়ার দিকে তাকালেন হিউম। 'মাদামোয়াযেল, আপনার বন্ধুকে কবিতাটা আরেকবার পড়তে দিন, প্লিজ।'

পকেটে হাত ভরে কালো ক্রিপটেক্সটা বের করে আনল সোফিয়া। ভেড়ার চামড়া দিয়ে মোড়া ওটা।

সবার মিলিত সিদ্ধান্তেই রোযউড বক্স ও বড় ক্রিপটেক্সটা প্লেনের স্ট্রংবক্সে রেখে আসা হয়েছে, সঙ্গে আনা হয়েছে শুধু যেটা ওদের দরকার।

চামড়ার মোড়ক থেকে বের করে রানার হাতে ছোট ক্রিপটেক্সটা ধরিয়ে দিল সোফিয়া।

প্লেনে থাকতে বেশ কয়েকবারই কবিতাটা পড়েছে রানা, কিন্তু সমাধির লোকেশন সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনও ইঙ্গিত ধরতে ব্যর্থ হয়েছে ও। আরেকবার পড়ার সময় ভাবছে পেনটামেট্রিক ছন্দের ভিতর কিছু হয়তো লুকিয়ে থাকতে পারে।

পোপ একজন নাইটকে সমাহিত করেছেন লন্ডনে।
তাঁর পরিশ্রমের ফল ঐশ্বরিক অসন্তোষের কারণ হয়।
তাঁর সমাধিফলকে ছিল, এমন একটা গোলক খুঁজছ তুমি।
গোলাপি শরীর ও বীজরোপিত গর্ভের কথা বলে সেটা।

ভাষাটা মোটেও কঠিন নয়। লন্ডনে একজন নাইটকে কবর

দেওয়া হয়েছে। কোনও একটা কাজে খাটা-খাটনি করেছিলেন সেই নাইট, কাজটা চার্চ ভাল চোখে দেখেনি। থাকার কথা থাকলেও তাঁর কবরে একটা গোলক নেই। কবিতাটার শেষ লাইনে বলা হচ্ছে 'গোলাপি শরীর ও বীজরোপিত গর্ভের কথা'– পরিষ্কার মেরি ম্যাগডেলেনকে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, যে গোলাপ যিশু খ্রিস্টের বীজ বহন করছে।

যতই সহজ হোক কবিতাটা, এটা থেকে রানা কোনও ধারণা পাচ্ছে না এই নাইট কে হতে পারেন, কিংবা কোথায় তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সমাধিটা খুঁজে পাওয়ার পরও সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ ওরা যেটা খুঁজছে সেটা ওই সমাধিতে অনুপস্থিত। The orb that ought be on his tomb?

'কিছু পাচ্ছেন, রানা?' সকৌতুকে জানতে চাইলেন সার হিউম। 'মাদামোয়াযেল সোফিয়া?'

মাথা নাড়ল সোফিয়া।

'আমি না থাকলে আপনাদের যে কী গতি হত!' কৃত্রিম হতাশায় বিষণ্ন দেখাচ্ছে সার হিউমকে। 'বেশ, সমাধানটা জানিয়ে দিচ্ছি। ব্যাপারটা কিন্তু বেশ সোজাই। চাবি রয়েছে প্রথম লাইনেই। দয়া করে ওটা একবার পড়বেন?'

সোফিয়া পড়ল, 'In London lies ht a Pope terred.'

'ঠিক তাই। A knight a Pope interred.' সোফিয়ার দিকে ফিরলেন তিনি। 'এটার আপনি কী অর্থ করছেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোফিয়া। 'একজন পোপ একজন নাইটকে কবর দেন? একজন নাইট, যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালনা করেন একজন পোপ?'

হেসে উঠলেন হিউম। 'ওহ্, দারুণ জমে উঠেছে আমাদের ধাঁধার আসর! আপনি খুব আশাবাদী, মাদামোয়াযেল। দ্বিতীয় লাইনটার দিকে তাকানো যাক। এই নাইট অবশ্যই এমন কিছু

করেছিলেন, যার ফলে চার্চ তাঁর ওপর খেপে গিয়েছিল। আবার চিন্তা করুন। বিবেচনা করুন নাইটস্ টেম্পলার ও চার্চের মাঝখানে মোটিভ ফোর্সটা কী? A knight a Pope i terred?'

রানা বলল, 'A knight a Pope killed?'

এক গাল হেসে রানার হাঁটু চাপড়ে দিলেন সার হিউম। 'ওয়েল ডান, ডিয়ার সার। A knight a Pope buried. Or killed.'

রানাকে "টেম্পলার রাউন্ড আপ" নামে কুখ্যাত একটা ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন সার হিউম। ১৩০৭ খ্রিস্টাব্দ, অশুভ ১৩ তারিখ, শুক্রবার; সেদিন পোপ ক্লেমেন্ট কয়েক শো টেম্পলারকে খুন করে মাটিতে পুঁতে ফেলেন।

'কিন্তু পোপের হাতে মারা যাওয়া নাইটদের কবর তো অসংখ্য হবার কথা, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, ঠিক তা নয়,' বললেন সার হিউম। 'অনেককেই কাঠের থামে বেঁধে পোড়ানো হয়, তারপর লাশগুলো ফেলে দেয়া হয় টাইবার নদীতে। তবে এই কবিতা *একটি* কবরের কথা বলছে। রোম নয়, লন্ডনের কোনও একটি কবর। আমরা জানি লন্ডনে অল্প কয়েকজন নাইটকে সমাহিত করা হয়,' থেমে রানার দিকে একটু ঝুঁকলেন তিনি, যেন ওর মস্তিষ্কের অন্ধকার কেটে যাওয়ার আশায় অপেক্ষা করছেন। অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠলেন, 'দূর ছাই! প্রায়রির সামরিক শাখা লন্ডনে যে চার্চটা বানিয়েছিল– খোদ নাইটস্ টেম্পলাররা! টেম্পল চার্চ!'

'টেম্পল চার্চ?' চমকে উঠে জোরে শ্বাস নিল রানা। 'ওখানে বেরিয়াল চেম্বার আছে?'

'দেখে ভয় পাবেন এমন দশটা সমাধি আছে।'

টেম্পল চার্চে কখনও যায়নি রানা, তবে প্রায়রি নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে বহুবার এই চার্চের কথা শুনেছে ও।

'টেম্পল চার্চটা তা হলে ফ্লিট স্ট্রিটে?'

'ঠিক ফ্লিট স্ট্রিটে নয়, পরের গলি টেম্পল লেনে।' সার হিউমকে দুষ্টু কিশোরের মত লাগছে। 'সবটুকু বলে দেয়ার আগে আমি চাই আপনারা আরও একটু ঘাম ঝরান।'

'ধন্যবাদ।'

'আপনাদের দুজনের কেউ ওখানে যাননি?'

একযোগে মাথা নাড়ল ওরা।

'আমি অবাক হচ্ছি না,' বললেন সার হিউম। 'চার্চটা এখন বড় বড় দালানের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। খুব কম লোকই জানে যে ওটা ওখানে আছে। প্রাচীন, ভূতুড়ে একটা জায়গা। নির্মাণ শৈলির পুরোটাই পেইগান।'

সোফিয়া বিস্মিত। 'বলেন কি! পেইগান?'

'পেইগান এই অর্থে যে তারা সব ধর্মের জন্যে যে ধরনের গোলাকার মন্দির তৈরি করত, এটাও সেভাবে তৈরি করা হয়। সব মানুষের ঈশ্বর ওখানে বাস করেন, যে কোনও ধর্মের লোক ওখানে গিয়ে তার ঈশ্বরকে ডাকতে বা পুজো করতে পারে, এরকম একটা মন্দির। এটা চার্চই, তবে আকারে গোলাকার।' সার হিউমের ভ্রূ-জোড়া শয়তানি নাচ নাচল।

সোফিয়া বলল, 'আর কবিতার বাকি অংশ?'

হিস্টরিয়ান ভদ্রলোকের খোশ মেজাজ অদৃশ্য হলো। 'ঠিক জানি না। কঠিন ধাঁধা। দশটা সমাধিই সাবধানে পরীক্ষা করতে হবে। ভাগ্য ভাল হলে একটায় দেখব গোলক নেই।'

রানা উপলব্ধি করছে রহস্য সমাধানের কত কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। অনুপস্থিত গোলক-এর জায়গায় যদি পাসওয়ার্ডটা পাওয়া যায়, ওরা দ্বিতীয় ক্রিপটেক্সটা খুলতে পারবে। তবে ভিতরে কী পাওয়া যাবে সে-সম্পর্কে ওদের কারও কোনও ধারণা নেই।

কবিতার লাইনগুলোর উপর আরেকবার খ বুলাল রানা। ওগুলো প্রথম যুগের ক্রসওয়ার্ড পাযল্-এর মত। পাঁচ অক্ষরের

একটা শব্দ, যেটা গ্রেইল-এর কথা বলে? প্লেনে বসে সম্ভাব্য অনেক পাসওয়ার্ড দিয়ে দ্বিতীয় ক্রিপটেক্সটা খুলতে চেষ্টা করেছে ওরা– গ্রেইল, গ্রাল, ভিনাস, মারিয়া, জিযাস, সারা– কিন্তু বৃথাই।

'সার?' গাড়ির সামনের দিক থেকে ডাকল লুই। 'রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে ওদেরকে দেখছে সে, খোলা ডিভাইডার-এর ভিতর দিয়ে। 'আপনি বলেছিলেন ফ্লিট স্ট্রিট ব্ল্যাকফ্রায়ার ব্রিজের কাছে?'

'হ্যাঁ, ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেন্ট ধরে চলো।'

'দুঃখিত, সার। আমার ঠিক জানা নেই ওটা কোন্‌দিকে। আমরা সাধারণত শুধু হসপিটালে আসা-যাওয়া করি।'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো।' সামনের দিকে ঝুঁকে লুইকে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন সার হিউম।

এই ফাঁকে রানার দিকে ঘুরে গিয়ে নিচু গলায় সোফিয়া বলল, 'কেউ জানে না আমরা লন্ডনে।'

কথাটার তাৎপর্য ধরতে পারল রানা। কেন্ট পুলিশ ফ্রেঞ্চ পুলিশের ক্যাপটেন অকটেভকে জানাবে সার হিউমের প্লেন খালি পাওয়া গেছে, ফলে অকটেভ ধরে নেবেন ওরা এখনও ফ্রান্সেই রয়ে গেছে। *আমরা অদৃশ্য*, ভাবল ও। ব্যাপারটা ওদের হাতে প্রচুর সময় এনে দিয়েছে।

'ষণ্ড মহাশয় সহজে হার মানার পাত্র নন,' বলল সোফিয়া। 'জানতে পারলে খুশি হতাম কী করার কথা ভাবছেন তিনি।'

রানা অকটেভকে নিয়ে ভাবতে না চাইলেও, মাথা থেকে তাঁর কথা ঝেড়ে ফেলতেও পারছে না। ভদ্রলোকের আচরণ, প্রথম থেকেই, অত্যন্ত রহস্যময় ও দুর্বোধ্য। প্লটটায় তাঁর কোনও ভূমিকা থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। জুডিশিয়ারি পুলিশ হোলি গ্রেইলকে নিয়ে জড়িয়ে পড়েছে, এটা কল্পনা করা কঠিন হলেও, ষড়যন্ত্রকারীদের সাহায্যকারী হিসাবে অকটেভকে বাদ দিতে পারছে না রানা। *লোকটা গোঁড়া ক্যাথোলিক, আর প্রথম*

থেকেই খুনগুলো আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছে।

'রানা, আমি দুঃখিত যে এভাবে একটা বিপদে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে আপনাকে,' বলল সোফিয়া। 'তবে আপনি আমার পাশে থাকায় সত্যিই আমি স্বস্তি বোধ করছি।'

কথাগুলো যতটা না রোমান্টিক, তারচেয়ে বেশি প্র্যাকটিকাল, তা সত্ত্বেও সুন্দরী মেয়েটির প্রতি তীব্র একটা আকর্ষণ বোধ করল রানা। ক্লান্ত হাসি দেখা দিল ওর ঠোঁটে। 'একটা ঘুম দিয়ে উঠতে পারলে আরও ভালভাবে আপনার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা যেত।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সোফিয়া। 'দাদু বলে গেছেন আপনাকে যেন আমি বিশ্বাস করি। খুশি লাগছে এই জন্যে যে তাঁর অন্তত একটা কথা শুনছি আমি।'

'অথচ আপনার দাদু আমাকে চিনতেন না।'

'তারপরও আমার মনে হচ্ছে, দাদু যেমন চেয়েছেন তার সবই আপনি করেছেন। কিস্টোনটা পেতে সাহায্য করেছেন আমাকে, ব্যাখ্যা করছেন স্যাংগ্রিয়াল কী, বলেছেন বেযমেন্টে ওটা ধর্মীয় আচার ছিল।' দম নিল সোফিয়া। 'বহু বছর যেটা হয়নি, আজ রাতে আমি অনুভব করছি দাদুর খুব কাছে আসতে পেরেছি।'

বারো

সাড়ে সাতটা বাজে। জাগুয়ার থেকে নেমে ইনার টেম্পল লেনে ঢুকছে রানা, সঙ্গে সার হিউম আর সোফিয়া। আঁকাবাঁকা পথ ধরে সারি সারি দালানকে পাশ কাটিয়ে এগোল ওরা, থামল এসে

টেম্পল চার্চের বাইরের ছোট উঠানটায়। কর্কশ পাথুরে কাঠামোটা ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজছে, মাথার উপরের খোপগুলোয় বসে ডাকাডাকি করে বীরত্ব ফলাচ্ছে পায়রাগুলো।

লন্ডনের এই প্রাচীন ভবন সম্পূর্ণ কেইন স্টোন দিয়ে তৈরি, দেখে মোটেও উপাসনালয় বলে মনে হয় না, বরং শক্তিশালী কেল্লার মত লাগে। ১৯৪০ সালে জার্মান এয়ারফোর্সের আগুনে-বোমায় মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল। পরে মেরামত করে আগের চেহারা ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

'এরকম শনিবারের সকালে,' সার হিউম বললেন, 'চার্চে বাইরের লোকজন না থাকারই কথা।'

প্রবেশপথটা পাথুরে কুলঙ্গির মত, ওটার ভিতর দিকে কাঠের একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। দরজার বাম দিকে, এখানে একেবারেই বেমানান, একটা বুলেটিন বোর্ড ঝুলছে; তাতে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময়সূচি লেখা কাগজ সাঁটা।

সেটা পড়ে রানা বলল, 'দর্শকদের জন্যে চার্চ খোলা হবে আরও দু'ঘণ্টা পর।' সরে এসে দরজাটা খোলার চেষ্টা করল ও। কাজ হলো না। কবাটে কান ঠেকিয়ে শুনল। কয়েক সেকেন্ড পর এক পা পিছিয়ে এল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বুলেটিন বোর্ডের দিকে। ওর চোখ দেখে বোঝা গেল একটা আইডিয়া নিয়ে ভাবছে। 'সার্ভিস শেডিউলটা একবার পড়ে দেখুন তো, সোফিয়া, চলতি হপ্তায় কার সভাপতিত্ব করার কথা?'

চার্চের ভিতরটা পরিষ্কার করার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে কিশোর ছেলেটা, এই সময় নক হলো দরজায়। শুনেও না শোনার ভান করল সে। ফাদার হেনরি শেরম্যান-এর কাছে চাবি আছে, তা ছাড়া তাঁর আসতে এখনও দু'ঘণ্টা বাকি। নিশ্চয়ই কোনও কৌতূহলী ট্যুরিস্ট, কিংবা ফকির-মিসকিন ধরনের কেউ হবে।

নক হচ্ছেই।

আশ্চর্য ে ।! পড়তে পারে না? দরজার পাশে পরিষ্কার লেখা আছে শনিবারে সাড়ে ন'টার আগে চার্চ খোলে না।

এখন আর নক হচ্ছে না, তার বদলে কেউ যেন ঘুসি মারছে কবাটে।

বাধ্য হয়েই ভ্যাকিউম ক্লিনারের সুইচ অফ করে দরজা খুলতে হলো ছেলেটাকে। প্রবেশপথে তিনজন মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ট্যুরিস্ট, ভাবল সে। বলল, 'আমরা সাড়ে ন'টায় খুলি।'

সুদর্শন এক তরুণ এগিয়ে এল। অত্যন্ত স্মার্ট লাগছে তাকে দেখতে। 'আমি সার আলবার্ট হিউম,' বলল সে, শ্বেতাঙ্গ না হলেও বাচনভঙ্গি ঠিক অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের মত। 'নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে যে আমি চতুর্থ ওয়ারেন হেস্টিংস এবং তাঁর একমাত্র কন্যাকে এসকর্ট করছি।' একপাশে সরে দাঁড়াল সে, একটা হাত প্রসারিত করে ক্রাচসহ এ প্রৌঢ় ও এক তরুণীকে দেখাল।

তরুণীকে সুন্দর লাগল ছেলেটির। প্রৌঢ় ভদ্রলোককে বেশ অভিজাত লাগছে, একটু যেন চেনা চেনা বলেও মনে হলো তার।

কিশোর কাজের ছেলে ঠিক বুঝতে পারছে না কীভাবে সাড়া দেবে সে। সার ওয়ারেন হেস্টিংস টেম্পল চার্চের সবচেয়ে বিখ্যাত পৃষ্ঠপোষক, গ্রেট ফায়ার চার্চের যে ক্ষতি করেছিল তা মেরামত করা হয় তাঁর দেওয়া টাকাতে। তিনি অবশ্য আঠারো শতকের শুরুর দিকে মারা গেছেন। 'ইয়ে... আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি,' বলল সে।

তরুণ সার হিউম বলল, 'ভাগ্য ভাল যে তুমি সেলস-এ নেই, ইয়াং ম্যান, মুখে যা বলো বিশ্বাস করাতে পার না। ফাদার লংফোর্ড কোথায়?'

'আজ শনিবার। আরও পরে আসবেন তিনি।'

তরুণ সার মুখ বেজার করল। 'এই হলো কৃতজ্ঞতার নমুনা।

আমাদেরকে তিনি কথা দিলেন এখানে থাকবেন, অ
নেই। কী আর করা, তাঁকে ছাড়াই কাজ চালিয়ে নিতে হবে।
বেশি সময় লাগবে না।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পথ আগলে রেখেছে ছেলেটা। 'কিন্তু, কীসে খুব বেশি সময় লাগবে না?'

স্মার্ট তরুণের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। সামনের দিকে ঝুঁকে এমন ভঙ্গিতে ফিসফিস করল, যেন সবাইকে বিব্রত হওয়া থেকে বাঁচাতে চাইছে। 'ইয়াং ম্যান, বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে তুমি নতুন। প্রতি বছর স্যার ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বংশধররা তাঁর এক মুঠো দেহভস্ম চার্চের ভেতরে ছড়াবার জন্যে নিয়ে আসেন। এটার কথা তাঁর সর্বশেষ উইল ও টেস্টামেন্টে বলা আছে। হাজারটা ঝক্কি-ঝামেলা সহ্য করে কেউ এখানে আসতে চান না, কিন্তু আমাদের কিছু করার আছে?'

দু'বছর হলো এখানে আছে ছেলেটা, কিন্তু এ-প্রসঙ্গে কিছুই শোনেনি সে। 'ভাল হয় আপনারা যদি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। চার্চ এখনও খোলেনি, আর আমার ধোওয়া-মোছার কাজও শেষ হয়নি।'

স্মার্ট তরুণ রেগে গেল। 'ইয়াং ম্যান, তোমার ধোয়া-মোছার কাজ তুমি কোথায় করতে, যদি এই দালানটাই না থাকত?' জিজ্ঞেস করল সে। 'যাঁর কল্যাণে এই দালান আজও দাঁড়িয়ে আছে তিনি এই মুহূর্তে ওই ভদ্রমহিলার পকেটে।'

'ঠিক বুঝলাম না, স্যার?'

'মিস হেস্টিংস,' তরুণ বলল, 'আপনি কি দয়া করে বেয়াড়া ছোকরাকে ছাই ভরা বাক্সটা দেখাবেন?'

তরুণী এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর যেন একটা ঘোর থেকে বেরিয়ে এসে সোয়েটারের পকেটে হাত ভরল। পকেট থেকে বেরুল পুরানো চামড়ায় মোড়া ছোট একটা সিলিন্ডার।

'ওই যে, দেখছ তো?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল তরুণ।

'এখন হয় তুমি তাঁর শেষ ইচ্ছেটা পূরণ করতে দাও, বেদির রপাশে ছাইটুকু ছড়িয়ে দিয়ে আসি আমরা, তা না হলে তোমার গোঁয়ার্তুমি সম্পর্কে ফাদার লংফোর্ডের কাছে অভিযোগ করতে বাধ্য হব আমি।'

ফাদারের মেজাজকে ভয় পায় ছেলেটা, জানে ঐতিহ্যের ভক্ত তিনি। একটু ছাই ছড়াতে কতক্ষণই বা লাগবে, ভাবল সে, তারপর এক পাশে সরে দাঁড়াল। তবে লক্ষ করল সার হেস্টিংস আর তাঁর কন্যাকে কেমন যেন বিস্মিত দেখাচ্ছে। খুঁতখুঁতে একটা ভাব নিয়ে সিদ্ধান্ত নিল সে, এদের উপর একটা চোখ রাখতে হবে।

চার্চের আরও ভিতরে ঢোকার সময় সার হিউম চাপা গলায় হাসলেন। 'মিস্টার রানা,' নিচু গলায় বললেন তিনি, 'আপনি চমৎকার মিথ্যে বলেন।'

রানার চোখের তারা ঝিক করে উঠল। বলল, 'আপনিও কম যান না!'

চার্চ সংলগ্ন চৌকো একটা অংশের দিকে এগোচ্ছে তিনজনের দলটা, এক সারি খিলান দিয়ে সাজানো, চলে গেছে মূল চার্চের ভিতর দিকে। চারপাশের খালি খালি ভাব দেখে বিস্মিত হলেন হিউম। খ্রিশ্চিয়ান চ্যাপেলে যেমন দেখা যায়, অল্টার লেআউট সেরকম সরু ও লম্বাটে। ফার্নিচারগুলো কর্কশ ও সাদামাটা, ঐতিহ্য অনুসারে কোথাও কোনও কারুকাজ দেখা যাচ্ছে না।

'ভেতরটাও কেল্লার মত,' বিড়বিড় করল সোফিয়া।

'নাইটস্ টেম্পলাররা যোদ্ধা ছিল,' মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বললেন সার হিউম, বদ্ধ জায়গার ভিতর তাঁর ক্রাচের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে। 'রিলিজিয়ো-মিলিটারি সোসাইটি। চার্চেই ছিল তাদের কেল্লা ও ব্যাঙ্ক।'

সার হিউমের দিকে ফিরে সোফিয়া জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাঙ্ক?'

'হ্যাঁ, ব্যাঙ্ক। আধুনিক ব্যাঙ্কিং-এর ধারণা তো টেম্পলারদের কাছ থেকে পেয়েছি আমরা। সে-সময় ইউরোপিয়ান রাজপরিবার ও অভিজাত শ্রেণীর জন্যে সোনা নিয়ে ভ্রমণ বিপজ্জনক ছিল, তাই টেম্পলাররা একটা নিয়ম চালু করে– কাছাকাছি টেম্পল চার্চে সোনা জমা রাখলে ইউরোপের অন্য যে-কোনও টেম্পল চার্চ থেকে তা ফেরত নেয়া যাবে, শুধু প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র দেখালেই হবে, আর দিতে হবে কিছু কমিশন।'

'চমৎকার,' বলল সোফিয়া।

কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে একবার তাকালেন সার হিউম, দেখলেন খানিকটা দূরে ভাকিউম ক্লিনার দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করছে ছেলেটা। গলা খাদে নামিয়ে তিনি বললেন, 'জানেন, শোনা যায়, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গোপনে সরিয়ে নেবার সময় হোলি গ্রেইলকে নাকি এক রাতের জন্যে এই চার্চে রাখা হয়েছিল। কল্পনা করতে পারেন, চারটে ট্রাঙ্ক ভর্তি দলিল-দস্তাবেজ ঠিক এই জায়গায় ছিল, মেরি ম্যাগডেলেন-এর সারকোফ্যাগাস সহ? আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

চৌকো চেম্বারে ঢোকার সময় ম্লান পাথুরে বাঁকগুলোয় আটকে যাচ্ছে রানার চোখ, চারদিকে শুধু ভয়ঙ্করদর্শন গারগয়েল, রাক্ষস, দানব ও যন্ত্রণাকাতর মানুষের খোদাই করা মুখ দেখা যাচ্ছে। খোদাই-এর নীচে নিঃসঙ্গ একটা পাথরের আসন, দেয়াল ঘেঁষে চেম্বারটাকে বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে।

ক্রাচ তুলে কামরার বাম দিকটা দেখালেন সার হিউম, তারপর ডান দিকটা। রানা অবশ্য ওগুলো আগেই দেখেছে।

দশটা পাথুরে নাইট। পাঁচটা বাম দিকে, পাঁচটা ডানদিকে।

চিৎ হয়ে, শান্ত ভঙ্গিতে মেঝেতে শুয়ে রয়েছে পূর্ণদৈর্ঘ্য মূর্তিগুলো। নাইটদের খোদাই করা হয়েছে ঢাল, বর্ম, তলোয়ার সহ।

সন্দেহ নেই, ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছে ও.

টেম্পল ৮ র্চের কাছাকাছি আবর্জনা ভর্তি একটা গলিতে, একসারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাস্টবিনের পিছনে জাগুয়ার লিমাযিনটা দাঁড় করাল লুই লেভাউ। ইঞ্জিন বন্ধ করে চারদিকটা একবার ভাল করে দেখে নিল সে। কেউ কোথাও নেই। নীচে নেমে পিছন দিকে চলে এল লুই, তারপর গাড়ির মেইন কেবিনে ঢুকল, যেখানে পড়ে রয়েছে সাদা পুরোহিত।

লুইয়ের উপস্থিতি টের পেয়ে ধ্যানমগ্ন একটা ভাব থেকে সংবিৎ ফিরে পেল পুরোহিত, তার লাল চোখে ভয়ের চেয়ে কৌতূহলের মাত্রাই যেন বেশি। প্রায় সারাটা রাত দ মেরে পড়ে থাকা এই লোকের ধৈর্যধারণের ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হয়েছে লুই। সামান্য একটু ধস্তাধস্তি করবার পর বৈরী পরিস্থিতিটা মেনে নিয়েছে লোকটা, নিজের নিয়তি তুলে দিয়েছে পরম শক্তির হাতে।

বো টাই আলগা করে কলারের বোতাম খুলল লুই, অনুভব করল যেন কয়েক বছর পর স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছে। গাড়ির বার-এ চলে এসে একটা গ্লাসে খানিকটা ভদকা ঢালল সে। এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করে আবার খানিকটা ঢালল।

আরাম-আয়েশে গা ভাসাবার দিন আসছে, ভাবল লুই।

বার-এ তল্লাশি চালিয়ে একটা ওয়াইন-ওপেনার খুঁজে নিল লুই, তারপর বোতামে চাপ দিয়ে ধারাল ফলাটা বের করল। ওয়াইন বটলের কর্ক থেকে লিড ফয়েল কাটার জন্য ব্যবহার করা হয় এই ছুরি।

ঘুরে লেবরানের দিকে ফিরল লুই, চকচকে ব্লেডটা উঁচু করে ধরেছে।

এবার লাল চোখ দুটোয় ভয়ের চিহ্ন ফুটল।

হাসল লুই, সরে এল গাড়ির পিছনদিকে। টান পড়ল পুরোহিতের পেশিতে, হাত ও পায়ের বাঁধন আলগা করবার জন্য

শরীরটা মোচড়াচ্ছে।

'স্থির হও,' ফিসফিস করল লুই, উঁচু করল ছুরিটা।

ছুরিটা নেমে আসছে দেখে চোখ বুজল লেবরান।

ঘাড়ের পিছনে তীব্র ব্যথা লাগল। গুঙিয়ে উঠল সে, বিশ্বাসই করতে পারছে না একটা গাড়ির পিছনে মারা যাচ্ছে। *কী আশ্চর্য, আমি না ঈশ্বরের কাজে আছি! লালিক না বলেছেন আমাকে তিনি রক্ষা করবেন!*

কল্পনার চোখে ঘাড় থেকে রক্ত গড়াতে দেখছে লেবরান। ব্যথাটা এখন উরুতে অনুভব করছে সে। তারপর প্রচণ্ড কামড়ের মত সেই ব্যথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। চোখের পাতা আরও জোরে চেপে রাখল, জীবনের শেষ ছবিটা তার নিজের খুনির যেন না হয়। তার বদলে বিশপ বেলমন্ডকে কল্পনা করল সে, স্পেনে একটা ছোট চার্চের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন... যে চার্চ তারা দুজন নিজের হাতে তৈরি করেছে। *সেটা ছিল আমার জীবনের শুরু।*

লেবরানের মনে হলো তার সারা শরীরে আগুন ধরে গেছে।

'এটা এক ঢোক খাও,' ফিসফিসে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল লেবরান, ভাষাটা ফ্রেঞ্চ। 'রক্ত চলাচলে কাজে লাগবে।'

চমকে উঠে চোখ খুলল লেবরান। ঝাপসা একটা মূর্তি ঝুঁকে রয়েছে তার উপর, হাতের পানীয় ভর্তি গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরা। মেঝেতে রশি ও টেপ-এর একটা স্তূপ পড়ে রয়েছে, রক্তবিহীন ছুরিটার পাশে।

'এটুকু খেয়ে নাও,' আবার বলল লোকটা। 'ব্যথা পাচ্ছ পেশিতে রক্ত চলাচল শুরু হওয়ায়।'

গ্লাসটা নিয়ে ভদকাটুকু খেল লেবরান, কৃতজ্ঞ বোধ করল সে। ভাগ্য তাকে আজ রাতে কম ভোগায়নি, তবে জাদুর একটা মাত্র খেলা দেখিয়ে তার সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন ঈশ্বর।

তিনি আমাকে ভুলে যাননি।

লেবরান জানে বিশপ এই ব্যাপারটাকে কী বলবেন- স্বর্গীয় হস্তক্ষেপ।

'আমি তোমাকে আগেই মুক্ত করতে চেয়েছিলাম,' ক্ষমা-প্রার্থনার সুরে বলল চাকরটা। 'কিন্তু সুযোগ পাইনি। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছ, তাই না, লেবরান?'

চমকে উঠল লেবরান। 'তুমি আমার নাম জানো?'

চাকরটা হাসল।

উঠে বসল লেবরান, আড়ষ্ট পেশি ডলছে, চোখে খানিকটা দিশেহারা ভাব। 'আ-আ-প-নি লা-লাকি নন তো?'

মাথা নাড়ল লুই, তারপর হেসে উঠল। 'খুশি হতাম অত বড় কেউ হতে পারলে। না। আমি লালিক নই। তোমার মতই, আমিও তাঁর একজন সেবক। তবে লালিক তোমার খুব প্রশংসা করেন। আমি লুই।'

লেবরান বিমূঢ়। 'ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি যদি লালিকের হয়ে কাজ করো, মাসুদ রানা তা হলে কিস্টোনটা তোমার বাড়িতে নিয়ে আসবে কেন?'

'আমার বাড়ি কোথায় দেখলে তুমি? ওটা দুনিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রেইল হিস্টরিয়ান সার আলবার্ট হিউমের বাড়ি।'

'কিন্তু ওখানেই তুমি বাস করো। ব্যাপারটা...'

হাসল লুই। সার হিউমের বাড়িতে রানার আশ্রয় খুঁজে নেওয়াটা যত বড় কাকতালীয় ব্যাপারই হোক, সে অবাক হচ্ছে না। 'ব্যাপারটা আনপ্রেডিক্টেবল নয়। কিস্টোনটা মাসুদ রানার হাতে চলে আসার পর তাঁর একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার ছিল। সার আলবার্ট হিউমের বাড়ি ছাড়া আর কোনও যুক্তিসঙ্গত জায়গা ছিল যেখানে তিনি যেতে পারতেন? ঘটনাচক্রে ওখানে আমি ছিলাম বলেই লালিক আমাকে সহযোগিতা করার প্রস্তাব দিতে পেরেছেন।' দম নিল সে। 'ভেবে দেখো না, গ্রেইল সম্পর্কে এত

কিছু লালিক জানলেন কোত্থেকে?'

এতক্ষণে সব পরিষ্কার হলো লেবরানের কাছে। লালিক একজন চাকরকে নিয়োগ দেন, সার হিউমের সমস্ত রিসার্চ সম্পর্কে জানার সুযোগ আছে যার। ভারি চমৎকার একটা প্ল্যান।

'তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে,' বলল লুই, লেবরানের হাতে একটা পিস্তল ধরিয়ে দিল। খোলা পার্টিশনের ভিতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে গ্লাভ বক্স থেকে আরও একটা পিস্তল টেনে নিল সে। 'তবে তার আগে চলো, জরুরি একটা কাজ সেরে নিই।'

ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন থেকে বিগিন হিল এয়ারপোর্টে নামলেন ক্যাপটেন ভিগো অকটেভ। সার হিউমের হ্যাঙ্গারে কী ঘটেছে তার বর্ণনা দিচ্ছেন কেন্ট পুলিশের চিফ ইন্সপেক্টর, চোখে-মুখে রাজ্যের অবিশ্বাস নিয়ে সেটা শুনছেন তিনি।

'আমি নিজে প্লেনটা সার্চ করেছি,' বললেন ইন্সপেক্টর। 'কিন্তু ভেতরে কেউ ছিল না।' তাঁর কণ্ঠস্বরে হঠাৎ গর্ব প্রকাশ পেল, 'এবং আপনাকে এ-ও বলে রাখছি যে সার হিউম যদি আমার নামে কেস করেন, আমি...'

'আপনি পাইলটকে জেরা করেছেন?'

'তা কেন করতে যাব। তিনি ফ্রেঞ্চ, আর আমাদের ক্ষমতা...

'প্লেনটার কাছে নিয়ে চলুন আমাকে।'

হ্যাঙ্গারে পৌঁছাবার পর ক্যাপটেন অকটেভের মাত্র ষাট সেকেন্ড সময় লাগল লিমাযিন জাগুয়ার যেখানে দাঁড় করানো ছিল তার কাছাকাছি মেঝেতে লেগে থাকা খানিকটা রক্ত আবিষ্কার করতে।

প্লেনের দিকে হেঁটে এসে ফিউজিলাজে চাপড় মারলেন অকটেভ। 'ফ্রেঞ্চ জুডিশিয়ারি পুলিশের ক্যাপটেন বলছি,' হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি। 'দরজা খুলুন!'

আতঙ্কিত পাইলট হ্যাচ খুলে সিঁড়ি নামাল।

ধাপ বেয়ে উঠলেন অকটেভ। তিন মিনিট পর, সাইডআর্ম-র সহায়তায়, পূর্ণ স্বীকারোক্তি আদায় করলেন তিনি, হাত-পা বাঁধা দুধসাদা পুরোহিতের দৈহিক বর্ণনা সহ। উপরি পাওনা হিসেবে আরও জানতে পারলেন যাওয়ার সময় মসিয়ে মাসুদ রানা আর মাদামোয়াযেল সোফিয়া সার হিউমের সেফ-এ একটা জিনিস রেখে গেছেন– কাঠের এক ধরনের বাক্স। বাক্সটায় কী ছিল তা জানে না বললেও, পাইলট স্বীকার করল লন্ডন ফ্লাইটের পুরোটা সময় ওটা নিয়েই মসিয়ো রানা সময় কাটিয়েছেন।

'সেফটা খোলো,' নির্দেশ দিলেন অকটেভ।

পাইলটকে হতচকিত দেখাল। 'আমি কমবিনেশন জানব কোত্থেকে?'

'তা হলে তো খুব খারাপ হলো। আমি ভাবছিলাম লাইসেন্সটা বোধহয় তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে হবে না।'

হাত কচলাতে শুরু করল পাইলট। 'এখানকার মেইন্টেন্যান্স কর্মীদের চিনি আমি। তারা হয়তো ওটা ল করতে পারবে?'

'আধ ঘণ্টা সময় পেলে তুমি।'

প্লেনের পিছন দিকে চলে এসে এক ঢোক ব্র্যান্ডি খেয়ে সিটে আধশোয়া হলেন অকটেভ। চোখ বুজে চিন্তা করছেন আসলে কী ঘটছে। কেন্ট পুলিশের ব্যর্থতা তাঁর অনেক ক্ষতি করে দিল। সবাই এখন একটা কালো জাগুয়ার লিমাযিনকে খুঁজবে।

এই সময় তাঁর ফোনটা বেজে উঠল। 'হ্যালো?'

'আমি লন্ডনের পথে রয়েছি।' ফোন করেছেন বিশপ মার্সেল বেলমন্ড। 'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছাব।'

সিটে উঠে বসলেন অকটেভ। 'আমার ধারণা ছিল আপনি প্যারিসে যাচ্ছেন।'

'আমি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি, প্ল্যান বদল না করে পারলাম

'তা না বদলালেও পারতেন।'

'লেবরানকে পেয়েছেন আপনি?'

'না। আমি ল্যান্ড করার আগেই স্থানীয় পুলিশকে বোকা বানিয়ে কেটে পড়েছে প্রতিপক্ষ, লেবরানকেও নিয়ে গেছে তারা।'

বিশপ বেলমন্ড হঠাৎ রেগে উঠলেন। 'আপনি না আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন যে প্লেনটা থামাবার ব্যবস্থা করেছেন?'

গলার আওয়াজ নিচু করে অকটেভ বললেন, 'বিশ , আপনাকে আমি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে নিষেধ করছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লেবরান সহ বাকিদের খুঁজে বের করব আমি। আপনি নামছেন কোথায়?'

'এক মিনিট,' বলে রিসিভারে হাত চাপা দিলেন বিশপ বেলমন্ড, একটু পর আবার তাঁর গলা ভেসে এল। 'পাইলট হিথরো-য় নামার অনুমতি পাওয়া যায় কি না দেখছে। আমিই তার একমাত্র প্যাসেঞ্জার, তবে আমাদের রিডাইরেক্ট ফ্লাইট-এর শেডিউল নেই।'

'পাইলটকে কেন্ট-এর বিগিন হিল এক্সিকিউটিভ এয়ারপোর্টে আসতে বলুন। ল্যান্ডিং-এর অনুমতি পাওয়া যাবে। আপনি ল্যান্ড করার সময় এখানে অ না থাকলেও, আপনার জন্যে একটা গাড়ি অপেক্ষা করবে।'

'ধন্যবাদ।'

'প্রথমবার কথা বলার সময় যা বলেছিলাম, সেটা আরেকবার আপনাকে মনে করিয়ে দিই– সমস্ত কিছু হারাবার বিপদে একা শুধু আপনি পড়েননি।'

তেরো

টেম্পল চার্চে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা প্রতিটি খোদাই করা নাইট একটা করে চৌকো পাথুরে বালিশ মাথায় দিয়ে আছেন। গা শিরশির করে উঠল সোফিয়ার। কবিতায় লেখা ওর্ব্ শব্দটা দাদুর সেই বেযমেন্টে দেখা ভয়াবহ দৃশ্যটার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে তাকে।

হাইরস গ্যামোস। ওর্ব্– গোলক।

সোফিয়ার মনে প্রশ্ন জাগল, দাদুর বেযমেন্টে দেখা সেই ধর্মীয় আচার এখানেও অনুষ্ঠিত হয়েছে কি না। আকারে বেশ বড় জায়াগাটা, পেইগানদের যে-কোনও অনুষ্ঠানের জন্য উপযোগী। এ-সব চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিয়ে রানা ও সার হিউমের সঙ্গে নাইটদের প্রথম গ্রুপটার দিকে এগোল সে।

সবার আগে পৌঁছে নাইটদের প্রথম গ্রুপটাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে সোফিয়া। সবাই চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলেও, তিনজনের পা সোজাভাবে লম্বা করা, বাকি দুজন পায়ের উপর পা তুলে আছেন। অনুপস্থিত গোলক-এর সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে বলে মনে হলো না।

সোফিয়া আরও লক্ষ করল দুজন নাইট বর্মর উপর টিউনিক পরেছেন, বাকিরা পরেছেন গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা আলখেল্লা। এখানেও ধাঁধার কোনও সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না।

এরপর আরেকটা চোখে পড়বার মত অমিলের উপর নজর

দিল সোফিয়া, নাইটদের হাতগুলোর পজিশন। দুজন নাইট তলোয়ার ধরে আছেন, দুজন প্রার্থনা করছেন, বাকি একজনের হাত শরীরের পাশে লম্বা করা। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সোফিয়া, কোথাও একটা গোলকের লক্ষ্যযোগ্য অনুপস্থিতি চোখে পড়ল না।

সোয়েটারের পকেটে থাকা ক্রিপটেক্সটার ওজন অনুভব করল সোফিয়া, সেই সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে রানা ও সার হিউমের দিকে তাকাল। ওরাও কিছু দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। ওদেরকে পিছনে রেখে নাইটদের দ্বিতীয় গ্রুপের দিকে এগোল সে।

ফাঁকা মেঝেটা পেরুচ্ছে, মুখস্থ হয়ে যাওয়া কবিতাটা নিচু গলায় আবৃত্তি করছে সোফিয়া।

সোফিয়া দেখল, নাইটদের দ্বিতীয় গ্রুপটা প্রথমটার মতই। আলাদা আলাদা শারীরিক ভঙ্গিমায় শুয়ে আছেন তাঁরা, গায়ে বর্ম ও হাতে তলোয়ার।

তবে দশম ও শেষ সমাধিটা বাদে।

দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গিয়ে ভাল করে তাকাল সোফিয়া।

এখানে না কোনও বালিশ আছে, না কোনও বর্ম আছে, না আছে কোনও তলোয়ার, নেই কোনও টিউনিক বা আলখেল্লাও।

'রানা? সার হিউম?' গলা চড়িয়ে ডাকল সোফিয়া, চেম্বারের চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি তুলল তার কণ্ঠস্বর। 'এদিকে অনেক কিছুই অনুপস্থিত দেখছি আমি!'

দুজনেই মুখ তুলে তাকাল, তারপর দ্রুত পায়ে এগোল তার দিকে।

'গোলক?' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন হিউম, তাঁর ক্রাচের আওয়াজ যেন অসংখ্য সিরিজ বোমা ফাটাচ্ছে। 'কোথাও একটা গোলক নেই?'

'ঠিক তা নয়,' বলল সোফিয়া, ভ্রূ কুঁচকে দশম সমাধির দিকে

তাকিয়ে রয়েছে। 'এখানে আমরা কোনও নাইটকেই দেখছি না।'

তার পাশে পৌঁছে রানা ও সার হিউম দশম সমাধির দিকে তাকাল। খোলা জায়গায় শুয়ে থাকা নাইটের বদলে এই সমাধির উপর সিল করা একটা পাথরের বাক্স দেখা যাচ্ছে। বাক্সটার পায়াগুলো সমান নয়, ছোট-বড়: নীচের দিকটা সরু, উপরের দিকটা ক্রমশ চওড়া। চূড়া আকৃতির ঢাকনি।

রানা প্রশ্ন করল, 'এই নাইটকে দেখা যাচ্ছে না কেন?'

'ভারি অদ্ভুত একটা ব্যাপার,' বললেন সার হিউম, চিবুকে হালকা ঘুসি মারছেন। 'এই অসঙ্গতির কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, অনেকদিন পর এলাম কিনা।'

সোফিয়া বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে বাকি সমাধিগুলোর মত একই ভাস্করকে দিয়ে, একই সময়ে খোদাই করা হয়েছে এই কফিনটাও। তা হলে এই নাইট বাক্সে কেন? কেন বাকি সবার মত খোলা জায়গায় নন?'

'এটা এই চার্চের অনেক রহস্যের একটা।' মাথা নাড়ছেন সার হিউম। 'আমার জানামতে, এটার কোনও ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি।'

'এই যে!' কিশোর কাজের ছেলেটা বলল, চোখে-মুখে নার্ভাস ভাব নিয়ে ওদের দিকে হেঁটে আসছে। 'আমার ভুল হলে মাফ করবেন। আপনারা বলেছিলেন ছাই ছড়াবেন, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে বিনা কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

তার দিকে ভ্রূ কুঁচকে একবার তাকাল রানা, তারপর সার হিউমের দিকে ফিরল। 'মিস্টার হেস্টিংস, আপনার পারিবারিক মর্যাদা আগের মত আর সময় পেতে সাহায্য করে না, কাজেই এবার ছাইটুকু ছুঁড়ে করে কাজটা সেরে ফেললেই পারি বোধহয়।' সোফিয়ার দিকে ফিরল রানা। 'মিস হেস্টিংস?'

রানার সঙ্গে তাল মেলাল সোফিয়া, চামড়ায় মোড়া ক্রিপটেক্সটা পকেট থেকে বের করল।

'এবার যদি তুমি,' কঠিন সুরে ছেলেটাকে বললেন সার হিউম, 'সরে গিয়ে একটু প্রাইভেসির ব্যবস্থা করো।'

কাজের ছেলে নড়ল না। রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সে। 'আপনাকে চেনা চেনা লাগছে।'

গম্ভীর হলেন সার হিউম। 'তার কারণ প্রতি বছর উনিই তো আমাদেরকে এসকর্ট করে নিয়ে আসেন এখানে।'

'মিস্টার হেস্টিংসের সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয়নি,' বলল ছেলেটা।

'তোমার ভুল হচ্ছে,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আমার মনে পড়ছে, গত বছর আমাদের দেখা হয়েছে। ফাদার লংফোর্ড আমাদের পরিচয় করিয়ে দেননি, তবে তোমার চেহারাটা পরিষ্কার মনে আছে আমার। যাই হোক, আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি তো, একটু যদি সময় দিতে তা হলে নিরিবিলিতে এই সমাধিগুলোর ওপর ছাইটুকু ছড়িয়ে...'

কাজের ছেলের চোখে-মুখে সন্দেহের ছায়া আরও গাঢ় হলো। 'এগুলো সমাধি নয়।'

ঢোক গিলল রানা। 'কী বললে?'

'অবশ্যই ওগুলো সমাধি,' জোর দিয়ে বললেন সার হিউম। 'ঠিক কী বলতে চাইছ তুমি?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে ছেলেটা। 'সমাধিতে লাশ থাকে। এগুলো ডামি, আসল ব্যক্তিদের সম্মান দেখাবার জন্যে। মূর্তিগুলোর নীচে কোনও লাশ নেই।'

'অবশ্যই এটা একটা বেরিয়াল চেম্বার!' সার হিউম বললেন।

'শুধু বাতিল ইতিহাসের পাতায় এ-কথা পাবেন,' বলল ছেলেটা। 'বেরিয়াল চেম্বার বলে মনে করা হত ঠিকই, কিন্তু ১৯৫০ সালে মেরামত করার সময় পরিষ্কার হয়ে যায় এখানে কোনও লাশ নেই।' রানার দিকে ফিরল ছেলেটা। 'মিস্টার ওয়ারেন হেস্টিংসের সেটা অবশ্যই জানার কথা, কারণ তাঁর

পরিবারই এই ব্যাপারটা আবিষ্কার করেন।'

অস্বস্তিকর একটা নীরবতা নেমে এল চার্চের ভিতরে।

সেই নীরবতা ভাঙল চার্চের বাড়তি অংশে দড়াম করে একটা দরজা বন্ধ হওয়ায়।

'নিশ্চয়ই ফাদার লংফোর্ড এসেছেন,' বললেন সার হিউম। 'তোমার বোধহয় গিয়ে দেখা দরকার।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুরে চলে গেল ছেলেটা। ওরা তিনজন থমথমে চেহারা নিয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

'মিস্টার হিউম,' ফিসফিস করল রানা। 'লাশ নেই মানে? কী বলছে ও?'

'কী জানি।' দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে হিউমকে। 'আমার তো সব সময় মনে হয়েছে... নাহ্, ঠিক জায়গাতেই এসেছি আমরা। বোধহয় না জেনে বলছে...'

রানা বলল, 'কবিতাটা আরেকবার দেখতে পারি?'

পকেট থেকে ক্রিপটেক্সটা বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল সোফিয়া।

চামড়ার মোড়ক সরিয়ে ক্রিপটেক্সটা হাতে রেখে কবিতাটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা। 'হ্যাঁ, এতে একটা সমাধির কথা বলা হয়েছে। কোনও ডামির কথা বলা হয়নি।'

সার হিউম জানতে চাইলেন, 'কবিতাটা ভুল হতে পারে? এমন হতে পারে আমি যে ভুল করেছি, সেই একই ভুল করেছেন ল্যাক বেসনও?'

খানিক চিন্তা করে রানা বলল, 'মিস্টার হিউম, আপনি বলেছেন এই চার্চটা প্রায়রি অভ সায়ান-এর সামরিক শাখা টেম্পলাররা তৈরি করেছে। কাজেই এখানে কাউকে কবর দেয়া হয়েছে কি না তা প্রায়রির একজন গ্র্যান্ড মাস্টারের খুব ভাল করে জানা থাকবে।'

'এটাই, এই জায়গাই!' বিমূঢ় দেখাল হিউমকে, চারদিকে

চোখ বুলিয়ে আবার তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই কিছু একটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে।'

চার্চ সংলগ্ন বাড়তি অংশে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হলো ছেলেটা। 'ফাদার লংফোর্ড?' ডাকল সে। আওয়াজ শুনেছে, কাজেই দরজার দিকে এগোচ্ছে।

সুট পরা রোগা এক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে দোরগোড়ায়, মাথা চুলকাচ্ছে, চেহারা বলে দিচ্ছে পথ হারিয়ে বিব্রত। নিজেকে তিরস্কার করল ছেলেটা, আগন্তুকদের দলটাকে ভিতরে ঢোকানোর পর দরজায় তালা দিতে ভুলে গিয়েছিল সে। এ লোক বোধহয় বিয়ের কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য সময়ের আগেই চলে এসেছে।

'দুঃখিত,' বলল ছেলেটা, মোটা একটা পিলারকে পাশ কাটাচ্ছে। 'আমরা এখনও খুলিনি।'

তার পিছনে কাপড়ের খসখস আওয়াজ শোনা গেল। ঘুরতে যাবে সে, কিন্তু তার আগেই হ্যাঁচকা টান পড়ল মাথার চুলে, পিছন থেকে শক্তিশালী একটা হাত চেপে বসল মুখে। হাতটা দুধসাদা। অ্যালকোহলের গন্ধ পেল সে।

সুট পরা রোগা-পাতলা লুইকে এখন আর বিব্রত দেখাচ্ছে না। এগিয়ে এসে ছেলেটার কপালে ছোট একটা পিস্তল ঠেকাল সে। ছেলেটা অনুভব করল তার উরুসন্ধি গরম হয়ে উঠছে, পরমুহূর্তে বুঝল পেশাব বেরিয়ে যাচ্ছে।

'সাবধানে শোনো,' তার কানে ফিসফিস করল লুই। 'কোনও শব্দ না করে চার্চ থেকে বেরিয়ে যাবে তুমি। তারপর দৌড়াবে। যতক্ষণ পারা যায় ছুটতে থাকবে, কোথাও থামবে না। বুঝতে পারছ?'

মুখে হাত থাকায় কোনও রকমে মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা।

'যদি পুলিশকে খবর দাও...' পিস্তলের মাজলটা ছেলেটার

কপালের চামড়ায় ঘষে দিল লুই, তারপর তাকে ছেড়ে দিল। 'আমি তোমাকে খুঁজে বের করব।'

ভূতে পাওয়া মানুষের মত চার্চ থেকে বেরিয়েই প্রাণ দৌড় দিল ছেলেটা।

টার্গেটের সরাসরি পিছনে চলে এল লেবরান। তার উপস্থিতি টের পেল সোফিয়া, তবে একটু দেরিতে– ঘোরার আগেই তার পিঠে পিস্তলের মাজল চেপে ধরল লেবরান, খালি হাতটা বুকে চেপে ধরে শরীরটাকে নিজের দিকে টেনে নিল।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল সোফিয়া। শুন.. পেয়ে ঝট করে ঘুরল রানা ও সার হিউম, দুজনেই হকচকিয়ে গেছে।

বিষম খেলেন সার হিউম, কোনও রকমে বললেন, 'লুই কোথায়? লুইকে তুমি কী করেছ?'

'শুধু একটি ব্যাপারে মাথা ঘামান,' বলল লেবরান। 'আমি এখান থেকে কিস্টোনটা নিয়ে যাব।' লুই তাকে বলেছে, এটা শুধু একটা উদ্ধার মিশন– *চার্চে ঢুকবে, কিস্টোনটা নেবে, হেঁটে বেরিয়ে আসবে: কোনও খুন-খারাবি নয়, নয় কোনও ধস্তাধস্তি।*

সোফিয়ার সোয়েটারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াচ্ছে লেবরান। 'কোথায় সেটা?' জিজ্ঞেস করল সে, ভাবছে, আগে তো এর পকেটে [illegible] কিস্টোন, গেল কোথায়?

[illegible] রানার ভা[illegible] গলা চেম্বারের চারদিক থেকে [illegible]।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে লেবরান দেখতে পেল কালো ক্রিপটেক্সটা নিজের সামনে ধরে আগুপিছু নাড়ছে রানা, যেন একজন ম্যাটাডর বোকা একটা ষাঁড়কে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছে।

'মেঝেতে নামিয়ে রাখুন ওটা,' নির্দেশ দিল লেবরান।

[illegible]গে সোফিয়া আর সার হিউমকে চার্চ থেকে বেরিয়ে যেতে

দাও,' বলল রানা। 'তারপর আমরা দুজন ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলব।'

ধাক্কা দিয়ে সোফিয়াকে নিজের সামনে থেকে সরিয়ে দিল লেবরান, তারপর পিস্তলটা রানার দিকে তাক করল, সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

'আর এক পা-ও এগোবে না,' ধমক দিল রানা। 'যত দালান ছেড়ে বেরিয়ে না যান।'

'তুমি কি শর্ত দেয়ার অবস্থানে আছ?' জানতে চ ল লেবরান, কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ।

'নেই?' বলে হাতের ক্রিপটেক্সটা মাথার উ তুলে ধরল রানা। 'মেঝেতে ফেলে দেব, ফলে ভেতরের ভায়ালটা ভেঙে যাবে।'

বাইরে গ্রাহ্য না করবার ভাব দেখালেও, মনে মনে ভয়ে কুঁকড়ে গেল লেবরান। তার ধারণা ছিল না এ-ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। পিস্তলটা রানার মাথার দিকে তাক করে দৃঢ়কণ্ঠে বলল সে, 'কিস্টোন তুমি ভাঙতে পার না। আমার মত তুমিও পেতে চাও গ্রেইলটা।'

'ভুল করছ। আমার চেয়ে অনেক বেশি দরকার তোমার। এরইমধ্যে প্রমাণ করেছ ওটার জন্যে একের পর এক খুন করতে তোমার বাধে না!'

চল্লিশ ফুট দূরে, খিলানের কাছাকাছি একটা আস. র পিছনে দাঁড়িয়ে, অমঙ্গল আশঙ্কা করে ঘামছে লুই। ব্যাপারটা প্ল্যানমত এগোচ্ছে না। এত দূর থেকেও বুঝতে পারছে সে, লেবরান ঠিকভাবে ম্যানেজ করতে পারছে না। ললিকের নির্দেশ আছে, সেজন্যই তাকে পিস্তল ব্যবহার করতে মানা করেছে সে।

'ওঁদেরকে চলে যেতে দাও,' আবার বলল রানা, ক্রিপটেক্সটা মাথার উপর তুলে পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

পুরোহিতের ল । ী হতাশা ও রাগে যেন ঝলসে উঠল, সেই সঙ্গে লুই ভয় ে এখন যদি গুলি হয় রানার হাত থেকে ক্রিপটেক্সটা পড়ে যাবে।

না! কোনও অবস্থাতেই ওটা যেন মেঝেতে না পড়ে!

মাত্র বছরখানেক াে কথা, পাঁচিল ঘেরা শ্যাতো ভিলেটির ভিতর আটকা পড়ে গি াছিল লুইয়ের জীবন, কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটছিল অতি সাধারণ একজন চাকর হিসেবে, নুলো সার হিউমের খামখেয়ালির শিকার প বছর বয়স্ক এক দুর্ভাগা প্রৌঢ়। তারপর হঠাৎ একদিন আশ্চর্য একটা প্রস্তাব দেওয়া হলো তাকে। দুনিয়ার সবচেয়ে নামকরা গ্রেইল হিস্টরিয়ান সার আলবার্ট হিউমের সঙ্গে আছে সে, এই ব্যাপারটা নাকি তার জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নসাধ পূরণ করবে।

আজ সেই দিন, তার স্বপ্নসাধ পূরণ হওয়ার কথা। উঁচু করা রানার হাতের দিকে তাকিয়ে দম আটকে এল লুইয়ের। হাতের কিস্টোনটা এখন যদি সত্যিই ফেলে দেয় ও, সব শেষ।

কিন্তু নিজের ভূমিকা প্রকাশ করা কি উচিত হবে আমার? লালিক কঠিনভাবে মানা করেছেন। তাঁর পরিচয় একমাত্র আমি জানি।

'ভাল করে ভেবে দেখেছেন তো, আপনি লেবরানকে দিয়েই কাজটা করাতে চাইছেন?' খুব বেশিক্ষণ হয়নি, কিস্টোনটা চুরি করার নির্দেশ পেয়ে লালিককে প্রশ্ন করেছে লুই। 'কাজটা কিন্তু আমার জন্যে কঠিন কিছু নয়।'

নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন লালিক। 'চারজন প্রায়রি সদস্যকে সরিয়ে ভাল সার্ভিস দিয়েছে লেবরান। সে-ই কিস্টোনটা উদ্ধার করুক। তোমাকে অবশ্যই অদৃশ্য থাকতে হবে। তারা যদি তোমাকে দেখে ফেলে, তখন তাদেরকে সরিয়ে না ফেলে কোনও উপায় থাকবে না। এরইমধ্যে অনেক খুন হয়ে গেছে, আমি চাই না আরও হোক।'

কিন্তু আমি তো আমার চেহারা বদলে ফেলব, ভেবেছে লুই। যে পরিমাণ টাকা পাব, সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হতে বাধা কোথায়। সার্জারির সাহায্যে আজকাল এমনকী আঙুলের ছাপ পর্যন্ত বদলে ফেলা যায়, লালিক বলেছেন আমাকে। 'ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি,' জবাব দিয়েছে সে। 'আমি আড়াল থেকেই সাহায্য করব লেবরানকে।'

'তোমাকে জানিয়ে রাখি, লুই,' লালিক বলেছেন তাকে, 'যে সমাধিটা খোঁজা হচ্ছে সেটা টেম্পল চার্চে নেই। কাজেই তোমার ভয় পাবারও কিছু নেই। ওরা ভুল জায়গায় খুঁজছে।'

'তার মানে আপনি জানেন কোথায় আছে সেটা?' লুই বিস্ময়ে স্তম্ভিত।

'অভ কোর্স জানি। তোমাকে আমি পরে বলব সব। এখন যা করার দ্রুত করতে হবে তোমাকে। তোমার হাতে ক্রিপটেক্স চলে আসার আগে ওরা যদি জেনে ফেলে আসল সমাধিটা কোথায় আছে, তারপর চার্চ থেকে বেরিয়ে যায়, তা হলে কিন্তু গ্রেইলটা চিরকালের জন্যে হারাব আমরা।'

লুইর কাছে গ্রেইলের অন্য কোনও গুরুত্ব নেই। শুধু লালিক বলে দিয়েছেন ওটা না পাওয়া পর্যন্ত তাকে তিনি পেমেন্ট করবেন না। টাকার কথা মনে পড়লেই লোভ হয় তার, ইচ্ছে হয় জীবনের সমস্ত অপূর্ণ সাধ একদিনে মিটিয়ে ফেলবে। বিশ মিলিয়ন ইউরোর তিন ভাগের এক ভাগ মোটেও কম টাকা নয়, এরপর একজন মানুষ সারাজীবন আর কাজ না করলেও পারে। সাগরের কিনারায় শুয়ে রোদ পোহাবে সে, চাকর বাকররা তার সেবা-যত্ন করবে, গা-হাত-পা টিপবে।

কিন্তু কিস্টোনটা ভেঙে ফেলার কথা বলে লুইয়ের ভবিষ্যৎটাই ধ্বংস করে দিতে চাইছে মাসুদ রানা।

লুইয়ের হাতে এটা স্মল-ক্যালিবার পিস্তল রয়েছে, জে-ফ্রেম মেডিউসা, তবে ক্লোজ রেঞ্জে খুব কাজ দেয়।

নিজের স্বপ্নগুলো বাঁচাবার আশায় ছায়া থেকে বেরিয়ে এল লুই, দৃঢ় পায়ে ছোট্ট দলটার দিকে এগোল। সার হিউমের মাথা লক্ষ্য করে পিস্তল ধরল সে, বলল, 'শোনো ব্যাটা, বুইড়া ভাম! আমাকে তুমি বহুত জ্বালিয়েছ, আজ তার প্রতিশোধ নেয়ার পালা!'

চোদ্দো

বিশ্বস্ত চাকর তাঁর দিকে পিস্তল তাক করেছে দেখে সার হিউম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন, চেহারা দেখে মনে হলো তাঁর হার্ট বোধহয় এখনই ফেইল করবে। কী করছে ও! তার হাতের খুদে পিস্তলটা নিজের মেডিউসা বলে চিনতে পারলেন তিনি, নিরাপত্তার কথা ভেবে গাড়ির গ্লাভ বক্সের ভিতরে তালা দিয়ে রেখেছিলেন।

'লু-লুই?' বিস্ময়ের ধাক্কায় তোতলাচ্ছেন হিউম। 'কী ব্যা-ব্যাপার?'

রানা আর সোফিয়াকেও হতভম্ব দেখাচ্ছে।

ঘুরে সার হিউমের পিছনে চলে গেল লুই, হাতের পিস্তলটা তাঁর শোল্ডার-ব্লেডের একপাশে চেপে ধরল, সরাসরি হার্টের পিছনে।

সার হিউমের পেশি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। 'লুই, আ-আ-আমি...'

'আমার সোজা কথা,' ধমকের সুরে বলল লুই, সার হিউমের কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'কিস্টোনটা নামিয়ে রাখো, তা না হলে আমি ট্রিগার টেনে দেব।'

রানা যেন মুহূর্তের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে। 'এই কিস্টোন তোমার কোনও কাজে আসবে না,' ম্লান সুরে বলল ও। 'এটা তুমি কিছুতেই খুলতে পারবে না।'

'গাধা আর খোঁজে কোথায়!' হেসে উঠল লুই। 'সমস্যাগুলো নিয়ে সারারাত আমার সামনে আলোচনা হলো, সে-সব আমি শুনিনি? শুনে আর কাউকে জানাইনি? যাদেরকে জানিয়েছি তারা এ-ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখে। তোমরা তো আসল জায়গাই চেন না। এই সমাধি সেই সমাধি নয়।'

আতঙ্কিত বোধ করছেন সার হিউম। *কী বলছে ব্যাটা!*

'গ্রেইলটা তোমার কেন দরকার?' জানতে চাইল রানা। 'করার জন্যে?'

জবাব না দিয়ে লেবরানের দিকে তাকাল লুই। 'লেবরান, ওই বিদেশি ব্যাটার কাছ থেকে কিস্টোনটা নাও।'

পুরোহিতকে এগোতে দেখে পিছু হটতে শুরু করল রানা, হাতের কিস্টোন আরও একটু উপরে তুলল, ওর হাবভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে মেঝেতে ওটাকে আছাড় মারার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আছে।

'এটা আমি বরং ভেঙে ফেলব,' বলল রানা, 'তবু খারাপ কোনও লোকের হাতে পড়তে দিতে রাজি নই।'

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, তারপরও চেঁচিয়ে উঠলেন সার হিউম। 'না, মি-মিস্টার রানা, না! ফর গড'স সে-সেক, আপনার হাতে ওটা গ্রেইল। লুই কক্ষনো আ-আমাকে গুলি করবে না। পরস্পরকে আমরা দশ ব-বছর ধরে...'

সিলিং-এর দিকে পিস্তল তাক করে একটা গুলি করল লুই। খুদে হলে কী হবে, প্রচণ্ড আওয়াজ করল অস্ত্রটা, পাথুরে চেম্বারের ভিতর বাজ পড়বার মত প্রতিধ্বনি হচ্ছে।

স্থির হয়ে গেল সবাই।

লুই বলল, 'আমি এখানে খেলতে আসিনি। পরের গুলিটা

বুড়োটার পিঠে ঢুকবে। লেবরানকে কিস্টোন দিয়ে দাও।'

কিছু করবার নেই, বাধ্য হয়ে ক্রিপটেক্সটা সামনে বাড়িয়ে ধরল রানা। এগিয়ে এসে সেটা নিল লেবরান, তার লাল চোখে আত্মতৃপ্তির ছায়া। কিস্টোনটা আলখেল্লার পকেটে ভরে পিছু হটতে শুরু করল সে, রানা ও সোফিয়ার দিকে এখনও পিস্তল তাক করে আছে।

সার হিউমের ঘাড়টা একহাতে পেঁচিয়ে ধরল লুই, তাঁকে নিয়ে পিছু হটছে, বেরিয়ে যাচ্ছে দালান থেকে।

'ওঁকে ছেড়ে দাও,' কঠিন সুরে বলল রানা।

'সার হিউমকে আমরা একটু হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি,' পিছু হটতে হটতে বলল লুই। 'তুমি পুলিশ ডাকলে বুড়োটা মারা যাবে। আমাকে বাধা দেয়ার জন্যে যা-ই করো তুমি, এই বুড়ো হাবড়াকে তার চরম মূল্য দিতে হবে। পরিষ্কার?'

'আমাকে নিয়ে যাও,' বলল রানা, আন্তরিক অনুরোধের সুরে। 'সার হিউমকে ছেড়ে দাও।'

'আরে ধ্যাত, তাই কী কখনও হয়!' হেসে উঠল লুই। 'আমার সঙ্গে এই বুড়োর একটা দেনা-পাওনার হিসেব আছে না? দশটা বছর জ্বালিয়েছে আমাকে। তা ছাড়া, ব্যাটা আমার আরও কাজে আসতে পারে।'

সোফিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কার হয়ে কাজটা করছ তুমি?'

দাঁত বের করে হাসল লুইস। 'শুনলে ভারি অবাক হবে তুমি, মাদামোয়াযেল সোফিয়া।'

ফায়ারপ্লেসের আগুন নিভে যাওয়ায় শ্যাতো ভিলেটির ড্রইং রুম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তবে ওটার সামনেই চিন্তিত ভঙ্গিতে পায়চারি করছে জুডিশিয়ারি পুলিশের লেফটেন্যান্ট ডুফি রাউল, সেই সঙ্গে ইন্টারপোল থেকে আসা ফ্যাক্সটা পড়ছে।

দেখা যাচ্ছে তার ধারণা ভুল।

অফিশিয়াল রেকর্ড বলছে, জ্যাক ড্যালক্রোজ আদর্শ একজন নাগরিক। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পুলিশ রেকর্ড নেই, এমনকী কখনও একটা পার্কিং টিকিট পর্যন্ত পাননি। নামকরা স্কুলে পড়েছেন, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স-এ ডিপ্লোমা করেছেন। ইন্টারপোল বলছে, মাঝে মধ্যেই ড্যালক্রোজের নাম খবরের কাগজে এসেছে, তবে প্রতিবারই উপলক্ষ ছিল ইতিবাচক।

ড্যালক্রোজ-এর সাহায্য নিয়েই ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি সিস্টেমের ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়, ফলে ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক অভ জুরিখ অত্যাধুনিক নিরাপদ ব্যাঙ্ক হিসেবে প্রথম সারিতে উঠে আসে। তাঁর ক্রেডিট কার্ড রেকর্ড ঘেঁটে দেখা গেছে আর্ট বুক, দামী ওয়াইন, ক্লাসিকাল মিউজিকের সিডি ইত্যাদির পিছনে প্রচুর টাকা ব্যয় করেন তিনি।

যাকে বলে নিপাট ও অভিজাত ভদ্রলোক। দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাউল।

আজ রাতে ইন্টারপোল একটাই লাল সংকেত পাঠিয়েছে। এক প্রস্থ আঙুলের ছাপ, যেগুলো সার হিউমের চাকরের বলে চেনা গেছে। কামরার আরেক প্রান্তে বসে সেই রিপোর্টটা পড়ছেন চিফ এগ্‌যামিনার।

পায়চারি থামিয়ে সেদিকে তাকাল রাউল। 'নতুন কিছু পেলেন?'

'ছাপগুলো লুই লেভাউ-এর। ছোটখাট ক্রাইমের জন্যে পুলিশ তাকে খুঁজছিল, তবে সিরিয়াস কিছু নয়। কলেজ থেকে বের করে দেয়া হয় তাকে, অপরাধ ছিল ফোন জ্যাক রিওয়্যারিং করা, যাতে বিনা পয়সায় কথা বলতে পারা যায়। পরে এটা-সেটা চুরি করেছে। জানালা ভেঙে কোথাও ঢুকেছে, দোকান থেকে কিছু সরিয়েছে। আরেকবার কী একটা অপারেশনের পর বিল না দিয়ে হাসপাতাল থেকে পালায়।'

'হুম।'

'চাকরি করার ছলে এখানে আসলে লুকিয়ে ছিল লুই,' বললেন চিফ এগ্‌জামিনার।

মাথা ঝাঁকিয়ে রাউল বলল, 'ঠিক আছে, ইনফরমেশনটা আপনি ক্যাপটেনকে জানিয়ে দিন।'

এগ্‌যামিনার চলে গেলেন, পরমুহূর্তে আরেকজন এজেন্ট ঢুকল ড্রইং রুমে। 'লেফটেন্যান্ট!' দৌড়ে আসায় হাঁপাচ্ছে সে। 'গোলাঘরে আমরা একটা জিনিস পেয়েছি।'

এজেন্টের চোখ-মুখের অবস্থা দেখে রাউল আন্দাজ করল, 'নিশ্চয়ই কোনও লাশ?'

'না, মসিয়ো,' রুদ্ধশ্বাসে বলল এজেন্ট। 'আর প্রত্যাশিত কিছু...'

চোখ রগড়াতে রগড়াতে এজেন্টের পিছু নিল লেফটেন্যান্ট।

গোলাঘরটা বিরাট। ভিতরে সোঁদা একটা গন্ধ। আঙুল তুলে কামরার মাঝখানটা দেখাল এজেন্ট। ওখানে কাঠের একটা মই রয়েছে, উঠে গেছে ওদের মাথার উপর ঝুলে থাকা কাঠের মাচার দিকে।

'এই মইটা তো আগে এখানে দেখিনি,' বলল রাউল।

'না, মসিয়ো। আমি এনেছি। রোলস রয়েসে হাতের ছাপ আছে কি না পরীক্ষা করছিলাম, এই সময় দেখতে পাই মইটা মেঝেতে পড়ে রয়েছে। গুরুত্ব দিতাম না, কিন্তু দেখলাম ধাপগুলো ক্ষয়ে গেছে, কাদাও লেগে রয়েছে। বুঝলাম নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। মাচা যতটা ওপরে, মইটাও তার সমান লম্বা। তাই একবার উঁকি দেয়ার জন্যে খাড়া করি ওটাকে।'

মুখ তুলে মাচার দিকে তাকাল রাউল। ভ্রূ কুঁচকে ভাবছে, নিয়মিত কেন কেউ উঠবে ওখানে? এই সময় মইটার মাথায় একজন সিনিয়র এজেন্টকে দেখা গেল, নীচের দিকে তাকিয়ে আছে। 'আপনি ভাবতেও পারবেন না, লেফটেন্যান্ট, কী পেয়েছি আমরা!' বলল সে।

মই বেয়ে উঠল রাউল। মাচায় পা রেখে চারদিকে তাকাল।

'ওদিকে,' হাত তুলে পরিচয়ন, ঝকঝকে-তকতকে মাচার শেষ প্রান্তটা দেখাল সিনিয়র এজেন্ট। 'এখান থেকে মাত্র এক সেট ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছি আমরা। একটু পরই আইডি পেয়ে যাব।'

নিস্তেজ আলোর ভিতর দিয়ে খ কুঁচকে সেদিকে তাকাল রাউল। কী আশ্চর্য! ওদিকের দেয়াল ঘেঁষে পুরোদস্তুর একটা কমপিউটার ওয়ার্কস্টেশন গড়ে তোলা হয়ে. – দুটো সিপিইউ, স্পিকারসহ এ টা ফ্ল্যাট-স্ক্রিন ভিডিও মনিটর, এক সারি হার্ড ড্রাইভ ও একটা মাল্টিচ্যানেল অডিও কনসোল– সম্ভবত নিজস্ব পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা সহ।

রাউলের মাথায় ব্যাপারটা ঢুক. না। এই মাচায় কার কাজ করার দরকার পড়ল! 'সিস্টেমটা প. ক্ষা করা হয়েছে?'

'এ-সব আড়িপাতার সরঞ্জাম।'

ঝট করে মুখ ফিরাল লেফটেন্যান্ট। 'সার্ভেইলান্স?'

'অত্যন্ত অ্যাডভান্সড, লেফটেন্যান্ট,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল সিনিয়র এজেন্ট।

'রিসেপশন মেথড,' জানতে চাইল রাউল।

দেয়ালে ঘেঁষে ঝুলে থাকা একটা তার দেখাল এজেন্ট। 'সাধারণ রেডিও সিগনাল। ছাদে ছোট অ্যান্টেনা আছে।'

'আড়ি পেতে কার কথা শোনা হয়েছে জানার উপায় নেই?' জিজ্ঞেস করল রাউল।

'সেটা খুবই আশ্চর্য একটা ব্যাপার, লেফটেন্যান্ট,' বলে একটা কমপিউটারের দিকে এগ. এজেন্ট।

সিঁড়ি বেয়ে টেম্পল রেলস্টেশনে নেমে এল রানা ও সোফিয়া। টানেল ও প্ল্যাটফর্মের ভিতর দিয়ে ছুটছে ওরা, চারদিকে চোখ বুলিয়ে খুঁজছে তিনজনের দলটাকে।

একটা অপরাধ-বোধ ক্ষতবিক্ষত করছে রানাকে। সার হিউমকে এর মধ্যে ও-ই জড়িয়েছে। এখন তাঁর ভারি বিপদ।

লুইয়ের ভূমিকা চমকে দিয়েছে ওকে, তারপরও ব্যাপারটা মেলানো যায়। যারাই গ্রেইলের পিছু নিয়ে থাকুক, ভিতরের লোক হিসেবে লুইকে লোভ দেখিয়ে হাত করেছে তারা। যে কারণে রানা ও সোফিয়া সার হিউমের দ্বারস্থ হয়েছে, সেই একই কারণে তারাও তাঁর কাছে গেছে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে গ্রেইল সম্পর্কে যার যত বেশি জ্ঞান, চোর ও পণ্ডিতদের কাছে তত বড় টার্গেট সে।

সার হিউমকে সাহায্য করা দরকার। লুই নিষেধ করা সত্ত্বেও রানা সিদ্ধান্ত নিল, পুলিশকে ফোন করবে। পশ্চিম প্রান্তের প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এসে একটা পে ফোনের সামনে থামল ওরা। সোফিয়া ডায়াল করছে, একটা বেঞ্চে ধপ করে বসে পড়ল রানা।

চিন্তা করছে ও। এত তাড়াতাড়ি সার হিউমের কোনও বিপদ হবে না। ওর্ব্ রেফারেন্স তরজমা করার জন্য তাঁকে দরকার হবে লুইয়ের।

একটা সমাধিতে যাবে লুই। সার হিউমকে সাহায্য করতে হলে ওই সমাধিতে পৌঁছাতে হবে রানাকেও। লুই বেশ অনেকক্ষণ হলো রওনা হয়ে গেছে।

পুলিশ লেলিয়ে দিলে লুইকে দেরি করানো যায়। এই মুহূর্তে সে চেষ্টাই করছে সোফিয়া।

রানার কাজ হবে সমাধিটা খুঁজে বের করা।

কীভাবে তা সম্ভব? ট্রেন ধরে কিং'স কলেজে যাবে রানা, ইলেকট্রনিক থিয়োলজিকাল ডেটাবেইস হিসেবে খুব সুনাম আছে ওখানকার লাইব্রেরির। দেখা যাক 'A kni ht a Pope i terred' সম্পর্কে ডেইটাবেসের কী বলবার আছে।

বেঞ্চ ছেড়ে অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল রানা। ট্রেনটা বড় দেরি করছে।

*

পে ফোন থেকে লন্ডন পুলিশের সঙ্গে কথা বলছে সোফিয়া।

'স্নো হিল ডিভিশন,' ডিসপ্যাচার বলল। 'কোন্ সেকশনকে চান বলুন।'

'আমি একটা কিডন্যাপিং কেস রিপোর্ট করতে চাই,' বলল সোফিয়া।

'নাম, প্লিজ?'

'সোফিয়া ক্লাউডেল, ফ্রেঞ্চ জুডিশিয়ারি পুলিশ।'

সঙ্গে সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া গেল। 'ধন্যবাদ, মাদামোয়াযেল। আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে এখনই একজন ডিটেকটিভকে ডেকে দিচ্ছি আমি।'

অপেক্ষার সময়টা চিন্তা করছে সোফিয়া। সুট পরা চাকর, সারা গায়ে শ্বেতি নিয়ে একজন পুরোহিত, এ-সব শুনে কে জানে কী ভাববে ডিটেকটিভ।

দূর, বড় বেশি সময় নিচ্ছে ওরা। কানে চেপে ধরা রিসিভার থেকে ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ বেরুচ্ছে, যেন তার কল অন্য কোনও লাইনের সঙ্গে সংযুক্তির কাজ চলছে।

বিশ সেকেন্ড পার হলো।

অবশেষে এক লোক এল লাইনে। 'এজেন্ট সোফিয়া?'

গম্ভীর কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে পাথর হয়ে গেল সোফিয়া।

'এজেন্ট সোফিয়া,' ধমকের সুরে বললেন ক্যাপটেন অকটেভ, 'কোথায় আপনি?'

বোবা হয়ে গেছে সোফিয়া। বোঝা যাচ্ছে ক্যাপটেন অকটেভ লন্ডন পুলিশ ডিসপ্যাচারকে অনুরোধ করেছিলেন, সোফিয়া কল করলে তাঁকে যেন সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করা হয়।

'শুনুন,' বললেন অকটেভ, ইংরেজি বাদ দিয়ে ফ্রেঞ্চ ভাষায় দ্রুত কথা বলছেন। 'আজ রাতে মারাত্মক একটা ভুল করেছি

আমি। দেরিতে হলেও জানতে পেরেছি আপনি ও মসিয়ো মাসুদ রানা সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

'কীভাবে জানলেন?' প্রশ্ন করল সোফিয়া।

'আপনাকে লেখা মসিয়ো ল্যাক বেসনের চিঠিগুলো পড়েছি আমি। আপনাদের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ তুলে নেয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরও আপনারা দুজন মারাত্মক বিপদের মধ্যে আছেন। আপনাদের ফিরে আসা দরকার।'

হতচকিত ভাবটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছে না সোফিয়া। জানে না কীভাবে সাড়া দেবে। যা-ই ঘটুক না কেন, ক্ষমা চাওয়ার মানুষ ভিগো অকটেভ নন।

'চিঠিগুলো পড়ে আমি জানতে পেরেছি যে,' বললেন ক্যাপটেন, 'ল্যাক বেসনের নাতনি আপনি। বুঝতে পারছি মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন, কাজেই আপনার সমস্ত অবাধ্যতা ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে রাজি আছি আমি। এই মুহূর্তে আপনারা দুজন লন্ডন পুলিশের কাছাকাছি কোনও স্টেশনে গিয়ে আশ্রয় নিন।'

ক্যাপটেন জানেন আমি লন্ডনে? আর কী জানেন তিনি? ড্রিলিং মেশিন বা ওই ধরনের কিছু একটার আওয়াজ পাচ্ছে সোফিয়া। লাইনে আরও সব অদ্ভুত যান্ত্রিক আওয়াজ হচ্ছে। 'আমার এই কল আপনি ট্রেস করছেন, ক্যাপটেন?'

অকটেভের কণ্ঠস্বর এখন আগের চেয়েও দৃঢ়। 'আমার আর আপনার মধ্যে সম্পর্কটা হওয়া দরকার সহযোগিতার, এজেন্ট সোফিয়া। আমাদের দুজনেরই অনেক কিছু হারাবার আছে। ভেতরে আরও অনেক ব্যাপার আছে, সোফিয়া। কাল রাতে বিচার-বিশ্লেষণে ভুল হয়েছে আমার, সেই ভুলের কারণে যদি কোনও সৌখিন আর্কিওলজিস্ট আর কোনও ডিসিপিজে ক্রিপটলজিস্ট মারা যান, আমার ক্যারিয়ার বলে কিছু থাকবে না। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে আপনাকে আমি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি।'

চাপা গুঞ্জন তুলে এগিয়ে আসছে একটা ট্রেন। যে-কোনও অবস্থায় ওটায় উঠতে চায় সোফিয়া। রানাও ঠিক তাই চায়, বেঞ্চ থেকে উঠে তার দিকে এগিয়ে আসছে ও।

'আপনার আসলে লুই লেভাউকে খুঁজে বের করা দরকার,' বলল সোফিয়া। 'সার হিউমের চাকর সে, মাত্র কিছুক্ষণ হলো টেম্পল চার্চ থেকে সার হিউমকে কিডন্যাপ করেছে...'

ট্রেনটা সগর্জনে প্লাটফর্মে ঢুকছে, সেই আওয়াজকে ছাপিয়ে অকটেভের চিৎকার শোনা গেল, 'এজেন্ট সোফিয়া! খোলা লাইনে এ বিষয়ে কথা বলা সম্ভব নয়। মসিয়ো রানাকে নিয়ে এবার আপনি ফিরে আসুন। আপনার নিজের স্বার্থে। আপনার প্রতি এটা আমার ডাইরেক্ট অর্ডার!'

যোগাযোগ কেটে দিয়ে রানার হাত ধরল সোফিয়া, তারপর এক ছুটে উঠে পড়ল ট্রেনে।

জেট প্লেন হকারের পরিচ্ছন্ন কেবিন থেকে সবাইকে বের করে দিয়েছেন ক্যাপটেন অকটেভ। সার হিউমের সেফ থেকে পাওয়া কাঠের বাক্সটা নিয়ে একটা সিটে বসে আছেন তিনি। অপর হাতে শ্যাম্পেন ভর্তি গ্লাস।

অলঙ্কৃত বাক্সটার ঢাকনি খুলে একটা পাথুরে সিলিন্ডার পেলেন অকটেভ, হরফ বসানো ডায়ালসহ। পাঁচটা ডায়াল এমনভাবে সেট করা হয়েছে, প্রতিটি ডায়ালের একটি করে হরফ এক লাইনে চলে আসায় বানানটা এরকম হয়েছে– S-O-F-I-A।

শব্দটির দিকে কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবার পর সিলিন্ডারটা ভাল করে পরীক্ষা করলেন অকটেভ। সবশেষে পিছনের ক্যাপটা খুললেন। সিলিন্ডারটা খালি।

সেটাকে বাক্সের ভিতরে রেখে জানালা দিয়ে হ্যাঙ্গারের দিকে তাকালেন তিনি, তারপর স্মরণ করলেন সোফিয়া তাঁকে ঠিক কী বলেছে, শ্যাতো ভিলেটি থেকে কী কী তথ্য পেয়েছেন। এই সময়

সেল ফোনটা বেজে উঠল।

ডিসিপিজে সুইচবোর্ড। ক্যাপটেন অকটেভ লন্ডনে খুব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন, এ-কথা বারবার জানানো সত্ত্বেও ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক অভ জুরিখের প্রেসিডেন্ট আবার ফোন করেছেন।

'ঠিক আছে,' অপারেটরকে বললেন অকটেভ, 'আমার নাম্বারে কানেকশন দাও।'

'ক্যাপটেন অকটেভ?' একটু পরেই জ্যাক ড্যানক্রোজের গলা ভেসে এল।

'মসিয়ো ড্যালক্রোজ,' বললেন অকটেভ, 'ব্যস্ত ছিলাম, তাই সময় দিতে পারিনি বলে দুঃখিত। যেমন কথা দিয়েছিলাম, মিডিয়াতে আপনার ব্যাঙ্কের নাম আসছে না। আর কী নিয়ে আপনার এত দুশ্চিন্তা?'

ব্যাকুল সুরে ড্যালক্রোজ ব্যাখ্যা করলেন মাসুদ রানা আর সোফিয়া ক্লাউডেল কীভাবে তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে ছোট একটা কাঠের বাক্স বের করে নিয়ে গেছে, আর কী কৌশলে নিজেদের পালাবার পথ তৈরি করিয়ে নিয়েছে তাঁকে দিয়ে। 'তারপর রেডিওতে যখন শুনলাম যে তাঁরা ক্রিমিনাল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে বাক্সটা ফেরত চাইলাম আমি। কিন্তু আমার ওপর হামলা চালিয়ে বাক্স ও ট্রাক নিয়ে পালালেন তাঁরা।'

'কাঠের একটা বাক্স নিয়ে চিন্তিত আপনি,' বললেন অকটেভ, হাতের বাক্সটা নেড়েচেড়ে দেখছেন আবার। 'আচ্ছা, বলতে পারেন, কি ছিল বাক্সটায়?'

'কী ছিল সেটা বড় কথা নয়,' উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন ড্যালক্রোজ। 'আমি আমার ব্যাঙ্কের সুনাম নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমাদের এখানে কখনও ডাকাতি হয়নি। একবারও না! আমার ক্লায়েন্টের এই বাক্স আমি যদি উদ্ধার করতে না পারি, আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।'

'আপনি বললেন মসিয়ো রানা ও মাদামোয়াযেল সোফিয়ার

কাছে পাসওয়ার্ড ও চাবি ছিল। কেন বলছেন বাক্সটা তাঁরা চুরি করেছেন?'

'আজ রাতে তাঁরা মানুষ খুন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সোফিয়ার দাদুও আছেন। বোঝাই যায় চাবি ও পাসওয়ার্ড অসৎ উপায়ে সংগ্রহ করা হয়েছে।'

'মসিয়ো ড্যালক্রোজ, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনার ব্যাঙ্কের সুনাম ও আপনার ক্লায়েন্টের বাক্স অত্যন্ত নিরাপদ হাতেই আছে।'

শ্যাতো ভিলেটির উঁচু মাচা। কমপিউটার মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে লেফটেন্যান্ট ডুফি রাউল। 'এই সিস্টেম এতগুলো লোকেশনে আড়ি পাতে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ,' বলল এজেন্ট। 'এক বছর বা তারও কিছু বেশি দিন ধরে আড়ি পেতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।'

- তালিকাটা আবার পড়ল লেফটেন্যান্ট।

জ্যাকুয়েস ট্যাটি– চেয়ারম্যান, কনস্টিটিউশনাল কাউন্সিল।
জন পল– কিউরেটার, মিউজিয়াম যু দা পম।
রবার্ট স্লেই– সিনিয়র আর্কাইভিস্ট, মিতেরাঁ লাইব্রেরি।
ল্যাক বেসন– কিউরেটার, মিউজিয়াম লুভার।
লেনি রিভেট– ডিএএস [ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স] চিফ।

স্ক্রিনের দিকে আঙুল তাক করল এজেন্ট। 'আমাদের মাথাব্যথা চার নম্বর ব্যক্তিকে নিয়ে।'

বোকার মত মাথা ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট। নামটা সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে পড়েছে। ল্যাক বেসনের কথাবার্তা আড়ি পেতে শোনা হয়েছে এখানে। তালিকার বাকি নামগুলোর উপর আবার দৃষ্টি বুলাল সে। সমাজের এরকম প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের

কাছাকাছি মাইক্রোফোন রোপণ করা সহজ কাজ নয়, কীভাবে পারল ওরা?

'অডিও ফাইলগুলো থেকে শুনেছেন কিছু?' জিজ্ঞেস করল সে।

'অল্প কয়েকটা। সর্বশেষটা আপনিও শুনুন।' কমপিউটারের কয়েকটা বোতামে চাপ দিল এজেন্ট। জ্যান্ত হয়ে উঠল স্পিকার। তারপর শোনা গেল: *'ক্যাপটেন, আমাদের ক্রিপটগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট থেকে একজন এজেন্ট এসেছেন।'*

কী শুনছে বিশ্বাস হচ্ছে না লেফটেন্যান্ট রাউলের। 'আমার গলা! আমি কথা বলছি!' দৃশ্যটার কথা মনে পড়ে গেল তার। কিউরেটার ল্যাক বেসনের ডেস্কে বসে গ্র্যান্ড গ্যালারিতে রেডিও মেসেজ পাঠাচ্ছিল সে, সোফিয়া ক্লাউডেল-এর আসবার খবর দিচ্ছিল ক্যাপটেন অকটেভকে।

মাথা ঝাঁকাল সিনিয়র এজেন্ট। 'ধরে নেয়া চলে আমাদের লুভার ইনভেস্টিগেশন সম্পর্কে বহু কথাই কাল রাতে শুনে ফেলেছে কেউ।'

'এখানকার মাইক্রোফোনটা কোথায়, খুঁজেছ?' জিজ্ঞেস করল রাউল।

'দরকার নেই। আমি জানি ঠিক কোথায় আছে ওটা।' ওঅর্কটেবিলে স্তূপ করে রাখা রাশি রাশি নোট ও ব্লুপ্রিন্ট-এর কাছে হেঁটে গিয়ে ঝুঁকল সে, একটা পাতা তুলে বাড়িয়ে দিল লেফটেন্যান্টের দিকে। 'দেখুন তো, চিনতে পারেন কি না।'

রাউল অবাক। ওর হাতে এটা একটা প্রাচীন স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম-এর ফটোকপি, যেটায় একটা মেশিনের কাঠামো দেখানো হয়েছে। হাতে লেখা ফ্রেঞ্চ লেবেল পড়তে পারছে না সে, তারপরও বুঝতে পারল জিনিসটা কী। পুরোপুরি জোড়া লাগানো মধ্যযুগের একজন ফরাসী নাইট-এর মডেল।

এই নাইটই ল্যাক বেসনের ডেস্কে বসে আছেন!

রাউলের দৃষ্টি সরে গেল ফটোকপির মার্জিনে, ওখানে ফেল্ট-টিপ মার্কার দিয়ে টানা হাতে কেউ কিছু নোট লিখেছে। ভাষাটা ফ্রেঞ্চ, ধারণা দেওয়া হয়েছে নাইট-এর ভিতরে কীভাবে একটা লিসনিং ডিভাইস ঢোকালে ভাল হয়।

পনেরো

টেম্পল চার্চের কাছাকাছি পার্ক করা একটা জাগুয়ার লিমাযিন-এর প্যাসেঞ্জার সিটে বসে রয়েছে লেবরান। কিস্টোন ধরা তার হাতটা ঘামছে। পিছনের সিটে রয়েছে লুই, ট্রাঙ্কে পাওয়া রশি দিয়ে সার হিউমের হাত-পা বাঁধার কাজে ব্যস্ত।

কাজটা শেষ করে লেবরানের পাশে, ড্রাইভিং সিটে এ বসল লুই।

'ভাল করে বেঁধেছ তো?'

রুমাল দিয়ে মাথা থেকে বৃষ্টির পানি মুছে মাথা ঝাঁকাল লুই। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল সে। ব্যাকসিটের উপর কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে পড়ে আছেন সার হিউম. আবছা অন্ধকারে কোনও রকমে দেখা যাচ্ছে। 'বুড়ো ব্যাটার কোথাও যাবার উপায় নেই।'

চাপা গোঙানির আওয়াজ পাচ্ছে লেবরান, ধারণা করল লুই সার হিউমের মুখে টেপ লাগিয়ে দিয়েছে।

হাত বাড়িয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের একটা বোতাম টিপল লুই. ওদের পিছনে একটা ঝাপসা পার্টিশান খাড়া হলো, সম্পূর্ণ অদৃশ্য

হয়ে গেলেন সার হিউম, তাঁর গোঙানির আওয়াজও চাপা পড়ে গেল। লেবরানের দিকে ফিরে লুই বলল, 'ওই ব্যাটার ফোঁপানি শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বুঝলে!'

কয়েক মিনিট পর। রাস্তা ধরে এগোচ্ছে ওদের জাগুয়ার। লেবরানের সেল ফোন বেজে উঠল। *লালিক!* উত্তেজিত গলায় সাড়া দিল সে। 'হ্যালো?'

'লেবরান,' লালিকের কণ্ঠ ভেসে এল। 'তোমার গলা শুনে বিরাট স্বস্তি বোধ করছি আমি। এর মানে হলো তুমি নিরাপদে আছ।'

লেবরানও লালিকের গলা শুনে স্বস্তি বোধ করছে। শেষবার তাঁর সঙ্গে কথা হওয়ার পর বেশ কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। ওদের অপারেশনও টার্গেট থেকে সরে গেছে আরেক দিকে। তবে আবার বোধহয় ফিরে আসছে সঠিক পথে। 'কিস্টোনটা এখন আমার কাছে।'

'ভারি চমৎকার একটা সুখবর,' বলল লালিক। 'লুই কি তোমার সঙ্গে?'

লালিকের মুখে লুইয়ের নাম শুনে বিস্মিত হলো লেবরান। 'হ্যাঁ, ও-ই তো আমাকে বাঁধন কেটে মুক্ত করেছে।'

'আমার নির্দেশে। বেশ অনেকক্ষণ তোমাকে বন্দি থাকতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত।'

'শারীরিক কষ্ট কিছু না। কিস্টোনটা এখন আমাদের হাতে, এটাই আসলে গুরুত্বপূর্ণ।'

'হ্যাঁ। আমি চাই এখনই আমাকে ওটা ডেলিভারি দেয়া হোক। সময়টা বড় কথা।'

অবশেষে লালিকের সঙ্গে মুখোমুখি বসতে যাচ্ছে, এ-কথা ভেবে আবেগে আকুল হয়ে উঠল লেবরান। 'জী, সার। আমি সম্মানিত বোধ করব।'

'লেবরান, আমি চাই লুই ওটা আমার কাছে নিয়ে আসুক।'

লুই? লেবরান যেন আকাশ থেকে পড়ল। লালিকের জন্য এত কিছু করার পর সে ভেবেছিল পুরস্কারটা সরাসরি তার হাত থেকেই নেবে লালিক। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে... *তা হলে লুইকে বেশি পছন্দ করেন তিনি?*

'তোমার হতাশা আমি অনুভব করতে পারছি,' বলল লালিক। 'এ-ও জানি যে আমার কথার অর্থ তুমি বোঝনি।' গলার আওয়াজ খাদে নামিয়ে ফিসফিস করছে সে। 'কিস্টোনটা তোমার, অর্থাৎ একজন ঈশ্বর-ভক্তের হাত থেকে নেয়ারই আমার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ভেবে দেখলাম লুইয়ের একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়। আমার নির্দেশ না মেনে এমন মারাত্মক একটা ভুল করেছে সে, গোটা মিশনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।'

ঠাণ্ডা শিরশিরে একটা অনুভূতি বয়ে গেল শরীরে, চোখ তুলে লুইয়ের দিকে একবার তাকাল লেবরান। সার হিউমকে কিডন্যাপ করাটা প্ল্যানের মধ্যে ছিল না। তিনি এখন তাদের ঘাড়ে নতুন একটা সমস্যা।

'তুমি আর আমি ঈশ্বরের পথে আছি,' ফিসফিস করছে লালিক। 'আমরা আমাদের গন্তব্য থেকে সরে আসতে পারি না।' ফোন লাইনে প্রায় অশুভ একটা বিরতি। 'শুধুমাত্র এই কারণেই আমি চাই কিস্টোনটা লুই আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ?'

লালিকের কণ্ঠস্বরে ক্রোধ, টের পেল লেবরান। অবাক হয়ে সে ভাবল, অনেক জিনিসই, বিবেচনা করে দেখছেন না তিনি। এখন আর বোধহয় নিজের চেহারা গোপন রাখাটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। নিজের কাজ তো লুই ঠিকমতই করেছে। কিস্টোনটাকে রক্ষা করেছে সে। 'জী, বুঝতে পারছি,' কোনও রকমে বলল লেবরান।

'গুড। নিজের স্বার্থেই রাস্তা থেকে এখন সরে যাওয়া উচিত

তোমার। পুলিশ লিমাযিনটা খুঁজবে, আমি চাই না তুমি ধরা পড়ো। লন্ডনে অপাস ডেই-এর একটা বাড়ি আছে, তাই না?'

'জী।'

'ওখানে তোমাকে ওরা খাতির-যত্ন করবে তো?'

'তা করবে।'

'যাও ওখানে, চোখের আড়ালে থাকা হবে। আমার হাতে কিস্টোন আসুক, জরুরি সমস্যাটার সমাধান করি, তারপরই ডেকে নেব তোমাকে আমি।'

'আপনি লন্ডনে?'

'যা বলছি করো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'জী, সার।'

বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল লালিক, যেন অপ্রীতিকর একটা কর্তব্য পালন করবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। 'এবার আমি লুইয়ের সঙ্গে কথা বলব।'

ফোনটা লুইয়ের হাতে ধরিয়ে দিল লেবরান, ভাবল এটাই বোধহয় লুইয়ের জীবনের শেষ ফোন কল।

ফোনটা নেওয়ার সময় লুই ভাবল, বেচারা পুরোহিত জানে না প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর এখন তার ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে।

লালিক তোমাকে ব্যবহার করেছেন, লেবরান।

আর তোমার শ্রদ্ধেয় বিশপ স্রেফ একটা ঘুঁটি।

মানুষের মন জয় করবার ক্ষমতা আছে লালিকের, ভাবল লুই। তাঁর প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেছেন বিশপ বেলমন্ড। নিজের মরিয়া ভাব অন্ধ করে দিয়েছে তাঁকে।

লালিককে বিশেষ পছন্দ না করলেও, তাঁর বিশ্বাস অর্জন করতে পেরে, এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করে দিতে পেরে খুশি লুই।

'মন দিয়ে শোনো,' তাকে বলল লালিক। 'অপাস ডেই

রেসিডেন্স হল-এ থাকবে লেবরান। ওটার কাছাকাছি কোথাও নামিয়ে দাও ওকে। তারপর গাড়ি নিয়ে সেইন্ট জেমস-এর পার্কে চলে যাও। পার্লামেন্ট ও বিগ বেন-এর পাশেই ওটা। গাড়িটা পার্ক করতে হবে হর্স গার্ডস প্যারেডে। ওখানে কথা হবে।'

এরপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কিং'স কলেজ ১৮২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মীয় শিক্ষাদান ও গবেষণার কাজে একশো পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে ওদের ডিপার্টমেন্ট অভ থিয়োলজি-র। ১৯৮২ সালে চালু হয় সিস্টেমেটিক থিয়োলজির উপর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, সেখানে আছে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ইলেকট্রনিক্যালি অ্যাডভান্সড রিলিজিয়াস রিসার্চ লাইব্রেরি।

ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে সামান্য ভিজে গেছে, দ্রুত পা চালিয়ে এসে লাইব্রেরিতে ঢুকল ওরা। প্রাইমারি রিসার্চ রুমটা আটকোনা একটা বিরাট চেম্বার, সেটার মাঝখানে গোল একটা টেবিল ফেলা, তাতে জায়গা করে নিয়েছে বারোটা ফ্ল্যাট-স্ক্রিন কমপিউটার ওঅর্কস্টেশন।

চেম্বারের দূর প্রান্তে একজন রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান, মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা, সবেমাত্র ভিতরে ঢুকে নিজের কাপে চা ঢালছেন। 'আজকের সকালটা ভারি সুন্দর,' ব্রিটিশ উচ্চারণে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন তিনি, চা রেখে ওদের দিকে হেঁটে আসছেন। 'আমি আপনাদের কোনও সাহায্যে আসতে পারি?'

'ও, হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমি...'

'মাসুদ রানা,' মিষ্টি করে হাসলেন লাইব্রেরিয়ান। 'আমি আপনাকে চিনি।'

প্রথমেই সন্দেহ হলো রানার, ব্রিটিশ টিভিতে ওর ছবি প্রচারের ব্যবস্থা করেছে ক্যাপটেন অকটেভ। চট্ করে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। আশপাশে আর কেউ নেই। 'আমাকে

চেনেন...ঠিক কোথায়...

'না, কোথাও আমাদের দেখা বা পরিচয় হয়নি,' বললেন লাইব্রেরিয়ান। 'সৌখিন আর্কিওলজিস্ট হিসেবে আপনার একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে ইংরেজি দৈনিক ডেইলি প্যারিস-এ। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন সম্ভবত গবেষক এবং লেখক ডাউমিয়ার অনোরি, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

হাসলেন লাইব্রেরিয়ান। 'পত্রিকাটি এখানে রাখি আমরা। ওই সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছেন সৌখিন প্রত্নতাত্ত্বিক হিসাবে বেশ ক'বছর ধরে হোলি গ্রেইল সম্পর্কে খোঁজ-খবর করছেন আপনি।'

মৃদু হাসল রানা।

'নোয়ামি সিলভার।' হাত বাড়ালেন লাইব্রেরিয়ান, মোটা ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে।

'আ প্লেযার,' বলল রানা, তারপর সঙ্গিনীর দিকে ইঙ্গিতে করল। 'আমার বান্ধবী, সোফিয়া।'

সোফিয়ার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবার পর আবার রানার দিকে ফিরলেন লাইব্রেরিয়ান। 'আপনি যে লন্ডনে আসছেন, আমার জানা ছিল না।'

'এসেছি কিছু তথ্য পাবার আশায়,' বলল রানা। 'আপনি যদি একটু সাহায্য করেন...'

ইতস্তত করতে দেখা গেল ভদ্রমহিলাকে, তারপর বললেন, 'আমাদের সার্ভিস পাবার সাধারণ নিয়ম হলো, আবেদন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইতে হবে, যদি কলেজের কারও গেস্ট না হন আর কি।'

'আমরা আসলে হঠাৎ করেই চলে এসেছি। সার আলবার্ট হিউম আপনাদের লাইব্রেরির খুব প্রশংসা করছিলেন...'

'সার হিউম? ব্রিটিশ রয়াল হিস্টরিয়ান?' বিস্ময়ে চোখ বড় করলেন লাইব্রেরিয়ান, তারপর হেসে উঠলেন। 'আরে, তাতে কী

হয়েছে! সার হিউমের বন্ধুকে তো আর আমরা নিয়মের কথা বলে ফিরিয়ে দিতে পারি না। তিনি তো... ফ্যানাটিকাল! যখনই আসেন, মগজে কয়েক সেট এনসাইক্লোপিডিয়া ভরে নিয়ে যান। গ্রেইল, গ্রেইল, গ্রেইল! এই একটা জিনিসই ভদ্রলোকের জীবনের একমাত্র সাধনা।'

'ভাবছি আপনি কি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন?'

'কী চাইছেন বলুন।'

'লন্ডনে আমরা একটা সমাধি খুঁজছি।'

নোয়ামি সিলভারের চেহারায় সন্দেহ। 'বিশ হাজার সমাধির তালিকা আছে আমাদের এখানে। খুঁটিনাটি আরও বিবরণ লাগবে।'

'ওটা একজন নাইটের সমাধি। কিন্তু আমরা তাঁর নাম জানি

'একজন নাইট। খোঁজার জায়গা অনেক ছোট হয়ে এ । খুব কমন নয়।'

'এই নাইট সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না আমরা,' বলল সোফিয়া। 'শুধু এটুকু জানি।' একটা চিরকুট বাড়িয়ে দিল সে, তাতে কবিতাটার মাত্র প্রথম দু'লাইন লিখেছে।

সিদ্ধান্তটা ওরা দুজনে মিলেই নিয়েছে, অচেনা কাউকে পুরো কবিতাটা দেখানো উচিত হবে না।

সোফিয়ার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে লেখাটার উপর চোখ বুলালেন নোয়ামি সিলভার।

চোখ তুলে গেস্টদের দিকে তাকালেন লাইব্রেরিয়ান। 'কী এটা? কোনও ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান?'

রানার হাসির আওয়াজটা যেন একটু বেশি জোরাল হয়ে গেল। 'ঠিক ধরেছেন।'

সিলভার বুঝতে পারছেন কবিতাটা অসম্পূর্ণ। তারপরও প্রতিটি শব্দ সতর্কতার সঙ্গে পড়লেন তিনি। 'কবিতার এই

অংশের মানে হলো একজন নাইট এমন কিছু করেছিলেন, ঈশ্বর তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন, তা সত্ত্বেও একজন পোপ যথেষ্ট দয়া দেখিয়ে তাঁকে লন্ডনে সমাহিত করেন।'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া।

রানা জানতে চাইল, 'মাথার ভেতর কোনও ঘণ্টি বাজছে?'

'আসুন দেখা যাক ডেটাবেইস থেকে কিছু পাওয়া যায় ি ,' বলে একটা ওঅর্কস্টেশনের দিকে এগোলেন সিলভার।

চেয়ারে বসে চিরকুটে চোখ রেখে টাইপ শুরু করলেন তিনি– লন্ডন, নাইট, পোপ।

সার্চ বাটন টিপতে প্রতি সেকেন্ডে ৫০০ মেগাবাইট ডেটা স্ক্যানিং শুরু হয়ে গেল।

'সিস্টেমকে আমি জিজ্ঞেস করেছি তিনটে কি-ওয়ার্ড সহ কোনও ডকুমেন্ট আছে কি না। প্রচুর পাওয়া যাবে, খুঁজে দেখতে হবে সেগুলোর মধ্যে...'

পোপ ও লন্ডন আছে, এরকম ডকুমেন্ট পাওয়া গেল।

তারপর পাওয়া গেল তিনটে কি-ওয়ার্ড সহ একটা ডকুমেন্ট।

এবারও মাথা নাড়লেন সিলভার। একের পর এক ডকুমেন্ট আসছে, মিছিলের মত। দেখতে দেখতে আড়াই হাজার ছাড়িয়ে গেল।

মুখ তুললেন লাইব্রেরিয়ান সিলভার। 'শুধু এই দু'লাইন কবিতা? আপনাদের কাছে আর কিছু নেই?'

রানার দিকে তাকাল সোফিয়া, চোখে অনিশ্চয়তা।

চোখের চশমা অ্যাডজাস্ট করলেন সিলভার। 'আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা গ্রেইলের পেছনে লেগেছেন।'

পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা ও সোফিয়া।

হেসে উঠলেন প্রৌঢ়া লাইব্রেরিয়ান। 'বন্ধুরা, এই লাইব্রেরিকে গ্রেইল সন্ধানীদের বেস ক্যাম্প বলা হয়। রোয, মেরি ম্যাগডেলেন, স্যাংগ্রিয়াল, প্রায়রি অভ সায়ান, ইত্যাদি সম্পর্কে

সার্চ করার বিনিময়ে প্রতিবার একটা করে শিলিং চার্জ করলেও বিরাট ধনী হয়ে যেতাম এতদিনে।' চোখ থেকে চশমা খুলে পালা করে দুজনের দিকে তাকালেন। 'আমাকে আরও সূত্র দিতে হবে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে তাঁর দিকে আরেকটা চিরকুট বাড়িয়ে দিল সোফিয়া। 'এই নিন। এটাই শেষ, আর কিছু নেই আমাদের কাছে।'

কবিতার দ্বিতীয় অংশটা পড়লেন নোয়ামি সিলভার।

মনে মনে হাসলেন ভদ্রমহিলা। আসলেই গ্রেইল! 'আমি হয়তো সাহায্য করতে পারব।' কাগজটা থেকে মুখ তুলে ওদের দিকে তাকালেন তিনি। 'জানতে পারি, কোত্থেকে পেলেন কবিতাটা? আর কি কারণে আপনারা একটা ওর্ব্ খুঁজছেন?'

'বলতে আপত্তি নেই,' জবাব দিল রানা। 'কিন্তু তাতে অনেক সময় লাগবে। অত সময় আমাদের হাতে নেই।'

'সবিনয়ে জানাচ্ছেন নিজের চরকায় তেল দাও।'

'আপনি যদি জানাতে পারেন এই নাইট কে, কোথায় তাঁকে কবর দেয়া হয়েছে,' বলল সোফিয়া, 'আপনার প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিলভার বললেন, 'বেশ। সার্চ করতে হবে কোনও ডকুমেন্টে এই চারটে শব্দ আছে কি না দেখার জন্যে– নাইট, লন্ডন, পোপ, টুম। তারপর আরও সার্চ করতে হবে, প্রতি একশো শব্দের মধ্যে এই চারটে শব্দ আছে কি না দেখার জন্যে– গ্রেইল, রোয, স্যাংগ্রিয়াল ও চ্যালেস।'

'কতক্ষণ সময় লাগবে এতে?' জানতে চাইল রানা।

সার্চ কি টিপে দিয়ে সিলভার বললেন, 'মিনিট পনের। চলবে তো?'

লন্ডনের অপাস ডেই সেন্টারটা নর্থ ওআক, কেনসিংটন গার্ডেন-এর কাছাকাছি। লুই গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়ার পর বৃষ্টি মাথায়

করে পায়ে হেঁটে সেদিকে এগোচ্ছে লেবরান।

লুইয়ের পরামর্শে পিস্তলটা নর্দমায় ফেলে দিয়েছে সে। কাঁটা লাগানো বেল্ট বাঁধা থাকায় উরুতে এখনও ব্যথা হচ্ছে, তবে এরচেয়ে অনেক বেশি যন্ত্রণা সহ্য করবার অভিজ্ঞতা আছে তার। হঠাৎ সার হিউমের কথা মনে পড়ে গেল। লুই তাঁকে লিমাযিনের পিছনে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছে।

'বন্দিকে নিয়ে কী করবে তুমি?' লুইকে প্রশ্ন করেছিল লেবরান।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিয়েছে লুই, 'সে সিদ্ধান্ত নেবেন লালিক।'

ঠিকানা মিলিয়ে দালানটা খুঁজে বের করল লেবরান। গেটটা খোলা দেখল। ছোট উঠানে ঢুকে বাড়ির দরজার দিকে এগোচ্ছে। সেটাও দেখা গেল খোলা। চৌকাঠের ওপারে কার্পেট বিছানো হল। উপরতলার কোথাও থেকে ইলেকট্রনিক বেল বাজার আওয়াজ ভেসে এল। এ-ধরনের সেন্টারে দিনের বেশিরভাগ সময় লোকজন নিজেদের কামরায়-প্রার্থনায় নিমগ্ন থাকায় এরকম বেল প্রায়ই বাজে।

আলখেল্লা পরা এক লোক সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে জানতে চাইল, 'আমি কোনও সাহায্যে আসতে পারি?' তার চোখে-মুখে বিনয় ও কোমল ভাব।

'ধন্যবাদ। আমার নাম লেবরান। আমি অপাস ডেই-এর প্রথম তিন সারির একজন সদস্য।'

'আমেরিকান?'

মাথা ঝাঁকাল লেবরান। 'মাত্র একটা দিন শহরে আছি। এখানে বিশ্রাম নিতে পারব কি?'

'কেন পারবেন না! চারতলায় দুটো কামরা খালি আছে। আপনার জন্যে চা ও রুটি নিয়ে আসব?'

খিদেতে মরে যাচ্ছে লেবরান। 'ধন্যবাদ।'

চারতলায় উঠে এসে জানালা খোলা একটা কামরায় ঢুকল লেবরান। পরনের আলখেল্লা খুলে নতজানু হয়ে প্রার্থনায় বসল সে। আওয়াজ শুনে বুঝল তার মেজবান দরজার বাইরে খাবার রেখে ফিরে গেল। প্রার্থনা শেষ করে রুটি ও চা খেল সে, তারপর মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের একটা ঘরে ফোন বাজছে। লেবরানকে যে অপাস ডেই সদস্য অভ্যর্থনা জানিয়েছে সে-ই রিসিভার তুলল।

'লন্ডন পুলিশ,' অপরপ্রান্ত থেকে বলল কলার। 'আমরা একজন পুরোহিতকে খুঁজছি, সারা গায়ে শ্বেতি। আমাদের কাছে খবর আছে, আপনাদের ওখানে যেতে পারে সে। গেছে নাকি?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল দ্বিতীয় সারির সদস্য। 'হ্যাঁ, সে এখানে এসেছে। কেন, খারাপ কিছু ঘটেছে নাকি?'

'এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় আছে সে?'

'চারতলায়, প্রার্থনা করছে। কী ব্যাপার বলুন তো?'

'যেখানে আছে ঠিক সেখানেই থাকতে দিন তাকে,' পুলিশ অফিসার নির্দেশ দিলেন। 'কাউকে কিছু বলবেন না। এখনই আমি পুলিশ ফোর্স পাঠাচ্ছি।'

লন্ডনের মাঝখানে সেইন্ট জেমস পার্ক যেন এক সাগর সবুজ, তিন দিক থেকে ওটাকে ঘিরে রেখেছে ওয়েস্টমিনিস্টার, বাকিংহাম ও সেইন্ট জেমস প্রাসাদ।

আবহাওয়া খারাপ, পার্কটার চারদিক তাই খালি দেখতে পাচ্ছে লালিক। পুকুর থেকে পেলিকান-রা আজ সবুজ মাঠে উঠে আসেনি, তার বদলে সাগর থেকে চলে এসেছে কিছু সিগাল। দূরে তাকাতে একটা ভবনের চূড়া দেখতে পেল সে। তার জানা আছে ওই দালানের ভিতরেই পাওয়া যাবে নাইটের সমাধি। সেজন্যই

লুইকে এখানে আসতে বলেছে সে।

পার্ক করা লিমাযিনের চারপাশে একটা চক্কর দিল, তারপর ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার ডোর লক্ষ্য করে এগোল লালিক। সামনের দিকে ঝুঁকে দরজাটা খুলে দিল লুই।

গাড়ির পাশে পৌঁছে থামল লালিক। হাতে থাকা কনিয়্যাক ভর্তি ফ্লাস্কে দীর্ঘ একটা চুমুক দিল। তারপর, রুমাল দিয়ে মুখ মুছে, লুইয়ের পাশে উঠে বসে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কিস্টোনটা তাঁর সামনে তুলে ট্রফির মত দোলাল লুই। 'প্রায় হারিয়েই যাচ্ছিল,' বলল সে।

'তুমি খুব ভাল কাজ দেখিয়েছ,' আন্তরিক প্রশংসার সুরে বলল লালিক।

'আমরা সবাই ভাল করেছি,' বলল লুই, কিস্টোনটা তুলে দিল লালিকের কাঁপা হাতে।

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত দেখল ওটা লালিক। তারপর মুখ তুলে জানতে চাইল, 'আর পিস্তলটা? ওটা তুমি ভাল করে মুছেছ?'

'মুছে গ্লাভ বক্সে রেখে দিয়েছি, যেখান থেকে নিয়েছিলাম।'

'চমৎকার।' আরও এক ঢোক কনিয়্যাক খেল লালিক, তারপর ফ্লাস্কটা লুইয়ের হাতে ধরিয়ে দিল। 'এসো, সাফল্য কামনা করে একটু গলা ভেজাই।'

কৃতজ্ঞচিত্তে ফ্লাস্কটা নিল লুই। কনিয়্যাকটা একটু লোনা লাগল, তবে তা গ্রাহ্য করল না। লালিক আর সে এখন সত্যিকার অর্থে পার্টনার। আর কখনও কারও চাকরি করতে হবে না তাকে।

আরও এক ঢোক কনিয়্যাক খাওয়ার পর লুই বুঝতে পারল তার শরীর গরম হয়ে উঠেছে। তবে গলার ভিতর গরম ভাবটা বেশি লাগছে। সেই সঙ্গে মুখের ভিতরটা শুকনো পাউডারের মত হয়ে আসছে। 'বোধহয় বেশি খাওয়া হয়ে গেল,' বলে ফ্লাস্কটা লালিককে ফেরত দিল সে।

'লুই, তু [illegible] নিয়ে লালিক বলল, 'একমাত্র তুমিই [illegible]।'

'জী।' টাইটা [illegible] শ্বাস-প্রশ্বাস আটকে আসছে তার।

'তোমার ওপর [illegible] বিশ্বাস রা[illegible],' বলল লালিক। ফ্লাস্কটা পকেটে রাখ[illegible] [illegible]ভ বক্সে হাত ভরে মেডিউসা পিস্তলটা বের করে নি[illegible]। হূর্তের জন্য ভয়ে কাঠ হয়ে গেল লুই। তবে না, পিস্তলটাও পকেটে রেখে দিল লালিক।

লুই অনুভব করল তার গলার ভিতরটা অসম্ভব রকম ফুলে উঠছে। দু'হাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে গলায় আটকে যাওয়া বমিটাকে বের করার ব্যর্থ [illegible] করল সে। চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু ভোঁতা একটু চিচি শব্দ বেরুল শুধু, এত অস্পষ্ট যে গাড়ির পাশ থেকেও শোনা যাবে না। কনিয়্যাকের লোনা ভাবটুকুর কারণ এতক্ষণে পরিষ্কার হলো ওর কাছে।

আমি খুন হয়ে যাচ্ছি!

চেহারায় রাজ্যের বিস্ময়, ঘাড় ফিরিয়ে লালিকের দিকে তাকাল লুই। শান্ত, নির্লিপ্ত একটা ভাব নিয়ে বসে আছে সে; চোখের দৃষ্টি নাক বরাবর সামনে, যেন লুইয়ের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয়।

এই লোকের জন্য এতকিছু করলাম, আর এই তার প্রতিদান!

লালিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করল লুই, কিন্তু শক্তিতে কুলাল না। তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে। গলা দিয়ে বাতাস আসা-যাওয়া করছে না। স্টিয়ারিং হুইলের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে।

লিমাযিন থেকে বেরিয়ে এসে চারদিকে চোখ বুলাল লালিক। কোথাও কেউ নেই দেখে স্বস্তি বোধ করল। আমার কোনও উপায় ছিল না, ভাবল সে। প্রথম থেকেই জানত, মিশন শেষ হয়ে গেলে

লুইকে সম্ভবত সরিয়ে না ফেলে উপায় থাকবে না। কিন্তু টেম্পল চার্চে নিজের চেহারা দেখিয়ে মৃত্যুটাকে আরও আগে ডেকে আনল লোকটা।

শ্যাতো ভিলেটিতে মাসুদ রানার অপ্রত্যাশিত আগমন লালিককে যেমন আনন্দময় চমক এনে দিয়েছে, তেমনি কম জটিলতাও সৃষ্টি করেনি। কিস্টোনটা সরাসরি মঞ্চে নিয়ে আসে রানা, তবে ওর পিছু নিয়ে পুলিশও চলে আসে। শ্যাতো ভিলেটির সব জায়গায় লুইয়ের হাতের ছাপ আছে, আছে গোলাঘরের লিসনিং পোস্টেও।

তবে যথেষ্ট সাবধান ছিল লালিক। লুই মুখ না খুললে কারও জানার কথা নয় তার সঙ্গে লালিকের কথা হয়েছে। এখন সে ভয়ও নেই।

আর মাত্র একটা আলগা সুতো বাঁধতে হবে, ভাবল লালিক, লিমাযিনের পিছনদিকে চলে আসছে। *পুলিশ কোনওদিন জানতে পারবে না ঠিক কী ঘটেছিল... সাক্ষীরাও কিছু বলবার জন্য বেঁচে থাকবে না।* আরেকবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল সে, তারপর ব্যাকসিটের দরজা খুলে গাড়ির পিছনে উঠে পড়ল।

কয়েক মিনিট পর।

পার্ক থেকে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এল লালিক। ভাবছে, বাকি থাকল আর মাত্র দুজন: রানা ও সোফিয়া। ওদের ব্যাপারটা বেশ জটিল। তবে যেভাবে হোক ম্যানেজ করতে হবে। ওদের দুজনকে কোনও অবস্থাতেই বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। এই মুহূর্তে অবশ্য ক্রিপটেক্স-এর ব্যাপারটা দেখতে হবে তাকে।

মুখ তুলে তাকাতে পার্কের বাইরে নিজের গন্তব্য দেখতে পেল লালিক। কবিতাটা শোনা মাত্র সমাধানটা জানা হয়ে গেছে তার। তবে অন্যদের ব্যর্থ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কয়েক মাস ধরে ল্যাক বেসনের টেপ করা কণ্ঠস্বর শুনেছে লালিক, বিখ্যাত নাইট-এর নামটা বেশ কয়েকবার তার কানে এসেছে– বেসে

সুর শুনে মনে হয়েছে, এই নাইটকে প্রায় দ্য ভিঞ্চির মতই শ্রদ্ধা করেন তিনি।

নাইটের সমাধি কোথায় তা লালিক জানে, তবে সেই সমাধি কীভাবে চূড়ান্ত পাসওয়ার্ডটা এনে দেবে সেটা এখনও তার কাছে বিরাট এক রহস্য।

বিখ্যাত সমাধির ফটো দেখা আছে, দৃশ্যটা মনে করবার চেষ্টা করল লালিক। ওটার বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে আগে চোখে পড়বে। ভারি সুন্দর একটা ওর্ব্ বা গোলক। সমাধির উপর বৃত্তাকার গোলকটা এত বড়, প্রায় সমাধির মতই। ওটার উপস্থিতি এখন লালিককে একাধারে উৎসাহী ও উদ্বিগ্ন করে তুলছে। এক অর্থে ওটা একটা সাইন পোস্ট, অথচ কবিতায় বলা হয়েছে ধাঁধার হারানো অংশ হলো একটা গোলক, যেটা থাকবার কথা ছিল সমাধিতে... যেটা আছে সেটার কথা বলা হয়নি। লালিক ভাবল, কাছ থেকে দেখে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

রাস্তা পার হয়ে নয়শো বছরের পুরানো দালানটায় ঢুকে পড়ল লালিক।

লালিক যখন বৃষ্টি থেকে সরে যাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বিশপ বেলমন্ড প্লেন থেকে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এলেন। তাঁর ধারণা ছিল বিগিন হিল এক্সিকিউটিভ এয়ারপোর্টে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে আসবেন ক্যাপটেন ভিগো অকটেভ, কিন্তু দেখা গেল তাঁর বদলে ব্রিটিশ পুলিশের একজন অফিসার মাথায় ছাতা নিয়ে এগিয়ে আসছে।

'বিশপ বেলমন্ড? ক্যাপটেন অকটেভকে চলে যেতে হয়েছে। আপনার দেখাশোনার দায়িত্ব এখন আমার ওপর। আপনাকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে পৌঁছে দিতে বলে গেছেন তিনি। ওটাই সবচেয়ে নিরাপদ বলে মনে হয়েছে তাঁর।'

নিরাপদ? চোখ নামিয়ে নিজের হাতে ধ. ভ্যাটিকান বন্ড ভর্তি ব্রিফকেসটার দিকে তাকালেন বেলমন্ড। এটার কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। ধন্যবাদ।'

পুলিশ কারে চড়ার সময় বিশপ বেলমন্ড ভাবলেন, লেবরান এখন কোথায় কে জানে।

কয়েক মিনিট পর পুলিশ কার-এর স্ক্যানার থেকে একটা ঠিকানা পাওয়া গেল। দেখেই চিনতে পারলেন বিশপ। ওখানেই তো লন্ডনের অপাস ডেই সেন্টার।

ঝট্ করে ড্রাইভারের দিকে তাকালেন বিশ । 'গাড়ি ঘোরাও! ওই ঠিকানায় নিয়ে চলো আমাকে।'

সার্চ শুরু হওয়ার পর থেকে কমপিউটারের স্ক্রিন থেকে চোখ সরায়নি রানা। ইতিমধ্যে পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেছে, কমপিউটার সম্ভাবনা জাগিয়েছে মাত্র দুবার। দুটোই অপ্রাসঙ্গিক। ধীরে ধীরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে ও।

পাশের কামরা থেকে আওয়াজ আসছে, চা ংবা কফি বানাচ্ছেন লাইব্রেরিয়ান নোয়ামি সিলভার।

আবার আওয়াজ করল কমপিউটার– ি

রানা পড়ল–

নাইটস, নেইভস, পোপস, অ্যান্ড পেনটাকল:
দ্য হিস্টরি অভ দ্য হোলি গ্রেইল থ্রু ট্যারো।

'আমি অবাক হচ্ছি না,' সোফিয়াকে বলল রানা। 'আমাদের কিছু কি-ওয়ার্ড তাস-এর নামের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।' একটা হাইপারলিঙ্ক-এ ক্লিক করবার জন্য মাউসটা টেনে নিল ও।

'আপনার সঙ্গে ট্যারো খেলার সময় কথাটা ল্যাক বেসন আপনাকে কখনও বলেছেন কি না আমি জানি না, তবে গ্রেইল

সন্ধানীরা নিজেদের মেসেজ চার্চের সতর্ক চোখ থেকে ে
করার জন্যে এই ট্যারো খেলার আশ্রয় নিত।'

আধুনিক কালে যারা তাস খেলে তারা বোধহয় জানেই না যে অতি পরিচিত চার রকম তাস– স্পেডস, হার্টস, ক্লাবস ও ডায়মন্ডস– আসলে গ্রেইল-সংশ্লিষ্ট প্রতীক, যেগুলো সরাসরি ট্যারো-র চার রকম নমুনা থেকে এসেছে– সোর্ডস, কাপস, সেপটারস ও পেনটাকলস।

স্পেডস = সোর্ডস– ব্লেড, পুরুষ।

হার্টস = কাপস– চ্যালেস, নারী।

ক্লাবস = সেপটারস– রয়াল লাইন। ফুল ইত্যাদি।

ডায়মন্ডস = পেনটাকল– গডেস। দেবী, পবিত্র নারীসত্তা।

চার মিনিট পর হতাশ রানা ধরেই নিল এখান থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। উঠে পড়বে কি না ভাবছে, এই সময় আরেকবার পিং করে উঠল কমপিউটার।

Bi

নোয়ামি সিলভারের উদ্দেশে গলা চড়াল রানা, 'গ্র্যাভিটি অভ জিনিয়াস? বায়ো অভ আ মডার্ন নাইট?'

দরজার ভিতর থেকে মাথা বের করলেন ভদ্রমহিলা। 'কতটা মডার্ন?'

'দেখা যাক,' বলে হাইপারটেক্সট কিওয়ার্ড নিয়ে এল রানা।

স্ক্রিনে এই লেখাগুলো ফুটল:

. . .অনারেবল নাইট, সার আইজাক

নিউটন. . .

ইন লন্ডন ইন ওয়ান-সেভেন-টু-সেভেন।।

অ্যান্ড...
হিজ টুম ইন ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি. . .
অ্যালেকজান্ডার পোপ, ফ্রেন্ড অ্যান্ড কলিগ. .

'আধুনিক আসলে কথার কথা,' লাইব্রেরিয়ানের উদ্দেশে বলল সোফিয়া। 'বইটা পুরানো। সার আইজাক নিউটনকে নিয়ে ে. ।।'

দোরগোড়া থেকে মাথা নাড়লেন সিলভার। 'ওতে কাজ হবে । নিউটনকে কবর দেয়া হয়েছে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে, ংরেজ প্রটেস্ট্যান্টদের জন্যে সংরক্ষিত জায়গায়। ওখানে কোনও াথলিক পোপের উপস্থিত থাকার কোনও উপায় নেই। দুঃখ,'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া।

সিলভার অপেক্ষা করছেন। 'মিস্টার রানা?'

রানার বুক ধক্ ধক্ করছে। স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে দাঁড়িয়ে ভুল ও। 'সার আইজ্যাক নিউটনই আমাদের নাইট,' দৃঢ়কণ্ঠে ল।

সোফিয়া বসে থাকল। 'মানে?'

'নিউটনকে লন্ডনে কবর দেয়া হয়েছে,' বলল রানা। 'তাঁর পরিশ্রম বিজ্ঞানের নতুন সূত্র জন্ম দেয়, সে-সব চার্চের অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এবং তিনি প্রায়রি অভ সায়ানের গ্র্যান্ড মাস্টার ন। এর বেশি আর কী দরকার আমাদের?'

'আর কী দরকার মানে?' কবিতাটার দিকে আঙুল তাক ক সোফিয়া। '.. a knight a Pope interred-এর কী হবে? সিলভার কী বললেন শুনলেন তো। নিউটনকে একজন ক্যাথলিক পোপ সমাহিত করেন।'

মাউজের দিকে হাত বাড়াল রানা। 'ক্যাথলিক পোপ আসছে কোত্থেকে?' "পোপ" হাইপারলিঙ্ক ক্লিক করল ও, সঙ্গে সঙ্গে পুরো

বাক্যটা স্ক্রিনে ফুটে উঠল।

সোফিয়ার দিকে তাকাল রানা। 'দ্বিতীয় হিটে আসল পোপকে পেয়েছি আমরা। *Alexander*,' বলে একটু থামল ও, তারপর আবার বলল, '*A. Pope*.'

In London Lies a knight A. Pope interred.

দাঁড়িয়ে পড়ল সোফিয়া, হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে।

ল্যাক বেসন আরেকবার প্রমাণ করেছেন: অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন তিনি।

ষোলো

শিউরে ওঠায় ঘুম ভেঙে গেল লেবরানের। *আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম?* তোষকের উপর উঠে বসল সে, কান পেতে অপাস ডেই রেসিডেন্স হল-এর আওয়াজ শুনছে— শুধু কারও প্রার্থনার একঘেয়ে সুর ভেসে আসছে নীচের তলা থেকে। পরিচিত শব্দ, তাকে স্বস্তি দেওয়ার কথা; অথচ আশ্চর্য একটা সতর্কতা অনুভব,

করছে সে।

উঠে দাঁড়াল লেবরান, হেঁটে জানালার সামনে চলে এল। *কেউ কি আমার পিছু নিয়ে এসেছে?* নীচের উঠান খালি পড়ে রয়েছে, আসবার সময় যেমন দেখেছিল। কান পাতল। না, অন্য কোনও শব্দ নেই। তা হলে আমার এত অস্বস্তি লাগছে কেন?

ঝোপ-ঝাড়গুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছে লেবরান। হঠাৎ ডালপালার ভিতরে একটা গাড়ির কাঠামো দেখতে পেল, মাথায় পুলিশ কার-এর সাইরেন রয়েছে।

এই সময় করিডর থেকে কাঠের পাটাতনের ক্যাচ-ক্যাচ আওয়াজ ভেসে এল। তারপর শোনা গেল ডোর ল্যাচ সরানোর শব্দ।

স্যাৎ করে সরে এসে দরজার পিছনে লুকাল লেবরান। ঠিক সেই মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো কবাট। ঝড়ের বেগে ভিতরে ঢুকল একজন পুলিশ অফিসার, হাতের পিস্তল ডানে-বামে ঘোরাচ্ছে। কামরায় কেউ আছে কি না বুঝতে পারেনি সে, তার আগেই চওড়া কাঁধ দিয়ে দরজায় আঘাত করল লেবরান। দ্বিতীয় পুলিশ ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, নাকটা একেবারে থেঁতলে গেল তার।

প্রথম অফিসার ঘুরে গুলি করতে যাবে, তার হাঁটু লক্ষ্য করে পা চালাল লেবরান। পিস্তল গর্জে উঠল, লেবরানের মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেটটা। ঠিক সেই মুহূর্তে অফিসারের হাঁটুর নীচের শক্ত হাড়ে লাগল লেবরানের লাথিটা।

ধপাস করে মেঝেতে পড়ল অফিসার। টলতে টলতে সিধে হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় অফিসার, ঘুরে তার উরুসন্ধিতে ঝেড়ে একটা লাথি মারল লেবরান, তারপর এক লাফে তাকে টপকে বেরিয়ে গেল করিডরে।

পরনে কাপড়চোপড় না থাকারই মত, ধবধবে সাদা শরীর নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল লেবরান। জানে কেউ তার সঙ্গে বেঈমানী করেছে, কিন্তু কে সে? ফয়ে-তে পৌঁছে টের পেল, সদর

দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকছে আরও পুলিশ। ি ছ দালানটার পিছন দিকে চলে এল সে, লেডিস এন্ট্রান্স-এর ক মনে পড়ে গেছে।

অপাস ডেই-এর প্রতিটি ভবনে মেয়েদের আসা-যাও. করবার জন্য আলাদা একটা করে দরজা আছে।

সরু একটা প্যাসেজ ধরে ছুটছে লেবরান। দূরে দেখা যাচ্ছে খোলা দরজাটা, তার মুক্তির পথ। এক্সপ্রেস ট্রেনের মত দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে সে, এই সময় এক অফিসারকে দেখা গেল চৌকাঠের সামনে। সংঘর্ষটা হলো মুখোমুখি।

ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ল অফিসার, তাল সামলাতে না পেরে তার উপর আছাড় খেল লেবরান। অফিসারের হাত থেকে ছুটে গেল পিস্তলটা। বুটের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে লেবরান, প্যাসেজ ধরে ছুটে আসছে দুই কি তিনজন পুলিশ। সিধে হওয়ার আগে খপ করে পিস্তলটা তুলে নিল সে।

এই সময় প্যাসেজের দোরগোড়া থেকে গুলি হলো। পাঁজরের নীচে তীব্র ব্যথা অনুভব করল লেবরান। রাগে অন্ধ হয়ে তিন পুলিশকে লক্ষ্য করে পর পর কয়েকটা ফায়ার করল লেবরান। তাদের শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে দেখল সে।

অকস্মাৎ তার পিছনে গাঢ় একটা ছায়া দেখা গেল। ইস্পাতের মত একজোড়া হাত আঙটার মত চেপে ধরল লেবরানের কাঁধটা। তার কানে এল ছায়ামূর্তির কথা, 'লেবরান না!'

বন করে ঘুরেই গুলি করল লেবরান। চোখাচোখি হলো ওদের। বিশপ মার্সেল বেলমন্ডকে পড়ে যেতে দেখে বিস্ময় ও আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল লেবরান।

ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে তিন হাজারের বেশি মানুষকে কবর দেওয়া হয়েছে। বিশাল পাথুরে আধারের ভিতর গিজগিজ করছে

রাজা-রানি, র ¯প্রধান, বিজ্ঞানী, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞদের দেহাবশিষ্ট। ক্যান্টারবেরি, শাট্রা ও অ্যামিয়েন ক্যাথেড্রাল স্টাইলে ডিজাইন করা এই ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিকে, না ক্যাথেড্রাল হিসাবে বিবেচনা করা হয়, না প্যারিশ চার্চ হিসেবে। প্রিন্স এন্ড্রু ও সারাহ ফার্গুসন-এর বিয়ে যেমন হয়েছে এখানে, তেমনি সমাহিত করা হয়েছে রানি প্রথম এলিজাবেথ ও প্রিন্সেস ডায়নাকেও।

তবে এই মুহূর্তে অন্য কাউকে নিয়ে নয়, একা শুধু ব্রিটিশ নাইট সার আইজ্যাক নিউটনকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে রানা।

গ্র্যান্ড পোর্টিকো ধরে এগোচ্ছে রানা ও সোফিয়া। কিছুদূর এগোতেই একদল গার্ডের সঙ্গে দেখা। সবিনয়ে নতুন সংযোজিত মেটাল-ডিটেকটার ওয়াক-ওয়ে পার হতে সাহায্য করল তারা। কোনও অ্যালার্ম বাজল না। আবার ওরা অ্যাবির প্রবেশ ..থর দিকে রওনা হলো।

দোরগোড়া টপকে অ্যাবিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিক নীরবতা যেন অন্য এক জগতে পৌঁছে দিল ওদেরকে। এখানে ট্রাফিকের কর্কশ আওয়াজ নেই, নেই বৃষ্টির ঝির ঝির শব্দ।

প্রায় সব ভিজিটরের মত ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রানা ও সোফিয়ার দৃষ্টিও আকাশের দিকে উঠে গেল– অ্যাবির মাথার দিকটা যেন বিস্ফোরিত হয়ে প্রকাণ্ড একটা গহ্বর তৈরি করেছে।

ওদের সামনে উত্তর ট্র্যানসেপ্ট-এর চওড়া করিডর গভীর একটা গিরিখাদের মত, দু'পাশে ঝাপসা কাঁচের খাড়া পাঁচিল।

'প্রায় খালি দেখছি,' ফিসফিস করল সোফিয়া।

থা ঝাঁকাল রানা, চিন্তিত।

'এখানে ঢুকতে মেটাল ডিটেকটার পার হতে হয়েছে,' মনে করিয়ে দিল সোফিয়া, যেন রানা কী ভাবছে জানে। 'এখানে কেউ যদি থাকেও, তার কাছে অস্ত্র নেই।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, তবে এখনও সতর্ক। এখানে আসবার াগে লন্ডন পুলিশকে ডাকতে চেয়েছিল ও, কিন্তু সোফিয়া তাতে

রাজি হয়নি। তার কথা হলো, অপাস ডেই-এর সঙ্গে কে জড়িত বা জড়িত নয় তা ওদের জানা নেই, কাজেই কারও সাহায্য চেয়ে বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার কোনও মানে হয় না।

রানা এজেন্সির সাহায্য চাওয়ার কথাও ভেবেছিল রানা, তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সেটাকে বাতিল করে দিয়েছে– ওদের উপর কড়া নজর রাখছে পুলিশ, ডাকলে তারাও পিছু নিয়ে চলে আসবে। পুলিশের পিছু নিয়ে চলে আসতে পারে অপাস ডেই-এর কোনও মৃত্যুদূত।

সোফিয়া বলছে, ক্রিপটেক্সটা উদ্ধার করতে হবে ওদেরকে। ওটাই সব কিছুর চাবিকাঠি।

তার সঙ্গে একমত রানা।

ওই চাবি হোলি গ্রেইলে পৌঁছে দেবে ওদেরকে।

পিছন থেকে কে কলকাঠি নাড়ছে তা-ও বলে দেবে চাবিটা।

শুধু এখানে এবং এখন কিস্টোনটা উদ্ধার করবার সুযোগ পাবে ওরা, আইজ্যাক নিউটনের এই সমাধিতে। ক্রিপটেক্সটা যার কাছেই থাকুক, ফাইনাল ক্লু ডিসাইফার করবার জন্য এই সমাধিতে তাকে আসতেই হবে– অবশ্য এর আগেই য কাজটা সেরে ফিরে গিয়ে না থাকে।

খোলা জায়গা থেকে সরে যাওয়ার জন্য বাম দেয়ালের দিকে এগোচ্ছে ওরা। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে রানা, বন্দি সার হিউমের হাত-পা বাঁধা হয়েছে, সম্ভবত তাঁর নিজেরই গাড়ির পিছনে ফেলে রাখা হয়েছে তাঁকে। প্রায়রি অভ সায়ানের প্রথম সারির সদস্যদেরকে যে-ই খুন করবার নির্দেশ দিয়ে থাকুক, সামনে বাধা দেখলে কোনও রকম ইতস্তত না করে আরও বহু লোককেই মেরে ফেলবার হুকুম দেবে সে।

'কোন্ দিকে যাব আমরা?' জানতে চাইল সোফিয়া।

রানার কোনও ধারণা নেই। 'কোনও ভলান্টিয়ারকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে হবে,' বলল ও।

লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বে ার জায়গা অন্তত ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি নয়, জানে রানা। জায়গাটার ভিতর অসংখ্য বেরিয়াল চেম্বার, প্রাচীর ঘেরা দালান আকৃতির সমাধি, চওড়া কুলঙ্গির ভিতর নিসঙ্গ শুয়ে থাকা মৃত মানুষের নিভৃত আস্তানা, ও ধাপ বেয়ে নেমে যাওয়া গুহার ভিতর সারি সারি কবর গিজ গিজ করছে।

লুভার মিউজিয়ামের মত, এখানেও মাত্র একটা পথ দিয়ে ভিতরে ঢোকা যায়– খানিক আগে যে দরজাটা পার হয়ে এসেছে ওরা।

'ভলান্টিয়াররা লাল আলখেল্লা পরে,' বলল রানা, সোফিয়াকে নিয়ে চার্চের মাঝখানে পৌছাচ্ছে।

দক্ষিণ প্রান্তে উঁচু, গিল্ড করা বেদির কাছে হাত ও হাঁটুর সাহায্যে কিছু মানুষকে ক্রল করতে দেখল রানা। কবর ঘষামাজা করছে তারা।

'আমি তো কোনও ভলান্টিয়ার দেখছি না,' বলল সোফিয়া। 'চলুন আমরা নিজেরাই খুঁজে দেখি সমাধিটা পাই কি না।'

কথা না বলে আরও কয়েক পা এগোল রানা, তারপর ডান দিকে হাত তুলল। সেদিকে তাকিয়ে অ্যাবির বিশালত্ব উপলব্ধি করতে পারল সোফিয়া, শেষ প্রান্তটা অস্পষ্ট হয়ে ছায়ার ভিতর হারিয়ে গেছে, অত দূরে দৃষ্টি পৌছায় না।

'নাহ্,' বলল সে। 'ভলান্টিয়ার একজন না হলেই নয়।'

ঠিক সেই মুহূর্তে, চার্চের মাঝখান থেকে একশো গজ দূরে, কয়্যার স্ক্রিনের আড়ালে; সার আইজাক নিউটন-এর সমাধিতে ঘোরাফেরা করছে একটা ছায়ামূর্তি।

প্রায় দশ মিনিট হলো মনুমেন্টটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে লালিক।

এই সমাধিতে বিরাট একটা কালো মার্বেলের তৈরি

সারকোফ্যাগাস রয়েছে, তাতে সার আইজাক নিউটনের হুবহু প্রতিকৃতি খোদাই করা: পরনে ক্লাসিকাল পরিচ্ছদ, গর্বিত ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে আছেন নিজের লেখা বইগুলোর উপর– ডিভিনিটি, ক্রনলজি, অপটিকস এবং ফিলসফিয়া ন্যাচারালিস ি সিপিয়া ম্যাথ্যাম্যাটিকা।

নিউটনের পায়ের কাছে ডানা সহ দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতে একটা স্ক্রোল। নিউটনের হেলান দেওয়া শরীরের পিছনে ঋজু ভঙ্গিতে খাড়া হয়ে রয়েছে এ ী পিরামিড। এখানে এই পিরামিড রীতিমত বেমানান হলেও, লালিককে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে মাঝামাঝি উচ্চতায় ওটার গায়ে বসানো বিরাট গোলকটা।

ল্যাক বেসনের রেখে যাওয়া ধাঁধাটা স্মরণ করল লালিক। *তাঁর সমাধিফলকে ছিল, এমন একটা গোলক খুঁজছ তুমি।* পিরামিড থেকে বেরিয়ে আসা বিরাট পাথুরে গোলকটার গায়ে নানা রকম দৃশ্য খোদাই করা রয়েছে– নক্ষত্রপুঞ্জ, ধূমকেতু, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি। এগুলোর উপরে জ্যোতির্মণ্ডলের দেবীকে স্থান দেওয়া হয়েছে, আকাশ ভরা তারার নীচে।

তারাগুলো... অসংখ্য গোলক।

লালিকের ধারণা ছিল সমাধিটা পাওয়ার পর কোথায় গোলকটা অনুপস্থিত সেটা চিহ্নিত করা মোটেও কঠিন কাজ হবে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে কোনও নক্ষত্র– একটা গোলক– মুছে ফেলা হয়নি তো? কে জানে! তবে লালিকের বিশ্বাস, সমাধানটায় বুদ্ধির চমক থাকবে; সেইসঙ্গে সেটা হবে ধ্রুব সত্যের মত সহজ ও পরিষ্কার। *পোপ একজন নাইটকে সমাহিত করেছেন...।* কী গোলক খুঁজছি আমি?

গোলাপি শরীর ও বীজরোপিত গর্ভের কথা বলে সেটা।

কয়েকজন ট্যুরিস্ট এগিয়ে আসায় লালিকের মনোযোগ ছুটে গেল। তাড়াতাড়ি ক্রিপটেক্সটা পকেটে ভরে ফেলল সে, সতর্ক

চোখে তাকিয়ে দেখছে কাছাকাছি টেবিলটার দিকে এগোচ্ছে লোকগুলো।

টেবিলে রাখা কাপে চাঁদার টাকা রাখল তারা। চারকোল পেনসিল ও কাগজ নিয়ে পোয়েটস' কর্নারের দিকে চলে গেল দলটা: সম্ভবত শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য চসার, টেনিসন বা ডিকেন্সের সমাধি ঘষামাজা করবে।

একা হয়ে আবার সমাধির কাছে সরে এল লালিক, ওটার আগা থেকে গোড়ায় চোখ বুলাচ্ছে।

কী গোলক এখানে থাকার কথা ছিল, অথচ নেই? পকেটে হাত ভরে ক্রিপটেক্সটা স্পর্শ করল লালিক, ওটা স্পর্শ করলে যেন কোনও ইঙ্গিত বা সূত্র পাবে সে।

গ্রেইল আর আমার মাঝখানে মাত্র পাঁচটা শব্দ।

কয়্যার স্ক্রিনের কোণটায় পায়চারি শুরু করল লালিক। বুক ভরে শ্বাস নিল সে, তারপর মুখ তুলে দূরে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করল প্রধান বেদিটা। তার দৃষ্টি গিল্টি করা বেদির উপর দিক থেকে নীচে নামছে। স্থির হলো লাল আলখেল্লা পরা অ্যাবির একজন ভলান্টিয়ারের উপর। তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছে লালিকের পরিচিত একজন মানুষ।

মাসুদ রানা। সোফিয়াও রয়েছে ওর সঙ্গে।

শান্তভাবে দু'পা পিছিয়ে কয়্যার স্ক্রিনের আড়ালে সরে এল লালিক। আশ্চর্য *তো!* তার জানা ছিল, রানা ও সোফিয়া ঠিকই একসময় কবিতার অর্থ বের করে ফেলবে, এবং পৌঁছেও যাবে নিউটনের সমাধিতে: তবে এত তাড়াতাড়ি আশা করেনি সে ওদেরকে।

পরবর্তী করণীয় নিয়ে চিন্তা করছে লালিক।

ক্রিপটেক্সটা আমার কাছে, ভাবল সে। *দেখা যাক চমকে দিয়ে কিছু সুবিধে আদায় করা যায় কি না।*

পকেটে হাত ভরে অন্য আরেকটা জিনিসের স্পর্শ নিল

লালিক, সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল তার। প্রয়োজন হ-
মেডিউসা পিস্তলটা অবশ্যই ব্যবহার করবে সে।

যেমনটি হওয়ার কথা, লালিকের সঙ্গে লুকানো পিস্তল থাকায় মেটাল ডিটেকটর যান্ত্রিক চিৎকার জুড়ে দেয়। অস্ত্রের বাঁটে হাত রেখে এগিয়ে আসছিল গার্ডরা। কটমট করে তাকিয়ে নিজের আইডি কার্ডটা বের করে দেখিয়েছে লালিক তাদেরকে। সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেছে গার্ডরা। নির্দেশ আছে, মানী লোকের প্রতি যথাযথ সমীহ প্রকাশ করতে হবে। তা ছাড়া বোঝাই তো য
ধাতব ক্রাচের কারণেই শব্দ করেছে ডিটেকটর।

লালিকের ইচ্ছে ছিল সমস্যাটা নিয়ে একা নিরিবিলিতে মাথা ঘামাবে। কিন্তু রানা ও সোফিয়াকে দেখে এখন সে ভাবছে, এ বরং ভালই হয়েছে। গোলকের অনুপস্থিতি চিহ্নিত করতে পারছে না সে, দেখা যাক ও র বুদ্ধি ধার নিয়ে সমাধানটা বের করা যায় কি না। কবিতা ডিসাইফার করে সমাধি খুঁজে পেয়েছে ওরা দুজন, হয়তো গোলক রহস্যের সমাধানও বের করে ফেলেছে।

রানা যদি পাসওয়ার্ডটা জানে, ঠিক সময়ে চাপ দিয়ে সেটা ওর কাছ থেকে আদায় করা কোনও ব্যাপারই নয়।

তবে এখানে নয়।

নিভৃত কোথাও।

আসবার পথে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট সাইন দেখেছে লালিক। আদর্শ একটা জায়গা, ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওখানে একবার ওদেরকে নিয়ে যেতে পারলে হয়।

প্রশ্ন হলো, টোপটা কী হবে?

উত্তর আইল ধরে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সোফিয়া ও রানা, মোটা থামগুলোর ছায়ার ভিতর থাকছে ওরা, গোলা চার্চের মধ্যভাগটাকে আলাদা করে রেখে ওগুলো।

কিছুক্ষণ ধ.. টিছে দুজন, পুরোটা দৈর্ঘ্যের অর্ধে.

বেশি পার হয়ে এসেছে, তারপরও সার আইজাক নিউটনের সমাধিটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না ওরা। সারকোফ্যাগাসটা লম্বা একটা কুলঙ্গির ভিতর, কুলঙ্গিটা তির্যক একটা রেখার মত, ফলে এ বারে কাছে না গেলে চোখে পড়ে না।

'অন্তত উকে দেখা যাচ্ছে না ওদিকে,' ফিসফিস করল সোফি. ।

মাথা ঝাঁকাল রানা, স্বস্তি বোধ করছে। নিউটন সমাধি আশপাশটা সম্পূর্ণ খালি পড়ে আছে। 'সাবধানের মার নেই,' বলল ও। 'আমি একা এগোই। আপনি একটু আড়াল নিয়ে এদিকে থাকুন। বলা তো যায় না...'

রানার কথায় কান না দিয়ে ছায়া থেকে বেরিয়ে পড়ল সোফিয়া, দ্রুত পা চালিয়ে খোলা মেঝে ধরে এগোল।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে তার পিছু নিল রানা।

কুলঙ্গিটা কাছে চলে আসতে ওদের হাঁটার গতি কমে এ- কালো মার্বেল সারকোফ্যাগাসটা দেখতে পাচ্ছে এখন ও. , দেখতে পাচ্ছে কাত হয়ে থাকা নিউটন, ডানাওয়ালা দুই শিশু, বড়সড় পিরামি ও বিরাট গোলক।

'এটার কথা আপনি জানতেন?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া, চমকে গেছে সে।

মাথা নাড়ল রানা, ও-ও কম অবাক হয়নি।

'ওগুলো মনে হচ্ছে খোদাই করা গোছা গোছা তারা।'

কুলঙ্গির ভিতর ঢোকার সময় হতাশায় ডুবে যাওয়ার একটা অনুভূতি হলো রানার। সার আইজাক নিউটনের সমাধি অসংখ্য গোলকে ঢাকা পড়ে আছে।

'এত সব গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে...' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল সোফিয়া।

রানা চিন্তিত।

সোফিয়া সরাসরি সারকোফ্যাগাসের দিকে এগোল, তবে

কয়েক ফুট পিছিয়ে থাকল রানা, ওদের চারপাশের অ্যাবিতে নজর রাখছে।

'ডিভিনিটি,' বলল সোফিয়া, মাথা একদিকে কাত করে বইগুলোর নাম পড়ছে, যেগুলোয় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন নিউটন। 'ক্রনলজি। অপটিকস। ফিলসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথাম্যাটিকা?' রানার দিকে ঘুরে গেল সে। 'কোনও ঘন্টি বাজে?'

একটু এগোল রানা, প্রশ্নটা বিবেচনা করছে। 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথাম্যাটিকা, আমার যতটুকু মনে পড়ছে, গ্রহগুলোর মহাকর্ষ সম্পর্কিত। ওগুলো গোলক বটে, তবে কেন যেন মনে হচ্ছে অপ্রাসঙ্গিক।'

'রাশিচক্রের প্রতীকগুলো?' জানতে চাইল সোফিয়া, ছাদে খোদাই করা নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে আঙুল তুলল। 'কুম্ভ ও মীন সম্পর্কে কী যেন বলছিলেন তখন...'

দি এন্ড অভ ডেইজ, ভাবল রানা, প্রায়রি অভ সায়ানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজন এই বাক্যটা প্রায়ই ব্যবহার করে। 'কুম্ভের শেষ ও মীনের শুরু ঐতিহাসিকভাবে একটা মার্কার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, ঠিক এরকম একটা সময়েই নাকি স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দেয়ার প্ল্যান করেছে প্রায়রি অভ সায়ান।' *কিন্তু মিলেনিয়াম এলো ও চলে গেল, কিছুই ঘটল না; ইতিহাসবিদরা এখন আর নিশ্চিত নয় কবে নাগাদ সত্য প্রকাশ করা হবে।*

'কবে সবাইকে জানানো হবে তা হয়তো বলা আছে কবিতার শেষ লাইনটায়,' বলল সোফিয়া।

গোলাপি শরীর ও বীজরোপিত গর্ভের কথা বলে সেটা। সম্ভাবনার আলো দেখতে পাচ্ছে রানা। এই প্রথম শেষ লাইনটাকে এভাবে বিবেচনা করছে ও।

'আপনি আমাকে বলেছেন,' বলল সোফিয়া, 'দ্য রোয এবং তার উর্বর গর্ভ সম্পর্কে সত্যি কথাটা প্রকাশ করার একটা নির্দিষ্ট

সময় ঠিক করে রেখেছে প্রায়রি, সেটার সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের একটা যোগাযোগ আছে। এখানে গ্রহ বলতে আমরা গোলক বুঝব না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। কিন্তু ওর মন বলছে অ্যাস্ট্রনমি কোনও সমাধান এনে দেবে না। এর আগে গ্র্যান্ড মাস্টারের প্রতিটি সমাধানে প্রতীকী বা সাংকেতিক তাৎপর্য ছিল– *মোনা লিসা, ম্যাডোনা অভ দ্য রকস্। SOFIA।* এ পর্যন্ত ল্যাক বেসন নিজেকে দক্ষ একজন কোড উদ্ভাবক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রানার তাই ধারণা ফাইনাল পাসওয়ার্ড, যে পাঁচটা শব্দ প্রায়রির সর্বশেষ রহস্যকে উন্মোচিত করবে, প্রতীকী তো হবেই, সেই সঙ্গে হবে জলবৎ তরলং।

'দেখুন!' হাঁপিয়ে উঠল সোফিয়া, খপ করে খামচে ধরল রানার কনুইয়ের উপরটা। তার ছোঁয়ায় যে ভয় রয়েছে সেটা অনুভব করে রানা ধরে নিল নিশ্চয়ই ওদের দিকে কেউ আসছে। তবে ঘাড় ফেরাতে দেখল সোফিয়া হাঁ করে কালো মার্বেল পাথরের সারকোফ্যাগাসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'এখানে ছিল কেউ,' ফিসফিস করল সে, হাত তুলে সারকোফ্যাগাসের একটা জায়গা দেখাল– নিউটনের খাড়া ডান পা-র কাছে।

সোফিয়ার ভয় পাওয়ার কারণটা রানা ধরতে পারছে না। অসর্তক কোনও ট্যুরিস্ট নিউটনের পায়ের কাছে, সারকোফ্যাগাসের ঢাকনির উপর, একটা চারকোল পেনসিল, ফেলে গেছে। নাহ্, আর কোথাও কিছু নেই।

ওটা তোলার জন্য হাত বাড়াল রানা। সারকোফ্যাগাসের দিকে যেই ঝুঁকেছে অমনি পালিশ করা কালো মার্বেল স্ল্যাবে পড়া আলো যেন সরে গেল, সেই সঙ্গে স্থির হয়ে গেল রানা। সোফিয়ার ভয় পাওয়ার কারণটা এতক্ষণে উপলব্ধি করতে পারল ও পরিষ্কার।

সারকোফ্যাগাস ঢাকনির উপর, নিউটনের পায়ের কাছে,

অস্পষ্টভাবে চিকচিক করছে চারকোল পেনসিল দি
মেসেজটা।

সার হিউম আমার কাছে।
চ্যাপ্টার হাউসের ভিতর দিয়ে যান
দক্ষিণ পথ দিয়ে বেরুবেন, ঢুকবেন পাবলিক গার্ডেনে।

লেখাটা দু'বার পড়ল রানা, বুকের ভিতরটা ধক্-ধক্ করছে।

ঘুরে চার্চের মাঝখানে চোখ বুলাচ্ছে সোফিয়া।

প্রথমে শঙ্কিত বোধ করলেও, এখন রানার মনে হচ্ছে মেসেজটা আসলে সুখবরই বয়ে এনেছে। *সার হিউম এখনও বেঁচে আছেন।* আরও একটা জিনিস জানা গেছে। 'ওরাও পাসওয়ার্ডটা জানে না,' নিচু গলায় বলল ও।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে ফিসফিস করল সোফিয়া। 'তা না হলে নিজেদের উপস্থিতি প্রকাশ করবে কেন?'

'বিনিময় করতে চাইছে ওরা, পাসওয়ার্ডের বদলে সার হিউম,' বলল রানা।

'বোধহয়।'

'তবে এটা একটা ফাঁদও হতে পারে,' বলল রানা। 'গার্ডেনটা অ্যাবি পাঁচিলের বাইরে, পরিচিত একটা পাবলিক প্লেস হলেও জায়গাটা নির্জন।' বেশ কয়েক বছর আগে অ্যাবির বিখ্যাত কলেজ গার্ডেনে একবার বেড়িয়ে গেছে ও– ছোট একটা ফলের বাগান, তবে প্রচুর ঔষধি গাছও আছে– পুরানো দিনের অবশিষ্ট, পুরোহিতরা যখন লতা-গুল্ম ও গাছ-গাছড়ার শিকড় দিয়ে নিজেদের চিকিৎসা করত। ব্রিটেনের প্রাচীনতম সব ফলের গাছ এখনও জ্যান্ত দেখতে পাওয়া যায় এখানে। ট্যুরিস্টদের অত্যন্ত প্রিয় একটা স্পট, অ্যাবিতে না ঢুকেও পৌঁছানো যায়।

'আমার ধারণা,' বলল সোফিয়া, 'বাইরে যেতে বলা হয়েছে অভয় দেয়ার জন্যে। আমরা যাতে নিরাপদ বোধ করি।'

রানার সন্দেহ তবু যায় না। 'বাইরে মানে ওখানে কোনও মেটাল-ডিটেকটর নেই।'

গম্ভীর হলো সোফিয়া। 'মেসেজে লিখেছে, চ্যাপ্টার হাউস হয়ে দক্ষিণ পথ দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে,' বলল সোফিয়া। 'এমন হতে পারে না দক্ষিণ পথের গোড়া থেকে বাগানের বেশ কিছুটা দেখা যায়? সেক্ষেত্রে বাইরে বেরুবার আগে চারদিকটা ভাল করে দেখে নেব আমরা।'

রানাও তা-ই ভাবছে। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে ওর, চ্যাপ্টার হাউস প্রকাণ্ড আটকোনা একটা হল। আধুনিক পার্লামেন্ট ভবন তৈরির আগে ওখানেই সাংসদরা অধিবেশনে বসতেন।

কয়েক বছর আগের কথা, তারপরও রানার আবছাভাবে মনে পড়ছে যে পাঁচিল ঘেরা একটা ওয়াক-ওয়ের ভিতর দিয়ে যাওয়া যায় সেদিকে।

সমাধির কাছ থেকে কয়েক পা পিছিয়ে এল রানা, তারপর কয়্যার স্ক্রিনের কিনারা থেকে ওর ডানদিকে উঁকি দিল, চার্চের মধ্যভাগ পার হয়ে দৃষ্টি চলে গেল এক পাশে, যেখান থেকে নেমে এসেছে ওরা।

কাছাকাছি গুহা আকৃতির একটা প্যাসেজ দেখা যাচ্ছে, মাথায় বড়সড় সাইন। সাইনে বলা হয়েছে প্যাসেজ ধরে কোথায় পৌঁছানো যায়।

সাইনটটার নীচ দিয়ে প্যাসেজে ঢুকে হন-হন করে এগোচ্ছে ওরা। ওদের এই ব্যস্ততার কারণে ছোট্ট সাইনটা চোখ এড়িয়ে গেল, তাতে ক্ষমা-প্রার্থনা করে বলা হয়েছে, মেরামতের জন্য নির্দিষ্ট কিছু এলাকা আপাতত বন্ধ।

কিছুক্ষণ পরেই উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, ছাদবিহীন একটা উঠানে পৌঁছাল ওরা। সকালের ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে মাথায়। অনেক উপরে দাপাদাপি করছে বাতাস, তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

উঠানটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সরু ওয়াক-ওয়ে, ভিতরে ঢোকার পর দম আটকে আসার অনুভূতি হলো রানার। টানেলের শেষ প্রান্তের কথা মাথায় রেখে চ্যাপ্টার হাউসের দিকে এগোল ও। ওয়াক-ওয়েটা ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেঁতে, পাঁচিলের গায়ে ছোট ফাঁকগুলো আলো আসার একমাত্র পথ।

পুবদিকে চল্লিশ গজ এগোবার পর ওদের বাম দিকে খিলান ঢাকা একটা পথের দেখা মিলল, ওদেরকে পৌঁছে দিল আরেকটা করিডরে। এটা দিয়েই ঢুকতে হবে, কিন্তু মুখের কাছেই একটা সাইনে লেখা রয়েছে:

মেরামতি কাজের জন্য বন্ধ।

লম্বা ও নির্জন করিডরের দেয়ালে বাঁশের তৈরি মাচা ঝুলছে, কোথাও কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে দেয়ালের অংশবিশেষ। ওগুলোর পিছনে, ডান ও বাম দিকে, পিক্স চেম্বার ও সেইন্ট ফেইথ'স চ্যাপেল-এ ঢোকার প্রবেশপথ দেখতে পাচ্ছে রানা। চ্যাপ্টার হাউসে ঢোকার পথটা আরও দূরে, লম্বা করিডরের প্রায় শেষ মাথায়। তবে এত দূর থেকেও ভারী দরজাটা খোলা দেখতে পাচ্ছে ও, জানালা দিয়ে ঢোকা ধূসর প্রাকৃতিক আলোয় আভাস পাওয়া যাচ্ছে কামরাটা আটকোনা।

প্রায় অন্ধকার করিডর ধরে এগোল ওরা। বৃষ্টি ও বাতাসের আওয়াজ পিছিয়ে পড়ল। চ্যাপ্টার হাউসটা উপগ্রহের মত, মূল ভবনের সঙ্গে পরে জোড়া হয়েছে।

কাছাকাছি চলে এসে ফিসফিস করল সোফিয়া, 'এ তো বিশাল।'

রানা ভুলে গিয়েছিল আটকোনা কামরাটা কত বড়। খোলা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পাঁচতলা উঁচু জানালাগুলো দেখতে পাচ্ছে, গম্বুজ আকৃতির সিলিঙে গিয়ে ঠেকেছে। ওগুলোর সামনে থেকে অবশ্যই বাইরের বাগানটা দেখতে পাবে ওরা।

ভিতরে ঢুকে দক্ষিণ দেয়ালের খোঁজে দশ ফুট এগোল ও,

এই সময় উপলব্ধি করল যে দরজাটা থাকার কথা সেটার কোনও অস্তিত্বই নেই।

সামনে নিরেট পাঁচিল।

ওদের পিছন ভারী একটা দরজা যেন গুঁড়িয়ে উঠল। ঝট্ করে ঘুরল ওরা, আবার বন্ধ হয়ে গেল সেটা। জায়গা মত বোল্ট টেনে দেওয়ার আওয়াজ হলো– ঘটাং!

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়ানো নিঃসঙ্গ লোকটা শান্ত, ওদের দিকে তাক করে ধরা তার হাতের পিস্তলটাও একদম স্থির। তার বগলের নীচে একজোড়া অ্যালুমিনিয়াম ক্রাচ দেখা যাচ্ছে।

মুহূর্তের জন্য রানার মনে হলো স্বপ্ন দেখছে।

লোকটা সার আলবার্ট হিউম।

সতেরো

আলবার্ট হিউমকে দুঃখিত ও কাতর দেখাচ্ছে। 'বন্ধুরা,' বললেন তিনি। 'আপনারা গত রাতে আমার বাড়িতে ঢোকার মুহূর্ত থেকে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, আপনাদের কারও যাতে কোনও ক্ষতি না হয়। কিন্তু আপনাদের জিদ এখন আমাকে কঠিন একটা পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।'

রানা ও সোফিয়ার চেহারায় বিস্ময় ও অবিশ্বাস দেখতে পাচ্ছেন হিউম। ভাবছেন, *দুজনকেই অনেক কিছু বলবার আছে আমার... কত কিছু যে বোঝো না তোমরা!*

'প্লিজ, বিশ্বাস করুন,' বললেন সার হিউম। 'আমি চাইনি এর

মধ্যে জড়িয়ে পড়ুন আপনারা। আমি ডাকিনি, আপনি, মিস্টার রানা, নিজেই আমার বাড়িতে এসেছেন।'

'সার হিউম,' বলল রানা, 'এর মানে কী? আপনি এখানে কী করছেন? আমরা ভেবেছি আপনি ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে আছেন। এখানে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি।'

'জানতাম আসবেন আপনারা,' বললেন সার হিউম। 'অনেক বিষয়ে আলাপ আছে আমাদের।'

রানা ও সোফিয়া দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর আবার তাকাল হিউমের হাতে ধরা পিস্তলটার দিকে।

'এটা স্রেফ আপনাদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্যে,' বললেন হিউম। 'আমি ক্ষতি করতে চাইলে এতক্ষণে আপনারা মরে ভূত হয়ে যেতেন। মানুষ হিসেবে আমার একটা মর্যাদাবোধ আছে, এবং বিবেকের কাছে আমি শপথ নিয়েছি: বলি দেব শু তাদেরকে, যারা স্যাংগ্রিয়ালের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।'

'আপনার কথা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না,' বলল রানা। 'স্যাংগ্রিয়ালের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা মানে?'

'আমি একটা ভয়ঙ্কর সত্য আবিষ্কার করেছি,' বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন হিউম। 'জেনে গেছি, কী কারণে স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্টের আসল সত্য কখনওই দুনিয়ার মানুষকে জানানো হবে না। জানতে পেরেছি, প্রায়রির সিদ্ধান্ত হলো এ-ব্যাপারে মানুষকে চিরকাল অন্ধকারে রাখা হবে। সেজন্যেই নতুন সহস্রাব্দ নিঃশব্দে পার হয়ে গেল, আমরা "এন্ড অভ দ্য ডেইজ"-এ প্রবেশ করলাম, অথচ তারপরও কিছু প্রকাশ করা হলো না।'

প্রতিবাদের সুরে কিছু বলতে যাচ্ছে রানা, কিন্তু ওকে সুযোগ দিলেন না হিউম।

'সত্য কী, তা সবাইকে জানিয়ে দেয়ার পবিত্র দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল প্রায়রিকে,' বলে চলেছেন তিনি। 'এন্ড অভ দ্য ডেইজ

চলে এলে স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট প্রকাশ করতে হবে। কয়েক শো বছর ধরে দ্য ভিঞ্চি, বটিচেলি ও নিউটনের মত ব্যক্তিরা নিজেদের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে ডকুমেন্টটা রক্ষা করেছেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে, মাহেন্দ্রক্ষণটিতে, ল্যাক বেসন তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টালেন। ক্রিশ্চানদের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল ওটা, সেটা পালন করতে ব্যর্থ হলেন ভদ্রলোক। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, এখনও সময় হয়নি।' সোফিয়ার দিকে ঘুরে গেলেন হিউম। 'তিনি গ্রেইলকে অবহেলা করেছেন। নিদারুণ হতাশ করেছেন প্রায়রিকে। অসম্মান করেছেন তাঁর পূর্বসূরিদের...'

'তা হলে আপনি?' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সোফিয়া, সবুজ চোখে ক্রোধ ও আক্রোশ। 'আমার দাদু খুন হবার জন্যে আপনিই দায়ী?'

হিউমের দৃষ্টিতে রাজ্যের তিরস্কার। 'উপায় ছিল না। আপনার নানা আর তাঁর সেনিশ্যালরা আসলে বেঈমানী করেছিলেন।'

'অসম্ভব!' প্রতিবাদ করল সোফিয়া। 'আপনি একটা মিথ্যুক!'

তার কথা গ্রাহ্য না করে হিউম বলল, 'আপনার নানা চার্চের কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছিলেন। এটা তো জানা কথাই যে তারা তাঁকে মুখ বন্ধ রাখার জন্যে চাপ দিচ্ছিল। ভয়ে তিনি মুখ না খোলার সিদ্ধান্ত নেন।'

'অসম্ভব!' তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল সোফিয়া। 'আমার দাদু ভয় পাবার মানুষ ছিলেন না। আমার দাদুর ওপর চার্চেরও কোনও প্রভাব ছিল না!'

শান্ত ভঙ্গিতে হাসল হিউম। 'মাই ডিয়ার,' চার্চের রয়েছে দু'হাজার বছরের চাপ দেয়ার অভিজ্ঞতা, এই চাপ দিয়েই তো তারা সেই কনস্ট্যানটাইন-এর সময় থেকে মেরি ম্যাগডেলেন ও যিশু সম্পর্কে সব সত্যি কথা গোপন রাখতে সফল হয়েছে। সে যাক,' তার চোখের দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হলো, 'মিস সোফিয়া, বেশ কিছুদিন হলো ল্যাক বেসন, অর্থাৎ আপনার নানা, আপনাকে আপনার পরিবার সম্পর্কে আসল কথাটা বলতে চেষ্টা করছিলেন।'

হতচকিত দেখাল সোফিয়াকে। 'আপনি তা জানলেন কীভাবে?'

'সেটা বড় কথা নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো,' বড় করে শ্বাস নিল হিউম. 'আপনার মা, বাবা, নানী ও ভাইয়ের মৃত্যু কোনওক্রমেই দুর্ঘটনা ছিল না।'

কথাগুলো সোফিয়ার আবেগকে যেন উথলে দিল। কিছু বলবার জন্য মুখ খুললেও, কোনও শব্দ বের হলো না।

'কী বলতে চান আপনি?' জানতে চাইল রানা।

'মিস্টার রানা, এ থেকেই সবকিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। সব খাপে খাপে মিলে যাবে। হিস্টরি রিপিটস্ ইটসেলফ। অতীত উদাহরণ বলে, স্যাংগ্রিয়াল গোপন রাখার স্বার্থে চার্চ খুন করতে অভ্যস্ত। "এন্ড অভ দ্য ডেইজ" কাছে চলে আসায়, গ্র্যান্ড মাস্টারের প্রিয়জনদেরকে খুন করে অত্যন্ত পরিষ্কার একটা মেসেজ দেয় তারা: খবরদার! চুপ করে থাকুন, তা না হলে এরপর সোফিয়া আর আপনার পালা।'

'ওটা একটা কার-অ্যাক্সিডেন্ট ছিল,' কোনও রকমে বলল সোফিয়া। ছেলেবেলার সেই ব্যথা আরও তীব্র হয়ে ফিরে আসছে বুকে। 'নেহাতই দুর্ঘটনা একটা।'

'আপনাকে অন্ধকারে রাখার জন্যে বানানো গল্প,' বলল হিউম। 'এটা বিবেচনা করুন, পরিবারের মাত্র দুজন সদস্যকে স্পর্শ করা হয়নি– প্রায়রির গ্র্যান্ড মাস্টার ও তাঁর নিঃসঙ্গ নাতনিকে। চার্চ ভেবেছে, এদের দুজনকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে ব্রাদারহুডকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। আমি শুধু কল্পনা করতে পারি গত কয়েক বছর আপনার নানাকে কী ধরনের আতঙ্কের মধ্যে রেখেছিল চার্চ। নিশ্চয়ই হুমকি দিয়ে বলেছে স্যাংগ্রিয়াল সিক্রেট ফাঁস করে দিলে আপনাকে তাঁর হারাতে হবে।'

'আপনার কাছে কোনও প্রমাণ আছে,' জিজ্ঞেস করল রানা.

'এই মৃত্যুগুলোর জন্যে যে চার্চ দায়ী? কিংবা চার্চ শর্ত দিয়েছে প্রায়রিকে চুপ থাকতে হবে?'

'প্রমাণ?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল হিউম। 'আপনি প্রমাণ চান প্রায়রিকে শর্ত দেয়া হয়েছিল কি না? নতুন সহস্রাব্দ এল, অথচ তারপরও দুনিয়ার মানুষ অজ্ঞ থেকে গেল! এরচেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?'

যেন হিউমের বলা কথাগুলো আরেকটা কণ্ঠস্বর থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে বেরিয়ে আসছে, সেই কণ্ঠস্বর নিজের দাদুর বলে চিনতে পারল সোফিয়া। '*সোফিয়া, তোমার পরিবার সম্পর্কে সত্যি কথাটা তোমাকে আমার বলতে হবে।*' এটাই কি সেই সত্য, দাদু যেটা বলতে চেয়েছিলেন তাকে? তার পরিবারকে খুন করা হয়েছে? যে দুর্ঘটনায় তার আপনজনরা হারিয়ে গেছে সেটা সম্পর্কে কতটুকু জানে সে? অস্পষ্ট কিছু বিবরণ। এমনকী খবরের কাগজের রিপোর্টগুলোও ছিল ভাসা ভাসা। দুর্ঘটনা নয়? বানানো গল্প?

হঠাৎ করেই সোফিয়ার মনে পড়ে গেল তার নিরাপত্তার ব্যাপারে দাদু কী রকম বাড়াবাড়ি করতেন। সেই ছোটবেলা থেকেই তাকে একা রেখে কোথাও যেতেন না। বড় হয়ে ভার্সিটিতে ঢোকার পরও সোফিয়া অনুভব করত দাদুর দৃষ্টি তাকে যেন সারাক্ষণ অনুসরণ করছে। এখন তার সন্দেহ হচ্ছে, প্রায়রির সদস্যরা তাকে বোধহয় সারাটা জীবনই আড়াল থেকে পাহারা দিয়েছে।

'আপনার সন্দেহ হয়েছিল হুমকির মুখে আপস করতে বাধ্য হয়েছেন ল্যাক বেসন,' বলল রানা, চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে হিউমের দিকে। 'তাই আপনি তাঁকে খুন করলেন?'

'আমি নিজে ট্রিগার টানিনি,' মাথা নেড়ে বলল হিউম। একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল, 'বেসন মারা গিয়েছিলেন বহু বছর আগেই, চার্চ যখন পরিবারকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। তিনি

আপস করেন। এখন তিনি বিবেকের দংশন থেকে মুক্ত, গুরুদায়িত্ব পালন করতে না পারার লজ্জা থেকেও রক্ষা পেয়েছেন।'

'আপনার ভূমিকাটা আমার কাছে এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না, মিস্টার হিউম,' বলল রানা।

'বলতে পারেন আমিই সবকিছুর মূলে। বহু বছর ধরে এটার পেছনে লেগে আছি। আমিই অপাস ডেইকে ইনভলভ করি, কার অ্যাক্সিডেন্টটাও আমারই প্ল্যান ধরে করা হয়। ল্যাক বেসন আর তিন সেনিশ্যালকে মারার প্ল্যানটাও। তবে কী হয়েছে ভুলে যান, ভাবুন কী হওয়া উচিত!' গলার আওয়াজ চড়িয়ে, ভাষণ দেওয়ার সুরে বলল হিউম। খানিকটা খেপাটে দেখাচ্ছে তাকে। 'কিছু একটা করতে হবে না? আমরা কি চাই দুনিয়ার মানুষ চিরকাল অন্ধকারে থাকুক? চাই, নিজ অস্তিত্বের স্বার্থে অনন্তকাল একটা মিথ্যেকে সত্যি বলে চালিয়ে যাক চার্চ? না, অবশ্যই কিছু একটা করতে হবে! অসমর্থ ল্যাক বেসনের গুরুদায়িত্ব আমরাই পালন করব। মারাত্মক একটা ভুলকে শুধরে দেব।' থেমে দম নিল সে। 'আমরা তিনজন। একসঙ্গে।'

কণ্ঠস্বরটা সোফিয়ার নিজের কানেই বেসুরো লাগল। 'আমরা আপনাকে সাহায্য করব, এটা আপনি ভাবছেন কীভাবে?'

'ভাবছি এই জন্যে যে, মাই ডিয়ার, আপনার কারণেই প্রায়রি ডকুমেন্টটা রিলিজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আপনাকে অত্যধিক ভালবাসতেন বলে চার্চকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেননি ল্যাক বেসন। প্রতিশোধের ভয় তাঁকে পঙ্গু করে রেখেছিল। আপনি তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখায় ব্যাপারটা তিনি ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাননি, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অপেক্ষা করতে হয়েছে তাঁকে। এখন দুনিয়ার লোকের এক ধরনের অধিকার জন্মেছে আপনার কাছ থেকে সত্যটা জানার। দাদুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হলেও এই কাজটা আপনাকে করতে হবে।'

রানার মাথায় এখন শুধু একটাই চিন্তা, যেভাবেই হোক সোফিয়াকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে। সার হিউমের ব্যাপারে ওর মনে যে অপরাধ বোধ ছিল তার লেশমাত্রও আর নেই, তবে সোফিয়ার জন্য খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

জানা গেছে, প্রায়রিকে চুপ রাখার জন্য সোফিয়ার পরিবারকে চার্চ খুন করেনি, করেছে সার হিউম! রানা জানে, আধুনিক চার্চ মানুষ হত্যা করে না। গোটা ব্যাপারটার পিছনে কাজ করেছে এক পঙ্গু, বিপথগামী লোক।

সোফিয়ার দিকে তাকাল রানা, অত্যন্ত নার্ভাস লাগছে তাকে। 'সোফিয়াকে চলে যেতে দিন,' হিউমকে বলল ও। 'আসুন, আমি আর আপনি, দুজনে বসে একটা আপস রফা করি।'

বেসুরো গলায় হেসে উঠে হিউম বলল, 'আপনিই বরং আমার প্রস্তাবটা মেনে নিন।' শরীরের সবটুকু ভার ক্রাচের উপর চাপিয়ে দিল সে, হাতের পিস্তল সোফিয়ার দিকে তাক করল, তারপর খালি হাতটা পকেটে ভরে কিস্টোনটা বের করে আনল। রানার দিকে ওটা বাড়িয়ে ধরবার সময় সামান্য টলে উঠল সে। 'আমি যে আপনাকে বিশ্বাস করছি তার প্রমাণ, সার।'

রানা সতর্ক। এক চুল নড়ছে না।

'আরে নিন!' বলল হিউম, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে আরও একটু সামনে বাড়াল কিস্টোনটা।

জিনিসটা মাত্র একটা কারণে ফেরত দিতে পারে হিউম, ভাবল রানা। 'আপনি এরইমধ্যে খুলেছেন ওটা। ম্যাপটা সরিয়ে ফেলেছেন।'

মাথা নাড়ছে হিউম। 'রানা, ধাঁধার সমাধান পেয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেইলের খোঁজে ছুটতাম আমি, এখানে লেকচার মেরে আপনাদেরকে দলে টানার চেষ্টা করতাম না। প্লিজ, আসুন, কাজটা আমরা একসঙ্গে করি।'

সামনে এগোল রানা। দেখল সোফিয়ার দিকে ধরা পিস্তলের নল একটুও কাঁপছে না। ঠাণ্ডা মার্বেলের সিলিন্ডারটা হিউমের হাত থেকে নিল ও।

সিলিন্ডারটা নেওয়ার সময় ওটার ভিতর কলকল করে উঠল ভিনিগার, দ্রুত আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেল রানা। ডায়ালগুলো এলোমেলোভাবে রয়েছে, অর্থাৎ ক্রিপটেক্সটা এখনও লক করা।

হিউমকে খুঁটিয়ে দেখছে রানা। 'কীভাবে বুঝলেন এটাকে আমি এখনই আছাড় মেরে ভেঙে ফেলব না?'

হিউমের হাসি কেমন যেন ভৌতিক শোনাল। 'আপনাকে আমি চিনি, রানা। দি গ্রেট ডিটেকটিভ, দি গ্রেট অ্যামেচার আর্কিওলজিস্ট, দি গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারার। আপনার পক্ষে এরকম একটা জিনিস ধ্বংস করা সম্ভব নয়। আপনার হাতে ওটা স্যাংগ্রিয়ালের হারিয়ে যাওয়া চাবি, দু'হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস লুকিয়ে আছে ওর মধ্যে।'

'আমরা যদি এটা খুলতে পারতাম, কিংবা পাসওয়ার্ডটা জানা থাকত, তবু আপনাকে সাহায্য করতে রাজি হতাম না,' বলল রানা। 'কারণ, আপনি একটা ক্রিমিনাল!'

'আমার প্রতি আপনারা কতটা ঋণী, সেটা উপলব্ধি করতে পারছেন না বলেই এরকম অকৃতজ্ঞের মত কথা বলতে আপনার বাধছে না। আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত লুইকে দিয়ে আপনাদেরকে যদি খুন করাতাম, আমার শ্যাতোয় আপনারা পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে। তা না করে মহত্ত্ব দেখিয়ে আমি...'

'এটা আপনার মহত্ত্ব?' জিজ্ঞেস করল রানা, পিস্তলের দিকে তাকিয়ে।

'এরজন্যে বেসন দায়ী,' বলল হিউম। 'তিনি আর তাঁর সেনিশ্যালরা মিথ্যেকথা বলেছে লেবরানকে। তা না বললে কোনও রকম জটিলতা ছাড়াই কিস্টোনটা পেয়ে যেতাম আমি।

কী করে বুঝব আমাকে বোকা বানিয়ে গ্র্যান্ড মাস্টার তাঁর নাতনিকে দিয়ে যাবেন জিনিসটা? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সার, ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক থেকে বের করে কিস্টোনটা সরাসরি আপনি আমার কাছে নিয়ে আসেন।'

আর কোথায় যেতে পারতাম আমি? ভাবল রানা। *গ্রেইল হিস্টরিয়ান হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন, তা ছাড়া লোকটার সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় ছিল। কে জানত ব্যাটা এক নম্বর শয়তান!*

হিউমকে এখন খুশি দেখাচ্ছে। 'যখন জানতে পারলাম মারা যাবার আগে বেসন আপনাকে একটা মেসেজ দিয়ে গেছেন, বুঝলাম মূল্যবান কোনও প্রায়রি ইনফরমেশন পেয়েছেন আপনি। তারপর যখন শুনলাম আপনার পেছনে পুলিশ লেগেছে, আন্দাজ করলাম পালিয়ে আপনারা আমার কাছে আসতে পারেন।'

'কিন্তু যদি না আসতাম?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি প্ল্যান করছিলাম কীভাবে আপনার দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানো যায়। কোনও না কোনও ভাবে কিস্টোনটাকে আমার শ্যাতোয় আসতেই হত। আপনি ওটা আমার বাড়ানো হাতে ডেলিভারি দেয়ায় প্রমাণ হয়েছে আমার উদ্দেশ্য ন্যায্য ও মহৎ।'

'কী?'

'কথা ছিল শ্যাতো ভিলেটিতে ঢুকে আপনাদের কাছ থেকে কিস্টোনটা চুরি করবে লেবরান। তাতে জখম না করে মঞ্চ থেকে সরিয়ে দেয়া যাবে আপনাদেরকে, নিজেকেও সন্দেহের উর্ধ্বে রাখা হবে। কিন্তু বেসনের কোড অত্যন্ত জটিল টের পেয়ে সিদ্ধান্ত পাল্টাই আমি। ঠিক করি আমার অভিযানে আপনাদের দুজনকে আরও কিছু সময় রাখব। কিস্টোনটা লেবরানকে দিয়ে পরে চুরি করালেও চলবে, যখন মনে হবে একা ম্যানেজ করতে পারব...'

'ও, আচ্ছা! টেম্পল চার্চের ওই ও তা হলে আপনারই সাজানো নাটক!' বলল সোফিয়া।

*

এতক্ষণে ঢুকছে মাথায়, ভাবল হিউম। রানা ও সোফিয়ার কাছ থেকে কিস্টোন চুরি করার আদর্শ জায়গা ছিল টেম্পল চার্চ। লুইকে দেয়া তার নির্দেশে কোনও রকম অস্পষ্টতা ছিল না– লেবরান কিস্টোন উদ্ধার করবে, তুমি থাকবে সবার চোখের আড়ালে। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, রানা কিস্টোন ভেঙে ফেলবার হুমকি দিতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে লুই।

নিজের চেহারা না দেখালে লুইকে আজ মরতে হত না, ভাবল হিউম, বিষণ্ন বোধ করছে। নিজেকে কিডন্যাপ করাবার অভিনয়টা মনে পড়ল। ভাবল, *আমার একমাত্র লিঙ্ক ছিল লুই, যে আমাকে চিনত: অথচ নিজের চেহারা দেখিয়ে দিল সে।*

সার হিউমের সত্যিকার পরিচয় লেবরানের জানা ছিল না, ফলে সহজেই বোকা বানানো গেছে তাকে। চার্চ থেকে তাকে বের করে নিয়ে গেছে সে। লুই যখন লিমাযিনের পিছনে ফেলে তার হাত-পা বাঁধছে, ধরতে পারেনি গোটা ব্যাপারটা তাদের অভিনয়। সাউন্ডপ্রুফ ডিভাইডার তুলে হিউম খুব সহজেই সামনের সিটে বসা লেবরানকে ফোন করেছে, লালিকের ফ্রেঞ্চ বাচনভঙ্গি নকল করে তাকে নির্দেশ দিয়ে বলেছে সোজা অপাস ডেই-এর রেসিডেন্ট সেন্টারে চলে যাও। পুলিশকে করা একটা ফোন-কল মঞ্চ থেকে সরিয়ে দিয়েছে লেবরানকে।

একটা আলগা সুতোয় গিঁট মারা হলো।

আরেকটা আলগা সুতো ছিল, *লুই।*

তার ব্যাপারটা নিয়ে অনেক দ্বন্দ্বে ভুগতে হয়েছে হিউমকে, এবং শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয়েছে লুই আসলে একটা বোঝা। *প্রতিটি গ্রেইল অভিযানে বলি দরকার হয়।* স্পষ্ট সমাধানটা লিমাযিন-এর বার থেকে হিউমের দিকে তাকিয়ে ছিল– একটা ফ্লাস্ক, খানিকটা কনিয়্যাক ও এক ক্যান পিনাট। ক্যানের তলার পাউডার লুইয়ের মারাত্মক অ্যালার্জিকে চাগিয়ে তুলবার জন্য যথেষ্ট ছিল।

হর্স গার্ড প্যারেড-এ লুই লিমাযিনটা পার্ক করবার পর, গাড়ির পিছন থেকে নেমে সাইড প্যাসেঞ্জার ডোর-এর দিকে হেঁটে এসেছে হিউম, তারপর সামনের সিটে উঠে লুইয়ের পাশে বসেছে। কয়েক মিনিট পর নীচে নেমেছে সে, আবার উঠেছে গাড়ির পিছনে– এভিডেন্সগুলো মুছে ফেলবার জন্য।

ওখান থেকে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি একদম কাছে। হিউমের লেগ ব্রেইস, ক্রাচ ও পিস্তল মেটাল ডিটেকটারকে জ্যান্ত করে তুললেও, রেন্ট-আ-কপ সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কী করা উচিত তাদের। *আমরা কি তাঁকে ব্রেইস খুলে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে বলব? নাকি তাঁর বিকৃত শরীরটাকে সার্চ করব?* বিভ্রান্ত গার্ডদের সমস্যা খুব সহজেই সমাধান করে দিয়েছে হিউম। এমবস করা একটা কার্ড দেখায় সে তাদেরকে, তাতে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে– নাইট অভ দ্য রেল্‌ম্‌। গার্ডরা পড়িমরি করে তার পথ ছেড়ে দিয়েছে।

এই মুহূর্তে, বিস্ময়ে বিমূঢ় রানা আর সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে হিউম ভাবছে, কী চমৎকার বুদ্ধি খাটিয়ে অপাস ডেইকে নিজের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়েছে সে। প্রবল ইচ্ছে হলো সব কথা শোনায় ওদেরকে। জোর খাটিয়ে ইচ্ছেটাকে দমন করল হিউম। পরে। আগে হাতের কাজটা শেষ হোক।

ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল সে, তারপর বিশুদ্ধ ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল, 'যেমনটি হওয়ার কথা, গ্রেইল আমাদেরকে খুঁজে নিয়েছে।'

ওরা কিছু বলছে না।

'শুনুন!' ফিসফিসে গলায় শুরু করল হিউম। 'কান পাতুন! দু'হাজার বছরের অতীত থেকে আমাদের সঙ্গে কথা বলছে গ্রেইল। প্রায়রির নির্বুদ্ধিতার কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্যে হাতজোড় করে আবেদন জানাচ্ছে। আপনাদের দুজনের কাছে আমার অনুরোধ, সুযোগটা চিনুন। ফাইনাল কোড ভাঙার জন্যে আমাদের চেয়ে যোগ্য তিনজন মানুষকে এক করা সম্ভব নয়।' দম

নিল হিউম, তার চোখ দুটো থেকে আলো বেরুচ্ছে। 'আসুন, একসঙ্গে শপথ নিই আমরা। প্রতিজ্ঞা করি পরস্পরকে বিশ্বাস করব। দুনিয়ার মানুষকে জানাব আসল সত্যটা।'

তার চোখের গভীরে ইস্পাতের মত ধারাল দৃষ্টি হেনে সোফিয়া বলল, 'দাদুর খুনির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। শপথ? হ্যাঁ, শপথ আমি নিতে পারি, সেটা হচ্ছে: আপনাকে জেল খাটিয়ে ছাড়ব!'

গম্ভীর হলো হিউম, তারপর চোখে-মুখে কঠোর একটা ভাব চলে এল। 'আপনার কষ্টের জন্যে আমি দুঃখিত, মাদামোয়াযেল।' ঘুরল সে, পিস্তলটা এবার রানার দিকে তাক করল। 'আপনি, স্যার? আপনিও কি আমার বিপক্ষে, নাকি পক্ষে?'

আঠারো

জীবনে এই প্রথম গুলি খেয়েছেন বিশপ বেলমন্ড। তাও বুকে, হৃৎপিণ্ডের একেবারে কাছে।

চোখ খুললেন তিনি, দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন, কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটা পড়ায় সব ঝাপসা দেখছেন। *কোথায় আমি?* অনুভব করলেন কেউ একজন পাঁজাকোলা করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে। সে যেই হোক, তার আলখেল্লা বাতাসে পতপত শব্দ করছে।

চোখ থেকে বৃষ্টির পানি মুছে লেবরানকে দেখতে পেলেন বিশপ বেলমন্ড, তাঁকে বুকে করে নিয়ে যাচ্ছে। তার লাল চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে, দৃষ্টি সামনের দিকে স্থির, মুখে রক্ত লেগে

রয়েছে।

বৃষ্টির মধ্যে ফাঁকা পড়ে আছে রাস্তা, লেবরানের গন্তব্য বেশি দূরে নয়। আহত পুলিশরা চেষ্টা করলেও, তার পিছু নিয়ে বেশি দূর আসতে পারেনি তারা কেউ।

'বাছা,' ফিসফিস করলেন বেলমন্ড, 'তুমি আহত হয়েছ।'

চোখ নামিয়ে তাকাল লেবরান, মানসিক যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে আছে চেহারা। 'আমাকে ক্ষমা করুন, ফাদার। কতটা যে দুঃখিত আমি...' কথা বলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে তার।

'না, লেবরান,' বললেন বিশপ। 'দুঃখিত আসলে আমি। দোষটা আমার।' *লালিক আমাকে কথা দিয়েছিলেন কোনও খুন-খারাবি হবে না। আর আমি তোমাকে বলেছিলাম তাঁর সব কথা পুরোপুরি মেনে চলবে তুমি।* 'আমি আসলে বড় বেশি অস্থির হয়ে উঠি। তার পরিণতি ভাল হয়নি। আমাদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে।' *লালিক কখনওই আমাদেরকে হোলি গ্রেইল ডেলিভারি দেবে না।*

বহু বছর আগে এক যুবককে তিনি রাস্তা থেকে তুলে এনে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই মুহূর্তে সেই লোকই তাঁকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অতীতে ফিরে গেলেন বিশপ বেলমন্ড। মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর শুরুটা কী রকম ছিল, লেবরানকে নিয়ে স্পেনের ওভিএইডো-য় ছোট একটা ক্যাথলিক চার্চ তৈরি করছেন। পরে, নিউ ইয়র্ক সিটিতে, আকাশ ছোঁয়া অপাস ডেই সেন্টারে বসে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার শুরু করেন।

ভয়ঙ্কর খবরটা পাঁচ মাস আগে পান বেলমন্ড। তাঁর সারা জীবনের সাধনা বৃথা হয়ে যাচ্ছে। কাস্টেল গনডলফো-র ভিতর সেই মিটিংটার কথা স্পষ্ট মনে আছে। ওই মিটিংটাই তাঁর জীবনটাকে বদলে দেয়। ওখান থেকেই তো বিপর্যয়টার শুরু।

গনডলফো-র অ্যাস্ট্রনমি লাইব্রেরিতে মাথা উঁচু করে ঢুকলেন

বিশপ মার্সেল বেলমন্ড, জানেন আমেরিকায় ক্যাথলিসিজম প্রচারে ভাল করায় অবশ্যই সাদর অভ্যর্থনা জানানো হবে তাঁকে।

কিন্তু মাত্র তিনজন লোককে উপস্থিত দেখা গেল। একজন ভ্যাটিকানের সেক্রেটারি; মেদবহুল, গম্ভীর। পবিত্র ভাব-গাম্ভীর্য নিয়ে দুজন পদস্থ ইটালিয়ান কার্ডিনল।

'আপনারা?' জিজ্ঞেস করলেন বিশপ বেলমন্ড, বিস্মিত।

এঁদের আইনগত দিকগুলো দেখাশোনা করেন মোটাসোটা সেক্রেটারি। বেলমন্ডের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে ইঙ্গিতে তাঁর উল্টোদিকের একটা চেয়ার দেখালেন। 'প্লিজ, আরাম করে বসুন।'

বসলেন বেলমন্ড, বুঝলেন কোথাও কিছু একটা হয়েছে।

'খুচরো আলাপে আমি অভ্যস্ত নই, বিশপ,' সেক্রেটারি বললেন। 'কাজেই কেন আপনাকে এখানে ডাকা হয়েছে সেটা সরাসরিই বলতে চাই।'

'প্লিজ। খোলাখুলি বলুন।' চোখ তুলে কার্ডিনল দুজনের দিকে তাকালেন বেলমন্ড, দুজনেই নিজেদের ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রেখে তাঁকে খুঁটিয়ে দেখছেন।

'আপনার তো জানাই আছে যে,' সেক্রেটারি শুরু করলেন, 'অপাস ডেই বিতর্কিত সব ধর্মীয় আচার অনুশীলন করায় জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এ-ব্যাপারে হিজ হোলি হাইনেস ও রোমের বাকি সবাই উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন।'

বেলমন্ড অনুভব করলেন তাঁর গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন তিনি। নতুন পোপের সঙ্গে এ-বিষয়ে বেশ কয়েকবারই আলাপ হয়েছে তাঁর। হতাশ হয়ে বেলমন্ড উপলব্ধি করেছেন, চার্চের বিধি-বিধান উদার করবার ব্যাপারে রীতিমত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি।

'আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে চাই,' তাড়াতাড়ি বললেন সেক্রেটারি, 'আপনি আপনার মিনিস্ট্রি যেভাবে চালাচ্ছেন

সেভাবেই চালাবেন, হিজ হোলিনেস আপনাকে কোনও পরিবর্তন আনতে বলবেন না।'

আমি তা আশাও করি না! 'আমাকে তা হলে ডাকা হয়েছে কেন?'

প্রকাণ্ডদেহী সেক্রেটারি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'বিশপ, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কথাটা আভাসে কীভাবে বলা যায়। তাই সরাসরিই বলছি। দুদিন আগে সেক্রেটারিয়েট কাউন্সিল-এর সবাই ভোট দিয়ে অপাস ডেইকে দেয়া ভ্যাটিকানের অনুমোদন প্রত্যাহার করে নিয়েছে।'

বিশপ বেলমন্ড নিশ্চিত, শুনতে ভুল হয়েছে তাঁর। 'কী বললেন?'

'সহজ ভাষায়: আগামী ছ'মাস পর থেকে অপাস ডেইকে আর ভ্যাটিকানের অঙ্গ-সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। আপনাদের আলাদা চার্চ হবে। হিজ হোলিনেস আপনাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করছেন। তাঁর নির্দেশ মত এরইমধ্যে আমরা আইনের কাগজ-পত্র তৈরিতে হাত দিয়েছি।'

'কিন্তু... এ তো অসম্ভব!'

'অসম্ভব সঙ্গত কারণেই সম্ভব হয়েছে। এটা আসলে প্রয়োজনও। আপনাদের কঠোর রিক্রুটিং পলিসি ও আত্মপীড়ন হিজ হোলিনেসের জন্য অত্যন্ত বিব্রতকর হয়ে উঠেছে।' একটু থামলেন সেক্রেটারি। 'মেয়েদের সম্পর্কে আপনাদের পলিসির ব্যাপারেও একই কথা। সত্যি কথা বলতে কী, অপাস ডেই শুধু বোঝা নয়, আমাদের জন্য একটা বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'বিড়ম্বনা?' বিশপ হতভম্ব।

'এই পরিণতির জন্যে আপনার তো বিস্মিত হবার কথা

'ক্যাথলিক সংগঠনগুলোর মধ্যে শুধু আমাদেরই সদস্য সং বাড়ছে! আমাদের প্রিস্টের সংখ্যা এখন এগারোশোরও বেশি!'

'হ্যাঁ, জানি। সেটাই তো আমাদের সবার জন্য চিন্তার কথা।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন বেলমন্ড। 'হিজ হোলিনেসকে জিজ্ঞেস করুন, উনিশশো বিরাশি সালে আমরা যখন ভ্যাটিকান ব্যাঙ্ককে সাহায্য করেছিলাম তখনও কি অপাস ডেই বিড়ম্বনা ছিল?'

'ভ্যাটিকান সেজন্য অপাস ডেইয়ের প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে,' বললেন সেক্রেটারি, তাঁর কণ্ঠস্বর নরম। 'তবে এখনও অনেকে বিশ্বাস করে যে ওই সময় অঢেল টাকা-পয়সা ছিল বলেই আপনাদেরকে অঙ্গ-সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।'

'একদম সত্যি নয়!' প্রসঙ্গটা এভাবে উঠে আসায় আহত বোধ করলেন বেলমন্ড।

'সে যাই হোক না কেন, আমরা সদিচ্ছার সঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সম্পর্কচ্ছেদের দলিল তৈরি করা হচ্ছে ক্ষতিপূরণ সহ ওই টাকা ফেরত দেয়ার বিধান রেখে। দেয়া হবে পাঁচটা কিস্তিতে।'

'আপনারা আমাকে কিনতে চান?' গলা চড়ালেন বিশপ বেলমন্ড। 'টাকা সাধছেন, যাতে চুপচাপ চলে যাই? যেখানে কি না যৌক্তিক কণ্ঠ হিসেবে একমাত্র অপাস ডেই-ই রয়ে গেছে?'

কার্ডিনলদের একজন চোখ তুলে তাকালেন। 'মাফ করবেন, যৌক্তিক?'

টেবিলের উপর ঝুঁকে গলার আওয়াজ আরও তীক্ষ্ণ করলেন বেলমন্ড। 'আপনি কি সত্যি জানতে চান ক্যাথলিকরা কেন চার্চ ছেড়ে চলে যাচ্ছে? মানুষ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে, কার্ডিনল। বিশ্বাসের সেই দৃঢ়তা আর নেই। গোটা ব্যাপারটা বুফে লাইন-এ পরিণত হয়েছে, হাত পেতে কিছু নেয়ার অভ্যাস। বলতে পারেন, কি ধরনের আধ্যাত্মিক গাইডেন্স দিচ্ছে বর্তমান চার্চ?'

'যিশুর আধুনিক অনুসারীদের ওপর তৃতীয় শতকের বিধি-বিধান চাপিয়ে দেয়া যায় না,' একজন কার্ডিনল বললেন। 'আজকের সমাজে ওই সব আইন কাজে আসবে না।'

'কিন্তু অপাস ডেই-এর বেলায় কাজে আসছে!'

'বেশ তো,' সেক্রেটারি বললেন, 'চেষ্টা করে দেখুন কত দূর যেতে পারেন।'

'কিন্তু তার আগে আমি নিজে একবার হিজ হোলিনেসের সঙ্গে কথা বলব।'

'কিন্তু তিনি তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজি নন।'

বিশপ বেলমন্ড টান টান হলেন। 'আগের পোপ যে অঙ্গ-সংগঠনকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, সেটাকে তিনি ইচ্ছে করলেই বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না!'

'আমি দুঃখিত।' সেক্রেটারির চোখের পাতা একটুও ঁপল। 'প্রভু দেন, আবার ফিরিয়েও নেন।'

হতাশায় কাহিল ও আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে সে মিটিং থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন বিশপ বেলমন্ড। নিউ ইয়র্কে ফিরে দিনের পর দিন আকাশের দিকে উদাস নয়নে তাকিয়ে থাকলেন, ক্রিশ্চান ধর্মের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ম্রিয়মান।

এভাবে কয়েক হপ্তা কাটবার পর একটা ফোন পেলেন বেলমন্ড, সেই সঙ্গে গোটা পরিস্থিতি রাতারাতি বদলে গেল। কলার-এর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো ফ্রেঞ্চ, নিজের নাম জানাল লালিক। বলল, ভ্যাটিকান যে অপাস ডেই-এর উপর থেকে অনুমোদন প্রত্যাহার করে নিতে যাচ্ছে তা সে জানে।

তা কীভাবে জানবে লোকটা? বেলমন্ডের মনে প্রশ্ন জাগল। তার মানে ভ্যাটিকান থেকে খবরটা লিক হয়ে গেছে।

'সব জায়গায় আমার কান আছে, বিশপ,' ফোনে ফিসফিস করল লালিক। 'সেই কান থেকে বিশেষ কিছু তথ্য পেয়েছি। আপনার সাহায্য নিয়ে একটা পবিত্র আর্টিফ্যাক্ট কোথায় লুকানো আছে বের করতে পারব আমি। সেটা আপনাকে এত বেশি মর্যাদা এনে দেবে যে ভ্যাটিকান আপনার সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হবে। সেই সঙ্গে রক্ষা পাবে ক্রিশ্চান ধর্মবিশ্বাস।'

প্রভু ফিরিয়ে নেন... আবার দেনও। আশার ঝলমলে আলো দেখতে পেলেন বেলমন্ড। 'আপনার প্ল্যানটা শোনান আমাকে।'

হিসহিস শব্দ করে খুলে গেল সেইন্ট মেরি হসপিটালের দরজা। অজ্ঞান বিশপ বেলমন্ডকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এসেছে লেবরান, করিডর ধরে টলতে টলতে এগোচ্ছে। ক্লান্তিতে তার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে, করিডরের মেঝেতে হাঁটু গাড়ল সে, সাহায্য চেয়ে চিৎকার করছে। প্রচুর রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়ায় গলায় জোর নেই। তার পরেও চারদিক থেকে ছুটে এল অ্যাটেনড্যান্ট ও নার্সরা।

একজন ডাক্তার বিশপ বেলমন্ডকে পরীক্ষা করে বললেন, 'প্রচুর রক্ত গেছে। পালস না থাকারই মত। আমি খুব একটা আশা দেখতে পাচ্ছি না।'

ডাক্তারকে হতভম্ব করে দিয়ে চোখ মেললেন বেলমন্ড, সরাসরি লেবরানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাছা...'

অনুতাপ ও ক্রোধে অসুস্থ বোধ করছে আহত লেবরান। 'ফাদার, যদি সারাজীবনও লাগে, যে আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে তাকে আমি খুঁজে বের করব। আমার হাতেই মৃত্যু হবে তার।'

হুইল চেয়ারে বসিয়ে ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে, মাথা নেড়ে বেলমন্ড বললেন, 'লেবরান... আমার কাছ থেকে তুমি আর কিছু যদি না-ও শিখে থাকো... এটা শিখে রাখো।' লেবরানের হাত ধরে দৃঢ় চাপ দিলেন তিনি। 'ক্ষমা ঈশ্বরের কাছে সবচেয়ে প্রিয়।'

'কিন্তু ফাদার...

চোখ বুজলেন বেলমন্ড। 'লেবরান, তাঁকে ডাকো।'

ফাঁকা চ্যাপ্টার হাউসের আকাশ ছোঁয়া গম্বুজের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, চোখের দৃষ্টি হিউমের হাতে ধরা পিস্তলটার উপর।

রয়াল হিস্টরিয়ান প্রশ্ন করেছে, রানা তার পক্ষে, নাকি বিপক্ষে? তার সেই প্রশ্ন এখনও যেন প্রতিধ্বনি তুলছে রানার কানে।

এ প্রশ্নের আসলে কোনও উত্তর নেই। কাজেই যতক্ষণ পারা যায় চুপ করে থাকাটাই সবদিক থেকে নিরাপদ।

তবে শুধু চুপ করে থাকলে কাজ হবে না, জানে রানা। পিছাতে শুরু করল ও, একবারও চোখ না তুলে তাকিয়ে আছে হাতের ক্রিপটেক্সটার দিকে। কামরার ভিতর বিরাট ফাঁকা জায়গা পড়ে রয়েছে, পিছু হটতে কোনও অসুবিধে নেই। ওর আশা, ক্রিপটেক্স-এর দিকে তাকিয়ে থাকাটা হিউমকে সংকেত দিচ্ছে তার পক্ষে কাজ করবার ধারণাটা বাতিল করে দেয়নি ও। আর ওকে চুপ করে থাকতে দেখে সোফিয়া সংকেত পাচ্ছে, তাকে রানা পরিত্যাগ করেনি।

এই সুযোগে চিন্তা করবার জন্য সময় পাওয়া যাচ্ছে।

রানা জানে, ম্যাপটা বের করে হিউমের হাতে তুলে দিলেও ওদেরকে ছাড়বে না সে। কাজ হওয়া মাত্র ওদেরকে নিশ্চয়ই খুন করবার কথা ভেবে রেখেছে শয়তান লোকটা।

ধীর পায়ে দূরের জানালাগুলোর দিকে এগোল রানা, নিউটনের সমাধিতে দেখা অ্যাস্ট্রনমিকাল ইমেজগুলো কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে।

হিউম ও সোফিয়ার দিকে পিছন ফিরে জানালার রঙচঙে কাঁচে চোখ বুলিয়ে কোনও ইঙ্গিত বা সূত্র পাওয়া যায় কিনা দেখছে রানা। না, কোথাও কিছু নেই।

ল্যাক বেসন বিজ্ঞানের মানুষ ছিলেন না। মানবিকতা, শিল্প ও ইতিহাসের লোক ছিলেন। পবিত্র নারীসত্তা... চ্যালেস... গোলাপ... পরিত্যক্তা মেরি ম্যাগডেলেন... দেবীবন্দনার সমাপ্তি... হোলি গ্রেইল।

কলেজ গার্ডেনের গাছগুলোর ডালপালা খসখস আওয়াজ তুলে দুলছে। বৃষ্টির ফোঁটা ও মিহি জলকণা অদ্ভুত সব আকৃতি

তৈরি করছে। এ-সবের ভিতর রানা যেন টের পাচ্ছে রহস্যময়ী হোলি গ্রেইলের অস্তিত্ব। মনে হলো এখনই ধরা দেবে ওর চোখে, কিন্তু আবার যেন দূরে সরে গেল। কোথাও নেই, আবার সবখানে আছে। ব্রিটেনের সবচেয়ে পুরানো আপেল গাছের শাখায় ফুটে আছে পাঁচ পাপড়িসহ ফুল, সবগুলো ভিনাসের মত ঝলমল করছে।

দেবী এখন বাগানে। বৃষ্টিতে নাচছেন তিনি, যুগের গান গাইছেন, কুঁড়ি ভর্তি শাখার পিছন থেকে চুপিচুপি উঁকি মেরে রানার সঙ্গে যেন খেলছেন।

রানা যেন সম্মোহিত হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে, চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে কামরার আরেক প্রান্ত থেকে দৃশ্যটা দেখছে হিউম। *ঠিক আমি যা ভেবেছিলাম*, ভাবল সে। *ওর কাছ থেকে একটা রেজাল্ট পাওয়া যাবে।*

বেশ কিছুদিন হলো হিউম সন্দেহ করছিল, রানার কাছে গ্রেইল রহস্যের সমাধান কিংবা চাবি আছে। যে রাতে ল্যাক বেসনের সঙ্গে রানার দেখা করবার কথা ছিল সেই একই রাতে হিউম তার অ্যাকশন শুরু করে। না, ব্যাপারটা কাকতালীয় ছিল না।

আড়িপাতা যন্ত্রের সাহায্যে কিউরেটারের কথা শুনে হিউম নিশ্চিত ছিল, রানার সঙ্গে তাঁর নিভৃতে দেখা করতে চাওয়ার প্রবল আগ্রহের পিছনে একটাই কারণ থাকতে পারে। *রানার রহস্যময় নোটগুলো প্রায়রির কোনও একটা স্পর্শকাতর নার্ভ ছুঁয়ে ফেলেছে। যেভাবেই হোক একটা সত্যের সন্ধান পেয়েছে রানা, এবং বেসন ভয় পাচ্ছেন সেটা না প্রকাশ করে দেয়া হয়।*

হিউম নিশ্চিত ছিল, গ্র্যান্ড মাস্টার রানাকে ডেকেছেন চুপ করাবার জন্য। সে জানত, যা করবার দ্রুত করতে হবে তাকে। লেবরানের হামলা দুটো উদ্দেশ্য পূরণ করবে। মুখ না খোলার

জন্য রানাকে অনুরোধ করবার সুযোগ পাবেন না বেসন; সেই সঙ্গে কিস্টোনটা হিউমের হাতে আসবার পর সহযোগিতা চাওয়ার জন্য প্যারিসেই পাওয়া যাবে রানাকে, আদৌ যদি ওর সাহায্য দরকার হয় তার।

ল্যাক বেসনের সঙ্গে লেবরানের অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা খুব সহজেই করতে পেরেছে হিউম। আড়ি পেতে কথা শোনার ফলে কিউরেটার ভদ্রলোকের সবচেয়ে বড় ভয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল তার। গতকাল বিকেলে কিউরেটারকে ফোন করে লেবরান, ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে উদ্বিগ্ন একজন প্রিস্ট সে। 'মসিয়ো বেসন, ক্ষমা করবেন আমাকে, আপনার সঙ্গে অত্যন্ত জরুরি কথা আছে আমার। কারও স্বীকারোক্তি প্রকাশ করে দিয়ে নিয়ম ভাঙা উচিত নয়, জানি; কিন্তু এক্ষেত্রে তা না করে আমার কোনও উপায় নেই। এই মাত্র এক লোক আমার কাছে কনফেশন করল, সে নাকি আপনার পরিবারের লোকজনকে খুন করেছে।'

শুনে চমকে উঠেছিলেন বেসন, সন্দেহ নেই, তবে তাঁর মধ্যে একটা সতর্কতা এসে যায়। 'আমার পরিবার মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্টে। পুলিশের রিপোর্টে সন্দেহের কোনও অবকাশ ছিল না।'

'হ্যাঁ, এই লোকও তা-ই বলছে– গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে,' বলেছে লেবরান। 'সে আরও বলছে, রাস্তা থেকে ঠেলে গাড়িটাকে নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছিল।'

অপরপ্রান্তে বোবা হয়ে গেছেন ল্যাক বেসন।

'মসিয়ো বেসন, সরাসরি এভাবে আপনাকে আমি ফোন করতাম না। কিন্তু ওই লোক এমন একটা মন্তব্য করেছে, আমি আপনার নিরাপত্তার কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি।' একটু বিরতি নিয়েছে লেবরান। 'সে আপনার নাতনি সোফিয়ার কথাও বলেছে।'

সোফিয়ার নামটা জাদুর মত কাজ করল। সমস্ত সতর্কতা

বিসর্জন দিয়ে তৎপর হয়ে উঠলেন ল্যাক বেসন। লেবরানকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন এই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে লুভার মিউজিয়ামে দেখা করে। তিনি জানতেন তাঁর অফিসের চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর হয় না। এরপর তিনি সোফিয়াকে ফোন করে বলতে চেয়েছেন তার বিপদ হতে পারে। রানার সঙ্গে দেখা করবার প্রোগ্রামটা বিনা দ্বিধায় বাতিল করে দেন।

এই মুহূর্তে রানা ও সোফিয়াকে কামরার দুই মাথায় দেখে হিউম ভাবছে, দুজনকে আলাদা করতে পেরেছি আমি। সোফিয়া এখনও আমার বিরোধিতা করলেও, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, রানা বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। পাসওয়ার্ড বের করবার চেষ্টা করছে সে– গ্রেইল খুঁজে পাওয়ার গুরুত্বটা বোঝে, বোঝে বন্ধন থেকে সেটাকে মুক্তি দেওয়াটা কত জরুরি।

'পারলেও, রানা ওটা খুলবেন না,' ঠাণ্ডা সুরে হিউমকে বলল সোফিয়া।

গুলি করবার কথা ভাবছে হিউম। তার ধারণা, সোফিয়াকে প্রাণ বাঁচানোর অনেক সুযোগ দিয়েছে সে, কিন্তু মেয়েটি তা গ্রহণ করেনি। *গ্রেইলটা আমাদের সবার চেয়ে বড়।*

এই সময় জানালার দিকে পিছন ফিরল রানা। 'নিউটনের সমাধিতে...' হঠাৎ বলল ও, আশার ক্ষীণ আলো ঝিক করে উঠল চোখে। 'সমাধির কোথায় খুঁজতে হবে আমি জানি। হ্যাঁ, পাসওয়ার্ডটা আমি বোধহয় বের করতে পারব।'

বুকের ভিতর লাফ দিল হিউমের হৃৎপিণ্ড। 'কোথায়, রানা? বলুন, বলুন আমাকে!'

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল সোফিয়া। 'না, রানা! আমি জানি এই লোককে আপনি সাহায্য করবেন না!'

ক্রিপটেক্সটা নিজের সামনে ধরে, দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে রানা। 'না,' বলল ও, হিউমের দিকে ঘুরে যাওয়ার সময় ওর চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল। 'যতক্ষণ আপনাকে হিউম

চলে যেতে না দেন, ততক্ষণ কিছুতেই না।'

হিউম আড়ষ্ট হয়ে গেল। 'আমরা একেবারে কাছে চলে এসেছি, রানা!' আবেদনের সুরে বলল সে। 'এরকম সময়ে আপনি আমাকে লেজে খেলাবেন?'

'এটা খেলা নয়,' বলল রানা। 'সোফিয়াকে আপনি ছেড়ে দিন। তারপর আপনাকে নিউটনের সমাধিতে নিয়ে যাব আমি। ক্রিপটেক্সটা দুজন মিলে খুলব আমরা।'

'জী-না, সেটি হচ্ছে না!' মাথা নেড়ে বলল সোফিয়া, রাগে সরু হয়ে আছে চোখ দুটো। 'ওই ক্রিপটেক্স আমার দাদু আমাকে দিয়ে গেছেন। ওটা আপনারা খুলতে পারেন না।'

'সোফিয়া, প্লিজ,' বলল রানা। 'আপনার বিপদ হতে পারে। আপনাকে আমি সাহায্য করতে চাইছি...'

'কীভাবে, শুনি? যে রহস্য গোপন রাখতে গিয়ে আমার দাদু খুন হয়েছেন, সেটা প্রকাশ করে দিয়ে? আপনাকে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, রানা।'

'সোফিয়া, ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন,' বলল রানা। 'আপনার দাদু চেয়েছিলেন আমি যেন আপনার নিরাপত্তার দিকটা দেখি, কাজেই আমার নির্দেশ আপনাকে শুনতে হবে। আমি বলছি, এখনই এখান থেকে চলে যান আপনি...'

এক চিলতে বাঁকা হাসি দেখা দিল সোফিয়ার ঠোঁটে। 'ঠিক আছে, ক্রিপটেক্সটা দিন আমাকে, আমি চলে যাচ্ছি,' বলল সে। 'তা না হলে আরেক কাজ করতে পারেন। মেঝেতে আছাড় মেরে ভাঙুন ওটা।'

'হোয়াট!'

'রানা, আমার দাদু তাঁর এই সিক্রেট নষ্ট করাও মেনে নিতেন, তবু নিজের খুনির হাতে দেখতে চাইতেন না।' চোখ ঘুরিয়ে সরাসরি হিউমের দিকে তাকাল সোফিয়া। 'ইচ্ছে হলে গুলি করতে পারেন। আমার দাদুর দেয়া দায়িত্ব ফেলে আমি কোথাও

যাচ্ছি না।'

বেশ, ভাল। লক্ষ্যস্থির করল হিউম।

'খবরদার!' চেঁচিয়ে উঠল রানা, ক্রিপটেক্স ধরা হাতটা শক্ত পাথুরে মেঝের উপর উঁচু করল। 'পিস্তল নামান, হিউম, তা না হলে এক্ষুনি আমি এটা ভেঙে ফেলব!'

বেসুরো গলায় হেসে উঠল হিউম। 'চালাকিটা লুইয়ের বেলায় কাজ করেছিল, আমার বেলায় করবে না। আমি আপনাকে চিনি, রানা, কোনও অবস্থাতেই ওটা আপনি নষ্ট করবেন না।'

'তাই, হিউম?'

হ্যাঁ, তাই! কারণ পরিষ্কার বুঝতে পারছি মিথ্যেকথা বলছ তুমি! নিউটনের কবরের কোথায় সমাধানটা আছে তা তুমি এখনও জানো না। 'সত্যি কথা বলুন, রানা। আপনি জানেন সমাধির ঠিক কোথায় দেখতে হবে?'

'জানি।'

রানার চোখের পাতা পলকের জন্য কেঁপে উঠল, তবে তা ধরে ফেলল হিউম। সোফিয়াকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যেকথা বলছে রানা।

'আমি যে আপনাদেরকে বিশ্বাস করি, এই দেখুন তার প্রমাণ,' বলে হাতের পিস্তল সোফিয়ার দিক থেকে সরিয়ে নিল হিউম। 'রানা, কিস্টোনটা নামিয়ে রাখুন। তারপর আসুন, আপস করি।'

রানা জানে ওর চালাকি ধরা পড়ে গেছে।

হিউমের চোখে অশুভ আলোটাই বলে দিচ্ছে ওদের সময় শেষ। কিস্টোন মেঝেতে নামানো মাত্র ওদের দুজনকেই গুলি করবে সে। সোফিয়ার দিকে না তাকিয়েও তার মনের কথা অনুভব করছে রানা– *প্লিজ, যত কঠিন মূল্যই দিতে হোক, এই শয়তান লোকটার হাতে গ্রেইল যেন না পড়ে!*

নিজের সিদ্ধান্ত কয়েক মিনিট আগেই নেওয়া হয়ে গেছে রানার, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কলেজ গার্ডেনে চোখ বুলাবার সময়।

হঠাৎ একটা দৃঢ়তা চলে এল রানার পেশিতে। হিউমের কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে নিচু হলো ও, ক্রিপটেক্সটা পাথুরে মেঝের কয়েক ইঞ্চির মধ্যে নামিয়ে আনল।

'হ্যাঁ, রানা,' ফিসফিস করল হিউম, হাতের পিস্তল তুলে ও. দিকে লক্ষ্যস্থির করছে। 'নামান ওটা।'

রানার চোখ উপর দিকে উঠে গেল, একেবারে সেই হাঁ করে থাকা প্রকাণ্ড গহ্বরের মত চ্যাপ্টার হাউজের গম্বুজে। তারপর চোখ নামিয়ে হিউমের হাতে ধরা পিস্তলটা দেখল একবার, সরাসরি ওর দিকে তাক করা রয়েছে।

'দুঃখিত, হিউম।'

বিদ্যুৎগতিতে সিধে হলো রানা, পরমুহূর্তে ঢিল মারার ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দিল মুঠোয় ধরা ক্রিপটেক্সটা সরাসরি গম্বুজ লক্ষ্য করে।

উনিশ

হিউম টেরই পায়নি তার আঙুল ট্রিগার টেনে দিয়েছে। পিস্তলটা বজ্রপাতের মত গর্জে উঠল। রানা হঠাৎ সোজা হয়ে যাওয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলিটা। রানার গা ঘেঁষে চলে গেল বুলেট, বেরিয়ে গেল খোলা জানালা দিয়ে। ভুল শুধরে নতুন করে লক্ষ্যস্থির করতে যাচ্ছিল হিউম, কিন্তু তার মস্তিষ্ক তাকে নির্দেশ

দিল উপর দিকে তাকাতে।

কিস্টোন!

সময় যেন স্থির। অলসগতি স্বপ্নের ভিতর রয়েছে হিউম। উপর দিকে ছুটে চলা ক্রিপটেক্সটা যেন তার গোটা জগৎ হয়ে উঠল।

গতির শেষ সীমায় পৌঁছে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ওটা, তারপর নেমে আসতে শুরু করল নীচে, নামবার সময়ও ডিগবাজি খাচ্ছে।

হিউমের সমস্ত আশা ও স্বপ্ন ভঙ্গ হতে চলেছে। মরিয়া হয়ে ভাবল সে, *ওটাকে আমি মেঝেতে পড়তে দেব না! তার আগেই আমি ওটা ধরে ফেলব!*

পাগলের মত চেষ্টা করল হিউম। হাত থেকে পিস্তল ছেড়ে দিল সে, ক্রাচ জোড়া নিজে থেকেই খসে পড়ল, দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে শূন্যে থাকতেই ধরে ফেলল ক্রিপটেক্সটা।

চোখে বিজয়ের উল্লাস, অথচ আঁকড়ে ধরা কিস্টোন নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে যাচ্ছে হিউম। একেবারে শেষ মুহূর্তে তার হুঁশ হলো যে পতনের গতিটা খুব বেশি, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখবার কোনও উপায় নেই।

কোথাও বাধা না পাওয়ায় প্রথমে তার বাড়ানো হাতগুলোই মেঝেতে আঘাত করল, সেই সঙ্গে শক্ত পাথরে প্রচণ্ড বাড়ি খেল ক্রিপটেক্সটা।

ভিতরের কাঁচ গুড়ো হওয়ার অসুস্থকর শব্দ শোনা গেল।

পুরো এক সেকেন্ড দম আটকে রাখল হিউম। ঠাণ্ডা মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, তাকিয়ে আছে লম্বা করা হাতে ধরা মার্বেল সিলিন্ডারের দিকে, প্রার্থনা করছে ভিতরের ভায়াল যাতে ভেঙে না যায়। তারপরই ভিনিগারের ঝাঁঝাল গন্ধ ছড়াল বাতাসে, হিউম অনুভব করল ভায়ালের ভিতর থেকে ঠাণ্ডা তরল পদার্থ বেরিয়ে আসছে তার তালুতে।

বন্য আতঙ্ক গ্রাস করল তাকে। না! ভিনিগার এখন গড়াচ্ছে। কল্পনার চোখে হিউম দেখতে পেল, ভিতরে গলে যাচ্ছে প্যাপিরাস। *রানা, তুমি একটা গর্দভ! হারিয়ে গেল, গ্রেইল সিক্রেটটা চিরতরে হারিয়ে গেল!*

নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল হিউম। *গ্রেইল শেষ হয়ে গেছে। সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে।* সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে তার, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না এরকম একটা কাজ করতে পারে রানা।

মাথার ঠিক নেই, মোচড় দিয়ে সিলিন্ডারটা খোলার চেষ্টা করছে হিউম, চিরকালের জন্য হারিয়ে যাওয়ার আগে উঁকি দিয়ে পলকের জন্য হলেও দেখতে চায় প্রাচীন ইতিহাস। তাকে হতভম্ব করে দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সিলিন্ডার।

হাঁপিয়ে ওঠার আওয়াজ করে ভিতরে তাকাল হিউম। ভেজা কাঁচের টুকরো ছাড়া ভিতরটা খালি। গলে যাওয়া বা অন্য কোনও রকম প্যাপিরাসের অস্তিত্বই নেই। শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে চিৎ হলো সে, রানার দিকে তাকাল। মেঝেতে হাত বুলিয়ে পিস্তলটা খুঁজছে।

রানা আর সোফিয়া পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। পিস্তল এখন সোফিয়ার হাতে, হিউমের দিকে তাক করা।

হতচকিত একটা ভাব নিয়ে কিস্টোনের দিকে আবার তাকাল হিউম, এবার সে দেখতে পেল। ডায়ালগুলোর হরফ এখন আগের মত এলোমেলো নয়। ওগুলোর পাঁচটা অক্ষর মিলে একটা শব্দ তৈরি করেছে: APPLE.

'গোলক আকৃতির যে ফলটা খেয়েছিলেন ইভ,' বলল রানা। 'খেয়ে ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির কারণ সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ যেটাকে আদিপাপ বলা হয়। পবিত্র নারীসত্তার অধঃপতনের প্রতীক।'

রহস্যটা অকস্মাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ায় হিউমের মাথা ঘুরছে।

নিউটনের সমাধিতে যে গোলকটা থাকার কথা ছিল সেটা আসলে গোলাপি একটা আপেল, যে আপেল স্বর্গ থেকে পড়েছিল, আঘাত করেছিল নিউটনের মাথায়, অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল তাঁর জীবনের সমস্ত কাজে।

তাঁর পরিশ্রমের ফল!

গোলাপি শরীর ও বীজরোপিত গর্ভের কথা বলে সেটা!

'রা-না, সা-র,' আবেগে অধীর, তোতলাচ্ছে হিউম। 'আ-আপনি খুলেছেন এটা। ম্যাপটা... কোথায়?'

চোখের পাতা না ফেলে টুইড কোটের ব্রেস্ট পকেটে হাত ভরল রানা, সাবধানে বের করল গোল পাকানো ভঙ্গুরদর্শন একটা প্যাপিরাস। হিউম যেখানে শুয়ে আছে সেখান থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে, স্ক্রোলটা খুলে দেখল রানা। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পার হয়ে গেল, তারপর সবজান্তার হাসি ফুটল ওর মুখে।

রানা জানে! ওই তথ্যটা জানার জন্য বুভুক্ষু হয়ে উঠল হিউমের সমগ্র অস্তিত্ব। তার সারাজীবনের সাধনা ও স্বপ্ন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সে। 'বলুন আমাকে!' গলা চড়াল সে। 'প্লিজ! ওহ্, গড, প্লিজ! এখনও খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি!'

করিডর থেকে পায়ের ভারী শব্দ ভেসে এল। এগিয়ে আসছে চ্যাপ্টার হাউসের দিকে। হিউমের দিকে পিছন ফিরল রানা, শান্ত ভাবে গোল পাকিয়ে প্যাপিরাসটা ঢুকিয়ে দিল সোফিয়ার হাত-ব্যাগে।

'না!' মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল হিউম, বৃথা চেষ্টা করছে দাঁড়াবার।

দড়াম করে খুলে গেল দরজা। একটা ষাঁড়ের মতই মারমুখো ভঙ্গি নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন ভিগো অকটেভ, রক্তবর্ণ চোখ টার্গেটের খোঁজে চারদিকে ঘুরছে। মেঝেতে পড়ে থাকা আলবার্ট হিউমকে দেখতে পেয়ে স্থির হলো তাঁর দৃষ্টি। সশব্দে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। হাতের আগ্নেয়াস্ত্রটা হোলস্টারে ভরে

সোফিয়ার দিকে ফিরলেন তিনি। 'এজেন্ট সোফিয়া, আপনাকে আর মসিয়ো রানাকে অক্ষত ও নিরাপদ দেখে আমি পরম আনন্দ বোধ করছি। আমি যখন ডাকলাম আপনার ফিরে আসা উচিত ছিল।'

ক্যাপটেন অকটেভের পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল ব্রিটিশ পুলিশ, পঙ্গু বন্দিকে খাড়া করে হাতকড়া পরিয়ে দিল তারা।

অকটেভকে দেখে সোফিয়া যেন স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। 'আপনি আমাদেরকে খুঁজে পেলেন কীভাবে?'

হাত তুলে হিউমকে দেখালেন ক্যাপটেন। 'ওর একটা ভুলে। অ্যাবিতে ঢোকার সময় নিজের আইডি দেখিয়েছে। আমরা যে ওকে খুঁজছি, রেডিওর ঘোষণা শুনে জানতে পারে গার্ডরা।'

'ওটা ওদের কাছে!' উন্মাদের মত চিৎকার জুড়ে দিল হিউম। 'ম্যাপটার কথা বলছি আমি! ওই ম্যাপ ধরে হোলি গ্রেইল পাওয়া যাবে! রানার পকেটে! সত্যি বলছি...ওকে সার্চ করলেই...'

কয়েকজন পুলিশ ধরাধরি করে বের করে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল সে। 'রানা! কোথায় ওটা লুকানো আছে বলুন আমাকে!'

পাশ কাটাচ্ছে হিউম, তার চোখে চোখ রেখে রানা বলল, 'গ্রেইলটা শুধু উপযুক্ত কেউই পেতে পারে, হিউম। কথাটা আপনিই বলেছিলেন।'

কেনসিংটন গার্ডেনে ঘাসের কাছে নেমে এসেছে কুয়াশা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটা নিচু জায়গায় এসে থামল লেবরান। ভিজে ঘাসের উপর হাঁটু গাড়ল সে। বুলেটটা ভিতরে রয়ে গেছে, অনুভব করল পাঁজরের ক্ষত থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

কুয়াশা এখানে স্বর্গের মত একটা পরিবেশ এনে দিয়েছে।

প্রার্থনার জন্য রক্তাক্ত হাত দুটো তুলল লেবরান, দেখল তার আঙুল দিয়ে বৃষ্টির পানি গড়াচ্ছে, আবার ধবধবে সাদা করে

তুলছে ওগুলোকে। অনুভব করল তার শরীরটা একটু একটু করে কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

আমি ভূত!

খানিকটা বাতাস পাশ কাটাল তাকে। নতুন প্রাণের ভেজা ও মেটে গন্ধ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার ভাঙাচোরা শরীরের জ্যান্ত প্রতিটি কোষ শরিক হলো প্রার্থনায়। লেবরান ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করল। প্রার্থনা করল দয়া চেয়ে। সবচেয়ে বেশি প্রার্থনা করল তাকে যিনি নতুন জীবন দান করেছিলেন, বিশপ বেলমন্ডের জন্য—ঈশ্বর যেন সময়ের আগে তাঁকে তুলে না নেন। *কত কাজ বাকি রয়ে গেছে তাঁর।*

কুয়াশা এখন তাকে ঘিরে পাক খাচ্ছে। নিজেকে এত হালকা লাগছে লেবরানের, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল এই কুয়াশাই তাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে। চোখ বুজে শেষ প্রার্থনা শুরু করল সে।

কুয়াশার ভিতর বহু দূর থেকে কার যেন কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। চিনতে পারল লেবরান, বিশপ বেলমন্ডের গলা।

আমাদের প্রভু সদয় ও ক্ষমাশীল।

অবশেষে লেবরানের ব্যথা কমে আসতে শুরু করল। সে উপলব্ধি করল বিশপ ঠিক বলেছেন। সত্যিই তিনি সদয়, সত্যিই তিনি ক্ষমাশীল।

শেষ বিকেলে সূর্য ওঠার পর শুকাতে শুরু করল লন্ডন। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে ইন্টারোগেশন রুম থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিলেন ক্যাপটেন অকটেভ। সার আলবার্ট হিউম উঁচু গলায় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। তবে হোলি গ্রেইল, গোপন দলিল ও রহস্যময় ব্রাদারহুড সম্পর্কে তার অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনে ক্যাপটেনের সন্দেহ হয়েছে ধূর্ত ইতিহাসবিদ নিজের উকিলদের জন্য একটা মঞ্চ তৈরি করছে, তারা যাতে তাকে পাগল বলে চালাবার চেষ্টা করতে পারে।

একটা প্ল্যান ধরে কাজ করেছে হিউম, প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে যাতে নির্দোষ প্রমাণ করা যায়। ভ্যাটিকান ও অপাস ডেইকে নিজের স্বার্থ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে সে, দুটো গ্রুপই আসলে পুরোপুরি নির্দোষ। নিজেদের অজান্তে তার ঘুঁটি হিসাবে কাজ করেছে একজন ক্রিশ্চান মৌলবাদী পুরোহিত ও একজন বেপরোয়া বিশপ।

হিউমের চালাকির যেন শেষ নেই। ইলেকট্রনিক লিসনিং পোস্টটা এমন জায়গায় বসিয়েছে সে, পোলিওতে পঙ্গু কোনও লোকের পক্ষে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সার্ভেইলান্সের মূল কাজটা আসলে সে তার ম্যানসার্ভেন্ট লুইকে দিয়ে করিয়েছে– একমাত্র তারই জানা ছিল আলবার্ট হিউমের প্রকৃত পরিচয়। লোকটা তীব্র অ্যালার্জিক রিয়্যাকশনে মারা গেছে।

শ্যাতো ভিলেটি থেকে লেফটেন্যান্ট রাউলের পাঠানো তথ্য বলছে, প্যারিসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের উপহার হিসাবে দামী আর্টিফ্যাক্ট পাঠাত হিউম, সেই উপহারের মধ্যে থাকত যান্ত্রিক ছারপোকা– মাইক্রোফোন।

লুভার মিউজিয়ামে নতুন একটা উইং খোলার জন্য ফান্ড সরবরাহ করার কথা বলে ল্যাক বেসনকে ডিনারে দাওয়াত দিয়েছিল হিউম। দাওয়াত-পত্রে কিউরেটারের রোবোটিক নাইট সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছিল, অনুরোধ ছিল ডিনারে তিনি ওটা সঙ্গে করে নিয়ে এলে যারপরনাই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ বোধ করবে।

বোঝাই যাচ্ছে যে ঠিক তা-ই করেছিলেন ল্যাক বেসন, এবং বেশ কিছুক্ষণ ওটাকে চোখের আড়ালে থাকতেও দিয়েছিলেন। দ্রুত হাতে ওই নাইটে মাইক্রোফোন ভরে দিয়ে সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে লুই লেভাউ।

এই মুহূর্তে ট্যাক্সির পিছনে বসে চোখ বুজলেন ক্যাপটেন অকটেভ। প্যারিসে ফিরে যাওয়ার আগে আর মাত্র একটি কাজ

সেইন্ট মেরি হসপিটালের রিকভারি রুমে রোদ ঢুকেছে।

'আপনি আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন,' নার্স, মিষ্টি করে হাসছে। 'এটাকে মিরাকলই বলতে হবে।'

দুর্বল হাসি ফুটল বিশপ বেলমন্ডের ঠোঁটে। 'আমি কখনও আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হইনি।'

রোগীর সব কাজ আগেই শেষ করেছে, খুশি মনে ফিরে গেল নার্স। মুখে এসে লাগা নরম রোদ ভাল লাগছে বেলমন্ডের। ভাবলেন, কাল রাতটা তাঁর জীবনের সবচেয়ে খারাপ কেটেছে। যন্ত্রণাকাতর অনুভূতির সঙ্গে লেবরানকে স্মরণ করছেন তিনি, পার্কে তার লাশ পাওয়া গেছে।

বাছা আমার, প্লিজ, ক্ষমা কোরো আমাকে।

বেলমন্ড চেয়েছিলেন তাঁর মহৎ পরিকল্পনায় লেবরানও অংশগ্রহণ করুক। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, কাল রাতের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

কাল রাতে ক্যাপটেন অকটেভ ফোন করে জানতে চান, বিশেষ একজন নান-এর সঙ্গে কী সম্পর্ক ছিল তাঁর। এই নার্স সেইন্ট সালপিস-এ খুন হয়েছে। বেলমন্ড বুঝতে পারেন, রাতটা মারাত্মক পরিণতির দিকে মোড় নিয়েছে। চার অতিরিক্ত হত্যাকাণ্ডের খবর তার আতঙ্ককে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় রূপান্তরিত করে। *লেবরান, এ-সব কী করেছ তুমি!* লালিকের নাগাল পাওয়ার উপায় ছিল না, বিশপ বুঝতে পারেন অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে তাঁকে। ভীতিকর যে-সব ঘটনার সূচনা ঘটাতে সাহায্য করেছেন তিনি, তা থামাবার একমাত্র উপায় ছিল সব কথা ক্যাপটেন অকটেভকে খুলে বলা। বলবার পর, সেই মুহূর্ত থেকেই, বেলমন্ড ও অকটেভ লেবরানকে ধরবার জন্য ছুটছিলেন, লালিক যাতে তাকে দিয়ে

আরও খুন না করাতে পারে।

ক্লান্তিতে চোখ বুজলেন বেলমন্ড, টেলিভিশনের খবর শুনছেন– স্বনামধন্য একজন ব্রিটিশ নাইট ও ইতিহাসবিদ, সার আলবার্ট হিউমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সবার সামনে উদোম করে দেওয়া হয়েছে লালিককে।

হিউম যেভাবেই হোক জেনে ফেলে অপাস ডেই-এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে যাচ্ছে ভ্যাটিকান। নিজের প্ল্যানে আদর্শ ঘুঁটি হিসাবে বেলমন্ডকে বেছে নেয় সে। *যে সবকিছু হারাতে যাচ্ছে, হোলি গ্রেইল টোপের দিকে সে ঝাঁপ দেবে না তো কে ঝাঁপ দেবে? গ্রেইলটা যে পাবে তারই হাতে চলে আসবে ভ্যাটিকানকে চোখ রাঙাবার ক্ষমতা।*

আলবার্ট হিউম চাতুর্যের সঙ্গে নিজের পরিচয় গোপন রেখেছিল, বাচনভঙ্গিতে ফ্রেঞ্চ টান এনে, এবং যে জিনিস তার দরকার নেই সেটা চেয়ে– টাকা। বেলমন্ড এত বেশি ব্যগ্র ছিলেন যে বিন্দু-বিসর্গ কিছুই সন্দেহ করতে পারেননি। বিশ মিলিয়ন ইউরো পুরস্কার হিসাবে গ্রেইলের তুলনায় অতি নগণ্য।

'আপনি সুস্থ আছেন দেখে আমি সুখি, বিশপ।'

দোরগোড়া থেকে ভেসে আসা ভারী ও কর্কশ কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন বিশপ। চেহারাটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়: দৃঢ়প্রত্যয়ী, গুরুগম্ভীর; ব্যাকব্রাশ করা চকচকে চুল, চওড়া কাঁধ দুটোর উপর টান টান হয়ে আছে গাঢ় রঙের সুট। 'ক্যাপটেন অকটেভ?' জানতে চাইলেন বেলমন্ড।

বেডের দিকে এগিয়ে এলেন ক্যাপটেন, খালি চেয়ারটায় না বসে সেটার উপর পরিচিত একটা কালো ব্রিফকেস রাখলেন। 'আমার ধারণা এটা আপনার।'

বন্ড ভর্তি ব্রিফকেসটার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলেন বিশপ বেলমন্ড, ওটার উপস্থিতিতে শুধুই লজ্জা বোধ করছেন। 'হ্যাঁ... ধন্যবাদ।' বিরতির সময়টা বিছানো চাদরের

প্রান্তে আঙুল বুলাচ্ছেন, তারপর আবার বললেন, 'ক্যাপটেন, এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি, শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছি আপনার সাহায্য চাইব।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'প্যারিসে লেবরান যাদেরকে... তাদের পরিবারগুলো... থামলেন বেলমন্ড, যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন আবেগ দমনের। 'আমি জানি টাকার কোনও অঙ্কই তাদের ক্ষতি পূরণ করতে পারবে না, তারপরও আপনি যদি দয়া করে ব্রিফকেসের ওগুলো ওদের মধ্যে ভাগ করে দেন...'

দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন অকটেভ। তারপর বললেন, 'এটা তো একটা পুণ্যের কাজ, মাই লর্ড। আমি দেখব আপনার ইচ্ছে যাতে পূরণ হয়।'

কেবিনের ভিতর ভারী একটা নীরবতা নেমে এল।

কামরার এক কোণে রাখা টিভির পরদায় রোগা-পাতলা এক তরুণ পুলিশ অফিসারকে দেখা যাচ্ছে, বিরাট একটা সুদৃশ্য দালানের সামনে প্রেস কনফারেন্স ডেকে নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখছে সে।

বিবিসি-র একজন রিপোর্টার প্রশ্ন করছেন, 'লেফটেন্যান্ট রাউল, কাল রাতে আপনাদের ক্যাপটেন প্রকাশ্যে দুজন নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এনেছেন। এখন যদি মিস্টার মাসুদ রানা ও মাদামোয়াযেল সোফিয়া ক্লাউডেল আপনাদের ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ আনেন? তা হলে কি ক্যাপটেন অকটেভকে বরখাস্ত করা হবে?'

উত্তরটা শোনার জন্য কান খাড়া করলেন ক্যাপটেন।

লেফটেন্যান্ট রাউলকে ক্লান্ত দেখালেও, প্রশ্নটা শুনে মোটেও বিচলিত হলো না সে; শান্ত হেসে জবাব দিল, 'আমার অভিজ্ঞতা বলে আমাদের প্রিয় ক্যাপটেন অকটেভ ভুল খুব কমই করেন। এ-ব্যাপারে এখনও তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়নি, তবে কীভাবে

তিনি অপারেট করেন জানা থাকায়, ধারণা করছি প্রকাশ্যে মসিয়ো রানা ও মাদামোয়াযেলকে খুঁজে বের করার তাঁর ওই চেষ্টাটা ছিল লোকদেখানো, আসল খুনিকে ধোঁকা দিয়ে বাইরে বের করে আনার একটা কৌশলের অংশ মাত্র।'

রিপোর্টাররা পরস্পরের সঙ্গে বিস্মিত দৃষ্টি বিনিময় করল।

রাউল এখনও বলে চলেছে, 'মসিয়ো রানা ও মাদামোয়াযেল সোফিয়া স্বেচ্ছায় তাঁর এই কৌশলী পরিকল্পনায় সহযোগিতা করে থাকলে আমি মোটেও বিস্মিত হব না, বিশেষ করে মসিয়ো মাসুদ রানা যেখানে পৃথিবী বিখ্যাত একটা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তবে ক্যাপটেন অকটেভ তাঁর বিশেষ ধরনের ক্রিয়েটিভ মেথডগুলো প্রকাশ করেন না। এ পর্যায়ে আমি শুধু এটুকু নিশ্চিত করতে পারি যে দায়ী লোকটিকে গ্রেফতার করতে সফল হয়েছেন ক্যাপটেন, এবং মসিয়ো রানা ও মাদামোয়াযেল সোফিয়া সম্পূর্ণ নির্দোষ– এই ঘোষণাও দিয়েছেন।'

বিশপ বেলমন্ডের দিকে ঘোরার সময় অকটেভের ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল। 'আমাদের রাউলটা মানুষ হিসেবে সত্যি খুব ভাল,' ভাবলেন তিনি।

কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল। অবশেষে হাত বুলিয়ে কপাল থেকে চুল সরালেন ক্যাপটেন, তারপর বিশপের দিকে তাকালেন। 'মাই লর্ড, প্যারিসে ফিরে যাবার আগে একটা বিষয়ে কথা বলতে চাই আমি। আপনার আকস্মিক লন্ডন ফ্লাইট। কোর্স বদল করার জন্যে পাইলটকে আপনি ঘুষ দেন। কাজটা করে আপনি কয়েকটা আন্তর্জাতিক আইন ভেঙেছেন।'

ম্লান কণ্ঠে বেলমন্ড বললেন, 'আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম।'

'হ্যাঁ। জেরার মুখে পাইলটও খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল।' পকেটে হাত ভরে নীলচে-বেগুনি অ্যামেথিস্ট বসানো সোনার আংটিটা বের করলেন ক্যাপটেন।

আংটিটা নেওয়ার সময় বিশপ বেলমন্ড অনুভব করলেন তাঁর চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠছে। 'আপনি সত্যি খুব দয়ালু মানুষ।' অকটেভের হাত ধরলেন তিনি। 'আপনাকে ধন্যবাদ।'

হাত নেড়ে প্রসঙ্গটা বাতিল করে দিলেন অকটেভ।

'আর একটা কথা,' দুর্বল কণ্ঠে বললেন বেলমন্ড। লোকটা ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবে না তো?'

'কোন্ লোক, লালিক?' মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন অকটেভ। 'না। আমাদের হাতে তার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ আছে।'

জানালার সামনে চলে গেলেন ক্যাপটেন, বাইরে তাকিয়ে কী যেন চিন্তা করছেন। বেশ কিছুক্ষণ পর আবার যখন ঘুরলেন, তাঁর চেহারায় অনিশ্চিত একটা ভাব দেখা গেল। 'মাই লর্ড, এখান থেকে কোথায় যাবেন আপনি?'

গত রাতে কাস্টেল গনডলফো ত্যাগ করবার সময়ও ঠিক এই প্রশ্নটা করা হয়েছিল বিশপ বেলমন্ডকে। 'মনে হচ্ছে আমার যাবার কোনও জায়গা নেই।'

'হ্যাঁ।' ভাবলেন অকটেভ। 'আমিও সময়ের আগেই অবসর নেব।'

বিশ

রোযলিন চ্যাপেল, এর আরেক নাম ক্যাথেড্রাল অভ কোডস, স্কটল্যান্ডের এডিনবরা থেকে সাত মাইল দক্ষিণে। একটা প্রাচীন মিথ্‌রেইক মন্দিরের পাশেই ওটা, ১৪৪৬ সালে নাইটস

টেম্পলার তৈরি করেছিল; চ্যাপেলটায় ইহুদি, ক্রিশ্চান, ইজিপশিয়ান ও পেইগান ঐতিহ্যের নানা ধরনের বিচিত্র সিম্বল খোদাই করা আছে।

পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা রোযলিন চ্যাপেলের প্রাচীন ও ভাঙাচোরা চূড়াটা শেষ বিকেলে লম্বা ছায়া ফেলেছে। ঢালের নীচে ঘাসে ঢাকা পার্কিং এরিয়ায় ভাড়া করা গাড়িটা দাঁড় করাল রানা। লন্ডন থেকে এডিনবরা আসবার পথে প্লেনে নিরুপদ্রব বিশ্রাম নিতে পেরেছে ওরা, যদিও সামনে কী ঘটতে যাচ্ছে চিন্তা করে দুজনের কেউই ঘুমাতে পারেনি।

ওদের দুজনের মাথাতেই এখন শুধু কয়েকটা বাক্য ঘুরপাক খাচ্ছে। কিউরেটার ল্যাক বেসনের রেখে যাওয়া সর্বশেষ মেসেজ।

Th nt Rosli

রানার ধারণা ছিল বেসনের "গ্রেইল ম্যাপ" হবে এক ধরনের ডায়াগ্রাম– একটা নকশা, তাতে ক্রস চিহ্ন দিয়ে স্পটটা দেখানো হয়েছে– কিন্তু না, প্রায়রির সর্বশেষ রহস্যও সেই একই পদ্ধতিতে উন্মোচিত হলো, কবিতার সহজবোধ্য চারটে লাইনের মাধ্যমে। লাইনগুলো নিঃসন্দেহে এই জায়গাটারই উল্লেখ করেছে। নাম হিসাবে রোযলিন ব্যবহার করা ছাড়াও, কবিতাটিতে চ্যাপেলের বেশ কয়েকটা আর্কিটেকচারাল বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে।

তবে ল্যাক বেসনের মেসেজ পরিষ্কার হলে কী হবে, রানাকে খুশি হওয়ার চেয়ে বরং বিভ্রান্তই দেখাচ্ছে বেশি। রানার দৃষ্টিতে রোযলিন চ্যাপেল অতিমাত্রায় সম্ভাবনাময় একটা স্পট। কয়েক শতাব্দী ধরে এই পাথুরে চ্যাপেল থেকে ফিসফাস গুজব ছড়িয়েছে যে এখানেই আছে হোলি গ্রেইল। গত কয়েক যুগে সেই ফিসফাস রীতিমত শোরগোল হয়ে ওঠে মাটি ভেদ করা

রেইডার চ্যাপেলের নীচে বিস্ময়কর কোনও কাঠামোর অস্তিত্ব আবিষ্কার করবার পর– প্রকাণ্ড একটা সাবটেরেনিয়ান চেম্বার রয়েছে ওখানে। প্রকাণ্ড কাঠামোটা চ্যাপেলটাকে মাথায় করে রেখেছে। অথচ ওটায় ঢোকার বা বেরুবার কোনও রাস্তা পাওয়া যায়নি।

রহস্যময় চেম্বারটায় পৌঁছানোর জন্য আর্কিওলজিস্টরা বিস্ফোরণ ঘটাবার অনুমতি চেয়েছে, কিন্তু পবিত্র এলাকার কোথাও কিছু খোঁড়া যাবে না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রোযলিন ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ। তাতে অবশ্য গুজবের মাত্রা আরও বেড়ে গেছে– রোযলিন ট্রাস্ট নিশ্চয়ই কিছু গোপন করতে চাইছে!

যারা রহস্য খুঁজে বেড়ায় তাদের জন্য রোযলিন এখন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তাদের অনেকেই বলে, মাটির নীচের ভল্ট-এ ঢোকার গোপন পথটা পাহাড়ের গায়ে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে, সেটা খুঁজতে এসেছে তারা।

এর আগে কখনও রোযলিন-এ আসেনি রানা। তবে যখনই এখানে হোলি গ্রেইল থাকার সম্ভাবনার কথা কানে এসেছে, সৌখিন আর্কিওলজিস্ট হিসাবে না হেসে পারেনি ও। ওর ধারণা, গুজবটা এত পুরানো বলেই এখানে জিনিসটা থাকতে পারে না। একসময় হয়তো ছিল, তবে অনেক আগেই তা সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

গ্রেইল গবেষকদের ধারণা, রোযলিন আসলে টোপ, একটা কানাগলি; অত্যন্ত কৌশলে তৈরি করে রেখেছে প্রায়রি অভ সায়ান। আজ রাতে অবশ্য প্রায়রির কিস্টোন থেকে পাওয়া দিক-নির্দেশনা ওদেরকে এই জায়গাতেই আসতে বলেছে, কাজেই এখন আর রানা হাসতে পারছে না।

বালি ও পাথর ছড়ানো পাহাড়ী পথ ঢাল বেয়ে উঠে গেছে। চ্যাপেলের বিখ্যাত পশ্চিম প্রাচীরকে পাশ কাটাল রানা ও

সোফিয়া। সোফিয়ার হাতে রোযউডের বাক্সটা রয়েছে, ক্যাপটেন অকটেভ ফেরত দিয়েছেন ওদেরকে।

সাধারণ ভিজিটরদের ধারণা, উদ্ভটভাবে ফুলে থাকা পাঁচিলটা চ্যাপেলের অসমাপ্ত একটা অংশ। তবে আসল ব্যাপার, রানার মনে পড়ল, বেশ ইন্টারেস্টিং।

বাদশা সলোমনের সমাধি রয়েছে জেরুজালেমে, সেটার ডিজাইনের সঙ্গে হুবহু মিল রেখে রোযলিন চ্যাপেল তৈরি করেছে নাইটস টেম্পলার– পশ্চিম প্রাচীর ও চৌকো উপাসনালয় সহ একটা সাবটেরেনিয়ান ভল্ট, যেখান থেকে আদি নয়জন নাইট প্রথম মাটি খুঁড়ে বের করেছিলেন ডকুমেন্টগুলো।

ছোট একটা কাঠের দরজা দিয়ে চ্যাপেলে ঢুকতে হবে। দরজার গায়ে খুদে সাইন– রোয়লিন।

রোয লাইন বা লাইন অভ রোয থেকে রোযলিন, সোফিয়াকে বলল রানা, অর্থ আসলে– মেরি ম্যাগডেলেনের বংশধারা।

একটু পরেই বন্ধ হয়ে যাবে চ্যাপেল, কাজেই তাড়াতাড়ি দরজাটা ধরে টান দিল রানা। গরম বাতাস বেরিয়ে এসে গায়ে ধাক্কা দিল। খিলানের নীচ দিয়ে চলে গেছে পথটা, মাথার কাছাকাছি সিঙ্কফয়েল ফুলের কুঁড়ি ঝুলছে।

গোলাপ পরিবারেরই ফুল এগুলো। গোলাপ– দেবীর গর্ভ।

চ্যাপেলের মেঝেতেও অসংখ্য সিম্বল খোদাই করা রয়েছে– ক্রিশ্চানদের ক্রুসিফর্ম, ইহুদিদের নক্ষত্র, ম্যাসনিক সিল, টেম্পলার ক্রস, পিরামিড, অ্যাস্ট্রলজিকাল প্রতীক, চারা, লতা-পাতা, পেনটাকল ও গোলাপ।

উপাসনালয় এই মুহূর্তে প্রায় খালি, অল্প কয়েকজন ভিজিটর এক তরুণের কাছ থেকে দিনের শেষ ট্যুর সম্পর্কে শুনছে। তাদেরকে এক লাইনে নিয়ে যাচ্ছে সে, এই বিখ্যাত পথ ছয়টা প্রধান আর্কিটেকচারাল পয়েন্টকে ছুঁয়ে যাবে। পথের শেষে,

মেঝেতে দেখা যাবে বিরাট একটা সিম্বল– পাঁচকোনা বিশিষ্ট নক্ষত্র।

স্টার অভ ডেভিড, ভাবল রানা। আবার সলোমনের সিল হিসাবেও পরিচিত। চ্যাপেলের তরুণ গাইড রানা ও সোফিয়াকে দেখতে পেয়ে সবিনয়ে হাসল, হাত তুলে চারদিকটা দেখিয়ে বোঝাতে চাইল সময় শেষ হয়ে এলেও ঘুরেফিরে দেখতে পারে ওরা।

মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাল রানা। চ্যাপেলের আরও ভিতর দিকে এগোল ও। কী কারণে কে জানে প্রবেশপথের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকল সোফিয়া, চোখে-মুখে বিমূঢ় একটা ভাব।

'কী ব্যাপার?' ফিরে এসে জানতে চাইল রানা।

অবাক চোখে চ্যাপেলের চারদিকে তাকাচ্ছে সোফিয়া। 'আমি... এখানে... এসেছি।'

রানা অবাক। 'কিন্তু আপনি না আমাকে বললেন রোযলিন নামটা পর্যন্ত কখনও শোনেননি আপনি!'

'শুনিনি তো...' এখনও চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে সোফিয়া, চোখে অনিশ্চিত ভাব। 'নিশ্চয়ই দাদু আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন, আমি হয়তো তখন খুব ছোট। কী জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে বেশ চেনা চেনা লাগছে আমার।' চারদিক দেখবার সময় নিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। 'হ্যাঁ।' চ্যাপেলের আরেকদিকে হাত তুলে দেখাল। ' ই স্তম্ভ.. ওগুলো আগেও আমি দেখেছি।'

চ্যাপেলের দূরপ্রান্তের পাথুরে স্তম্ভ দুটোর দিকে তাকাল রানা। ওগুলোর গায়ে জটিল ও সূক্ষ্ম খোদাই-এর কাজ রয়েছে। স্তম্ভ দুটো দাঁড়িয়ে আছে ঠিক যেখানে বেদি থাকার কথা। দুটোর মধ্যে তেমন মিল নেই। বাম দিকের পিলারটার গায়ে সাধারণ, খাড়া রেখা খোদাই করা; আর ডানদিকের পিলারে খোদাই করা

হয়েছে ফুল, লতা-পাতা ইত্যাদি।

এরইমধ্যে সেদিকে রওনা হয়ে গেছে সোফিয়া। তার পিছু নিল রানা। কাছাকাছি পৌঁছে অবিশ্বাসে মাথা নাড়তে শুরু করল সোফিয়া, বলল, 'হ্যাঁ, এখন আমি পজিটিভ। সত্যিই এগুলো দেখেছি আমি আগে।'

'বলছেন যখন নিশ্চয়ই দেখেছেন,' বলল রানা। 'তবে তার মানে এই নয় যে এখানেই দেখেছেন।'

ঘুরল সোফিয়া। 'মানে?'

'আর্কিটেকচারাল স্ট্রাকচার-এর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ডুপ্লিকেট করা হয়েছে এই দুটো পিলার। সারা দুনিয়ায় এটার রেপ্লিকা পাওয়া যায়।'

'রোযলিন-এর রেপ্লিকা?'

'না। পিলারগুলোর। মনে আছে, বলছিলাম রোযলিন আসলে সলোমন টেমপল-এর কপি? সলোমন টেমপলে যে পিলার আছে, এ দুটো হুবহু সেগুলোর কপি।'

এই সময় ওরা দেখল ভিজিটররা চ্যাপেল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। হাসি মুখে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল গাইডকে। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের সুদর্শন তরুণ, মাথায় সোনালি চুল। 'আমাদের আসলে বন্ধ করার সময় হয়ে এসেছে। আমি আপনাদের কোনও সাহায্যে আসতে পারি?' জিজ্ঞেস করল সে।

রানার ইচ্ছে হলো বলে, হোলি গ্রেইলটা যেন কোন্‌দিকে?

'কোড!' হঠাৎ চাপাস্বরে বলে উঠল সোফিয়া। 'এখানে একটা কোড আছে!'

তার উৎসাহ দেখে তরুণকে খুব খুশি মনে হলো। 'হ্যাঁ, আছে, ম্যাডাম।'

'সেটা সিলিঙে,' বলল সোফিয়া, ডান হাতি দেয়ালের দিকে ঘুরে গেল সে। 'ওদিকে কোথাও... ওই যে।'

হাসল তরুণ। 'বুঝেছি আগেও আপনি এসেছেন এখানে।'

কোড, ভাবছে রানা। লোকগাথার এই অংশটুকু জানে না ও। রোযলিন-এর অসংখ্য রহস্যের একটা হলো ভল্টেড আর্চওয়ে। ওটা থেকে কয়েকশো পাথরের ব্লক বেরিয়ে আসার ফলে অদ্ভুতদর্শন একটা সারফেস তৈরি হয়েছে। প্রতিটি ব্লকে একটা করে সিম্বল খোদাই করা, যেন কোনও প্ল্যান ধরে করা হয়নি। কার সাধ্য এই সাইফার ভাঙে!

অনেকের ধারণা, ওই কোড ভাঙতে পারলে চ্যাপেলের নীচের ভল্টে ঢোকার পথটা পাওয়া যাবে। আবার কেউ বিশ্বাস করে এই কোড থেকে সত্যিকার হোলি গ্রেইল কিংবদন্তি সম্পর্কে জানা যাবে। যাই হোক, ক্রিপটগ্রাফাররা কয়েকশো বছর ধরে চেষ্টা করেও কোড ভেঙে মানেটা বের করতে পারেনি। রোযলিন ট্রাস্ট অনেক আগেই ঘোষণা করেছে, কোড ভাঙতে পারলে মোটা টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

কিন্তু আজও সেটা রহস্য হয়েই রয়েছে।

'চলুন, আপনাদেরকে দেখিয়ে আনি,' বলল সুদর্শন গাইড।

গাইডের কণ্ঠস্বর যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল।

আমার প্রথম কোড, ভাবল সোফিয়া, যেন একটা ঘোরের মধ্যে কোড খোদাই করা আর্চওয়ের দিকে একা হাঁটছে।

এনকোডেড সিলিং-এর নীচে চলে আসবার পর, সিম্বলগুলো দেখে, স্মৃতিগুলো অবচেতন মন থেকে হুড়মুড় করে সচেতন মনে চলে এল। এখানে তার প্রথম আগমনের কথা পরিষ্কার স্মরণ করতে পারছে। সেই সঙ্গে অপ্রত্যাশিত একটা বিষাদ আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে।

তখন ছোট্ট একটি মেয়ে সোফিয়া, তার পরিবারের সবাই মারা যাওয়ার পর পুরো এক বছরও পার হয়নি। অল্প কয়েকদিনের ছুটিতে দাদু তাকে স্কটল্যান্ডে বেড়াতে নিয়ে এসেছেন। প্যারিসে ফিরে যাওয়ার আগে রোযলিন চ্যাপেল

দেখতে এসেছে তারা। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে তখন। বেশ কিছুক্ষণ আগেই বন্ধ হয়ে গেছে চ্যাপেল, অথচ তারপরও ভিতরে রয়েছে তারা।

'আমরা বাড়ি ফিরব না, দাদু?' বিরক্ত হয়ে বলল সোফিয়া, ক্লান্তি বোধ করছে সে।

'এই তো, লক্ষ্মী, আর একটু।' দাদুর কণ্ঠস্বর একঘেয়ে। 'এখানে আমার আরও একটু কাজ বাকি আছে। তুমি না হয় গাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করো?'

'ও, বুঝেছি, আরও একটা বড়দের কাজ বাকি আছে তোমার– ঠিক ধরেছি না?'

মাথা ঝাঁকালেন ল্যাক বেসন। 'খুব তাড়াতাড়ি সারব আমি। কথা দিলাম।'

'আমি তা হলে আর্চওয়ের কোড নিয়ে খেলি? আমার খুব মজা লাগে।'

'কী জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাকে তো বাইরে বেরুতে হবে। এখানে একা থাকতে তোমার ভয় করবে না তো?'

'ধ্যাত, ভয় করবে কেন!' মুখ ভার করল সোফিয়া। 'এখনও তো অন্ধকারই হয়নি!'

হাসলেন বেসন। 'বেশ, ঠিক আছে তা হলে।' নাতনিকে নিয়ে অলঙ্কৃত আর্চওয়ের কাছে ফিরে এলেন তিনি।

সময় নষ্ট না করে পাথুরে মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সোফিয়া, তাকিয়ে থাকল মাথার উপর ঝুলে থাকা পায়ল পিসগুলোর দিকে। 'তুমি ফিরে আসার আগেই এই কোড ভেঙে ফেলব আমি, দেখো!'

'এটা তা হলে একটা কমপিটিশন,' ঝুঁকে তার কপালে চুমো খেলেন দাদু, তারপর কাছাকাছি একটা সাইড ডোর-এর দিকে হেঁটে গেলেন। 'আমি ঠিক বাইরেই আছি। দরজাও খোলা

থাকল। আমাকে দরকার হলে একবার ডাকলেই হবে।' দরজা খুলে ম্লান আলোয় বেরিয়ে গেলেন তিনি।

কোড-এর দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকল সোফিয়া। একটু পরেই চোখে ঘুম ঘুম ভাব চলে এল।

কয়েক মিনিট পর সিম্বলগুলো ঝাপসা হয়ে এল, তারপর একেবারে মিলিয়ে গেল।

ঘুম ভাঙার পর সোফিয়া অনুভব করল, মেঝেটা ঠাণ্ডা লাগছে।

'দাদু?'

কোনও সাড়া নেই। দাঁড়াল সোফিয়া, হাত ঝাপটা দিয়ে কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়ল। সাইড ডোর এখনও খোলা। বাইরে অন্ধকার নামছে। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল চার্চের সরাসরি পিছনে একটা পাথরের তৈরি বাড়ির পর্চে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার দাদু। তারের জাল দেওয়া একটা দরজার ভিতর কেউ আছে, কোনও রকমে টের পাওয়া যাচ্ছে কাঠামোটা, তার সঙ্গে শান্তভাবে কথা বলছেন দাদু।

'দাদু?' ডাকল সোফিয়া।

ঘুরে তার উদ্দেশে হাত নাড়লেন দাদু, ইঙ্গিতে বললেন আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে। তারপর, অবশেষে, আড়ালে থাকা মানুষটাকে কয়েকটা কথা বলে জালের দিকে একটা চুমো ছুঁড়ে দিলেন। চোখ ভর্তি পানি নিয়ে নাতনির কাছে ফিরে এলেন তিনি।

'তুমি কাঁদছ কেন, দাদু?'

নাতনিকে বুকে তুলে নিয়ে শক্ত করে ধরে থাকলেন তিনি। 'ওহ্, সোফিয়া, আমরা দুজন এ বছর অনেক মানুষকে বিদায় জানালাম। এ বড় কঠিন কাজ।'

দুর্ঘটনাটার কথা মনে পড়ল সোফিয়ার, বিদায় জানাতে হয়েছে মা-বাবা, ছোট্ট ভাইটি ও নানকে। 'তুমি কি আরও

তাকে বিদায় জানাচ্ছিলে?'

'এমন এক প্রিয় বন্ধুকে, যাকে খুব বেশি ভালবাসি আমি,' বললেন দাদু, আবেগে বেসুরো হয়ে আছে গলার আওয়াজ। 'হচ্ছে বহুকাল তাকে আর আমি দেখতে পাব না।'

গাইডের পাশে দাঁড়িয়ে চ্যাপেলের দেয়ালগুলো পরীক্ষা করছে রানা। কোডগুলো দেখবার জন্য ওদিকে চলে গেছে সোফিয়া, রোযউড বক্সটা রয়ে গেছে রানার কাছে। বক্সটায় যে "ম্যাপ" রয়েছে সেটা কোনও সাহায্যেই আসছে না। ল্যাক বেসে কবিতা পরিষ্কারভাবে রোযলিন-এর কথা বললেও, এখানে পৌঁছানোর পর কী করতে হবে বুঝতে পারছে না রানা। কবিতায় একটা "ব্লেড ও চ্যালেস"-এর কথা বলা হয়েছে, সে-সব কোথায় রানা দেখতেই পাচ্ছে না।

'আমি নাক গলাতে চাই না,' তরুণ গাইড মৃদু কণ্ঠে বলল, রানার হাতের রোযউড বক্সটার দিকে তাকাল একবার। 'তবে এই বাক্সটা... জানতে পারি আপনারা কোথায় এটা পেলেন?'

ম্লান একটু হাসল রানা। 'সে অনেক কথা।'

তরুণ ইতস্তত করছে। আবার তাকাল রোযউড বাক্সটার দিকে। 'ব্যাপারটা সত্যি খুব অদ্ভুত। আমার নানীর কাছেও ঠিক এরকম একটা বাক্স আছে। জুয়েলারি বক্স। হুবহু এরকম পালিশ করা রোযউড, এই একইরকম খোদাই করা গোলাপ, এমনকী কবজাগুলো পর্যন্ত একরকম লাগছে।'

রানা বুঝল তরুণ ভুল করছে। কোনও বাক্স যদি একটাই তৈরি করা হয়ে থাকে, তো এটাই সেটা– প্রায়রির কিস্টোন রাখবার জন্য বিশেষভাবে বানানো। 'দুটো বাক্স একই রকম হতে পারে, তবে...'

সাইড ডোরটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল, ঘাড় ফিরিয়ে দুজনেই তাকাল সেদিকে। কাউকে কিছু না বলে চ্যাপেল থেকে বেরিয়ে

গেছে সোফিয়া। একটু পর জানালা দিয়ে দেখা গেল তাকে, ঢাল বেয়ে একটা বাড়ির দিকে নেমে যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হলো বাড়িটা ফিল্ডস্টোন দিয়ে তৈরি। সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা। *কোথায় যাচ্ছে ও?* এই দালানে ঢোকার পর থেকেই কেমন অদ্ভুত আচরণ করছে সোফিয়া। গাইডের দিকে ফিরল ও। 'আপনি জানেন, ওই বাড়িটা আসলে কী?'

মাথা ঝাঁকাল সুদর্শন তরুণ, সে-ও সোফি ার গ [illegible] দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে। 'ওটা চ [illegible]পেল রেকট্রি। চ্যাপেলের কিউরেটার থাকেন ওখানে। তিনি রো[illegible]ন ট্রাস্ট-এর প্রধানও।' একটু থেমে বলল, 'আমার নানী।'

'আপনার নানী, মানে গ্র্যান্ডমাদার, [illegible] ট্রাস্ট-এর হেড?'

মাথা ঝাঁকাল তরুণ। 'রেকট্রিতে নানীর সঙ্গে থাকি আমি, চ্যাপেলের কাজে সাহায্য করি তাঁকে, ট্যুর গাইড হিসেবেও আছি।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'সারাটা জীবন এখানেই কাটাচ্ছি আমি। ওই বাড়িটায় নানী আমাকে মানুষ করেছেন।'

সোফিয়ার জন্য চিন্তা হচ্ছে রানার, দরজার দিকে এগোল ও। মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাইডের বলা একটা কথা এই মাত্র ছাপ ফেলল ওর মনে।

নানী আমাকে মানুষ করেছেন।

ঢালের দিকে তাকিয়ে সোফিয়াকে দেখল রানা, তারপর হাতে ধরা রোযউড বাক্সটার দিকে ফিরিয়ে আনল দৃষ্টি। অসম্ভব। ধীরে ধীরে তরুণের দিকে ঘুরে গেল রানা। 'আপনার নানীর কাছে এরকম একটা বাক্স আছে?'

'প্রায় হুবহু।'

'কোত্থেকে পেয়েছেন তিনি?'

'আমার নানা তৈরি করে দিয়েছিলেন। আমার বয়স যখন খুব কম তখন তিনি মারা গেছেন, তবে আমার নানী এখনও

নানার গল্প করেন। বলেন, নানার হাতে নাকি জাদু ছিল। বহু কিছু তৈরি করতে পারতেন।'

রানার কল্পনায় অসংখ্য যোগসূত্র ধরা দিতে চাইছে। 'আপনি বললেন নানী আপনাকে মানুষ করেছেন। মা-বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে কিছু মনে করবেন?'

বিস্মিত দেখাল তরুণকে। 'তাঁরা তো আমার ছোটবেলাতেই মারা গেছেন।' একটু থামল সে। 'ওই একই দিন আমার নানাও মারা গেছেন।'

রানার বুক ধক্-ধক্ করছে। 'গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে?'

চমকে উঠল গাইড। তার জলপাই-সবুজ চোখে হতচকিত একটা ভাব। 'হ্যাঁ। কার অ্যাক্সিডেন্টে। সেদিন আমার পুরো পরিবার মারা যায়। আমার নানা, বাবা, মা আর ...' মেঝের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করছে সে।

'আর আপনার বোন,' বলল রানা।

একুশ

ঢাল বেয়ে নামছে সোফিয়া। ঠিক যেমনটি মনে আছে, বাড়িটা হুবহু সেরকমই লাগছে তার। ইতোমধ্যে চারদিক অন্ধকার হতে শুরু করেছে। বাড়িটা কাছে চলে আসায় তারের জাল লাগানো দরজাটা দেখতে পাচ্ছে সে, ভিতর থেকে রুটির গন্ধ ভেসে আসছে। জানালার ভিতর সোনালি আলোর আভা ফুটে আছে। আরও একটু কাছাকাছি হতে ফুঁপিয়ে ওঠার মৃদু আওয়াজ এল কানে।

জালের ভিতর দিয়ে করিডরে এক বৃদ্ধাকে দেখতে পেল সোফিয়া। দরজার দিকে পিছন ফিরে রয়েছেন, তবে তিনি যে কাঁদছেন বুঝতে পারছে সে। ভদ্রমহিলার মাথায় রুপালি চুল খুব লম্বা, রেশমের মত ঝলমল করছে, দৃশ্যটা সোফিয়ার মনে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা স্মৃতিকে জাগিয়ে দিতে চাইছে। অনুভব করল আশ্চর্য একটা আকর্ষণ টেনে নিয়ে চলেছে তাকে, পর্চে ওঠার সিঁড়িতে পা দিল সে, উঠতে শুরু করেছে।

বৃদ্ধা মহিলা একটা ফ্রেমে বাঁধানো ফটোগ্রাফ আঁকড়ে ধরে কাঁদছেন। ছবিটা একজন পুরুষের। তার মুখে হাত বুলাচ্ছেন তিনি।

এই মুখ খুব ভাল করে চেনে সোফিয়া।

ল্যাক বেসন, তার নানা, যাঁকে সে দাদু বলে ডাকে।

সন্দেহ নেই, ভদ্রমহিলা তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনেই কাঁদছেন।

সোফিয়ার পায়ের চাপে একটা কাঠের ধাপ ক্যাচক্যাচ করে উঠল। ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরালেন মহিলা, তাঁর চোখ দুটো খুঁজে নিল সোফিয়াকে।

সোফিয়ার ইচ্ছে হলো দৌড়ায়, কিন্তু পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল সে। মহিলার চোখ তার উপর থেকে এক পলকের জন্যও নড়ল না, ফটোটা নামিয়ে রেখে করিডর ধরে জাল ঘেরা দরজার দিকে এগোচ্ছেন।

পাতলা জালের ভিতর দিয়ে দুই নারী পরস্পরের দিকে যেন অনন্তকাল ধরে তাকিয়ে থাকল। তারপর, ধীরে ধীরে, অনিশ্চয়তা ও সন্দেহ ম্লান হতে শুরু করল; প্রবল আশা জাগল মনে, সেই আশা পরিণত হচ্ছে আনন্দ ও উল্লাসে।

এক ধাক্কায় দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তিনি, নরম ও কাঁপা কাঁপা দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন, সোফিয়ার বজ্রাহত মুখটাকে ধরে বললেন, 'ওহ্, সোনা আমার, এ আমি কাকে দেখছি!'

মহিলাকে চিনতে পারছে না সোফিয়া, তবু জানে কে ইনি।

কিছু বলতে চাইল সে, কিন্তু নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে পারছে না।

'সোফিয়া!' মহিলা ফোঁপাচ্ছেন, চুমো খেলেন তার কপালে।

ধরা গলায় কোনরকমে বিড়বিড় করল সোফিয়া, 'কিন্তু. দাদু বলেছিলেন তোমরা...'

'জানি।' সোফিয়ার কাঁধে নরম হাত রাখলেন মহিলা, পরিচিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। 'তোমার দাদু আর আমি এরকম আরও অনেক কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। যেটা ভাল বলে মনে হয়েছে সেটাই করেছি আমরা। সত্যিই আমি দুঃখিত। সবই তোমাদের নিরাপত্তার জন্যে, প্রিন্সেস।'

প্রিন্সেস! সঙ্গে সঙ্গে দাদুর কথা মনে পড়ে গেল সোফিয়ার। কত বছর আগের কথা, দাদু তাকে প্রিন্সেস বলে ডাকতেন।

চোখ ফেটে পানি গড়াচ্ছে, সোফিয়াকে আলিঙ্গন করলেন বৃদ্ধা। 'তোমার দাদু সব কথা তোমাকে বলবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তোমাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়নি। সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন তিনি। কত কিছু ব্যাখ্যা করার আছে। তোমার দাদু ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছিল। ভ্যাটিকানকে কখনও দায়ী করেনি সে, অন্য কারও ষড়যন্ত্র। ভ্যাটিকান খুব ভাল করেই জানত, হোলি গ্রেইল রহস্য ল্যাক বেসন কোনওদিনই প্রকাশ করবে না।' সোফিয়ার কপালে আরেকটা চুমু খেয়ে তার কানে ফিসফিস করলেন, 'আর কোনও রহস্য বা গোপনীয়তা নয়, প্রিন্সেস। তোমার পরিবার সম্পর্কে সব কথা এবার জানবে তুমি।'

সোফিয়া আর তার নানু সিঁড়ির ধাপে বসে আছেন, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে নীরবে চোখের পানি ফেলছেন। এই সময় লন ধরে হনহন করে এগিয়ে এল তরুণ গাইড, চোখ দুটো তার একাধারে অবিশ্বাস ও আশায় চকচক করছে।

'সোফিয়া?'

চোখ ভরা পানি নিয়ে মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া, ধাপ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এই চেহারা তার পরিচিত নয়, তবে আলিঙ্গন করবার সময় তরুণের শিরায় শিরায় রক্তের নাচন অনুভব করল সে, উপলব্ধি করল তার শিরার রক্তও নাচের ওই ছন্দের সঙ্গে তাল মেলাচ্ছে।

লন ধরে ওদের দিকে হেঁটে আসছে রানা। ওকে দেখে সোফিয়া স্মরণ করল, গতকাল পর্যন্ত এত বড় দুনিয়াতে নিজেকে সম্পূর্ণ একা ও নিঃসঙ্গ লেগেছে তার। কিন্তু এখন, এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে, যেন কোন্ এক জাদুমন্ত্র বলে, প্রায় অচেনা তিনজন মানুষের সান্নিধ্যে তার মনে হচ্ছে নিজের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে সে।

রোযলিন-এ রাত নামল।

ফিল্ডস্টোন বাড়িটার পর্চে, জাল ঘেরা দরজার দিকে পিছন ফিরে, একা দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা; ভিতর থেকে ভেসে আসা পুনর্মিলন ও হাসিকান্নার আওয়াজ শুনছে। হাতে ধরা মগ ভর্তি ব্রাজিলিয়ান কফি এরইমধ্যে ওর ক্লান্তি বেশ অনেকটা দূর করে দিয়েছে।

'আপনি চুপচাপ চলে এসেছেন,' পিছন থেকে বলল কেউ।

ঘুরল রানা। সোফিয়ার নানু পর্চে বেরিয়ে এলেন, তাঁর রুপালি চুল আকাশে ছড়ানো তারার আলোয় চকচক করছে। ভদ্রমহিলার নাম, অন্তত গত আটাশ বছর ধরে, মেরি ওডিলন।

ম্লান একটু হাসল রানা। 'ভাবলাম আপনাদেরকে কিছু নিরিবিলি সময় দেয়া দরকার।' জানালার দিকে চোখ পড়ায় দেখতে পেল ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছে সোফিয়া।

এগিয়ে এসে ওর পাশে দাঁড়ালেন ওডিলন। 'মিস্টার রানা, ল্যাক মারা গেছে শোনার পর সোফিয়ার নিরাপত্তার কথা ভেবে

আতঙ্কিত হয়ে পড়ি আমি। ওকে আমাদের দোরগোড়ায় দেখতে পাওয়াটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে স্বস্তিকর ব্যাপার। এত কথা বলে আমি আসলে বোঝাতে চাইছি, আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার জানা নেই।'

'মানে?' রানা যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'আপনি আমাকে কেন ধন্যবাদ দেবেন?'

'এটা আপনার বিনয়। আমি জানি আমার স্বামী সোফিয়ার নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনার ওপর ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন,' বললেন বৃদ্ধা ওডিলন।

কী বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে থাকল রানা।

ওদেরকে নিজেদের মধ্যে নিরিবিলিতে কথা বলবার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক আগেই বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল রানা, কিন্তু ওডিলন ওকে বসতে বলে সব কথা শোনার অনুরোধ করেন। মুখ ফুটে না বললেও, আভাসে জানিয়েছেন: *আমার স্বামী আপনাকে বিশ্বাস করেছিলেন, মিস্টার রানা, কাজেই আমিও করি।*

তো ওদের সঙ্গে রয়ে গিয়েছিল রানা, সোফিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বোবা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ওডিলনের মুখ থেকে শুনল গল্পটা। সোফিয়ার নানা ল্যাক বেসন ও নানী ওডিলন যিশুর কেউ নন। অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো, সোফিয়ার দাদা ও দাদি দুজনেই ছিলেন মেরোভিনযিয়ান ফ্যামিলির মানুষ—সরাসরি মেরি ম্যাগডেলেন ও যিশু খ্রিস্টের বংশধর। সেই সূত্রে সোফিয়া আর ওর ভাই যিশুর বংশধর; সেটাকেই রক্ষা করছে প্রায়রি।

সোফিয়ার বাবা-মা যখন মারা গেলেন, ওটা স্রেফ অ্যাক্সিডেন্ট ছিল কি না তা সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়নি, ফলে রাজকীয় বংশধারা প্রকাশ হয়ে পড়েছে মনে করে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে প্রায়রি এবং সাবধান হয়ে যায়। পরে পুলিশ দুটো লাশ

পায়, ধরে নেওয়া হয় বাকি লাশগুলো স্রোতের টানে ভেসে গেছে। পুলিশ অ্যাক্সিডেন্টের কারণটাও আবিষ্কার করে, স্টিয়ারিং হুইলে কারিগরি ফলানো হয়েছিল।

'তোমার নানা আর আমি,' আবেগে অবরুদ্ধ কণ্ঠে ব্যাখ্যা করলেন ওডিলন, 'ফোন কলটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই। তোমার মা-বাবার গাড়িটা তখন সবে মাত্র নদীতে পাওয়া গেছে।' চোখে রুমাল চেপে ধরলেন তিনি। 'আমাদের ছয়জনেরই– আমার দুই নাতি-নাতনি সহ– ওই রাতে ওই গাড়িতে চড়ে এক জায়গায় যাবার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে প্ল্যানটা বদলানো হয়, রওনা হয় শুধু তোমার মা-বাবা। দুর্ঘটনার কথা শোনার পর আমাদের বোঝার কোনও উপায় ছিল না আসলে কী ঘটেছে... কিংবা এটা আসলেই কোনও অ্যাক্সিডেন্ট কি না।' সোফিয়ার দিকে তাকালেন ওডিলন। 'আমরা শুধু জানতাম, দুই নাতি-নাতনিকে প্রোটেকশন দিতে হবে। তারপর যা ভাল মনে হয়েছে করেছি।

'তোমার নানা পুলিশে রিপোর্ট করে জানাল, গাড়িতে তোমার ভাই আর আমিও ছিলাম... আমাদের দুজনের লাশ নিশ্চয়ই স্রোতের টানে ভেসে গেছে। তারপর প্রায়রি অভ সায়ানের সাহায্যে তোমার ভাইকে নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাই আমি। তোমার নানার খ্যাতি ছিল, সমাজের বহু মানুষ তাঁকে চিনত, কাজেই নিখোঁজ হবার সুযোগ তাঁর ছিল না।

'সিদ্ধান্ত হয় যে পরিবারের সবচেয়ে বড় সন্তান হিসেবে সোফিয়ার প্যারিসে থাকা উচিত, সেখানে প্রায়রির নজরদারি থাকবে সে, এবং নানার কাছে থেকে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে।' তাঁর কণ্ঠস্বর খাদে নেমে ফিসফিসে হয়ে উঠল। 'পরিবারটিকে এভাবে ভাঙা আমাদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল। তোমার নানার সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হয়েছে আমার, প্রতিবার অত্যন্ত গোপন কোনও জায়গায়... প্রায়রির সিকিউরিটি

সিস্টেমের নিয়ম মেনে। কিছু উৎসব ও অনুষ্ঠান আছে, যা ব্রাদারহুড বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করে– আমরা দেখা করেছি সে-সব জায়গায়।'

রানা উপলব্ধি করল মূল গল্পের শিকড় আরও অনেক গভীরে, তবে সে-সব ওর শোনার জন্য নয়। তাই ওদেরকে নিরিবিলিতে কথা বলতে দিয়ে একা বাইরে বেরিয়ে এসেছে ও।

এই মুহূর্তে, রোযলিন চ্যাপেলের চূড়ার দিকে তাকিয়ে, অমীমাংসিত রহস্যটাকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিতে মন চাইছে না রানার।

গ্রেইলটা কি সত্যি এখানে, এই রোযলিনে আছে? যদি থাকে, তা হলে যে ব্লেড ও চ্যালেস-এর কথা বলে গেছেন ল্যাক বেসন তাঁর কবিতায়, সেগুলো কোথায়?

'ওটা আমি নিই?' বললেন ওডিলন, ইঙ্গিতে রানার হাতটা দেখালেন।

চোখ নামিয়ে তাকাল রানা, এতক্ষণে খেয়াল করল ল্যাক বেসনের প্যাপিরাসটা ধরে রয়েছে ও। আগে হয়তো দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, তাই ভাল করে দেখলে কিছু পাওয়া যেতে পারে, এই আশায় ক্রিপটেক্স থেকে আবার বের করেছে ওটা। 'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

কাগজটা নেওয়ার সময় মেরি ওডিলনের চোখে কৌতুকের ঝিলিক দেখতে পেল রানা। 'প্যারিসের এক ব্যাঙ্ক কর্মকর্তার কথা জানি,' বললেন তিনি, 'এই রোযউড বক্সটা ফেরত পাবার জন্যে পাগল হয়ে আছেন। জ্যাকুইস ড্যালক্রোজ অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু ছিলেন ল্যাকের, ল্যাক তাঁকে অসম্ভব বিশ্বাস করতেন। বাক্সটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করতে পারেন ভদ্রলোক।'

প্যারিসের কথা ওঠায় তিন সেনিশ্যাল-এর কথা মনে পড়ে গেল রানার, কাল রাতে যারা খুন হয়েছে। 'আর প্রায়রি? ওরা এখন কী করবে?'

'চাকা এরইমধ্যে ঘুরতে শুরু করেছে, মিস্টার রানা। অনেক ঝড়-ঝাপ্টা তুচ্ছ করে বহু শতাব্দী ধরে টিকে আছে ব্রাদারহুড, এই ধাক্কাটাও তারা গ্রাহ্য করবে না। একটা গ্রুপ সব সময় অপেক্ষায় থাকে, সুযোগ পাওয়া মাত্র নতুন করে গড়ে তোলার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা।'

সারাটা সন্ধে রানা সন্দেহ করেছে প্রায়রি অভ সায়ানের সঙ্গে সোফিয়ার নানুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রায়রির নারী সদস্য তো আছেই। চারজন গ্র্যান্ড মাস্টারও ছিলেন মহিলা।

আলবার্ট হিউম ও ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির কথা মনে পড়ল রানার। সব যেন এক যুগ আগের কথা। 'চার্চ কি এন্ড অভ দ্য ডেইজ-এ আপনার স্বামীকে স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট রিলিজ না করার জন্যে চাপ দিচ্ছিল?' জানতে চাইল ও।

'ওহ্ গড, নো! এন্ড অভ দ্য ডেইজ স্রেফ পাগলদের কল্পনা। আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিই, ব্যাপারটা প্রকাশ করা হবে না। এ-কথা সত্যি যে তারা খুব চাপের মধ্যে ছিল। তারপর যখন দেখল নতুন শতাব্দী শুরু হবার পরও আমরা কিছু প্রকাশ করলাম না, ওরা চাপমুক্ত হলো, বুঝতে পারল আমরা প্রাতিষ্ঠানিক খ্রিশ্চান ধর্মের বিরুদ্ধে নই, কোনওদিনই ওটা প্রকাশ করব না।'

'কিন্তু স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট যদি লুকানোই থাকে, মেরি ম্যাগডেলেনের কাহিনি চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে না?' জানতে চাইল রানা।

'তাই কি? নিজের চারদিকে তাকান। তাঁর গল্প শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতে বলা হয়েছে। এখন তো প্রতিদিনই বলা হচ্ছে। পেন্ডুলাম থেমে নেই, মিস্টার রানা। আর সবটুকু খোলসা করে বলা হবে কি হবে না, কিংবা হলে কবে, সে-সিদ্ধান্ত নেবে ভবিষ্যতের সেনিশ্যালরা।' থামলেন ওডিলন।

ওডিলনের হাতে ধরা প্যাপিরাস, তারপর আবার রোযলিনের দিকে তাকাল রানা।

'কোনও প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন, মিস্টার রানা,' বললেন বৃদ্ধা; চোখ দেখে মনে হলো কৌতুক বোধ করছেন। 'আপনি বোধহয় জানতে চান গ্রেইলটা এখানে, রোযলিনে আছে কি না।'

ইঙ্গিতে তাঁর হাতের প্যাপিরাসটা দেখাল রানা। 'আপনার স্বামীর কবিতায় স্পষ্ট করে রোযলিন-এর কথা বলা হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে এ-ও বলা হয়েছে যে গ্রেইলের ওপর একটা ব্লেড ও চ্যালেস পাহারায় থাকবে। কিন্তু এখানে আমি কোনও ব্লেড বা চ্যালেস দেখিনি।'

'ব্লেড ও চ্যালেস?' জিজ্ঞেস করলেন ওডিলন। 'ঠিক কী রকম দেখতে সেগুলো?'

রানা বুঝতে পারছে ঠাট্টাচ্ছলে ওকে নিয়ে খেলছেন ভদ্রমহিলা। দ্রুত সিম্বলগুলোর বর্ণনা দিল ও।

ওডিলনের চোখে-মুখে কিছু একটা মনে পড়বার ভাব ফুটল। 'ও, হ্যাঁ। পুরুষের প্রতিনিধিত্ব করে ব্লেড। আমার মনে হয় সিম্বলটা এভাবে আঁকা হয়, তাই না?' নিজের তালুর উপর তর্জনী দিয়ে একটা নকশা আঁকলেন তিনি।

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'আর উল্টোটা হলো,' বলে তর্জনী দিয়ে নিজের তালুতে আরও একটা স্কেচ আঁকলেন ওডিলন, 'চ্যালেস, নারীর প্রতিনিধিত্ব করে।'

'ঠিক,' বলল রানা।

'অথচ বলছেন রোযলিন চ্যাপেলের কয়েকশো সিম্বলের মধ্যে এগুলো আপনি খুঁজে পাননি?'

'না, পাইনি।'

'ওগুলো আপনাকে আমি দেখালে ঘুমাতে যাবেন তো?'

উত্তরে রানা কিছু বলবার আগেই পর্চ থেকে নেমে চ্যাপেলের দিকে এগোলেন ওডিলন। তাড়াতাড়ি তাঁকে অনুসরণ করল রানা।

প্রাচীন দালানের ভিতর ঢুকে আলো জ্বাললেন ওডিলন, তারপর হাত তুলে উপাসনালয়ের মাঝখানটা দেখালেন। 'ওই দেখুন, মিস্টার রানা– ব্লেড ও চ্যালেস।'

মেঝের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না রানা, খালি পড়ে আছে। 'কই? কী দেখব?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিখ্যাত পথটা ধরে এগোলেন ওডিলন, যে পথ প্রধান ছয়টা আর্কিটেকচারাল পয়েন্টকে ছুঁয়ে গেছে। এই পথ ধরে সন্ধ্যার সময় একদল ভিজিটরদের যেতে দেখেছিল রানা। চোখে আলো সয়ে আসবার পর মেঝের বিরাট সিম্বলটা দেখতে পেয়ে বিভ্রান্ত বোধ করল ও। 'কিন্তু ওটা তো স্টার অভ ডেভিড...'

শুরু করেও থেমে গেল রানা, তাৎপর্যটা ধরতে পেরে ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

ব্লেড ও চ্যালেস।

দুটোকে মিলিয়ে এক করা হয়েছে।

...ডেভিডের নক্ষত্র... পুরুষ ও নারীর আদর্শ মিলন... সলোমনের সিল... চিহ্নিত করে সবিশেষ পবিত্র স্থান ...যেখানে পুরুষ ও নারী দেব-দেবী– ইয়াওয়ে ও শিকাইনা– বসবাস করে বলে মনে করা হয়।

'কবিতাটা এই জায়গার কথাই বলেছে,' নিজেকে সামলে নিয়ে বলল রানা।

ওডিলন হাসলেন। 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

তাৎপর্যটা বুঝতে চেষ্টা করছে রানা, ওর গা শিরশির করে উঠল। 'অর্থাৎ হোলি গ্রেইল আমাদের নীচের ভল্টে আছে?'

হেসে উঠলেন ওডিলন। 'শুধু চেতনায়। প্রায়রির সবচেয়ে পুরানো একটা দায়িত্ব, গ্রেইলকে একদিন তাঁর নিজ দেশ ফ্রান্সে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এবং ওখানেই অনন্তকাল বিশ্রাম নেবেন তিনি। শতাব্দীর পর শতাব্দী নিরাপত্তার স্বার্থে এ-দেশে সে-দেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তাঁকে। খুবই অবমাননাকর। গ্র্যান্ড মাস্টার হবার পর ল্যাকের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপে হোলি গ্রেইলকে ফ্রান্সে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা এবং তাঁর বিশ্রামের জন্যে রাজরানীর উপযোগী একটা স্থান নির্বাচন করা।'

'দায়িত্বটা মসিয়ো বেসন পালন করতে পেরেছিলেন?'

ওডিলনের চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল। 'মিস্টার রানা, আজ রাতে আপনি আমাদের কী উপকার করেছেন মনে রেখে, এবং রোযলিন ট্রাস্ট-এর কিউরেটার হিসেবে, আমি আপনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারে হোলি গ্রেইল এখানে নেই।'

কেউ বোধহয় দরজার দিকে হেঁটে আসছে।

'দুজনেই আপনারা নিখোঁজ হয়ে গেলেন,' বলল সোফিয়া, চ্যাপেলে ঢুকছে।

'আমি এখনই ফিরে যাচ্ছিলাম,' তার নানু বললেন, হাঁটা ধরলেন দরজার দিকে। 'গুড নাইট, প্রিন্সেস।' নাতনির কপালে চুমো খেলেন তিনি। 'মিস্টার রানাকে বেশি রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রেখো না।'

রানা আর সোফিয়া বৃদ্ধাকে ঢাল বেয়ে নেমে যেতে দেখছে। এক সময় পাথুরে বাড়ির ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি। রানার দিকে ফিরল সোফিয়া। তার চোখে আবেগ উথলে উঠছে। 'ঠিক এরকম একটা সমাপ্তি আশা করিনি আমি।'

রানা কিছু বলছে না। জানে আজ রাত থেকে সোফিয়ার জীবনটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। 'আপনি সুস্থ বোধ করছেন তো? অল্প সময়ে অনেক ধকল পোহাতে হলো।'

একটু হাসল সোফিয়া। 'এখন আমার একটা ফ্যামিলি আছে। তবে আমরা কে, কোত্থেকে এসেছি, সে-সব উপলব্ধি করতে খানিকটা সময় লাগবে। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ। ধন্যবাদ।'

কয়েক সেকেন্ড কেউ কিছু বলল না।

তারপর রানা বলল, 'সকালে আমি প্যারিসে ফিরে যাচ্ছি।'

সোফিয়া ভাবল, আপনাকে আমার সময় দেওয়া হয়নি, জানানো হয়নি আপনার প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। 'আমিও,' বলল ও, তারপর হাত বাড়িয়ে রানার হাতটা ধরল, ওকে নিয়ে বেরিয়ে এল চ্যাপেল থেকে।

'এখানে কটা দিন আপনার থাকা দরকার না?' প্রশ্ন করল রানা।

'পরে।'

ঢালটা চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। রানাকে নিয়ে একটা গাছের নীচে দাঁড়াল সোফিয়া। ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে। হাত ধরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল দুজন।

'একটা কথা,' খানিক পর জিজ্ঞেস করল সোফিয়া। 'আচ্ছা, বলতে পারেন নতুন শতাব্দীতে রহস্যটা দাদু প্রকাশ করলেন না কেন?'

'এই প্রশ্নটার জবাব আপনার নানু আমাকে দিয়েছেন,' বলল রানা। 'ল্যাক বেসন, অর্থাৎ প্রায়রি সিদ্ধান্ত নেয়, হোলি গ্রেইল রহস্য কোনওদিনই প্রকাশ করা হবে না।'

'কিন্তু সেটা কি উচিত বলে মনে করেন আপনি?'

'আমার ব্যক্তিগত মত হলো, ধর্ম ও উপসনালয়ের একান্ত প্রয়োজন আছে। যে-কোনও ধর্মের ভাল দিক তো বলে শেষ করা যাবে না। এই যে মানুষ মানুষকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলছে না,

সেটা তো ধর্ম আছে বলেই।'

আকাশে এই মাত্র তারা ফুটতে শুরু করেছে, তবে পশ্চিমদিকে অন্য সব তারার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে একটি তারা। ওটাকে দেখতে পেয়ে হাসল রানা। ভিনাস, প্রাচীন দেবী, তাঁর কোমল ও শান্ত আলো ছড়াচ্ছেন।

খানিক পর চোখ নামিয়ে সোফিয়ার দিকে তাকাল রানা। ওকে তাকাতে দেখে নিজের চোখ দুটো ধীরে ধীরে বন্ধ করল সোফিয়া, ঠোঁটে এক চিলতে তৃপ্তিমাখা হাসি।

রানার নিজের চোখও ভারি হয়ে আসছে। তার হাতে মৃদু চাপ দিল ও। 'সোফিয়া?'

চোখ মেলল সোফিয়া, ঘুরল রানার দিকে। চাঁদের আলোয় আশ্চর্য সুন্দর ও মায়াবি লাগছে তাকে। রানাকে ঘুম জড়ানো হাসি উপহার দিল সে। 'হাই।' তারপর আরও কাছে সরে এসে আলিঙ্গন করল ওকে, চুমো খাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে উঁচু করল মুখটা।

অনেকক্ষণ ধরে চুমো খেল রানা। গুঙিয়ে উঠে সক্রিয় সাড়া দিল সোফিয়া। বুক ঘষছে রানার বুকে।

বাইশ

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল রানার। স্বপ্ন দেখছিল। বিছানার পাশে চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখা বাথরোব-এর মনোগ্রামে লেখা রয়েছে, *হোটেল হিলটন ইন্টারন্যাশনাল, প্যারিস।* পরদার ফাঁক দিয়ে

অস্পষ্ট আলো ঢুকছে কামরার ভিতরে। সময়টা কি সন্ধে, না ভোর?

রানা অনুভব করল শরীরটা তাজা ও ঝরঝরে লাগছে। গত দু'দিন খাওয়াদাওয়া ইত্যাদির সময় বাদে শুধু ঘুমাচ্ছেই ওরা দুজন। বিছানায় উঠে বসবার সময় উপলব্ধি করল কেন ওর ঘুম ভেঙেছে– অদ্ভুত একটা চিন্তা। এতদিন রাশি রাশি তথ্যের সাহায্যে সমাধান পাওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এখন এমন একটি বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছে ও, যেটার কথা আগে বিবেচনা করে দেখা হয়নি।

এ কি সম্ভব?

কয়েক সেকেন্ড নড়ল না রানা। তারপর বিছানা থেকে নেমে শাওয়ারের নীচে দাঁড়াল। ভাবনাটা এখনও ওকে ছাড়ছে না।

অসম্ভব।

বেডরুমে ফিরে এসে কাপড় পরছে রানা, বিছানা থেকে ঘুম জড়ানো গলায় সোফিয়া জানতে চাইল, 'কোথায় যাচ্ছ, রানা?'

'তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নাও, তুমিও যাচ্ছ।'

'কিন্তু কোথায়?' বিছানার উপর উঠে বসল সোফিয়া।

'হোলি গ্রেইল দেখতে।'

বিশ মিনিট পর সোফিয়াকে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রানা। প্যারিসে রাত নামছে। দু'দিনের ঘুম একটা ঘোরের মধ্যে ফেলে দিয়েছে রানাকে। তবে মাথাটা একদম ঝরঝরে লাগছে, সব কিছু পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছে ও।

ট্যাক্সি না নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লুভার মিউজিয়ামে চলে এ ওরা।

ওদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঠামোটা।

লুভার পিরামিড।

অন্ধকারে চকচক করছে।

চাতাল ধরে এগোল সোফিয়া ও রানা, আকাশ ছোঁয়া লুভারের এন্ট্রান্স-এর দিকে যাচ্ছে। ভিজিটররা একজন-দুজন করে বেরিয়ে আসছে ভিতর থেকে। আজকের মত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে লুভার।

রিভলভিং ডোর ঠেলে, সোফিয়াকে নিয়ে প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে পিরামিডে নামতে শুরু করল রানা। অনুভব করল আগের চেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে বাতাস। এক সময় নীচে পৌঁছাল ওরা, ঢুকল লম্বা টানেলটায়।

টানেলের শেষ মাথায় এসে একটা চেম্বারে ঢুকল ওরা। কারও মুখে কথা নেই। সরাসরি সামনে, উপর থেকে ঝুলে রয়েছে, চকচকে ইনভারটেড পিরামিড– V আকৃতির একটা কাঁচ।

চ্যালেস।

খুঁটিয়ে লক্ষ করছে রানা। মেঝের মাত্র ছ'ফুট উপরে ঝুলে আছে। ওটার সরাসরি তলায় রয়েছে একই সমান আর একটা পিরামিড।

চ্যালেস বা পেয়ালা উপরে। ব্লেড বা তলোয়ার নীচে।

The blade and chalice guarding o'er gates. তাঁর দরজা পাহারা দিচ্ছে তলোয়ার ও পেয়ালা।

'কোথায়,' ফিসফিস করল সোফিয়া, 'কবরটা?'

'এটা,' বলে হাত তুলে নীচের পিরামিডটা দেখাল রানা।

শ্বেতপাথরের গায়ে সূক্ষ্ম চারকোনা একটা দাগ দেখতে পেয়েছে রানা– দরজার আভাস।

'ঢুকবে?'

মাথা নাড়ল রানা।

অন্ধকার থেকে আত্মাদের ফিসফিসানির মত, ভুলে যাওয়া কথাগুলো প্রতিধ্বনি তুলল। *'হোলি গ্রেইল সার্চ করার উদ্দেশ্য হলো মেরি ম্যাগডেনেলের কঙ্কালের সামনে হাঁটু গেড়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পাওয়া– নির্বাসিত, পবিত্র নারীসত্তার পায়ের*

সামনে প্রার্থনায় বসতে পারার অভিযান।'

নিশ্চয়ই ভুল শুনছে রানা, তবে সন্দেহ হলো একটা নারীকণ্ঠ যেন ওকে সম্বোধন করে বলছে, কেউ এসেছ, সেজন্য ধন্যবাদ।

আর সোফিয়ার মনে হলো সে যেন কার মিষ্টি হাসি শুনতে পাচ্ছে। কে যেন আশীর্বাদ করছে তাকে।

হাঁটু মুড়ে বসল সে কবরের সামনে।